সাহিত্যপ্রকাশিকা : সপ্তম খণ্ড

শ্রীপাদমেরুগ্রন্থ

দ্বিজ মাধব সংকলিত

সম্পাদকমণ্ডলী

ভূদেব চৌধুরী　　সুখময় মুখোপাধ্যায়
পঞ্চানন মণ্ডল　　সুমঙ্গল রাণা

সহসম্পাদকমণ্ডলী

তপনকুমার মুখোপাধ্যায়　　অণিমা মুখোপাধ্যায়
পরমেশ্বর মাহাতা

বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি

ভূমিকা

প্রকাশমান 'শ্রীপদমেরুগ্রন্থ' বিশ্বভারতী 'সাহিত্যপ্রকাশিকা' গ্রন্থমালার সপ্তম খণ্ড। বিশ্বভারতীর বাংলা-বিভাগের পুথিশালায় এপর্যন্ত সাড়ে ছয় হাজারের বেশি পুথি সংগৃহীত হয়েছে, এবং সংগ্রহের ধারা এখনো চলেছে অবিরাম। সাহিত্য এবং ইতিহাসের বিভিন্ন দৃক্‌কোণ থেকে এই সব সংগ্রহের প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। 'পুঁথি-পরিচয়' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের কাজ চলেছে; প্রতি খণ্ডে সংগ্রহের অনুক্রমিক হিসাব অনুযায়ী পাঁচশ' পুথির সংক্ষিপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ—বিশেষ ক্ষেত্রে উদাহরণসহ—প্রকাশিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি 'পুঁথি-পরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

'সাহিত্যপ্রকাশিকা'-গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং আরো সংহত। বিশ্বভারতী বাংলা-পুথিশালায় যে-সব মূল্যবান্ গ্রন্থের পুথি রয়েছে—সাহিত্য, ইতিহাস কিংবা সাহিত্যেতিহাসের অনুসন্ধানীদের কাছে যা সবিশেষ আগ্রহ দাবি করতে পারে—তার তথ্যসম্পূর্ণ উপস্থাপনাই এই প্রকাশ-পরিকল্পনার প্রধান কাম্য। 'শ্রীপদমেরুগ্রন্থ' অনুরূপ একটি অতি মূল্যবান্ পুস্তক।

মুখ্যভাবে গ্রন্থটি উনবিংশ শতকে অনুলিখিত বৈষ্ণব-পদাবলীর এক সুপরিকল্পিত কৌতূহলোদ্দীপক সংকলন; পুথির শেষ আড়াই পাতা জুড়ে রয়েছে বলরামের রাসলীলা বিষয়ক আখ্যায়িকা; সে-ও এক চিত্তাকর্ষক কাব্যকথা। তা'হলেও পদমেরুগ্রন্থের প্রধান মূল্য অভিনব বৈষ্ণব-পদ-সংকলন রূপেই। সংকলিত পদের অনুক্রমিক সর্বমোট সংখ্যা ১৩৮১; বিশেষ বিন্যাস-প্রকরণের প্রভাবে মোট ১৭টি পদ [বিচিত্র পাঠান্তরযুক্ত] গ্রন্থমধ্যে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে[১]; পুনরুক্তি বাদ দিলে মোট পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৬৪। এর মধ্যে ৩৫৪টি পদ এপর্যন্ত প্রকাশিত কোনো প্রামাণিক পদ-সংকলনে পাওয়া যায়নি।[২] শুধু তাই নয়, অজ্ঞাতপূর্ব কবি-নামের ভণিতাসহ কয়েকটি নূতন

---

১ পরিশিষ্ট 'খ'-তে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ধৃত হয়েছে।

২ অপরিচিতপূর্ব পদ-নির্ণয়ের সূত্রে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদকল্পতরু, 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী', 'বিদ্যাপতি পদাবলী'—মিত্র-মজুমদার সং, বিমানবিহারী মজুমদারকৃত চণ্ডীদাস-পদাবলী, 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী', গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', মালবিকা চাকী-সম্পাদিত 'বাসু ঘোষের পদাবলী', ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য-সম্পাদিত 'বলরাম দাসের পদাবলী', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পদ যেমন রয়েছে এই সংকলনে, তেমনি জ্ঞাত এবং খ্যাতনামা অনেক কবিরও অপরিচিত পদ ধৃত হয়েছে প্রচুর। এমনকি বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসও এই কবিগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। এবিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা উদ্ধৃত হচ্ছে।[৩] তাছাড়া পরিচিত পদ এবং পদকর্তাদের সম্পর্কেও এই সংকলন বিচিত্র জিজ্ঞাসার সঞ্চার ক'রে থাকে। নূতন পাঠান্তর অনেকই আছে; থাকা সম্ভবও; তদুপরি চেনা কবির অনেক চেনা পদেও অপর কোনো কবির ভণিতা সংযোজিত হতে দেখা যায়। ভণিতাহীন অজ্ঞাতনামা কবির পদ আছে ১৪০টি; তার মধ্যে কিছু সংখ্যক পদ বর্তমান সংকলনে ভণিতাহীনভাবে ধৃত হলেও অন্যতর প্রামাণিক সংকলনে কোনো-না-কোনো কবির নামসহ পাওয়া গেছে। নিছক বহিরঙ্গ তথ্যগত এইসব অভিনবতা ছাড়াও এই সংকলনটি আরো নানা দিক্ থেকেই মূল্যবান্, এবং সেই কারণেই এ-গ্রন্থ 'সাহিত্য-প্রকাশিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হতে পারল।

'পদমেরুগ্রন্থ' মূল সংকলকের প্রদত্ত নাম—এ-কথা মনে করার জোরালো কারণ আছে; সংকলনের প্রথমাবধি প্রধানত রসপর্যায় নির্দেশ উপলক্ষে এই নাম পুনঃপুন ব্যবহৃত হয়েছে। পুথিটি বিশ্বভারতী বাংলা পুথিশালার ৯৫০ ক্রমিক-সংখ্যা চিহ্নিত। ইতঃপূর্বে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত তথা ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল-সংকলিত 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৫৮) পুথিটির সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে [দ্র. ১৬-১৭ এবং মূল গ্রন্থের পৃ ১৫৫-২১০]। ২৫৩+২ (সূচিপত্র) পাতায় সম্পূর্ণ পুথিটি অখণ্ডিত, সূচিপত্র অসম্পূর্ণ। আকার ১৮"×৫½"।

এ-পুথি বিশ্বভারতী বাংলা-পুথিশালার 'রতন-লাইব্রেরি-সংগ্রহ'র অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াত পণ্ডিত শিবরতন মিত্র মশায়ের সিউড়ীস্থিত মূল্যবান্ পাঠাগারের পুথিগুলি বিশ্বভারতী ক্রয় করেন; তাই নিয়ে 'রতন-লাইব্রেরি-সংগ্রহ'।

মূল পুথি হস্তনির্মিত তুলট কাগজের ওপরে উজ্জ্বল কালো কালিতে লেখা; অংশবিশেষে উজ্জ্বল লাল কালি ব্যবহৃত হয়েছে। পদগুলি সবই কালো কালিতে লিপিকৃত; কেবল রসপর্যায় নির্দেশ প্রসঙ্গে অংশত লাল কালির ব্যবহার করা হয়েছে, সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে। ১১৪খ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এমনি চলেছে; তারপরে বেশ কিছুটা

সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' প্রভৃতি প্রামাণিক আকরগ্রন্থ সন্ধান করে দেখা হয়েছে। এইরূপে নির্ণীত অপরিচিতপূর্ব পদের তালিকা পরিশিষ্ট 'গ'-তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

৩ পরিশিষ্ট 'ক'-তে বিভিন্ন কবিকৃত মোট পদসংখ্যা এবং পরিশিষ্ট ঙ-তে তৎসহ প্রত্যেক কবির ভণিতায় প্রাপ্ত অপরিচিতপূর্বপদের সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে।

অংশ জুড়ে লিপিকরেরা 'রসপর্যায়' বা রাগতালের নির্দেশ করেন নি, নির্দিষ্ট স্থান শূন্য রেখে গেছেন। অতএব লালকালির ব্যবহার ঐখানে থেমে গেছে ; কিছুটা পরেই আবার বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু পূর্বোক্ত প্রকারে রাগ তাল রসপর্যায়ের যথারীতি উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; বহুস্থলে লাল কালি ব্যবহৃত হয়নি ; কিয়দংশে হয়েছে।

পুথির অভ্যন্তরে চারটি স্বতন্ত্র হস্তাক্ষর স্পষ্ট। মূল পদসংকলন-গ্রন্থের ১খ থেকে ২১৮খ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এক হস্তাক্ষর, আরো একটি হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে ২১৯ক থেকে ২৫৩খ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ; মূল পুথির ১ক পৃষ্ঠা অলিখিত। দুটি হস্তাক্ষরই পরিচ্ছন্ন, মোটামুটি সুগঠিত এবং লিপিকর্মে যত্নের ছাপ স্পষ্ট। অসম্পূর্ণ সূচিপত্রের পাতা দুটি (৪ পৃষ্ঠা) পৃথক্ হস্তাক্ষরে লেখা। দ্বিতীয় পত্রটি সংখ্যাহীন। গোটা পুথিটি প্রধানুষতভাবে কাগজের পাশাপাশি লেখা হয়েছে ; কেবল সূচিপত্রের ২খ পৃষ্ঠা পাতার লম্বালম্বি লেখা। সূচিপত্রের এই দুই পাতা কাগজও স্বতন্ত্রভাবে সংগৃহীত বলে মনে হয় ; দুটি পাতারই আকার এবং পার্শ্বকর্তনের ধরণ স্পষ্টত পৃথক্—মূলের তুলনায় অনেক অযত্নসাধিত এবং অপরিচ্ছন্ন,—হস্তাক্ষরও তাই। কাগজ এখানেও হস্তনির্মিত তুলট। মূল পুথির অভ্যন্তরে কয়েকটি পাতা হরিতালে রাঙানোও রয়েছে। চতুর্থ হস্তাক্ষরটি চোখে পড়ে ১১৪খ পৃষ্ঠার পরে। রাগতাল এবং রসপর্যায় নির্দেশক শূন্যস্থানগুলির অনেক জায়গা এই হস্তাক্ষরে কালো কালিতে লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রের মার্জিনেও অনুরূপ লেখা চোখে পড়ে।

সূচিপত্র অংশে পর পর দুই পাতায় দু'টি বাংলা সালের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১ক পৃষ্ঠায় সূচিপত্র আরম্ভ হয়েছে—"শ্রীহরিশ্রী/পদভরষা/সন ১২৬৩ সাল"। আবার লম্বালম্বি লেখা ২খ পৃষ্ঠায় মূল বিবৃতি-অংশের বহির্দেশে পৃষ্ঠার উপরিভাগে ডান দিকের কোণে লেখা আছে "শ্রীহরি শ্রী পদ ভরসা/১২৬৪ সাল"। তা-ছাড়া ঐ সূচিপত্রেরই ২ক পৃষ্ঠায় বাঁদিকের 'মার্জিন'-এ এক জায়গায় লেখা রয়েছে—"শ্রীনিত্যানন্দ দাষ/সাং চণ্ডিনগর"।

উপরিউক্ত সন দুটির উল্লেখ থেকে সূচিপত্রের লিখন-কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংকেত পাওয়া যায়। সংশয় নেই, সূচিপত্র লেখা হয়ত আরম্ভ হয়েছিল ১২৬৩ সালেই ; খ্রীষ্টাব্দের তখন ১৮৫৬-৫৭। দ্বিতীয় পাতাটি লিখতে লিখতে কি ১২৬৪ সালে গড়িয়ে গিয়েছিল ? অসম্ভব নয়—অন্তত সূচিপত্র-লিখন যদি ১২৬৩-র শেষভাগে শুরু হয়ে থাকে, তাহলে এ সম্ভাবনা আরো দৃঢ় হতে পারে। অনুমান হয়, কোনো 'চণ্ডিনগর' সাকিন-বাসী 'শ্রীনিত্যানন্দ দাস'ই এক সময়ে পুথির মালিক হয়েছিলেন, এবং হয়ত

তিনি নিজেই আগ্রহবশে স্বহস্তে সূচিপত্র প্রণয়নে ব্যাপৃত হন। হস্তাক্ষরে যে বিস্রস্ত অস্বচ্ছতা রয়েছে, তাতে অমন দুর্বল লিপিকর্মীকে পারিশ্রমিক দিয়ে কেউ নিযুক্ত করেছিলেন—এমন অনুমান সুসাধ্য নয়। কাগজ কাটা, লেখা—সব কিছু মিলিয়ে ঐ দুটি পাতায় অযত্ন ও অপরিচ্ছন্ন অধীরতার প্রমাণ অজস্র। তাতে মনে হয়, গ্রন্থাধিকারী স্বয়ং সূচিপত্র রচনায় প্রয়াসী হয়ে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি বলেই সমস্ত উদ্যমটি পরিত্যক্ত হয়; এবং সম্ভবত তা ১২৬৪ সাল-এর কোনোসময়ে।

অন্যপক্ষে, সূচিপত্রের চেয়ে মূল পুথির লিখন-কাল অবশ্যই পুরাতন। কারণ সূচিপত্র মূল পুথির বহির্ভূত। পদ-সংকলন ও বলরাম-রাস সংবলিত ঐ মূল পুথিটি আরম্ভ হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে ১ পত্রাঙ্ক থেকে। ঐ অংশে পত্রবিন্যাসে এবং হস্তাক্ষরে যত্ন ও সাবধানতার নিঃসংশয় চিহ্ন রয়েছে; ১ পাতার প্রথম পৃষ্ঠাটি সংগত কারণেই অলিখিত রয়েছে। অতএব বোঝা যায়, পুথির ১ এবং সূচির ১ পাতা আসলে পৃথক্ সূত্রজাত—এবং সূচিপত্র নিঃসন্দেহে পুথির পরবর্তী। স্বাভাবিকভাবেও মূল পুথি লেখা শেষ হয়ে গেলে তবেই সূচিপত্র নির্মাণের প্রসঙ্গ আসে। আর এমন যদি হয় যে, মূল পুথি লেখার অন্তত বছর ছয় সাত পরেও সূচিপত্র লিখন আরম্ভ হয়েছিল [পুথি-লিখনের সঙ্গে সূচিপত্রের প্রস্তুতি যে অব্যবহিতভাবে সংলগ্ন ছিল না, সে-কথা বোঝাই গেছে], তা'হলে পুথির লিপিকাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উঠে যায়।

অন্যপক্ষে প্রাপ্ত পুথির লিপিকালের চেয়েও মূল 'পদমেরুগ্রন্থ' সংকলনের কাল আরো পুরানো, তারও নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে ঐ পুথিরই ভিতরে। অর্থাৎ আলোচ্য পুথি মূল সংকলনগ্রন্থ নয়—তার কোনো অনুলিপি কিংবা অনুলিপির অনুলিপি।—

প্রাপ্ত পুথির ১৭৬ক পৃষ্ঠার ওপরের 'মার্জিনে' দেখা যায়, মূল লিপিকরেরই হস্তাক্ষরে খুব ছোট ছোট হরফে গায়ে গায়ে লাগানো একটি গোটা পদ লেখা হয়েছে। দেখে মনে হয়, অনুলিপিকালে ভ্রমবশত যথাস্থানভ্রষ্ট এই পদটিকে লিপিকর মূল দেখে পুনরুদ্ধার করে দিয়েছেন। পরবর্তী ১৭৭খ এবং ২১৪ক পৃষ্ঠা দুটিতে এই অনুমানের তাথ্যিক সমর্থন মিলে যায়। প্রথমোক্ত পৃষ্ঠার এক জায়গায় লেখা আছে:—"এ পদ সহ হইয়াছিল। ... পদশিরোমণি। ৬ পাতে"।

দ্বিতীয়োক্ত পৃষ্ঠার বাঁদিকের 'মার্জিন'-এ লিপিকর স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, "অত পদের গোউরচন্দ্র ভোম প্রযুক্ত পদের নিম্নদেসে লিখন করিলাম। দেষ্ট করিবেন।" আর সেই 'গোউরচন্দ্র' পদটিও যথানির্দিষ্ট স্থানে মিলে যায়।

অতএব স্পষ্ট দেখা গেল, পুথির ভেতরে লিপিকর অন্তত তিনবার অনুলেখন কর্মে ভুল করেছেন, এবং দুবারে তা স্বীকারও করেছেন। সুতরাং এ পুথি যে মূল 'পদমেরু-গ্রন্থের' নকল কিংবা নকলের নকল, তাতে সন্দেহ নেই। আর তাতেই আলোচ্য সংকলনের কাল সম্পর্কে নূতন কৌতূহল দেখা দেয়। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম বৈষ্ণবপদসংকলন গ্রন্থ; তার সংকলনের ঊর্ধ্বতম কাল অনুমিত হয় সপ্তদশ শতকে। 'পদমেরুগ্রন্থ' আকারে, আকরে এবং বিন্যাসগুণে আরো ব্যাপক এবং বিচিত্র। প্রাপ্ত পুথিটি অপর কোনো মূল থেকে অনুলিখিত; এই পুথির লিপিকরণ যদি ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই হয়ে থাকে, তাহলে মূল গ্রন্থটির সংকলন কাল আরো কত প্রাচীন অতঃপর পণ্ডিতেরা সে বিষয়েও কৌতূহলী হবেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পদকল্পতরু-খ্যাত বৈষ্ণবদাসের (বৈষ্টম দাস) ভণিতাযুক্ত কিছু পদ এই সংকলনে ধৃত হয়েছে। অতএব এই সংকলন পদকল্পতরু-পরবর্তী হওয়াও সম্ভব।

তাছাড়া গোটা সংকলনটি অনুধাবন করে দেখলে সংকলকের পরিচয় সন্ধান আরো উদ্দীপনাকর বোধ হতে পারে। পদের সংগ্রহ এবং নির্বাচনে নয় কেবল, বিন্যাস-পরিকল্পনাতেও একটি পাণ্ডিত্যদীপ্ত বিদগ্ধ প্রতিভার সুনিশ্চিত স্বাক্ষর রয়েছে। তাহলেও অধিকাংশ বাংলা প্রাচীন পুথির বেলা যেমন ঘটে, বর্তমান ক্ষেত্রেও তেমনি সংকলকের পরিচয় রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ড-র 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল অনুমান করেছেন, দ্বিজ মাধব নামক কোনো ব্যক্তি 'পদমেরুগ্রন্থের' সংকলক হতে পারেন।[৪] তাঁর প্রধান যুক্তি পুথির অন্তিম উক্তিটি :—"ইতি গৌরাঙ্গ হে কৃপাঙ্কুরু মাধব দীনবরে।" সমগ্র পুথিটির বিন্যাস-প্রেক্ষিতে এ-সম্পর্কে নানা কৌতূহল-ই কেবল জাগে, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দুষ্কর।

আগে দেখেছি, 'পদমেরুগ্রন্থে'র পুথিতে মোট ২৫৩ পাতার মধ্যে ২৫১খ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশে বিভিন্ন রসপর্যায়ে বিভক্ত রাধাকৃষ্ণলীলারই বিচিত্র অভিব্যক্তি স্তরে স্তরে চিত্রিত হয়েছে; এবং প্রতি পদেই রয়েছে 'তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু'র লীলাবিলাস; অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকার পদ। রসপর্যায়ের পরিকল্পনা বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের আদর্শসম্মত হলেও ক্রমানুগত নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংকলক স্বাধীনভাবে রসপর্যায় নির্দেশ করেছেন, তাতে তাঁর মৌলিকতা পরিস্ফুট, বস্তুত ঐখানে তাঁর প্রতিভারও স্বাক্ষর। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে। কিন্তু শেষোক্ত আড়াই পাতায় রয়েছে নতুন বিষয়, 'বলরাম

৪ দ্র. ড পঞ্চানন মণ্ডল : 'পুঁথি-পরিচয়' ২য় খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয় পৃ. ১৬-১৭।

রাস'-এর উপাখ্যান। এটি পদাবলি নয়, স্বতন্ত্র একটি আখ্যায়িকা-কাব্য—মধ্যযুগীয় অনুরূপ কাব্যের আদর্শানুসারে লেখা। ঐ কাব্যসমাপ্তির পরেই 'দীনবর' মাধবের জন্ম গৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করে পুথি সাঙ্গ হয়েছে। তার আগে প্রকীর্ণ-পদাবলি সংকলনে পূর্ণচ্ছেদ ঘটেছে; তার সুনিশ্চিত ঘোষণাও রয়েছে সংকলকের পক্ষ থেকে :—"অত্র স্থলে রসবর্ন্ন'ন গ্রন্থ সমাপ্ত।"

পুথির ঐ ২৫১খ পৃষ্ঠাতেই প্রায় এক সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরের নির্দেশ রয়েছে :—"অথ মধ্য মাশী পূর্ন্নীমা শ্রীশ্রীবলরামচন্দ্রস্য রাসলীলা বর্ন্ন'নং ॥ ভত্নচিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ ॥" তারপরে ঐ পৃষ্ঠা থেকেই নতুন আখ্যায়িকা-কাব্যের সূচনা। এবারে আর 'পদ' নেই; প্রধানুমত-ভাবে পয়ার-ত্রিপদী সহযোগে বলরামের রাসলীলার বর্ণনা। অথচ মূল পদসংকলন গ্রন্থের বিন্যাস-পদ্ধতি এখানেও অনুসৃত হতে দেখা যায়। প্রতিটি পয়ার এবং ত্রিপদীর উপস্থাপনের পূর্বে 'রাগ' ও 'তাল' শব্দ দুটি যথাপূর্ব লিখিত হয়েছে; কিন্তু 'রাগ' কিংবা 'তাল'-এর সম্পর্কে নির্দেশ একেবারেই নেই—কারণ এই পয়ার-ত্রিপদীগুলির একটিও তো পদাবলীর ভঙ্গিতে গেয় নয়! বলরাম-রাসের এই আখ্যায়িকা মোট ১১টি পয়ার-ত্রিপদীর সমষ্টি; তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ত্রিপদী—আরো একটি আছে আংশিক ত্রিপদী। ৯টি পুরোপুরিই বিবৃতিমূলক পয়ার।

এই ১১টি স্বতন্ত্র কবিতাংশের চারটির শেষে 'দ্বিজমাধব' অথবা কেবল 'মাধব ভণিতা রয়েছে; তার একটির পূর্ণ রূপ হল :—"চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণকমল। / দ্বিজমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥" ড. মণ্ডল উপরিউক্ত আলোচনায় জানিয়েছেন, 'বঙ্গবাসী'-সংস্করণ দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র মুদ্রিত গ্রন্থে বলরামের রাসলীলার বিবরণ রয়েছে, যদিও 'পদমেরু'-ধৃত অংশটি তার প্রতিলিপি নয়। স্বভাবত-ই প্রশ্ন ওঠে, বলরাম-রাসের ঐ সংযোজিত উপাখ্যানটি কি যথার্থই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-খ্যাত কবি দ্বিজ মাধবের রচনার কোনো পাঠান্তর-সূত্রে সংগৃহীত, অথবা পূর্বৈক্তিন্থের অনুসরণে 'পদমেরুগ্রন্থ'-সংকলয়িতা কোনো দ্বিজ মাধবের মৌলিক রচনা? দুই দ্বিজ মাধবকে অভিন্ন ভাববার উপায় নেই। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র আলোচ্য কবি ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের সূচনায় তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়; 'পদমেরুগ্রন্থের' বর্তমান পুথিটির লিপিকাল উনিশ শতকের মাঝামাঝির খুব ওপরে তুলে নেবার মত প্রামাণিক সমর্থন আপাতত অন্তত হাতে নেই। মূল সংকলনটি নিশ্চয়ই আরো পূর্ববর্তী কালের রচনা, কিন্তু সে ঐ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ঘটনা বলেই দাবি করতে পারার মত তথ্য অন্তত এখনো হাতে আসে নি।

অতএব যদি মনে করা যায় যে, আলোচ্য বলরাম-রাস কাহিনী 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর কবি দ্বিজ মাধবের রচনা থেকেই সংগৃহীত, তাহলে প্রশ্ন দেখা দেবে—পূর্বোক্ত গৌরাঙ্গ-কৃপাভিক্ষু পুথির সর্বশেষ বাক্যটিও কি ঐ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যেরই উদ্ধৃতি ? —এবিষয়ে বিপরীত সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। বরং সেইটেই অধিকতর সম্ভাব্য মনে হয়।

আগে বলেছি মূল 'পদমেরুগ্রন্থে'র সংকলনে রসশাস্ত্র-সম্মত হলেও স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত বিচিত্র মাত্রার রসপর্যায় উপস্থাপনের প্রারম্ভে প্রায় প্রতি পদেই 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' তথা গৌরচন্দ্রিকার পদ বিন্যস্ত হয়েছে। আসলে এটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যেরই সনিষ্ঠ অনুকৃতি। কিন্তু অভিনবতা দেখি বলরাম-রাস বিষয়ক আখ্যায়িকার মুখবন্ধে 'তদুচিত নিত্যানন্দ' বর্ণনের পদ-বিন্যাসে। এ-যেন পূর্বাপর অনুসৃত 'গৌরচন্দ্রিকা'রই আদর্শ-সম্মত 'নিত্যানন্দ চন্দ্রিকা'। পারম্পর্য রক্ষার এই সন্তর্পণ প্রয়াস সংকলকের স্ব-কৃত হওয়া একেবারেই বিচিত্র নয়, বরং তার সম্ভাবনাই বেশি। কবিকর্ম সম্পর্কেও একই কথা ভাবা যায় না কী ? এ সব জিজ্ঞাসার উত্তর তথা 'দীনবর' মাধব অভিধান্বিত সম্ভাব্য 'পদমেরুগ্রন্থ' সংকলয়িতার পরিচয় আহরণও অতঃপর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্নসন্ধানী গবেষকের কাছে নূতন উদ্যমের অপেক্ষা করে থাকবে।

পুথি সম্পর্কে আরো কিছু জ্ঞাতব্য রয়েছে। 'পদমেরুগ্রন্থ'—তথা তার অনুলিখিত বর্তমান আলোচ্য পুথিটি যে একাধিক উৎসুক মনের আগ্রহ আকর্ষণ করেছিল, তার প্রমাণ নানা স্থানে প্রকীর্ণ রয়েছে। সূচীপত্র রচনার অসম্পূর্ণ প্রয়াসকারী ছাড়াও আরেকটি নতুন হস্তাক্ষরের পরিচয় মিলেছে ; আগে বলেছি—১২৫ক পৃষ্ঠা থেকে রাগ-তাল ও রসপর্যায় নির্দেশের জন্য পরিত্যক্ত শূন্য স্থানগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এঁর দ্বারা পরিপূরিত হয়েছে। পুথির দুই মুখ্য লিপিকরের হস্তাক্ষর থেকে এই হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র। হস্তাক্ষর থেকেই বুঝি, এই সংযোজক নূতনতর ব্যক্তি। পুথিটি নিশ্চিতভাবেই মূলের কোনো অনুলিপি বলে এ হস্তাক্ষর স্বয়ং সংকলকেরও হতে পারে না। কিন্তু ইনি নিঃসংশয়ে পণ্ডিত-বোদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন। কেবল রসপর্যায় লিখন জন্য পরিত্যক্ত শূন্যস্থানেই নয়, অনেক সময়ে বিভিন্ন পত্রের শীর্ষে—কদাচিৎ পার্শ্বদেশে এই হস্তাক্ষরে অভিনব সব রসপর্যায়ের প্রস্তাব আভাসিত হয়েছে। প্রায়শ-ই এই সব নির্দেশনা ছিল প্রস্তাবকের কপোলকল্পিত, শাস্ত্রীয় ভাবাদর্শের অনুসারী হলেও এই সব পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় স্পষ্ট। যে-সব অংশে এমনকি পূর্বাবধি রসপর্যায়াদির যথোচিত উল্লেখও রয়েছে—সেখানেও এই একই হস্তাক্ষরে পুথির বিভিন্ন পৃষ্ঠার পার্শ্বদেশে

নূতনতর রসপর্যায়ের সংকেত করা হয়েছে। অভিনবতাও তাতে কম নয়। ১৩৬খ, ১৩৭খ, ১৩৮খ এবং ১৩৯খ পৃষ্ঠায় বামকোণে যথাক্রমে নির্দেশ আছে 'শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার,' 'শ্রীকারান্ত রাস অভিসার', 'বিপরীত শৃঙ্গার' এবং 'বিপরীত সম্ভূগ'। এ-সবই প্রথাসিদ্ধ পন্থার অনুসরণে রসপর্যায় নির্ণয়ের ব্যক্তিগত প্রয়াস বলে মনে করা চলে; এবং অনেক স্থলেই এরকম আছে। অন্যপক্ষে ১৪১খ পৃষ্ঠায় 'সূর্জ পূজারম্ভ', ১৪২ক-তে 'সূর্জপূজা সংপূন্ন' কিংবা ১৪৮ক পৃষ্ঠায় বনভ্রমণ ইত্যাদি উল্লেখ প্রথাসিদ্ধ পন্থায় মৌলিক সংযোজন বলে মনে করি। অন্তত বৈষ্ণবরসশাস্ত্র নির্দেশিত নিত্য-লীলার বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায়ের বিশ্লেষণ ধারায় অনুরূপ শীর্ষ-অভিধার প্রয়োগ সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

এই সব দেখে বুঝি, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন বৈষ্ণব পদসাহিত্য ও রসশাস্ত্রের বিচক্ষণ কোনো বিশেষজ্ঞ পাঠক অতিশয় সন্তর্পণে পুথিটি পড়ে তার রস-নিষ্কাশন করতে চেয়েছিলেন নিজস্ব পন্থায়।

আরো এক নূতন ধরনের হস্তাবলেপের চিহ্ন আছে পুথিটির পৃষ্ঠাঙ্ক-নির্দেশে। ১৫১ পাতায় দেখা যায়, বামদিকের কোণে ৩৪ সংখ্যা লিপিকৃত রয়েছে,—এবং তারপরে ক্রমানুসারে পত্রে পত্রে এই নূতন সংখ্যাক্রমের বিন্যাস চলেছে ১৭৪ পাতা পর্যন্ত—সেখানে নূতন প্রসঙ্গবদ্ধ পত্রাঙ্ক হল ৫৯। এর পরে মূল পত্রাঙ্ক ২২৮-এর তলায় লেখা দেখি ৬০, এবং তারপরে একই অনুক্রমে ২৫৩ পাতা পর্যন্ত নতুন পত্রাঙ্কের নির্দেশ চলেছে, শেষ প্রাপ্ত সংখ্যা ৮৫। সন্দেহ হয়, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কৌতূহলী পাঠক কিংবা কাব্যামোদী ঐ পাতাগুলো কি কোনো সময়ে ধার করে নিয়েছিলেন? সেই সূত্রেই কি এই সব নূতন পত্রাঙ্ক বিন্যাস? অনুমানের অন্ধকারে অনেক দূর অবধি চলা নিরাপদ নয়; কিন্তু এই সব নূতন রকমের হস্তাবলেপের চিহ্ন থেকে বুঝি, পুথিটি পুরাতন কালেও সুপরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল।

এবারে কবি এবং কাব্য বিষয়ে প্রসঙ্গ। 'পদমেরুগ্রন্থ' সংকলনে মোট ১০২ জন স্বতন্ত্র কবির ভণিতা-পরিচয় রয়েছে; ভণিতাহীন অজ্ঞাত কবির পদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কোনো কোনো কবির নাম-ভণিতা একাধিক প্রকারের রয়েছে; যেমন—নরহরি, নরহরিদাস, নরহরিনাথ প্রভৃতি অভিন্ন কবির ভণিতা হওয়াই সম্ভব। বিপরীত পক্ষে রামানন্দ বসু, রামানন্দ দাস, রামানন্দ রায় এবং রামানন্দ ভণিতা কয়টি পৃথক্ কবির পরিচয়বহ বলে মনে করা হয়েছে। তেমনি গোবিন্দদাস এবং গোবিন্দদাসীয়া একই কবির ভণিতা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। চণ্ডীদাস কবি-কুলের মধ্যে নিরুপাধি চণ্ডীদাস রয়েছেন,—আছেন 'বড়ু' এবং 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসও।

তাছাড়া নিছক চণ্ডীদাস ভণিতায় দীনচণ্ডীদাসের একটি পদও ধৃত আছে এই সংকলনে। 'ছত্রিশ অক্ষরে করুণা' ইত্যাদি চণ্ডীদাস ভণিতাঙ্কিত পদগুচ্ছ দীন চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সুবৃহৎ কাব্যে পাওয়া গেছে বলে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নির্দেশ করেছিলেন।[৫] বৈষ্ণব পদের প্রামাণিক সংকলনগুলিতে দীনচণ্ডীদাসের রচনার উদ্ধৃতি সুলভ নয়; আলোচ্য 'পদমেরু গ্রন্থে' কবির প্রামাণিক পদগুচ্ছ সংগৃহীত হয়েছে, এদিক্ থেকেও আলোচ্য সংকলন একটি অভিনব ব্যতিক্রম বলে মনে করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, 'পদমেরুগ্রন্থ' তরুণীরমণ চণ্ডীদাসেরও একটিই পদ ধৃত হয়েছে—যা অ-পূর্বজ্ঞাত। অন্তত একজন নতুন পদকর্তা আছেন, নাম স্বরূপ; নতুন পদকর্ত্রী হলেন বাসনা। 'দুখিনি' ভণিতাতেও একটি পদ রয়েছে। স্বরূপ অ-পরিচিতপূর্ব কবি; কিন্তু বিশ্বভারতী বাংলা পুথিশালায় তাঁর কবিকর্মের বিস্তৃত পরিচয় সংগৃহীত হতে পেরেছে। 'পদমেরু গ্রন্থে' তাঁর কেবল দুটি পদ ধৃত আছে, দু'টিই বাংলা। বিশ্বভারতীর অপরাপর পুথিতে অন্যূন আরো আটটি পদ একই ভণিতায় পাওয়া গেছে যার সব কয়টিই ব্রজবুলিতে লেখা[৬]।

প্রাচীনতম যে-কবির পদ 'পদমেরু'তে গৃহীত হয়েছে, তিনি জয়দেব। পদকর্তাদের মধ্যে 'দ্বিজ' হরিদাস-এর পাশে হরিদাস-ও আছেন, সৈয়দ মুর্তজারও একটি চেনা পদ রয়েছে। নরোত্তমদাস-শ্রীবল্লভের যৌথ ভণিতাতেও পদ পাওয়া গেছে। আবার নিছক 'রায়', 'রাই' কিংবা 'রাঅ' ভণিতায় রহস্যাবৃত কবিপরিচিতিসহ পদ আছে ৪৬টি। তার মধ্যে দুটি পদ পদকল্পতরুতে হরিবল্লভ ও গোবিন্দদাস ভণিতায় পাওয়া গেছে; তাছাড়া ৪২টি আসলে নূতন পদ। এইভাবে কবি-তালিকায় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কালের রচনা-প্রবাহ বিচিত্র মাত্রা ও পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। তাতে 'পদমেরু গ্রন্থের' ঊর্ধ্বতম সংকলন কাল অষ্টাদশ শতকে এসে ঠেকতে পারে। কিন্তু পদকর্তৃপরিচয়ের এই বিস্তার-বৈচিত্র্যের তুলনাতেও পদবিন্যাসের অভিনবতা আরো কৌতূহলপ্রদ। সংকলন-গ্রন্থের সূচনা হয়েছে নিম্নরূপে :—

"৭ শ্রীশ্রী ॥ বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান। তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তী : কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকং ॥ পদমেরুগ্রন্থ আরম্ভ ॥

আলোচ্য উদ্ধৃতিতে অজস্র বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকটাই লিপিকর প্রভাবিত। এপ্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণীয় আলোচ্য পুথিটি মূল গ্রন্থের অনুলিপি কিংবা কোনো

৫ দ্র. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯, পৃ ৮১-৮৪।

৬ ড. সুমঙ্গল রাণা, 'ষোড়শ শতকের সমাজপ্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য' (অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. নিবন্ধ, বিশ্বভারতী

অনুলিপির অনুলিপি। কিন্তু সকল ভুলভ্রান্তি পেরিয়েও মূল সংকলকের সংস্কৃত ভাষা, তথা বিশেষভাবে তাঁর বৈষ্ণব রসশাস্ত্রজ্ঞান পুঁথির প্রমাণবশেই সংশয়াতীত হতে পারে বস্তুত বৈষ্ণবরসশাস্ত্র-নির্দেশের ওপরেই পদ-বিন্যাসের মূল কাঠামোটিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

উদ্ধৃত প্রাথমিক শ্লোকটির ব্যাকরণগত সকল বিচ্যুতি সত্ত্বেও বক্তব্যের সঠিক তাৎপর্য বোধগম্য হয়ে ওঠে একটি 'ড়' কে 'ত'-তে রূপান্তরিত করলেই :— "বন্দে গুরূনীশ ভক্তানীশমীশাবতার কান।.........।" প্রাচীন পুঁথির হস্তাক্ষরে ত/ড়-এর বিভ্রান্তি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অতএব সকল সংশয়ের শেষেও বুঝি, গুরুগণ, ভক্তগণ, ঈশ অর্থাৎ ঈশ্বর তথা ঈশাবতার 'কান'-কে বন্দনা করা হয়েছে গ্রন্থারম্ভে। আর সেই কান-অবতার-এর প্রকাশক, তাঁর শক্তিস্বরূপ হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এই অনুভবটুকুও যুগপৎ ব্যক্ত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিকল্পনার "রাধা-ভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা, তথা 'সর্ব অবতার-অবতারী' শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহ্যগত পরিচয় এখানে বিধৃতই রইল নিঃসন্দেহে। তাহলেও পদের বিন্যাসপদ্ধতি অনুসরণ করলে স্পষ্টত-ই বুঝি, নিজের মত করে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে যে কথাটি স্পষ্ট করা সম্ভব হয়নি—আসলে সেই বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র-পন্থাই ছিল সংকলকের অনুসৃতব্য আদর্শ; আর তার মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন মৌলিক কল্পনার যোজনা সংকলনগ্রন্থের সামগ্রিক চরিত্রটিকে কৌতুকপ্রদ করেছে।

প্রথমত বিচিত্র-বিষয়ক কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার-রসাশ্রিত আখ্যায়িকাই সংকলকের একমাত্র 'আগ্রহের' বিষয় ছিল। গ্রন্থের নানা স্থলেই পদসজ্জার মাঝে মাঝে বিভিন্ন লীলাবর্ণন সমাপ্তি নির্দেশিত হয়েছে:— "ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে ভাবিবিরহ ও মিলন খেদোক্ত সমাপ্ত" (পৃ ১৭৮ ক). কিংবা "ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে শ্রীচিত্রগীত সমাপ্ত। "(পৃ ১৮৭) ইত্যাদি। ঐ শৃঙ্গে অর্থ "শৃঙ্গাররস বর্ণনে'। শেষ পর্যন্ত এই 'শৃঙ্গে' শৃঙ্গাররসে উদ্বোধিত 'কবিতাগুচ্ছই সংগৃহীত হয়েছে গোটা সংকলনে,—প্রায় সব কয়টিই রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মধুর রসের পদ। আর পদসংগ্রাহক প্রথমাবধি চালিত হয়েছেন সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিশ্বাসের দ্বারাই—'রাধা কৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি; এঁরা একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই দুই অধুনা ঐক্য প্রাপ্ত হয়ে চৈতন্য নামে প্রকটিত হয়েছেন, তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণরূপ।'

বস্তুত এই বিশ্বাসই বৈষ্ণব রস-কল্পনায় 'গৌরচন্দ্রিকা' পদাবলির উদ্ভাবক, এ তথ্য সর্ববিদিত। কিন্তু আলোচ্য সংকলক সেই বিশ্বাস এবং তদনুসারী ঐতিহ্যকে এক আন্তরিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন। ফলে তাঁর গৌরভক্তি প্রণোদিত চিত্ত অনেক সময়ে প্রসঙ্গ অপ্রসঙ্গে গৌরকথার অভিমুখী হয়েছে। নানা রসপর্যায় প্রসঙ্গে 'তদচিত শ্রীমহাপ্রভু' বিষয়ক পদ তো পুনঃপুন নির্বাচিত হয়েইছে—তা ছাড়াও 'চৈতন্য নদিরূপের বর্ণন' (পৃ ৩৭ ক) 'চৈতন্ত সীংহরূপের বর্ণন' (পৃ ৬৮ ক) ইত্যাদি বিষয়ে বিচিত্র পদের উদ্ধার ও বিন্যাস সংকলকের চৈতন্যলীলা-রসনিষ্ণাত মনঃ-প্রবণতারই পরিচয়বহ। ঐরূপ একটি-দুটি স্ব-চিত্তপ্রণোদিত পদের উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শাস্ত্রীয় রসপর্যায় সমর্থিত সমুচিত গৌরচন্দ্রিকার পদও তৎক্ষণাৎ ধৃত হয়েছে।

তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থের প্রথমাংশ জুড়ে নির্বাচিত পদের বিন্যাস মোটামুটি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করেই কল্পিত হয়েছে। তার প্রাথমিক ক্রম নিম্নরূপ :— পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, উৎকণ্ঠা, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ ও রসোদ্গার। তাছাড়া প্রতি পর্যায়ের খুঁটিনাটি বিন্যাসে সংকলক তাঁর স্বাধীন আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেছেন। পূর্বরাগ বিষয়ের সব কয়টি পদই 'দর্শন-গ' 'রতি'র বিবরণবহ। তার শুরুতে আছে 'সপ্ন উল্লাস' পরে 'সাক্ষাৎ পূর্বরাগ', তারও পরে কখনো 'স্নানকালে', কখনো 'সায়ন্যকালে' 'দরশন' জনিত পূর্বরাগ। খুঁটিনাটি উদ্ধার করার প্রয়োজন নেই—মূল গ্রন্থেই সকল তথ্য নিবেশিত রয়েছে। এখানে কেবল এইটুকু লক্ষ করবার মত যে, রসশাস্ত্রসম্মত লীলাপর্যায় বিন্যাসের গোটা কাঠামোটি অনুসরণ করবার সময়ে সংকলক তাঁর পছন্দ ও বিবেচনা মত ভাগ উপবিভাগ পরিকল্পনা করে নিয়েছেন। প্রায় প্রতি স্তরে-উপস্তরেই 'সম্ভোগ' এবং কদাচিৎ 'রসোদ্গার' নির্দেশ করে পর্যায় সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য লক্ষ করবার মত ; প্রায় প্রতি স্তরেই সংকীর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে ; সংকলক দাবি করেছেন প্রতিটি রসপর্যায় 'সংকীর্তনানুসারে' বিন্যস্ত। এ-কথার দুটো তাৎপর্য থাকা সম্ভব :— (১) নিশ্চয়ই পদগুলি সংকীর্তনের জন্য তথা গীত হবার উদ্দেশ্যেই সংকলিত হয়েছিল। (২) পদকীর্তনের কথা উঠলেই পালাকীর্তনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে অনিবার্যভাবে—খেতুরি মহোৎসবের পর থেকে। কিন্তু আলোচ্য পদসংকলনের বিন্যাস কোনো স্তরেই একটি পূর্ণাঙ্গ পালা গড়ে

তুলতে পারেনি। বস্তুত বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত পদসংখ্যায় কোনো আনুপাতিক সামঞ্জস্য নেই। কোথাও কোথাও চল্লিশোর্ধ্ব কিংবা পঞ্চাশ-সন্নিকট পদসংখ্যা রয়েছে, কোনো উপপর্যায়ে গৌরপদ ব্যতিরেকে পদ-সংখ্যা পাঁচটি ছ'টিও আছে। সর্বকালোচিত অভিসার পর্যায়ে সংকলিত পদসংখ্যা ১৪৩; কিন্তু পৃথক্‌ভাবে নির্দেশিত না হলেও বিভিন্ন কালসম্মত অভিসারের স্বতন্ত্র গৌরচন্দ্রিকাযুক্ত বিবরণ ছাড়াও 'বাসকসজ্জিতা' ও 'খণ্ডিতা' পর্যায়ের পদাবলিও তাতে সংবদ্ধ। অন্যপক্ষে মানোত্তর মিলনের বিভিন্ন উপপর্যায়ে—'যোগিমিলন' উপাখ্যানে গৌরচন্দ্রিকা সহ পদসংখ্যা ৭, 'নাপীতিনী মিলন'-এ ৬, 'দানখণ্ডী মিলনং'-এ দুই উপপর্যায়ে মোট পদসংখ্যা ৬। তার চেয়েও কৌতূহলজনক শাস্ত্রসম্মত মানোত্তর মিলন [স্বভাবতই 'খণ্ডিতা' 'কলহান্তরিতা' নায়িকা বর্ণনের পর] বর্ণনায় সংকলককৃত এই সব অভিনব দৈশিক উপপর্যায় নির্দেশ। সর্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ ঐ শেষোক্ত উপপর্যায় নির্দেশনা— 'দানখণ্ডী মিলনং'—দৈশিক কৌতুককথাকে সংস্কৃত ভাষাপুষ্টিত করতে চাওয়ার অভিনব প্রয়াস। এই সব কিছু মিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, শাস্ত্রানুমোদিত বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদমালাকে আপন অভিমত করে নানা রকমে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিচিত্রভাবে উপভোগ করার প্রয়াসটি সর্বত্রই বিস্তারিত। এই সবকিছুই ব্যক্তিগত রুচির পরিচয়বহ— যার স্বাধীন প্রকাশ চোখে পড়ে ঐ রসপর্যায় নির্দেশের মধ্যেই। ১৫৬খ পৃষ্ঠায় "ললিতা গো গাড়ু ভরিয়া আন জল" পদের পরে লেখা আছে :— "ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তন সঙ্গীতানুসারে রসপর্যায়াঙ্কিত সম্পূর্ণ।" এবং তার অব্যবহিত পরেই রয়েছে "অথ হোরি খেলা তদুচিৎ শ্রীমহাপ্রভু।"

বস্তুত এর অব্যবহিত আগেই 'ফুল দোল' প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে যথাযোগ্য গৌরচন্দ্রিকা সহ। কিংবা এর আগে বিভিন্ন উপবিভাগে শাস্ত্রোক্ত রসপর্যায় বিন্যাস সূত্রেই বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক রাসলীলার অনুষঙ্গে কখনো 'জলক্রীড়া' কখনো 'বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি প্রসঙ্গেরও অবতারণা ও উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো যেন উপশিরোনাম— তথা কোনো রসিক মনের উপরসপর্যায় সম্ভোগের প্রয়াস। অন্যপক্ষে 'রসপর্যায়' শব্দ যেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সর্বত্রই প্রতিটি পর্যায়-নাম শাস্ত্রসমর্থিত।

কিন্তু ১৫৬ খ পৃষ্ঠায় 'রসপর্যায় গীত সম্পূর্ণ' হবার ঐ স্পষ্ট নির্দেশের পরে পদ বিন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গে আর কোথাও 'রসপর্যায়' শব্দটি প্রযুক্ত হয় নি; এবার থেকে নতুন রকমের স্তর বিন্যাস নির্দেশ দেখা যায়— এবং তা আগাগোড়াই প্রায় অভিন্ন। দুয়েকটির উল্লেখ আগে করেছি যার একটি :— "ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানু-

সারে পূজে শ্রীচিত্তগীত সমাপ্ত।" 'চিত্তগীত' নিশ্চয়ই কোনো শাস্ত্রনির্দিষ্ট রসপর্যায় নয়; কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার সম্ভাবনা আশংকা করে ব্রজবাসিনীগণের খেদ, আতঙ্ক ও আকুলতা—তথা কৃষ্ণকে নিরস্ত করার আকুতি উপলক্ষ করে গৌরচন্দ্রিকা সহ ৩৭টি পদে একটি আখ্যান-পর্যায় গড়ে তোলা হয়েছে। আসলে এই উপাখ্যান 'মাথুর'-এর প্রস্তুতিবিষয়ক। তাহলেও সকল পদই ঐ বিষয়ের সীমায় বাধা নয়। নানা উপলক্ষে প্রণয়ার্তা রাধা কিংবা সখীগণের আকুতিমূলক এক বিশেষ প্রসঙ্গে সজ্জিত হয়েছে। 'চিত্তগীত' এই অভিধাটি সম্ভবত গৃহীত হয়েছে প্রসঙ্গ ধৃত চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত সর্বশেষ পদটি থেকে :—

> শুনিয়া আভিরিণি চিত্তগীত বোল।
> মাধব কহে কেন এত উতরোল॥
> হাম মাথুর নাহি করব পয়ান।
> দৃঢ়তর বচন বিচল নাহি জান॥ (পৃ ১৮৭ক)

ঐকই প্রসঙ্গে 'গৌরচন্দ্রিকা' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে আসলে একটি গৌরপদ— "হেরি গোরার মুখশশী মাহান্ত সকলে" ইত্যাদি (পৃ ১৮৭ক) পদটি আসলে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবিষয়ক।

প্রসঙ্গ বাড়িয়ে লাভ নেই; স্পষ্টতই দেখা গেল ১৫৫খ পৃষ্ঠায় 'রসপর্যায় গীত' সম্পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা করার পরে পদের বিচিত্র বিন্যাস সূত্রে সংকলনটি রাধাকৃষ্ণলীলা কথাকে বিভিন্ন স্বাধীন উপবিভাগে ভাগ করে উপস্থিত করেছে। শাস্ত্র প্রসঙ্গের রূপরেখাটুকু যদি থাকেও এই নতুন স্তরবিভাগে তা প্রচ্ছন্ন। বস্তুত পরবর্তী 'ভবন বিরহ ও মিলন' প্রসঙ্গে যেসব পদ ধৃত হয়েছে সেগুলো সবকয়টিই নির্ভেজাল 'মাথুর' প্রস্তুতির পদ; তার পরবর্তী পর্যায় আরম্ভই হয়েছে যথার্থ মাথুর বিরহ প্রসঙ্গ নিয়ে। এদিক থেকে 'ভবন বিরহ' শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ—যে বিরহ হতে বা হয়ে চলেছে অর্থাৎ বর্তমান, তাই 'ভবন' বিরহ. কৃষ্ণের মথুরা তথা প্রবাস গমনের ফলে যথার্থই বিরহ যখন সূচিত হল, সংকলকের পক্ষে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'ভূতবিরহ' অর্থাৎ সংঘটিত বিরহরূপে। 'ভবন' এবং 'ভূত বিরহের' মুখবন্ধে 'ভাবি বিরহ'-র প্রসঙ্গও একাধিকবার উপস্থাপিত হয়েছে; বিরহের সম্ভাবনা তখন ছায়া ফেলতে আরম্ভ করেছে রাধা ও সখীমণ্ডলীর মধ্যে। এই পদ বিন্যাস রসশাস্ত্রানুমোদিত পর্যায় সম্মত 'ভাবি' 'ভবন' ও 'ভূত' নির্বিশেষে বিরহের এই স্তরপরম্পরা সব কয়টিই

মাথুর পর্যায়ভুক্ত—কিন্তু সংকলক তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা, রুচি ও রসাগ্রহের সূত্রে এই সব স্বমতসিদ্ধ বিভিন্ন উপপর্যায়ের নামকরণ করেছেন।

অন্যপক্ষে 'চিত্তগীত' অংশে যে সব বিচিত্র প্রাসঙ্গিক পদ ধৃত হয়েছে তার অনেক কয়টিতেই প্রকাশের বৈদগ্ধ্য বেশি—রূপকলার চাকচিক্য ও অভিনবতা প্রধান মাথুর পদের আন্তরিক আর্তি সেখানে অস্ফুট। সব কয়টি পদই একান্তভাবে মাথুর সংক্রান্তও নয়।

অন্যপক্ষে দেখি ঐ বিরহবর্ণনার সূত্রেই রাধা ও কৃষ্ণের 'দ্বাদশ বার্ষিক বিরহবর্ণন'-এর নির্দেশ করা হয়েছে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। তার আগে আছে বিভিন্ন ঋতুতে নায়ক-নায়িকার বিরহার্তির পরিচয়। ঋতু-ভিত্তিক অভিসার-বিরহের সংস্কার বৈষ্ণব সাহিত্যের পুরাপ্রচলিত ঐতিহ্য, কবিরা এ-বিষয়ে প্রকীর্ণ কবিতা লিখেছেন নানা সময়ে। এখানে সেই সব বিচিত্র কবিতাকে একত্রিত করে কখনো 'শিশির রিতু', কখনো বা 'বসন্ত'-'বর্ষা' ঋতুর বিরহ মিলনের বিচ্ছিন্ন উপাখ্যান গড়ে তোলার অভিনব প্রয়াস সংকলকের মৌলিক পরিকল্পনারই পরিচয়বহ। আর 'দ্বাদশবার্ষিক বিরহবর্ণন' আসলে মধ্যযুগীয় বাংলা আখ্যানকাব্যের 'বারমাস্যা' জাতীয় রচনার সাদৃশ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বারমাস্যা'র বদলে এ-যেন 'বার বর্ষা'।

বৈচিত্র্য আছে আরো নানা দিক্ থেকেই—নিবিষ্ট অনুসন্ধানী ধাপে ধাপে তার আবিষ্কার করবেন। কেবল দুটি কথা এ-প্রসঙ্গে আরো অনুধাবন করে দেখতে হয়। এ পর্যন্ত পদ-বিন্যাসে আখ্যান বিভাগের যে অভিনবতা ও স্বাতন্ত্র্য দেখা গেছে, তার সবটুকুই রসশাস্ত্র অনুমোদিত কাঠামোকে স্বীকার করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু গোটা দুই স্থলে সেই রস-সংস্কারের থেকেও সংকলক স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভক্তিনিষ্ঠ মনোভাবনা বৈষ্ণব ঐতিহ্যের বিরোধিতা করে নি কখনোই, কিন্তু একান্ত ভক্তিবশেই স্বাতন্ত্র্যের সুযোগটুকুও গ্রহণ করেছে।

প্রথমত, 'গৌরচন্দ্রিকা'র ধারণাটির কথাই বলা চলে। রসশাস্ত্রীরা চৈতন্যকে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণস্বরূপ' বলে অভিহিত করেছেন; স্বভাবতই তদনুসারী বৈষ্ণব কবিরা রাধাভাবিত চৈতন্যের ভাবমূর্তিই অঙ্কন করেছেন। বিভিন্ন রসপর্যায়ের গৌরচন্দ্রিকাতেও তাই প্রসঙ্গানুমত রাধাভাবাঢ্য গৌরাঙ্গরূপের উপস্থাপনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবভাবিত গৌরাঙ্গের বিবরণ কবিরা রচনা করেননি বলেই 'গৌর-

চন্দ্রিকা'তেও ব্যবহৃত হতে পারে নি। কিন্তু বর্তমান সংকলন বিভিন্ন উপাখ্যান-সূত্রে গৌরাঙ্গলীলার গভীরে কৃষ্ণলীলার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখতে চেয়েছে। 'গৌরচন্দ্রিকা' হোক্ না হোক্ বিচিত্র গৌরপদ মাধ্যমে সংকলক 'তদুচিত মহাপ্রভু'কে অনুসন্ধান করে ফিরেছেন।

একটি মাত্র উদাহরণ গ্রহণ করা যাক :— 'ভবন বিরহ' অর্থাৎ 'মাথুর'-প্রস্তুতি প্রসঙ্গে 'তদ্ভাবোচিত গৌরচন্দ্র' পরিচায়নসূত্রে পর পর গোবিন্দদাস ও রাধামোহনের দুটি পদ উদ্ধার করা হয়েছে (পৃ ১৮৭ক-খ) যথাক্রমে :—

"হরি হরি কি কহব গৌরচরিত।
অক্রূর বলি বলি পুন পুন ধরিই
ভাবই পুরব পীরিত॥" ইত্যাদি

এবং

"আজুক প্রাতর কান্দি শচীনন্দন
কহতহি গদগদ বাত।
হেরি দেখ প্রাণপতি নেই চলু অক্রূর
অবোধ গোপ চলু সাথ॥"

এ-দুটিই 'মাথুর'-আক্রান্ত রাধা-ভাবাঢ্য গৌরচিত্র—যথার্থ 'গৌরচন্দ্রিকা'। কিন্তু তার পরেই ১৮৭খ পৃষ্ঠায় আরেকটি গৌরপদ ধৃত হয়েছে "অথ নবদ্বীপবাসী নাগরিনাং সোক্তিব।"—শীর্ষকে :—

"হেদেরে নদিআবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিআ গোরা চান্দেরে ফিরাও।" ইত্যাদি।

গৌর-সন্ন্যাসের বিখ্যাত এ পদ বাসু ঘোষের লেখা। কিন্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগের ভাবনানুষঙ্গে চৈতন্যের নবদ্বীপত্যাগ স্মৃতির এই পুনর্মন্থন সংকলক চিত্তের অপরূপ স্বতন্ত্র ভাবোদ্দীপনার সূচক। এমনও যদি মনে করা যায় যে, 'নবদ্বীপ নাগরীদের কল্পিত আকুলতা উপলক্ষ করে সংকলক, কৃষ্ণলীলানুষঙ্গে এখানে গৌরলীলাকে স্বতন্ত্রভাবে স্মরণ করেছেন, তাহলেও অন্যত্র এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে রাধাকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গের ভূমিকায় সংকলক নিছক গৌরপদ উদ্ধার করেছেন কৃষ্ণভাবাঢ্য গৌরাঙ্গের ভূমিকা নির্দেশ করে।

পুথির ২৩৫খ পৃষ্ঠায় 'ভাবোল্লাস' বর্ণনের শুরু হয়েছে যথাপূর্ব তদুচিত গৌরচন্দ্রে :

পরিচয় উদ্ধার করে রাধাভাবাঢ্য গৌরমূর্তিই তার উপাদান :—

"নবদ্বীপ চান্দের আজু আনন্দ দেখিয়ে।
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া ॥
* * *
চিরকাল বিরহ জনিত জত তাপ।
সো মুখ দরসনে ঘুচব আপ ॥" ইত্যাদি।

কিন্তু তার ঠিক্ পরবর্তী পদটিই একটি গৌরপদ ; গৌরাঙ্গ জীবনের ব্যক্তিক লীলাকে প্রাসঙ্গিক কৃষ্ণলীলার সমান্তরাল ধারায় স্থাপিত করে উপভোগ করার আগ্রহটি স্পষ্ট :—

"আওব গোউর পুনহি নদীয়াপুর
হোয়ব ঘনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ কিয়ে হোয়ব
করবহি কীর্তন বিলাস ॥ ইত্যাদি [পৃ ২৩৫খ-২৩৬ক]

এখানে গৌরচন্দ্র যে 'কৃষ্ণ-স্বরূপই' গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার ক্রমিক বিন্যাসে সেই বিশ্বাসের ওপরেই এই অভিনব পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

এইভাবে বৈষ্ণব-বিশ্বাসের কাঠামোর মধ্যে থেকেও তদতিরিক্ত মৌলিক ভাবনার প্রতিফলন 'পদমেরুগ্রন্থের' পদ-বিন্যাস পরিকল্পনায় স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে ভাবোল্লাস-এর পরিকল্পনার বিচিত্র ভাব-সমৃদ্ধির পরিচয় বিদ্যমান। সামগ্রিক কৃষ্ণজীবন-কাহিনীর সূত্রে জানা যায়, কৃষ্ণ মথুরা থেকে বৃন্দাবনে আর ফিরে আসেন নি। এটি বহিরঙ্গ তথ্য কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনা ব্রজভূমিতে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় বিশ্বাসী ; তাই ভাবসম্মিলনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাকে কেবল পূর্বাপর তাথ্যিক সংগতিই রক্ষিত হয়নি, রূপাভিষিক্ত প্রেমভাবময়তার অবাধ মুক্তি পেয়ে নূতন এক রূপাতীত মাত্রা অর্জন করেছে। এই প্রেক্ষিতেই বিদ্যাপতির দেহালিঙ্গিত অনুভবের বিখ্যাত কবিতাটিও বৈদেহ ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ হয়ে পড়েছে যুগযুগাগত রসসংস্কারে :— "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে। মঙ্গল যতহু করব নিজ দেহে ॥" ইত্যাদি।

পদটি বর্তমান সংকলনেও ভাবসম্মিলন প্রস্তুতির অভিন্ন প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে তা সত্ত্বেও আলোচ্য পদগুচ্ছের বিন্যাস শেষে সংকলকের নির্দেশ চোখে পড়ে— "ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসঙ্কীর্তনানুসারে শৃঙ্গে প্রবাসান্তে অভিসারিকা ও মিলন ও

বিপরিতরতি ও স্বাধীনভর্তৃকা ও অলস উত্থান গ্রেহাগমন রসদ্গার সমাপ্ত॥" (পৃ ২৪৪ক) অর্থাৎ ভাবসম্মিলন প্রসঙ্গে এই নূতন পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকে সশরীরে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে এনেছে। এবং যথারীতি ভাবসম্মিলনের পরে প্রত্যক্ষ সম্মিলনের উপাখ্যান গড়ে তোলা হয়েছে বিচিত্র পদ-বিন্যাসের মাধ্যমে ;- এ অনেকটা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রসম্মত প্রবাসান্তিক মিলন সম্ভোগ রসোদ্গার ইত্যাদির আনুষ্ঠানিক বিবরণ—উত্তরোল শৃঙ্গার-চিত্র।

তাহলেও বৈষ্ণব রস-সংস্কারের এই আপাত প্রথাভঙ্গ আসলে মূল বৈষ্ণব-বিশ্বাসকে গাঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগরূপেই। অন্তিম পর্যায়ে দেখি প্রত্যক্ষ মিলন সম্ভোগাদির শেষে কুঞ্জভঙ্গান্তে রাধা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু শেষ-তম পদগুচ্ছের বিন্যাস অন্তে সংকলক তাঁর অনুভব ব্যক্ত করেছেন :— "ইতি পদমেরু গ্রন্থে শ্রীসঙ্কীর্তনানুসারে শৃঙ্গে রাস মিলন। গ্রহাগমন নাস্তি অর্থাৎ নিত্যধামে শ্রীশ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণসখিশহকারে বিরমতু অত্র স্থলে রসবর্দ্ধন গ্রন্থ সমাপ্ত।" (পৃ ২৫২খ)।

সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ভেদ করে মূল অভিপ্রেতটুকু কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রত্যক্ষ রাস-সম্মিলনের শেষে এবারে আর কুঞ্জভঙ্গ হল না— রাধা আর গৃহে ফিরবেন না কখনো—কৃষ্ণ এবং সখী সহযোগে নিত্যধামে নিত্যলীলায় রত হয়ে থাকবেন।

নিত্যলীলার এই প্রত্যক্ষাবতারণার গভীরে একটি ভক্তচিত্তের সন্তর্পণ আগ্রহের ছবিটি সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে রয়েছে। এই পরিকল্পনা আর তার অভিব্যক্তিসূত্রে অনুসৃত অজস্র পদের বিন্যাস-বৈশিষ্ট্যের মূলে একটি ভাবাবিষ্ট স্বাধীন শিল্পি-মানসিকতার পরিচয় স্বতই ব্যঞ্জিত হয়ে আছে। 'পদমেরুগ্রন্থ' কেবল বৈষ্ণব মহাজন কবিকুলের অমেয় মধুর রচনার সংকলনমাত্র নয়, তার বিন্যাসপ্রকরণেও একটি ভক্ত হৃদয় কবিমনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুরক্তি ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। কেবল সমৃদ্ধ সংগ্রহের ভাণ্ডাররূপেই নয়—সজ্জাশোভনতার চমৎকার পারিপাট্যগুণেও এই সংকলন-গ্রন্থ পৃথক্ মনোযোগ দাবি করতে পারে।

মূল পদসংগ্রহটি এবং তার শিল্পমূল্য সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ অনুপুঙ্খ বিচার অতঃপর একাধিক সন্ধানী বিশেষজ্ঞের অপেক্ষা করে থাকবে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থটির স্বাধীন স্বতন্ত্র মূল্যবত্তার প্রতি দিক্-নির্দেশ করে ভূমিকার দায়িত্ব এখানেই শেষ হল। এবারে বাকি আছে সম্পাদনা-প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন।

আগে বলেছি, সংকলক 'মাধব'—যথার্থই যদি তিনি মাধব হন কিংবা অপর কেউও যদি হন সংস্কৃত তথা বৈষ্ণবরসশাস্ত্রেও পরম পারঙ্গম ছিলেন। মূল

সংকলনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত্রিবিধ উপায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। (১) প্রখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকে শ্লোকাদির উদ্ধারে, (২) মাঝে মাঝে সম্ভবত স্বরচিত শ্লোকের প্রয়োগে—যার মূল প্রখ্যাত গ্রন্থে অনুপস্থিত এবং (৩) সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন পদগুচ্ছের অন্তে পর্যায় ও প্রকরণ নির্দেশসূত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ প্রয়াসে।

বস্তুত, লিপিকরকৃত প্রমাদবশেই, মনে হয়, উপরিউক্ত ত্রিবিধ পর্যায়ে সংস্কৃতের ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই বিভ্রান্তিকর হয়েছে। সম্পাদনাসূত্রে সংস্কৃত কাব্যাদি থেকে উদ্ধৃতিসমূহ যথাসম্ভব সংশোধিত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এরূপ শ্লোক-সংখ্যা বারটি রয়েছে। কিছু সংখ্যক পদে সংস্কৃত, অপভ্রংশ নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। সে-সব সংশোধনের কোনো চেষ্টা করা হয়নি; সংশোধন করতে হলে মূল রচনার ওপরে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে হয়। রসপর্যায়াদির নির্দেশস্থলেও মূল পুথির পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। সংস্কৃত প্রয়োগ-সমূহের পাঠনির্ণয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের সানুগ্রহ উপদেশ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের প্রতি সম্পাদকমণ্ডলীর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদিত রইল।

কেবল সংস্কৃত শ্লোক নয়, মূল বাংলা পদের লিপিকরণেও অশেষবিধ বিভ্রান্তির সঙ্গে প্রাচীন বাংলা পুথির পাঠকমাত্রই পরিচিত আছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তুলনাত্মক ভিত্তিতে পাঠ নির্ধারণের অবকাশ নেই; কারণ 'পদমেরুগ্রন্থের' এই একটি মাত্র পুথিই এতাবৎ পাওয়া গেছে। সন্দেহ নেই, গ্রন্থে উদ্ধৃত অধিকাংশ পদই অন্যতর প্রামাণিক সংকলনে লভ্য। তাহলেও 'পদমেরুগ্রন্থ'-শীর্ষক সংকলনের পাঠপ্রবৃত্তি যথাসম্ভব সঠিক্ আকারে উপস্থাপনাই বর্তমান ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ বিষয়ে সম্পাদনার অতিরিক্ত দায়িত্ব কিছু রয়েছে; বিভ্রান্ত বানান, বিচিত্র রকমের অপপ্রয়োগ এবং অপরাপর আনুষঙ্গিক অস্বচ্ছতা থেকে মুক্ত করে গ্রন্থরূপটি পাঠকের কাছে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য—(১) গ্রন্থ-চরিত্রের অক্ষুণ্ণতা রক্ষণ তথা (২) যথাসম্ভব বিভ্রান্তিমুক্ত পঠনীয়তার বিন্যাস-সাধনের চেষ্টায় নানা রকমের গ্রহণ-বর্জনের পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। তার প্রাথমিক পদ্ধতিটুকুই এখানে নিবেদিত রইল।

অন্যতর অনিবার্য কারণ না ঘটলে তৎসম শব্দের বানান সংশোধন করা হয়েছে। তার সমর্থন গ্রন্থ-নামের প্রবৃত্তিতেই নিহিত। আগাগোড়া পুথিতে বইয়ের নাম-নির্দেশ করা হয়েছে 'পদমেরুগ্রন্থ'; সম্পাদনায় তাকে 'শ্রীপদমেরুগ্রন্থ' রূপে পরিচায়িত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি প্রাচীন বাংলা পুথি সম্পাদনায় বানানরীতি এবং অপরাপর প্রবৃত্তির গ্রহণ-বর্জন-সংশোধন বিষয়ক কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ এ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। তাহলেও সম্পাদনাকালে একটি আদর্শের ছক গড়ে তুলতেই হয়েছে; তাতে মনে করা হয়েছে:— তৎসম শব্দের বিভ্রান্তি প্রায় সর্বাংশেই লিপিকরের অজ্ঞতাপ্রসূত; অতএব তার সংশোধন করে নির্ভুল বাংলা তৎসমরূপ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কখনো মনে হয়েছে যে, তৎসম শব্দের বিভ্রান্ত বানান হয়ত আঞ্চলিক উচ্চারণ-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব। তখন তার পরিচয়ও উদ্ধার করে রাখা হয়েছে। যেমন 'শ্যাম' শব্দটি কোথাও আছে 'সাম', কোথাও 'স্যাম' কদাচিৎ 'ষাম'। সকলক্ষেত্রেই তার সংশোধন করা হয়েছে 'শ্যাম' অথচ 'সাম' এবং 'ষাম' প্রয়োগ পাদটীকায় পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে; 'স্যাম' নিছক বানানবিভ্রান্তির ফল মনে করে তা আর পাদটীকায় দেখানো হয়নি।

অনেকস্থলে লিখন-প্রমাদ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিপিকরের অজ্ঞতা। যেমন 'নয়নানন্দ'কে লেখা হয়েছে 'নয়াননন্দ', কিংবা 'রব' হয়েছে 'বর'। অন্যপক্ষে 'জ্ঞানদাস' প্রায় সর্বত্র 'গ্রানদাস' হয়ে আছেন; 'পৃথক্'—'প্রথক'; 'হাসি'—'হাঁসি'—এসমস্ত অনিবার্য পরিবর্তনই পাদটীকায় যথাসম্ভব মূল পাঠের নির্দেশ-সহ সাধিত হয়েছে।

অর্ধতৎসম শব্দের বানানও কখনো কখনো বোধসৌকর্যের জন্যও পরিবর্তিত হয়েছে:–যেমন পুথিতে আছে 'বিষআস', উদ্দিষ্ট অর্থ 'বিশ্বাস'—অতএব নিছক অর্থ-বিভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যেই মূলে পাঠ দেখাতে হয়েছে 'বিশোআস'; পাদটীকায় লিপিকরের প্রদত্ত পাঠও ধৃত হয়েছে। কিংবা একই প্রকারে লিপিকরকৃত 'বিসুম' প্রদর্শিত হয়েছে 'বিষম'-রূপে।

অনুরূপভাবে তৎসম শব্দের বিশুদ্ধরূপ উপস্থাপনের চেষ্টা করেও তদ্ভব শব্দকে যথাসম্ভব লিপিকর-প্রদত্ত রূপে অক্ষুণ্ণ রাখার নীতিই অনুসৃত হয়েছে। যেমন পুথির ৯০খ পৃষ্ঠায় একটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপে উদ্ধৃত হয়েছে:— "দোষ দেখি দোসহ তাই।" কিংবা 'গোপী', 'বংশী' ইত্যাদি তৎসম শব্দের বিশুদ্ধি সাধন করেও 'গোপিনি' 'বাঁশি'/'বাঁসি' ইত্যাদিতে লিপিকর-প্রবৃত্তিই রক্ষা করা হয়েছে।

কখনো কখনো অর্থ তাৎপর্য পরিস্ফুটনের জন্য—কখনো বা ছন্দ মিলের তাগিদে লিপিকর-প্রমাদ সংশোধন করতে হয়েছে:–যেমন ৬৭খ পৃষ্ঠায় 'বাসুআলী দেসে' প্রয়োগকে কবির অভিপ্রেত 'বাসুলী আদেশে' রূপে পুনঃসংগঠিত করে দেওয়া হয়েছে। কিংবা পুথির ২১২ক পৃষ্ঠায় একটি পদে ভনিতা আছে:— "বরুই দোহ

এক বাসে। শুনইতে গোবিন্দদাস॥" স্পষ্টত অন্ত্যমিলের প্রয়োজনে অনিবার্য একটি 'এ'-কার লিপিকরহস্তে বিজিবত হয়েছে, তাকে যথাস্থানে উদ্ধার করে নির্ভুল পাঠ সম্পাদনা করা হয়েছে—'গোবিন্দদাসে'।

সকল ক্ষেত্রেই সম্পাদকীয় বিবেচনাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা হয়েছে, এমন দাবি করা নিরর্থক। তবু যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি থাকেনি।

এই পুথিটির সম্পাদনায় বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের প্রাচীন সাহিত্য-সম্বিৎসুদের সামবায়িক উদ্যম সংহত করার আগ্রহ ছিল। এক্ষেত্রেও প্রত্যাশিত ফললাভ সর্বাংশিক হোক্ বা না-হোক্, অনেকের অনেক আয়াস এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে—এই ঘটনাও উল্লেখনীয়। সহসম্পাদকমণ্ডলী প্রাথমিকভাবে পুথিটির প্রতিলিপি করে দিয়েছেন মূলানুসারে। পাঠ-নির্ণয় ও সম্পাদনাকর্মে সহায়তা এবং উপদেশ পরামর্শ দিয়েছেন ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এবং ডঃ সুমঙ্গল রাণা। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনকর্মের নীতি-নির্ধারণে তথা পাঠবিন্যাসকালে সাহায্য করেছেন। পরিশিষ্ট 'ক' থেকে 'গ' পর্যন্ত ডঃ সুমঙ্গল রাণা এবং সহসম্পাদক পরমেশ্বর মাহাতার যৌথ প্রয়াসের ফল। পদসূচী এবং পরিশিষ্ট 'ঘ' শ্রীমাহাতার প্রস্তুত। 'শব্দার্থটীকা' প্রস্তুত করেছেন ডঃ সুমঙ্গল রাণা। খুঁটিনাটি কাজে বাংলা পুথি-বিভাগের কর্মী বুদ্ধদেব আচার্যের সহায়তাও উল্লেখনীয়।

প্রুফ-সংশোধনের দায়িত্ব ছিল ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ডঃ সুমঙ্গল রাণা ও শ্রীপরমেশ্বর মাহাতার ওপরে।

অতসব প্রয়াস ও আয়াসের শেষে সম্পাদনা এবং প্রকাশনা কর্মে ত্রুটি কিছু-না-কিছু থেকেই গেছে। তাহলেও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের একটি দ্বিতীয়-রহিত মূল্যবান্ গ্রন্থের পুথি এতদিনে প্রকাশিত হতে পারল—সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে এইটিই ভরসার কথা।

গ্রন্থটির প্রকাশনাপূর্ব পর্যায়ে অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা তাঁর বিশেষজ্ঞের অভিমত দ্বারা এই সম্পাদনা-কর্মকে সাহায্য করেছিলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

বাংলা বিভাগ
বিদ্যাভবন
বিশ্বভারতী

ভূদেব চৌধুরী

৭শ্রীশ্রীঃ।

[১খ বন্দে গুরূণীশভক্তানীশমীশাবতার কান।
তৎপ্রকাশাংশ্চতচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥
পদমেরুগ্রন্থ আরব্ধ ॥

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন মঙ্গল নটন সুঠান।
কীর্তনআনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে মুকুন্দ বাসু গুণগান ॥
দাং দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত মধুর মঞ্জীর রসাল রে।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব[১] ভেল মিলল পদতল রে ॥
কো দেই গোরাঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন কো দেই মালতীর মাল রে।
পিরিতি[২] ফুলশর মরমে ভেদল ভাবে সহচর ভোর রে ॥
কোই বলে গোরা জানকীবল্লভ রাধাপ্রিয় পাঁচবাণ[৩] রে।
নয়নানন্দ[৪] মনে[৫] আন নাহিক জানে রে হামারি গদাধরের প্রাণ রে ॥ ১ ॥

একদিন পহুঁ হাসি[৬] অদ্বৈতমন্দিরে আসি বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে মহোৎসব করিলা বিচার ॥
সুনিঞা আনন্দে হাসি সীতাঠাকুরাণী আসি কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনে আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে বলে কিছু শচীর কুমার ॥
শুনি ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিবে হেথা নিমন্ত্রণ করিআ যতনে।
জেবা গায় জে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায় পৃথক[৭] পৃথক জনে জনে ॥
এত কহি গোরারায় আজ্ঞা দিল সভাকায় বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লঞে গন্ধচন্দন দিয়ে পূর্ণঘট করহ স্থাপনে ॥
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধ ফুল[মালা] কীর্ত্তনমণ্ডলী[৮] কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুআ ঘৃত মধু দধি দিয়া খোলমঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥
শুনি মহাপ্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা নানা উপহারে গন্ধবাসে।
সভে হরি হরি বলে খোলমঙ্গল[সুগন্ধ] [২ক করে পরমেশ্বরদাস রস ভাসে ॥ ২ ॥

---

১ বর ২ প্রিরিতি ৩ -বাঁন ৪ নয়াননন্দ ৫ মোনে ৬ হাঁসি (পুঁথিতে সাধারণভাবে এই বানান অনুসৃত)
৭ প্রথক ৮ -মোণ্ডলি

॥ তথাহি মঙ্গল রাগঃ ॥

নানা দ্রব্য আয়োজন[১] করে করি নিমন্ত্রণ কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন দৃষ্ট করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন আনিল মহান্তগণ কীর্ত্তনের করি অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে কালি হবে মহোৎসববিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিবেন আস্বাদন পূরিবে সভার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সকল ভকতবৃন্দ গুণ গায় বৃন্দাবনদাস ॥ ৩ ॥
॥ স্বপ্নবিলা[স] অধিবাস সংপূর্ন্নঃ ॥

আদৌ পূর্ব্বরাগ আরব্ধ স্বপ্নবিলাস ॥ তদ্রচিত শ্রীমহাপ্রভু ॥

স্বরূপের কণ্ঠ ধরি গৌরাঙ্গসুন্দর। কহএ মনের কথা ভাবেতে বিভোর ॥
গম্ভীরে সুতিয়া আজু দেখিলাম স্বপন। নবাম্বুদ জিনি এক পুরুষরতন ॥
শিরেতে মোহনচূড়া বনমালা গলে। পীতাম্বর পরিধান সুমধুর বলে ॥
কেনে বা জাগিলাম আমি সুতিছিলাম ভাল। বাসু ঘোষ বলে গোরার উদ্বেগ বাঢ়িল ॥ ৪ ॥

॥ পদং ॥

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা সুন সুন পরানের সই।
সপনে দেখিল জেই শ্যাম[২] বরণ দেই তাহা বিনু আর কারু নই ॥
রজনী শাঙন [ঘন] ঘন দেয়া গরজন রুন রুন শবদে বরিষে[৩]।
পালঙ্কে সুতিয়ে রঙ্গে বিগলিত সব অঙ্গে নিন্দ জাই মনের হরিষে[৪] ॥
শিখরে শিখণ্ডীবোল মত্ত দাদুরিরোল কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝি ঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকি সে গরজে সপন দেখিনু হেনকালে ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জেন ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে।
[২থ বসি মোর পদতলে গাএ হাত দিএ ছলে আমায় কেন বিকাইনু বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গি ভূষণে ভূষণ অঙ্গী কাম মোহে নআনের কোনে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়ে লয় ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল অধরে অধর পরসিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল জ্ঞান[৫]দাস ভাবিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

১ আওজন ২ সাম ৩ বরিসে ৪ হরিসে ৫ গ্রান

তোমারে কহিয়ে সখি সপনকাহিনী। পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ ধ্রু ॥
সাঙন মাসের দে ঝিমি ঝিমি বরিখে নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামবরণ এক পুরুষ আসিয়া গো মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলে সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল লাজে মুখ রহিল মুড়াই।
আপনা করিয়ে পণ সভে মাগে প্রেমধন বলে কেন জাচিয়া বিকাই ॥
চমকি উঠিল জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি জে দেখিল সেই নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দু নয়নে বহে লোর কহিলে কে জায় পরতিতি ॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিআর তরঙ্গিণী[১] কত রঙ্গভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ ৬ ॥

সপন দেখিয়া ধনি অথির হইল। চঞ্চল হরিণী জেমন শরেতে বিন্ধিল ॥
খেনে উঠে খেনে বসে খেনে সখিকোলে। শয্যায় অসহ্য হইল লোটে খিতিতলে ॥
হেনকালে পূর্ণমাসী আসিএ নেহালে। বাহু পসারি ধরি রাই কৈল কোলে ॥
কি হলো ধনি চান্দবদনি স্বরূপে বুলবি। রাই কহে প্রাণ দহে ব্রজঅধিদেবী ॥ ৭ ॥

কি রূপ দেখিল মধুর মুরতি পিরিতিরসের সার।
[তেক হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক জার ॥
বঙ্কি বিনোদিয়া চূড়ার টালনি কপালে চন্দন চান্দ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবনমোহন ফান্দ ॥
নব জলধর রসে ঢরঢর বরণ চিকন কালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন মণিমুকুতার মালা ॥
জোড়াভুরু জেন কামের কামান কে না কৈল নিরমান।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি বিষম কুসুমবাণ ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলি[২] হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ অভিরামে কয় এ রূপ লাবনি দেখে কি পরাণ রয় ॥ ৮ ॥

এত সুনি পূর্ণমাসী বিচারিল মনে। কৃষ্ণানুরাগের চিহ্ন জানিল লক্ষণে ॥
কালা প্রেমাঙ্কুর ধনির অন্তরে জন্মিল। রাধাপ্রেমবৃক্ষমূল বুঝি পাতাল ভেদিল ॥
হৃদিকুঞ্জে কৃষ্ণ হাথি পসিল আসিয়া রাধিকার তনুমন দলন করিয়া ॥

১ তরঙ্গনি ২ মুরুলি

জে লাগিয়া ব্রজধামে আমার গমন। বুঝি এতোদিনে তাহা হইল পূরণ ॥
শুন ধনি চান্দবদনি আমার বচনে। লেখহ কমলপাতি নন্দের নন্দনে ॥
স্বরূপ বচন ধনি কহিলাম আমি। পূরিবে বাসনা পাবে কানু হেন স্বামী ॥ ৯ ॥

আশ্বাস বচনে ধনি হরষিত মন। মৃততরু মুঞ্জরে জেমন পাইয়া জীবন ॥
রসে অঙ্গ ডগমগ ধরনে না জায়। দেবীমুখ চাহি ধনি কহে সবিনয় ॥
আমিহ না চিনি তারে না চেনে আমারে। কেমনে লেখিব পাতি তাহার গোচরে ॥
আমার বচনে ধনি কর বিশোআস।[১] লেখহ কমলপাতি নাগরের পাশ ॥
কপট কলারসে নাগর চতুর। পূরিবে বাসনা তোমার না ভাবিহ দূর ॥
পূর্ণমাসী নিজাবাসে করিল গমন। [তথ অনঙ্গপত্রিকা[২] রাই করিএ লিখন ॥ ১০ ॥

॥ তথাহি শ্লোক ॥

সুদৃঢ়ং সুদৃঢ়ং বিজব্যসিহি হয়ং লম্ভই ময়নোকৃথু দূভ জিসং বলিয়ং দি।
সসি সমন দিসাশ্রমং দিসইম অলোল কৃত্যারি ॥

॥ পদং অনঙ্গপত্র ॥

য়হে পীতবাস এই অভিলাষ কুরু বাস মম মন্দিরে।
মদন অজয় কর পরাজয় দুখ দেয় এই অবলারে ॥
মনসিজ কর ধরি নিজ স্বর বিথরে সব পঞ্জরং।
এ তো কওবার[৩] কথা নয় প্রাণে কত সয় সদয় হও শ্যামসুন্দরং ॥
তোমার রূপ রসের কূপ দিবানিশি দেখি আমি।
জানিলাম এখন তুমি তু মদন অবিচার কর তুমি ॥
একে সে অবলা হএছি উথলা নিবেদন শ্যামরায়।
কুলের কুমারী কুলভয় ছাড়ি শরণ লইলাম পায় ॥ ১১ ॥

লিখি নানা ছন্দে প্রীত্যক্ষর[৪] প্রীতিবন্ধে করিএ আপন নিবেদন।
অনঙ্গপত্রিকা লএে বিশাখার হস্তে দিএে বলে জাহ কৃষ্ণের সদন ॥
তুহু অতি চতুরিনি তোরে কি শিখাব বাণী দিও পাতি নাগরের করে।
জে কথা কহিতে হয় কহিও তাহার পায় জেনো গো বাসনা মোর পোরে ॥

১ বিশ্বআস ২ -পত্রিকা ৩ কঃবার (আধুনিক উচ্চারণ প্রভাবে অধিকাংশ স্থলে 'ড়' 'র' রূপে লিখিত হয়েছে। অতঃপর সংশোধন প্রদর্শিত হবে না।) ৪ পিত্যাক্ষর

চলিল বিশাখা সখী বন উপবন দেখি উপনীত ভাণ্ডীরবিপিনে।
রাইভাবে ব্যথিত হরি হেরি রেএর সহচরী হরষিত হইলেন মনে॥
শ্যাম কহে কি কারণে আইলে গহন বনে কহ কহ শুনি হে শ্রবণে।
দূতী কহে অহে শ্যাম ভানুসুতা রাই নাম পাঠাইলেন তব দরশনে॥
এই নাও[১] তার নিদর্শন গোপনে কর পঠন অথির হয়েছে সুকুমারী।
পড়িএ অনঙ্গপাতি [৪ক অনঙ্গে অথির অতি অধরা হইলেন বংশীধারী॥ ১২॥

পরম সাদরে হরি অনঙ্গপত্রিকা পড়ি হৃদয়ে চিন্তিয়া কৈল সার।
অলৌকিক এই প্রেমা ত্রিজগতে নাহি সীমা কি মাধুর্য্য লিখন রাধার॥ ধ্রু॥
জে রাধার দরশন করিতে উৎকণ্ঠা মন তথাপি হৈল ধৈর্য্য হরি।
জানিতে রাইর মন নিজ প্রেম গোপন বেক্ত করে অনেক চাতুরি॥
চতুর সে রসরাজ সাধে আপনার কাজ নিজ বাঞ্ছা না করে প্রকাশ।
হাসিয়া লোচন কয় শুনহ নাগর রায় এই প্রেমে হইব সন্ন্যাস॥ ১৩॥

॥ তথাহি শ্লোকঃ॥

কোবায়ং মদন ভব কথমিবঃ কিম্বা পরাঙ্গতয়া।
জেনায়ং বিদয়ং তুলোভি সদিসং কংসস্য কিং কোপসে॥
অহ্মোমং ভুমমঞ্চ মাএস সংমঙ্কঃ বলোসি মামব্যগা।
বচআমি কিং ময়ি সন্তেত্রাসো ব্রজে ব্রাজনে ইতিঃ॥

রাধার লিখন হরি পড়িয়া সাদরে। বাক্ত ছল করি বলে নন্দের কুমারে॥
কৃষ্ণ বলে সখী তোরে করি নিবেদন। মদন কাহার নাম বলহ কারণ॥
শ্রীরাধিকা তার কিবা কৈল অপরাধ[২]। কি হেতু মদন দুষ্ট সাধে তার বাদ॥
অনুমানে বুঝি কংসদূত সে মদন। তাপ জন্মাইতে ব্রজে করিল গমন॥
সেই ক্ষীণমধ্য[৩] রাই অতি সুকুমারী। তাহারে করিব স্থির মদনেরে মারি॥
হাসিয়া বিশাখা বলে শুন নন্দসুত। মদন কখন নহে কংসরাজদূত॥
বৃন্দাবনে দেখি আমি নবীন মদন। সদত দহএ কৃষ্ণ গোপিকার মন॥ ১৪॥

১ নায় ২ অকরাদ ৩ খিনমধ্যে

॥ তথাহি শ্লোকঃ ॥

দয়িতো দয়িতো তস্মা বলেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিমসো মুগ্ধে ধূর্তমাচার বিস্ময়ং ॥

॥ পদং ॥

[৪খ ছাড় হে চাতুরি শুন লো সুন্দরি তোমারে বলিএ সার।
সে জন কামিনী ভুবনমোহিনী দয়িত[১] বহু উতার ॥ ধ্রু ॥
তাহে রাজসুতা রূপে গুণে যুতা[২] সকল মহিমাসীমা।
কি সুখ লাগিয়া রাখালে ভজিয়া দুকুল হারাবে রামা ॥
এ সব বচন না বল কখন শুন লো পরাণসখী।
তোর পরিহাসে এই হবে শেষে কলঙ্ক রটিবে দেখি ॥
নাগরের কলা না বোঝে অবলা সরল তাহার মন।
হৃদয়ে বিষাদ গণয়ে প্রমাদ আশ্বাসে দাস লোচন ॥ ১৫ ॥

সুনহ লম্পট কঠিন কপট নিদয় নিঠুর হরি।
কুলিশ সমান তোমার পরাণ বধিতে অবলা নারী ॥
হেদে হে গোপাল গোধন রাখাল গোপীগণমনচোরা।
বালক অবধি পুতনারে বধি বুক বুলিআছে পারা ॥
সেই কুলনারী প্রেমের ভিক্ষারি সাধিলে তাহার বাদ।
পাইয়া অবলা বৃষভানুবালা বধিতে করেছো সাধ ॥
শুনিয়া নাগর দূতীর উত্তর হৃদয়ে হইলো আশ।
বলএ হাসিয়া মিলিব জাইয়া কেন সখি কর রোষ ॥ ১৬ ॥

রাখিতে ধনির মন নাগর চতুর। কহএ দূতীর প্রতি বচন মধুর ॥
ঝাট জাহ রাই লয়ে অশোককানন। অবিলম্বে তাহা আমি করিব গমন ॥
তুরিতে আইল দূতী রেয়ের সভরে। অনিমিখে দেখি ধনি জলদ নেহারে ॥
সুন সুন সুন ধনি ভানুর নন্দিনী। নাগর ভেটিতে চল কুরঙ্গনয়নী।
অশোককাননে আছে নাগররাজ। বিলম্ব না কর ধনি না সহে বেয়াজ ॥ ১৭ ॥

১ দইত ২ জুতা

চলিল ব্রজমোহিনী ধনি কুঞ্জরবরগমনী।
কেলি বিপিন [৫ক সাজল রঙ্গে সঙ্গে বরজরমণী॥ ধ্রু॥
মদনতরঙ্গে পুলক অঙ্গে নব অনুরাগে প্রেমতরঙ্গে চঞ্চল মৃগনয়নী।
কবরীমণ্ডিত মালতীমাল নবজলধর জড়িত জাল স্থকিত চকিত অমনি॥
বদনমণ্ডল শরদচন্দ্র মদনের মনে লাগয়ে ধন্দ নিখিল ভুবনমোহিনী।
নীল বসন রতন ভূষণ মণিময় হার দোলত সঘন কটিতটে বাজে কিঙ্কিনী।
চরণকমলে মাতল ভৃঙ্গ মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ সদা করে গুন গুন ধ্বনি।
চকিত চকিত নয়নস্কন্দ[১] খঞ্জনমনে লাগয়ে ধন্দ চম্পকদলবর জিনি॥
হেলিয়া দুলিয়া চলই রঙ্গে নব নব নব নাগরী সঙ্গে লোচন মনোরঞ্জনী॥ ১৮॥

প্রবেশ করিল রাই সখীগণ সনে। সুমধুর কুসুমকানন বৃন্দাবনে॥
গোপীগণ মধ্যে জার বৃষভানুবালা। তারাগণ মধ্যে জেন শশী ষোলকলা॥
দূরে হইতে বটু তাহা দেখিআ নয়ানে। আঁখি ঠারি কৃষ্ণে কয় মধুর বচনে॥
বটু বলে শুন সখা মোর নিবেদন। মনোহর বস্তু অগ্রে করহ দরশন॥
হরি মনে অনুমানি এই কমলিনী। রাই হেরি বলে মোর প্রাণ বনমালী॥ ১৯॥

দোহ মুখ হেরইতে উপজল প্রেম। দরিদ্র ঘট ভরি পাওল জেন হেম॥
দোহজনে নয়নে বহএ প্রেমধার। দোহার নয়নশরে দোহে জরজর॥
দোহার রূপেতে দোহার ভুলিল নয়ন। দোহার যৌবনবনে হারাইল মন॥
দোহ মুখ হেরইতে দোহ মুরছায়। বটু তোলে কৃষ্ণ সখী তোলে রাধিকায়॥
চেতন পাইয়া দোহে হেরই নয়নে। অমৃত বরিখে জেন নয়নের কোণে॥
দোঁহ মন আকর্ষিএ বান্ধি দোহার মন। নিজ নিজ স্থানে দোহে করিল গমন॥ ২০॥
ইতি স্বপ্ন উল্লাস পূর্ব্বরাগ সমাপ্ত॥

[৫খ পুনশ্চ শ্রীমত্যা পূর্বরাগ॥ তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু বংশীধ্বনি যথা॥

আজু হাম কি পেখিলাম নবদ্বীপচন্দ্র। করতলে করএ বয়ন অবলম্ব॥
পুনপুন গতাগতি করু ঘর পন্থ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবন চলএ একান্ত॥
ছল ছল নয়নকমল সুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুল[২] বর ভরু সব দেহ। রাধামোহন কিছু না পাওল থেহ॥ ১॥

[১] স্কন্দ [২] মকুল

ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে জায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্বকাননে চায়॥
রাই কেন বা এমন হইল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন কোথা বা কি দেব পাইল।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠএ চমকি ভূষণ খসিএ পড়ে॥
বয়েসে কিশোরী রাজার কুমারী তাহে কুলবধূ বালা॥
বুঝি অভিলাষে বাঢ়এ লালসে না বুঝি তোহার ছলা॥
তোহার চরিত হেন বুঝি চিত হাথ বাঢ়াইলা চান্দে।
চণ্ডীদাসে কয় করি অনুনয় ঠেকিআছ কালিয়াফান্দে॥ ২॥

॥ সিন্ধুড়া॥

রাধার কি হইল অন্তরে বেথা।
বসিয়ে বিরলে থাকিয়ে একলে না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে জেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়ে বেণি ফুল জে গাথনি দেখয়ে খসাআ চুলি।
হসিত বদনে চাহে মেঘ পানে কি কহে দু হাত তুলি॥
একদিঠি করি মউর মউরি কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে[১]।
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে॥ ৩॥

[৬ক ॥ আড়ানি সুহিনি॥

কহ কহ সুবদনি রাধে। কি তোর হইআছে বেয়াধে॥
কেনে তোরে আনমন দেখি। কাহে নখে ক্ষেতিতল লেখি॥
হেমকান্তি ঝামর হইল। রাঙ্গা বাস খসিয়ে পড়িল॥
আখিযুগ অরুণ হইল। মুখপদ্ম সুখাইয়ে গেল॥
কি লাগিয়ে এমন হইলা। না কহিলা ফাটি জায় হিয়া॥
এত শুনি কহে ধনি রাই। এ যদুনন্দন মুখ চাই॥ ৪॥

১ নিরক্ষণ

॥ সিন্ধুরাগ ॥

কদম্বের বনে থাকি কোন স্থানে কেমন শবদ আসি।
ই কি আচম্বিতে শ্রবণের পথে মরমে রহল পশি॥
সেন্ধিয়ে মরমে ঘুচায়ে ধরমে করিলে পাগলি পারা।
চিত স্থির নহে সোয়াস্ত[১] না রহে নয়নে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন সে বা কোন জন এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে ধক ধক করে রহে দরশন আশে।
অবহু দেখিবে পরাণ পাইবে কহয়ে উদ্ধবদাসে॥ ৫॥

॥ ধানসী ॥

পহিলে শুনিল অপরূপ ধনি কদম্বকানন হইতে।
তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে॥
আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিলে যাহার নাম।
গুণিজন গানে শুনিল শ্রবণে তাহার এ গুণগান॥
সহজে অবলা তাহে কুলবালা গুরুজনজ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগর আরতি বাড়ায় কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দড়াইনু পরাণ রহিবার নয়।
করহ উপায় কৈছে মিলয় এ দাস উদ্ধব কয়॥ ৬॥

॥ কামোদ ॥

কালিআর রূপ মরমে লাগিয়ে শান্ত না হয় মনে।
বিরলে বসিয়ে সখীরে কহয়ে [দেখ দেখাইলে রহে প্রাণে॥
এ বোল সুনিয়া বিশাখা ধাইয়া শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইর গোচরে দেখাবার তরে পটের উপরে লেখি॥
আনি চিত্রপটে রেয়ের নিকটে সম্মুখে রাখেন সখী।
সে রূপ দেখিয়ে মুরছিত হয়ে পড়িলা কমলমুখী॥

---

১ সয়াস্ত

মন্দাকিনী পারা   কত শত ধারা   ও দুটি নয়ানে বহে।
করহ চেতন   পাবে দরশন   এ দাস উদ্ধব কহে ॥ ৭ ॥

॥ সুহিনি ॥

যে দেখি যমুনার ঘাটে।   সেই দেখি এই চিত্রপটে ॥
জার নাম কহিলা বিশাখা।   সেই এই পটে আছে লেখা ॥
জাহার মুরলির ধ্বনি শুনি।   সেই বটে এই রসিকমণি[১] ॥
ভাটমুখে জার গুণগাথা।   দূতীমুখে শুনি তার কথা ॥
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ।   ইহ বিনে কেহো নহে আন ॥
এত কহি মুরছি পড়য়ে।   সখীগণ ধরিয়ে তোলয়ে ॥
পুন কহে পাইয়া চেতন।   কি দেখিলাম দেখায় সে বদন ॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস।   ভনে ঘনশ্যামর দাস ॥ ৮ ॥

॥ বালা ধানসী ॥

রাইক ঐছে দশা   হেরি একা সখী   তুরিতঁহি করল পয়ান।
নিরজনে নিজসখী   সঞে জঁাহা মাধব   জাই মিলল সোই ঠাম ॥
সুন মাধব অব হাম কি বলিব তোয়।
সো বৃষভানুকুমারী   বরসুন্দরী   অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয় ॥ ধ্রু ॥
তুয়া অনুরূপ   এক পটে লেখই   দেয়ত তাকর আগে।
সো রূপ হেরি   মুরছি পড়্‌ ভূতলে   মানহি করম অভাগে ॥
অম্বরে নব জলধর   হেরি সো ধনি   কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অবশ   হই না পারই   অরুণাম্বরে তনু ঝাপ ॥
ঐছে দশা হেরি   সকল সখীগণ   রোয়ত যামিনী জাগি।
কহ যদুনন্দন   [৭ক সুনন্দনন্দন   মিলহ সবজন ভাগী ॥ ৯ ॥

॥ অথ দশম দশা ॥

লালসোদ্বেগযাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা।
বৈয়োগ্র ব্যাধিরুন্মাদ মোহ মৃত্যু দশাদশঃ ॥

১ মুনি

॥ অথ লালসা ॥ তদেগৌরচন্দ্র ॥

॥ কামোদ ॥

কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন ডারত কাহে ঘনশ্বাস।
ক্ষণে করতলে অবলম্বই মুখশশী ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস ॥
দেখ নব ভাবতরঙ্গ।
জো অভিলাষহি প্রকটি নবদ্বীপে তাকর নাহিক ভঙ্গ। ধ্রু ॥
চঞ্চল নয়নে চাহ চঞ্চলমতি ক্ষিতি গতি মত্ত গজরাজ।
পুন ঐছন হেরত ফুলবন কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ ॥
ঐছন ভাঁতি করি ভাবন ত্রিভুবন ভাসাঅল প্রেমামৃতদানে।
রাধামোহন বিন্দু না পাঅল আপন করম বিধানে ॥ ১০ ॥

॥ বড়ারি ॥

শুনইতে চমকিত গ্রহপতিরাব। তুয়া মুরুলিরবে উনমতি ধাব ॥
নাহ না চিনই কাল কি গোউর। জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর ॥
কাহা তোহি গোরি আরাধিলি কান। জানলু রাই তোহে মনোমান ॥
স্বামীক শয়নমন্দিরে নাহি উঠই। একলি গহন কুঞ্জমাহা[১] লুঠই ॥
পতিকরপরশে মানয়ে জঞ্জাল। বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥
মুরুলিনিশান শ্রবণে ভরি পিবই। গুরুজন বচন সুনই না সুনই ॥
ঐছন জতহু মরম অভিলাষ। কতহু নিবেদব গোবিন্দদাস ॥ ১১ ॥

॥ উদ্বেগঃ ॥ ॥ পঠমঞ্জরী ॥

লোচন শ্যামর বচনহি শ্যামরু শ্যাম চারু নিচোর।
শ্যামর হার হৃদয়মণি শ্যামর সখী করি কোর ॥
মাধব ইথে জদি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী মতি তু মাতায়ল কিয়ে তোঁহ মোহিনী জান ॥ ধ্রু ॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামরু মুখ অরবিন্দ।
[িখ ঝর ঝর লোরহি লোলত কাজর বিগলিত লোচন ইন্দু ॥

১ -মহা

মনমথ সাগর রজনী উজাগর নাগর তনু কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাসক তুঁহু আশা আসব মিলবহু নন্দকিশোর ॥ ১২ ॥

॥ জাগর্যা ॥ গান্ধারী ॥

সহজে ননীক পুতুলি গোরি। জারল বিরহ আনলে ভোরি ॥
বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ। ঝামরি সোঙরি তোঁহারি নাম ॥
শুনহ মাধব কহনু তোয়। সুমতি না দেই দিন রজনী রোয় ॥ ধ্রু ॥
অরুণ অধরে বান্ধুলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ॥
ফুয়ল কবরী উরহু লোল। সুমেরু উপরি চামরি ডোল ॥
গলায়ে গজমতিম হার। বসন বহিতে গুরুয়া ভার ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গুলি অঙ্গুরি বলয়া ভেল। জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল ॥ ১৩ ॥

॥ সুহি ॥

অপরূপ তুয়া মুরলিধ্বনি। লালস বাঢ়ল শবদ সুনি ॥
কি রূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ। উদ্বেগে ধনি না ধরে দেহ ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল খিন। অসিত চান্দের উদয় দিন ॥
জড়িত হৃদয়ে করএ ভেদ। অতি ব্যাকুল কে সহে খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি বাধা। মুরছি নিশ্বাস বহল আধা ॥
অব জদি তোহ মিলহি তায়। গোকুলমঙ্গল সভাই গায় ॥
জ্ঞানদাসে কহে শুনই শ্যাম। জীবন ঔষধি তোহারি নাম ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য সখীপ্রতি উক্তি।

॥ মল্লার ॥

রাইক রাগ কহিলি বহু মোয়। কৈছনে ঐছন সাহস হোয় ॥
পরনারীগ্রহণ দহন সম তাপ। ধরম করম জানী কো করু পাপ ॥
তাহে জদি সঙ্গিগণে দেখে নব দেখ। জাগর দূরে রহু স্বপনহি রেখ ॥
শুনি সখী কানুবচন অনুবন্ধ। কহ রাধামোহন লাগল ধন্দ ॥ ১৪ ॥

॥ শ্রীরাগঃ ॥

কানুক ঐছন বাত। শুনি সখী অবনত মাথ ॥
কিছু না কহল ফেরি। [৮ক লোরে পন্থ না হেরি ॥

মলিন বদন ভেল। ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আয়ল রাইক পাশ। কি কহব জ্ঞানদাস॥ ১৫॥

অথ শেষদশা।

॥ গান্ধারী॥

নিজসখী বদন হেরি সুধামুখী বুঝি কহে গদগদ বাত।
রসিক সুনাহ মোহে জদি উপেখল কাহে তাহে পায়সি গাত॥
মঝু লাগি যতন করলি দুখ পায়লি দৈবহি জদি নহু কাজ।
তুহু কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়সি কিয়ে পুন কয়লি অকাজ॥
এ সখী করতুহি পরউপকার।
ইহা বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃত তনু রাখবি হামার[১]॥ ধ্রু।
কবহু শ্যামতনু পরিমল পায়ব তবহু মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন শুনই না পারই রহু রাধামোহন দূর॥ ১৬॥

॥ সখ্যুক্তি॥

॥ বড়াড়ি॥

মধুর মধুর তুয়া রূপ। জগজন অমিআ স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নাহি উন। সো তনু তেজবি কাহে মহী করি সুন॥
সুন্দরী মোহে না কহে আনছন্দ। হাম বলি জাঙ তুয়া মুখচন্দ্র॥
তবহু সফল দিন মোর। রাই সুতব জব কানুক কোর॥
হাম পৈঠব কালিন্দীবারি। তবহু মনোরথ পূরব হামারি॥
জতন করব হাম তোয়। কানু জৈছে তুয়া বশ হোয়॥
গোবিন্দদাস ভালে জানে। কানুক জলত পরাণে॥ ১৭॥

॥ শ্রীকৃষ্ণস্য সন্তাপ গোপীগমনান্তে॥

হামারি নিঠুরপনা সুনই ইন্দুমুখী ভাঙ্গই প্রেমঅঙ্কুর।
দুখিত হৃদয় যাহা ধৈরজ ধরে পুন ও রস কয়ি জনি দূর॥

---

১ হামারি

কি জানি পাপহু মদন কদন সারে তেজই নিরুপম দেহ।
হা হা মনোরথ সব কৈলে আনমত কি করব অব হাম খেহ॥
অব মঝু অন্তরে জ্বলত তুষানল সহই না পারই অঙ্গ।
সোই সমীরণ বাঢ়ত পুন পুন [চৎ দারুণ মদন তুরঙ্গ॥
ধিক জীবন ধন যৌবন অভরণ ধিক মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন অনুগত বঞ্চিলে পরিণামে ঐছন ফল॥ ১৮॥

জাহা বিলপএ বর কান। তাহা সখী করল পয়ান॥
মিলল নাগর পাশ। দীঘল তেজই নিশ্বাস॥
নাগর হেরি বিভোর। নয়নহি আনন্দলোর।
কানুক ইহ মৃদুভাষ। পূরবি মঝু অভিলাষ॥
কৈছে আছএ ধনি রাই। সুন এতে মঝু নিঠুরাই॥
হাম কয়লু পরিহাস। তাকর বিরহ হুতাশ।
অতএ গমন করি তাই। তুরিতহি আনবি রাই॥
এত শুনি সো সখী গেল। রাইক সমুখল ভেল॥
কানুক ইহ রসভাষ। সবহু কহল ধনি পাশ॥
সচকিত সো বরনারী। তবহি কয়ল অভিসারি॥
শুভক্ষণে আওল কুঞ্জে। সখীগণ আনন্দপুঞ্জে॥
ইহ যদুনন্দন দাস। ধায়ল কানুক পাশ॥ ১৯॥

এই স্থলে প্রেমশিক্ষা কিন্তু[১] হঠাৎ[২] মিলন লেখা গেল।

রাইর কুঞ্জ গমন শুনি মাধব অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন করল বরনাগর আনন্দে আপনা না জানি॥
চলইতে খলই চলই নাহি পারই কতো কতো ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম কদলি হেরি আকুল গদগদ পুছই নারি॥
ঐছন বহুত জতন পহু মিলল দোহ হেরি দোহ ভেল ভোর।
দোহ মনমানস সফল ভেল জীবন দোহক পসয়ে প্রেমলোর॥

১ কিন্ত ২ হটাৎ

ধৈরজ ধরি হরি   অঞ্চল পরশিতে   ধনিক মুগধি পরকাশ।
রাধামোহন পহু   চিতে ক্ষণ সংশয়   পহু বুঝল পরি [১ক হাস ॥ ২০ ॥

॥ অথ পূর্বরাগ সমাপ্ত ॥

॥ প্রেমশিক্ষা ॥

গদাধরে কহে প্রিয় ভকতহিগণে।   উপদেশ দিব হরিনামসংকীর্তনে ॥
শ্রীবাসঅঙ্গনে আজি হইবে কীর্তন।   প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু করিবেন নর্তন ॥
বিভোল হইয়া ভাবে হইবে বিভঙ্গ।   সামালে ধরিও না লুটিবে শ্রীঅঙ্গ ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে কহিআছ ভাল।   প্রেমেতে মাতিয়া সব হইবে বিভোল ॥ ২১ ॥

শুন শুন এ সখী বচন বিশেষ।   আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।   হেরইতে প্রিয়ামুখ মুরবি গীম ॥
পরশিতে দুই করে ঠেলবি পানি।   মৌন করবি পুন পুছইতে বাণী ॥
জব হাম সুপর করে কর যাপি।   ধাধসে ধরবি উলটী মোহে কাঁপি ॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।   কামগুরু ইহ শিখায়ব পাঠ ॥ ২২ ॥

সখীর বচনে ধনি স্থির করি চিত।   করইতে গমন ভেল উপনীত ।
পদ দুই চারি চলই সখী মেলি।   খণ খণ অন্তর ধাধশ ভেলি ॥
খেনে খেনে চমকি পদ পালটায়।   খেনে কাতর দিঠে সখীমুখ চায় ॥
সখীগণ পুন পুন করে আশোআস।[১]   রহি রহি ধনি হিয়ে উপজে তরাস ॥
ঐছন কুঞ্জে মিলল পরিহাস।   দূরে হেরই যদুনন্দন দাস ॥ ২৩ ॥

থরহরি কাঁপএ গদগদ ভাষ।   লাজে বচন নাহি করে পরকাশ ॥
সুন সুন কানু করএ ধনি ভীত।   কবহু না জানই সুরত কি রীত ॥
তুহু হোয়বি চন্দন সম সিত।   তোহে সোপলু ইহ বালচরিত ॥
রভস[২] করবি বুঝি বিদগধ[৩] রায়।   জৈছনে সুকুমারী দুখ নাহি পায় ॥
নিয়ড়হি রাখি ইহ হাম [১খ সব জাই।   এত কহি সখী সব রহল ছাপই ॥
দোহ কর কোল দরশক আশে।   করহে বধ রাধামোহন দাসে ॥ ২৪ ॥

---

১ আসোআদ ২ রবস ৩ বিদগদ

পহিলহি রাধামোহন মেলি। পরিচয় দূরে রহু দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় বলইতে অবনতবয়নি। চকিতাবলোকনে[১] নখে লিখু ধরণী ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাইকমলপদ আধ পয়ান ॥
বিদগধ[২] নাগর অনুভব জানি। রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে করে বারিতে উপজল প্রেম। দারিদ্র ঘট ভরি পায়ল হেম ॥
হাসি দরশি মুখ রহল আগোরি॥ দেই রতন পুন নেয়লি চৌরি ॥
ঐছন নিরপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরই গোবিন্দদাস ॥২৫ ॥

সুরতক আশে ধরল পহু পাণি। করে কর বারই তরলনয়ানি ॥
হটপরিরম্ভণে পরশিত গাত। নহি নহি বোলি ঢুলায়ই মাথ ॥
অভিনব মদনতরঙ্গিণী রাই। শ্যাম মাতঙ্গ তরঙ্গে অবগাই ॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন তার। পিবইতে অধরে রচই সিতকার ॥
নখর পরসে ধনি চমকই গোরি। দংশাইতে চমকিত উঠই তনু মোরি ॥
কহইতে কহু গদগদ পদআধ। অনশনে[৩] মৌনে মনসিজ উনমাদ ॥
তৈখনে রোয়ত তহি পরসাদ। গোবিন্দদাস কহ রস মরিজাদ ॥ ২৬ ॥

বালারমণী রমণে নাহি সুখ। অন্তরে মদন দিগুণ দেই দুখ ॥
সব সখী মেলি সুতায়ল পাস। চমকি চমকি ধনি ছাড়এ নিশ্বাস ॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ। মন্ত্র না সুনে জেন বালভুজঙ্গ ॥
বেরি [১০ক বেরি এক সুতি রহু মুদিতনয়ান। রোগী করএ জেন ঔসুদিপান ॥
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ। ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ ॥
ভনএ বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি। তুহু রসসাওর মুগধিনি নারী ॥ ২৭ ॥

॥ প্রেমশিক্ষা সম্ভোগ সমাপ্ত ॥

সিন্ধুরাগ। শ্রীচৈতন্যবর্ণনং ॥

গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাথিয়া নাম চিন্তামণি জগতে পরায়লি হার ॥ ধ্রু ॥
কালতিমিরাকুল অখিল লোক দেখি বদনচান্দ পরকাশ।

১ চকিতবলোকনে ২ বিদগদ ৩ অনসনে

লোচন প্রেম সুধারস বরিষণে জগজন তাপ বিনাশ ॥
ভকত কল্পতরু অন্তরে অন্তরু রোপলি ঠামহি ঠাম।
অছু পদতল অবলম্বই পাল্লক পূরল নিজ নিজ কাম ॥
ভাব গজেন্দ্র[১] চঢ়ায়ল অকিঞ্চন ঐছন পহু করি বিলাস।
সংসার কালকূট বিষে দগধল একলি গোবিন্দদাস ॥ ১ ॥

। সাক্ষাৎ পূর্ব্বরাগ তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু।

হেদে গো নদীয়াবাসী হের গোরাচান্দে[২]। কি ভাব পড়েছে মনে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥
লখিতে না পারি গোরার ভাবের তরঙ্গ। বৈবর্ণ্য পুলক ভরে কাপে সব অঙ্গ ॥
কেহু যদি আন ছলে কৃষ্ণনাম বলে। তাহাতে প্রবল অতি হয় উতরোলে ॥
পারিষদগণ সব ভাবে মনে মন। বাসু ঘোষ বলে নব প্রেমের লক্ষণ ॥ [১] ॥

এই ত গোকুলবাসী কেহু কিছু জানসি তাহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়া দেখ রাইর ব্যাধি লখ রাইরে পেয়েছে কোন দেবা ॥
সব দেব হাকারিঞা কহে শ্রুতিপুটে। [১০খ কালিয়া কোঙর নামে কাপি ঝাপি উঠে ॥
কালিয়া কোঙর নামে থাকে কদমডালে। সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে ॥
তাহারে আনিয়া সভে পূজা তার কর। পূজা পাইলে ছাড়ি যাবে আপনার ঘর ॥
বংশীবদনে কয় এই কথা দড়। নিজপূজা পাইলে পরমাদ বড় ॥ ১ ॥

কালিয়া বরণ হিরণ কিরণ জখন পড়এ মনে।
মুরুছি পড়িয়া কান্দএ ধরিয়া সব সখী জনে জনে ॥
কেহু বলে আই ওঝারে ঝাড়াই রেইরে পেয়েছে ভূতা।
কাপি ঝাপি উঠে কহিলে না টুটে সে জে বৃষভানুসুতা ॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ চুলি ঝাড়ে কেহু বা কহএ ছলে।
আনি দিব তুহে নিছয় কহিএ কালার গলার ফুলে ॥
কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে কুলের বওরি কালা।
দেখায় যতনে পাইবে চেতনে ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥ ২ ॥

১. গজেন্দ ২. -চান্দ্রে

॥ তুড়ি ॥

শুনইতে কানহি   আনহি শুনত   বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ   উতর নাহি নিকসই   কহইতে সজল নয়ান ॥
সখী হে কি ভেল এ বরনারী।
কবুহু কোপন   থকিত বহু ঝামরি   জনু ধন হারি জুআরি ॥ ধ্রু ॥
বিছরল হাস   রভস রস চাতুরি   বাউরি জনু ভেল গোরী।
খন খন দীর্ঘ   নিশ্বাস তনু মোড়ই   সঘন ভরম ভেলি ভোরি ॥
কাতর নয়নে নয়নে   নাহি হেরই   বোলত কাতর বাণী ॥
[১১ক না জানিয়ে কোন দুখে   দারুণ বেদন   ঝরঝর এ দুই নয়নি ॥
ঘন ঘন নয়নে   নীর ভরি আয়ত   ঘন ঘন অধরহি কাপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগমাহা   প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥ ৩ ॥

। সখী উক্তি ।   ॥ সুহই ॥

রাই এমন কেনে বা হইলা।   কিরূপ দেখিয়া আইলা ॥
মরম কহ না মোয়।   ব্যাধি ঘুচাব তোয়।
না পারি বুঝিতে রীত।   সব দেখি বিপরীত ॥
সোনার বরণ তনু।   কাজর ভৈ গেল জনু ॥
নয়নে বহএ ধারা।   কহিতে বচনহারা ॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ।   কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥ ৪ ॥

॥ শ্রীমত্যুক্তি ॥

আলো সই কি হইলো মোর প্রেমজ্বালা।
মো মেনে আপনা খাইলাম   কেনে বা যমুনা গেলাম   শয়ন সপনে দেখি কালা ॥
সাত পাচ সখী সঙ্গে   নানা অভরণ অঙ্গে   সাথে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে   সেইখানে ভুলিলাম বটে   কালা মেঘে ঝেপেছিলো মোরে ॥
জমুনা যাইতে পথে   দুসারী কদম্ব আছে   তাথে চড়ে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে   আচম্বিতে মোর গলে   সেই হইতে মরমে হৈল ব্যথা[১] ॥
সে কালা কালিয়া শ্যাম   কালিয়া তাহার নাম   কালিন্দী কদম্বতলে থানা।
বংশীবদনে কয়   যুবতী জীবার নয়   দেখিলে মরমে দেয় হানা ॥ ৫ ॥

১ ব্রথা

॥ সুহিনি ॥

দেখিএ নাগর শিরোমণি। না জানিএ দিবস রজনী ॥
কি হইল মরমে ব্যথা[১]। কাহারে কহিব এই কথা ॥
কি আর পুছসি মোরে। [১১খ মরম কহিনু তোরে ॥
যদি সে মিলএ মোয়। তবে সে সফল হোয় ॥
নহিলে না জীব আর। তোহারে কহিনু সার ॥ ৬ ॥

রাইমুখে সুনলো যৈছন বোল। সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল ॥
তুয়া মুখ দরশন পায়ল সেহ। কৈছে আছএ কিছু না বুঝল এহ ॥
তুহু কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল। তোহু হেরি সো আকুল ভৈ গেল ॥
যৈছে বিচার করত জাহা রাই। তুরিতহি এক সখী মিলল তাই ॥
এ ধনি পদুমিনি[২] কর অবধান। তোহারি নিওড়ে মুঝে ভেজল কান ॥ ৭ ॥

নাগর নিকট সঞে দূতী আওল রাই সুনাগরী ঠাম ॥
শ্যামক কত দুখ দেখি না পারিএ কহইতে আয়নু হাম ॥
কে জানে কখন দেখল তোহে শ্যামর তুয়া রূপ করতো ধেয়ান।
রাধা নামে দ্বিগুণ তনু মোড়এ ধৈরজ না ধরে পরাণ ॥
শুন কহি সুন্দরি তোয় ॥
সে হেন সুনাগর সব গুণ আগর তোহে সে পুরুখ বধ হোয় ॥ ধ্রু ॥
তোহ রমণী ধনি মুকুট শিরোমণি মোহে না কুরু আন ছন্দ।
কহ ব্রজানন্দ বিলম্ব না কর ধনি হেরত শ্যামর চন্দ্র ॥ ৮ ॥

দূতীমুখে শুনইতে ঐছন রীত। সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত ॥
কহইতে গদগদ কণ্ঠহি বোল। সখীমুখ নিরখই অন্তর দোল ॥
ইঙ্গিত জানি বনায়ল বেশ। সিন্দূর দেয়ল বান্ধল কেশ ॥
সব সখীগণ মেলি করল পয়ান। নিশবদে চলহু কোই না জান ॥
চলইতে পদ দুই থরহরি কাপ। [১২ক হেরইতে পন্থ নয়নযুগ ঝাপ ॥
ঐছন মিলল নাগর পাশ। পহিল মিলন কহে দ্বিজ হরিদাস ॥ ৯ ॥

মনমথ কেলি লুবুধ অতি মাধব ধরলহি রাইক পাণি।
করে কর বারি হৃদয় অতি কম্পিত কহইতে গদগদ বাণী ॥

১ ব্রথা ২ পদুমেনি

দেখ রাধামাধব বিলাসে।
অতি রসে ভোরি গোরিতনু বেড়ল জলদে বিজুরি জনু তনু তনুবাসে॥
কুচ করপরশনে চমকি উঠএ ধনি লোচনে জল ভরিপূর।
দশনক ঘাতে অধর বিখণ্ডল নীবীবন্ধ করি দূর॥
কোরহি ছোড়ি উঠসি ধনি সুন্দরী চললহি তেজি পুন নাহ।
সহচরী জাই বাহু ধরি আনল দুহুক রস নিরবাহ॥ ১০॥

ধরি সখী আচরে ভই উপচঙ্ক। বৈঠলি বৈঠহি হরি'পরিজঙ্ক॥
চলইতে আনি চলই পুন চাহ। রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনী নারী। তু অতি বিদগধ এ অতি গোঞারি॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই। হেরইতে বদন নয়নে জল খলই॥
হঠ পরিরম্ভনে থরহরি কাঁপ। চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ॥
সুতলি ভীত পুথলি সম গোরি। চিত নলিনী অলি রহলি আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম। রূপক কূপে মগন ভেল কান[১]॥ ১১॥

সাক্ষাৎ পূর্ব্বরাগ সম্ভোগ সমাপ্ত॥ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগ॥
তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু॥

আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটাএ ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম জতনে। সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
[১২খ ক্ষণে ক্ষণে গোরাঅঙ্গ ভূমে পড়ি যায়। রাধানাম লেই ক্ষণে ক্ষণে মুরুছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল। বাসুদেব কহে কেনে এত উতরোল॥ ১২॥

॥ বালা ধানসি॥

অনুক্ষণ হেরইতে তোহে অনুচিত। দূরে গেয় মুরুলি আলাপন গীত॥
মরম না কহ কাহে প্রাণসঙ্ঘাতি। তুয়া মুখ হেরি জলত মঝু ছাতি॥
মরকত জিনিয়া জো কলেবর কাতি। সো অব ঝামর কুবলয় ভাতি
হেরইতে নিরমল লোচন জোড়। কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর
শুনইতে ঐছন সহচর বাণী। ছোড়ি নিশাস উলটায়ল পাণি॥
দূর অবগাই মরম অভিলাষ। সমঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাশ॥ ১৩॥

১ কানু

॥ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তি ॥ ॥ গান্ধার ॥

কালীদমন দিন মাহ। কালিন্দীকূল কদম্বক ছাহ ॥
কত শত নব ব্রজবালা। পেখনু জনু স্থির বিজরিক মালা ॥
তোহে কহি সুবল[1] সাঙ্গাতি। তব ধরি হাম না জানি দিবা রতি ॥
তুহি ধনি মুনি দুই চারি। তহি পুন মনমোহিনী এক নারী ॥
সো বহু মঝু মনে পৈঠে। মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠে ॥
অনুক্ষণ তহিক সমাধি। কো জানে কেমন বিরহ বেয়াধি ॥
দিন দিন খিন ভেলা দেহা। গোবিন্দদাস কহে ঐছে নবলেহা ॥ ১৪ ॥

দুই বাহু উভ করি দেখাল্যা কনয়া গিরি মনোহস্তী তাহাতে বান্ধিল।
পুন নয়ানসন্ধানে হানিলে আমার প্রাণে শুধু তনু কেবল রহিল ॥
দশন মুকু[১৩ক তা পাতি জিনিয়া মানিকজ্যোতি ভুরুযুগ মনমথ বাণ।
হাঁসিতে বিজরি খেলে নাসায় বেসর দোলে নিরখি মোহিত পাঁচবাণ ॥
এতেক কহিতে শ্যাম মুরছিত সেই ঠাম সুবল ধাইয়া কৈল কোলে।
বয়ানে তেজিল ভাষা শ্বাসহীন হইল নাসা হৃদয়ে নয়নধারা দোলে ॥
নীল মরকত কাঁতি জিনি ইন্দ্রনীল ভাঁতি ধূলায় লোটায় শ্যামতনু।
রাই রাই নাম নিতে সম্বিৎ পাইল চিতে মৃত সঞ্চারিএ জেন তনু ॥
জেমতি যাহার ব্যথা কি কহিব তার কথা মদন কদনে প্রাণ দহে।
এ যদুনন্দনে কয় হিয়া কি পাষাণ হয় পাপ প্রাণ কি লাগিয়া রহে ॥ ১৫ ॥

গেলি কামিনী গজহু গামিনী বিহসি পালটী নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক কুহকী ভেলি বরনারী ॥
জোড়ি ভুজযুগ থরি বেড়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল জৈছে শারদ চন্দ ॥
উরহি অঞ্চল ঝাপী চঞ্চল আধ পয়োধর হেরি।
পবন পরাভবে সব দেখল জনু বেকত করল সুমেরু ॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব টুটব বিরহকো উর।
চরণে জাবক হৃদয়ে পাবক দহই সব অঙ্গ মোর ॥
ভনএ বিদ্যাপতি করহ জুকতি চিত স্থির নাহি হোয়।

---

১ সুভল

সে জে রমণী পরম গুণমণি পুন কি মিলব মোয় ॥ ১৬ ॥

সুবলে নাগরে কহিছে কথা। বিশাখা সুন্দরী আইল তথা ॥
কি কথা কহিছ সুবল সনে। কহিতে কহিতে কান্দিচ কেনে ॥
[১৩খ কি কথা কহিচ নাগররাজ। আমারে কহ না মনের কাজ ॥
মনের[1] মরম কহিবে জবে। বেদনা বাটিয়া লইব তবে ॥
শুনি দূতীমুখে হরসপ্রাণ। এ যদুনন্দন কহিছে জান ॥ ১৭ ॥

অপরুব পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণহীন হিমধামা ॥
নয়ননলিনী[2] দো অঞ্জনে রঞ্জউ ভাঙু বিভঙ্গি বিলাসা।
চকিত চকোর কোরে বিহি বান্ধল কেবল কাজর পাসা ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর[3] পরসিতে গীম গজমতিম হারা।
কাম কুম্ভ[4] ভরি কনয়া শম্ভু পরি ডারত সুরধনী ধারা ॥
পয়সি প্রয়াগে জাগ শত জাগএ সোই পায়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুলনায়ক গোপীজন অনুরাগী ॥ ১৮ ॥

শুন শুন এ ধনি কর অবধান। সে জে রমণী নিল হামারি পরাণ ॥
জব ধনি না দেখিএ সো চান্দমুখ। তব ধরি মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥
ঝরঝর অনুক্ষণ এ দুই নয়ান। জর জর অন্তর না জাএ পরাণ ॥
তা সঞে রভসরস যদি নাহি হোয়। নিশ্চয় না জিবই কহলম তোয় ॥
দুই এক পলখে মিলিব বরনারী। যদুনন্দন তব জাউ বলিহারি ॥ ১৯ ॥

অলখিতে রঙ্গিণী ইত্যাদি পদ পূর্ব্ব উক্তি। অপরুব পেখল রামা এই পদ পদন্তর গ্রহণ কর্ত্তব্য। সহক্রমে লেখা হঞাছে ॥

অলখিতে রঙ্গিণী ভাঙু ভুজ ভাঙ্গনি মরমহি দংশল মোর।
সজনি যব ধরি পেখলু রাই।
মদন মহোদধি নিমগন মঝু মন আকুল কুল নাহি পাই ॥ ধ্রু ॥

---
১ মোনের ২ -লনিনি ৩ পওধর ৪ কুম্ব

রঙ্গিম হাঁসি বিলোচন চঞ্চল মঝু পরি য়ো দিঠি দেল।
কি এ অনুরাগিনী কি এ বিরাগিনী বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন ১৪ক] মরমহি জানএ সদয় হৃদয় তহি চাই ১।
গোবিন্দদাস পহুকে নিতি নূতন লাগএ রসবতী রাই॥ ২০॥

॥ ভূপালি॥

এত শুনি দূতী চলিল ধনি পাশ। জৈছন নাহক পূরএ আশ॥
বচনক ভাতি আপন হিএ সাচি। মিললি মুগধি সঞে গুরুজনে বাঁচি॥
হেরি সুধামুখী হরিণীনয়ানী। পুছইতে না পুছই তা সঞে বাণী॥
কহ যদুনন্দন কর অবধান। তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান॥ ২১॥

॥ শ্লোক লিখ্যতে॥

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তাণবং জড়িমাস্তথা।

বৈরাগ্য ব্যাধিরুন্মাদমোহ মৃত্যুর্দশাদশ॥

তত্র ক্রমেন॥ সুহই॥ লালসা॥
চম্পকদাম হেরি চিত [অতি] কম্পিত লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগএ নিরন্তর ধনি ধনি তোহারি সোআগ।
বৃষভানুনন্দিনী জপত রাতিদিনি ভরমে না বোলএ আন।
লাখ লাখ ধনি বলএ মধুর বানী স্বপনে না পাতএ কান॥
য়া কহইএ ধা কহই না পারই ধারা ধরি বহে লোর২।
সোই পুরুষমণি লোটাএ ধরণী পুনি কো কহে আরতি ওর৩।
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদন কানুক সকল সম্বাদ।
নিশ্চয়ে জানহ তছু দুখ খণ্ডক কেবল তুয়া পরসাদ॥ ২২॥

॥ আড়ানি॥ উদ্বেগ॥

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুমময় গোরি। নিরমই মুরতি জতনে করু তোরি॥

---

১ চাহ ২ লর ৩ য়োর

তুয়া তনু ভাবে আলিঙ্গই তায়। সো তনু তাপে ভসম ভই জায়॥
সুন সুন অহে বৃষভানুকুমারী। তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি॥ ধ্রু॥
ঝামর নীলউতপলদল অঙ্গ। লোরে না হেরএ নয়ানতরঙ্গ॥
বিগলিত [১৪খ মুরলি খুরুলি বহুদূর। অনুখন মদন দহন ভরিপুর॥
বিছরল পিঞ্জ মুকুট পরিপাটী। সহচরী হেরি মরত জিউ ভাটি॥
জীউ রহত অব তুয়া রস আশে। তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে॥ ২৩॥

॥ সুহই ॥ জাগর্য্যা ॥

গহন বিরহ লাগি। রজনী পোহয়ই জাগি॥
করতহি তোহারি ধেয়ান। তো বিনে আকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল। তোহরি ভরমে করু কোল॥
সো রস পরশ না পাই। মুরুছিত ধরণী লোটাই॥
মনমাহা মদন তরঙ্গ। ঘমঘন মোড়ত অঙ্গ॥
কহতহি গদগদ ভাষ। না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ২৪॥

॥ ভাণবং ॥

সুন সুন গুণবতী রাধে। মাধব বধিলে কি সাধব বিসাধে॥
চান্দহি দিনহি দীনহীনা। সো পুন পালটি খেনে খিনা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি। ভাঙ্গি গড়াওব বুঝি কত বেরি॥
তোহারি চরিত নাহি জানে। বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানে॥ ২৫॥

॥ আড়ারি ॥ জড়িমা॥

মুদিত নয়নে হিএ ভুজযুগ চাপি। সুতি রহত হরি কিছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহু নামহি তোর। তবহু মিলিএ আঁখি চাহে মুখ মোর॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহি আন ছন্দ। তোহে অনুরত ভেল শ্যামরুচন্দ॥
জোই নয়নভঙ্গি না সহে অনঙ্গ। সোই নয়নে শ্রবে লোর তরঙ্গ॥
জোই অধরে সদা মধুরিম হাস[১]। সোই নীরস ভেল দিঘল নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহ মিছা নহ ভাখি। গোবিন্দদাস তহু তহি কৃত সাখি॥ ২৬॥

১ হাঁস

॥ বৈসনাং ॥ [১৫ক বালাসিভরিতা ॥

সে যে নাগর গুণধাম। জপএ তোঁহারি নাম ॥
সুনিতে তোঁহারি বাত। পুলকে ভরএ গাত ॥
অবনত করি শির। লোচনে ঝরএ নীর ॥
যদি বা পুছিএ বাণী। উলট করএ পাণি ॥
কহিএ তোঁহারি রীতে। আন বুঝিবি চিতে ॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥ ২৭ ॥

॥ যথারাগ ॥

॥ ব্যাধিদশা ॥

সুন সুন গুণবতী রাই। তো বিনু আকুল কানাই ॥
সো তুয়া পরসক লাগী। ছটফট যামিনী জাগি ॥
খিনতনু মদনহুতাশে। তেজই উতপত শ্বাসে ॥
চিত পুথলিসম দেহ। মরম না বুঝএ কেহ ॥
পুছিতে কহএ আধ ভাখি। নিঝোরে ঝোরএ দুটি আঁখি ॥
জ্ঞান কহএ তোঁহে সার। করহ গমন উপচার ॥ ২৮ ॥

॥ তুরী ॥

॥ উন্মাদ দশা ॥

এ ধনি কর অবধান। তো বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিহনে খনে হাস। কি কহব গদগদ ভাষ ॥
আকুল অতি উতরোল। হা ধিক হা ধিক বোল ॥
কাঁপএ দুরবল দেহ। ধরই না পারই কেহ ॥
বিদ্যাপতি কহে ভাখি। রূপনারায়ণ সাখি ॥ ২৯ ॥

॥ মোহদশা ॥

সুন্দরি তুহু বড় হৃদয় পাষাণ।
কানুক নবমী দশা হেরি সহচরি ধরই না পারি পরাণ ॥ ধ্রু ॥

কতই খিন তনু কহই না পারিএ তেজত তাহে ঘনশ্বাসে।
তেজত পরাণ ঐছ অনুমানিএ রহত তোহারি আসোআসে॥
কি জানিএ কি খেনে নেহারল তুয়া রূপ তব ধরি আকুল ভেল।
খেনে খেনে চমকি চমকি অব মুরুছএ হেরি রোয়ত সখী মেলি॥
কোই জব তোঁহারি নাম কহে শ্রবণহি তবহি নয়ন পরকাশ।
এতহু নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি পামরি বল্লভদাস॥ ৩০॥

[১৫শ শ্রীরাগ॥

॥ মৃত্যুদশা॥

এ ধনি এ ধনি বচন শুনু। নিদান দেখিয়া আইল পুনু।
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল[১] ব্যাধি। জত ততো করি না হয় সুধি॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর। না খাএ আহার না পিএ নীর॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম। সোঙরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥
না চেনে মানুখ নিমিখ নাই। কাঁচের পুতলি রহিয়া চাই॥
তুলাখানি দিনু নাসিকামাঝে। তবে সে বুঝিল শ্বাস আছে॥
আছএ শ্বাস না রহে জীব। বিলম্ব না সহে আমার দিব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা। কেবল মরমে ও খেদ রাধা॥ ৩১॥

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ। কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ॥
তুহারি বচনে যদি করব পিরিতি[২]। হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীতি॥
সখী হে হাম অব কি বলব তোয়। তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বরনাগর নব অনুরাগ। পাচশরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই। জিউ নিকসব জব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহে মিছাই তরাস। সো সুপুরুখবর সুচারু বিলাস॥ ৩১॥

এ ধনি কমলিনী শুনতহি বাণী। প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দাহিতে কনক যে দ্বিগুণ হএ মূল॥
ছুটইতে নাহি ছোটে প্রেম অদভুত। জৈছন বাড়ত মৃণালক সুত॥

---

১ বারল ২ প্রিরিতি

সবহু মাতঙ্গ জে মোতি নাহি মানি[১]। সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী ॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত। সকল পুরুখ নাহি হয় গুণবন্ত ॥
ভণএ বিদ্যাপতি সুন বরনারী। প্রেমক রীত অব বুঝই বিচারি ॥ ৩৩ ॥

[১৬ক তোড়ী রাগ রূপকাভ্যাং ॥

আজু এক অপরূব গোরাঙ্গের ভাব। সুনিঞা বুঝহ এই করি অনুভাব ॥ ধ্রু ॥
সোনার বরন তনু অতি মনোহর। লাবণ্যের সীমা তার প্রথম কিশোর ॥
কৃষ্ণগুণ কেহো যদি কহে তাঁর পাসে। লাজে অবনত মুখ করে উপহাসে ॥
পুনরপি কহে তারে তোমরা জাই ভজ। আমার উচিত নহে এহ বড় লাজ ॥
এতেক কহিতে গোরা ছলছল আখি। ভাবের বিকার হেন মন দেএ সাখি ॥
যাচে রাধামোহন রাঙ্গা চরণে তাহার। প্রেম নবকলিকা এই জগতের সার ॥ ৩৪ ॥

॥ ভাটীআরি ॥

পরিহর এ সখী তোহে পরণাম। হাম না জায়ব সো প্রিয়াঠাম।
বচন চাতুরি হাম কিছু নাহি জান। ইঙ্গিত না বুঝিএ না জানিএ মান ॥
সহচরী মেলি বনায়ত বেশ। বান্ধিতে না জানিএ আপন কেশ ॥
কভু নাহি সুনিএ সুরতক বাত। কৈছনে মিলব মাধব সাঁত ॥
সো বরনাগর রসিক সুজান। হাম অবলা অতি অল্পগেয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে কি বলব তোয়। অব কি মিলন সমুচিত[২] হোয় ॥ ৩৫ ॥

॥ কানড়া ॥

হাম সিখাঅব চরিত বিশেষ। সুন সুন মুগধিনি মন্ত্র[৩] উপদেশ ॥
পহিলহি অলকা তিলকা নীবিসাজ। বঙ্কিম লোচনে কাজর লাজ ॥
জাওবি বসনে ঝাপী সব অঙ্গ। দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না জাবি। কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি ॥
ঝাপবি কুচ দরশায়বি কন্ধ। দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিরক[৪] বন্ধ ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব। রাখবি রস জনু পুন পুন পাব ॥
ভনএ বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব। জই গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥ ৩৬ ॥

১ মেলি ২ সমচিত ৩ মঝ ৪ নিবিরক

[১৬খ সখীগণ সঙ্গে চললি বররঙ্গিণী শোভা বরনি না হোয়।
শত কত চান্দ চরণতলে নিছই লাখ মদন তোহি রোয়॥
দেখ দেখ পহিলা সমাগম রঙ্গ।
পদ দুই চারি চলত পুন ফিরই ভীতহি কম্পিত অঙ্গ॥ ধ্রু॥
ঐছন ভাতি আওল জাহা মাধব দ্বারহি[১] রহু পুন থারি।
অদভুত মনহি বিলাসন উনমুখ তবহু নয়নে ঝরু বারি॥
পুন পরবোধিএ নিকটহি আনিএ কহে সখী মধুরিম বাণী।
বুঝি করবি রতি শত দুলভ অতি কমলিনী সোপনু আনি॥ ৩৭॥

আপন করি তোহে ইহ জৈছে জানত ঐছন করবি আচার।
মধুসূদন পুনু চন্দন বিলেপন বর কুসুমে সুসিঙ্গার॥
কহ রাধামোহন আর কি এ শুভদিন ঐছন হোয়বি মোরি।
নিজজন জানি সেবনে নিজোজব সদয় হৃদয় মোহে গোরি॥ ৩৮॥

॥ বিহাগরা ॥

সকল সখী পরবোধিএ কামিনী আনি দিল প্রিয়াক[২] পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধ বিপিনে সো মৃগী তেজই তিখিন নিশ্বাস[৩]॥
বৈঠল শয়ন সমীপে সুবদনী জতনে সমুখ নাহি হোয়।
ভেলি মানমানস ভ্রমই দশদিশ দেলি মনমথ কোয়॥
নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম কঠোর কামিনী মানে নাহি পরবোধ॥
সকল গতি দুকূল দৃঢ় অতি কতিহু নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ পরিহর পূরবকি রীতি আশ॥
কান্ত কাতরে কতিহু কাকুতি করত কামিনী পায়।
কে জানে কি পরকার অবদোহ কছু নাহি অবধায়॥
[১৭ক দিবস চারি গোঙায় মাধব করহ রতি সমাধান।
বড় কাজ সো বড়ই ধীরজ সিংহ ভূপতি ভান॥ ৩৯॥

---

১ দ্বারহি ২ দিলক প্রয়া ৩ নিশ্যাস

॥ কেদার ॥

অতি নব গোরি বসতি পতিগেহ। ঘরসঞে পরসঞে নয়ন সুনেহ॥
নিবসয়ে নব পতি পতিভয়ে লাজ। দূতী কি পৈঠয়ে এ হেন অকাজ॥
কি কহব রে সখী কহই না জান। পহিলা সমাগম রাধা কান॥ ধ্রু॥
জব দোঁহ সোপনু করে কর আপি। ধাদশে ধয়ল দোঁহক তনু কাঁপি॥
জব দোঁহ নয়নে নয়ন ভেল ভেট। চমকিত নয়ন বয়ন করু হেট॥
জব দোঁহ পাওল মদন সয়ান। না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাচবাণ॥
গোবিন্দদাস কহ তোঁহ সে সিয়ানী। হরিক্রোড়ে সোঁপলি হরিণীনয়ানী॥ ৪০॥

॥ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগ সম্ভোগ সমাপ্ত॥ যথা মহাপ্রভু॥

॥ স্নানকালে দরশন পূর্বরাগ তদুচিত মহাপ্রভু॥

ভক্তবৃন্দ সঙ্গে রঙ্গে গোরা পহু চলে। সিনান করিতে যায় জাহ্নবীর জলে॥
ভুবনমোহন রূপ দীঘল নয়ান। আজানুলম্বিত ভুজ সুচান্দ বয়ান॥
তাপেতে তাপিত ক্ষিতি বেথিত চরণ। তাহে গোরা চলে অতি মন্থরগমন॥
রবির তাপেতে অতি হইল মেলান। শ্রমজলে ভাসে গোরার নয়ান বয়ান॥ ১॥

অত্র স্নানকালে দর্শনং॥

॥ বড়ারি॥

সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিনী কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ কুসুম জিনি তনুরুচি দিনকরকিরণে মিলান॥
সজনি সে ধনি চিতক চোর।
চুরিক পন্থ ভুরি দরসায়ল চঞ্চল নয়নক জোড়॥ ধ্রু॥
কোমল চরণ চলই অতি মন্থর উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠে পঙ্কজ [১৭৭খ দোহ পাতুক করি লেল॥
চিত নয়ন মঝু দোহ চোরাওলি শূন্য হৃদয় বব মানি।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত গোবিন্দদাস ভালে জানি॥ ২॥

॥ তুড়ি॥

থির বিজরি বরণ গুরি পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে নবমল্লিকার মালে॥

সই মরম কহিল তোরে।
আড়নয়নে ঈষত হাসিয়া বিকল করিলে মোরে॥ ধ্রু॥
ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়ে ধরিয়ে সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগে বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস॥
চরণকমলে মল্লকতোড়ল সুন্দর জাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে মনের উল্লাসে পুন কি হইবে দেখা॥ ৩॥

॥ তথা ॥

কনক বরণ কিয়ে দরপন নিছনি দিয়ে জে তার।
কপালে ললিত চান্দ জে শোভিত সুন্দর অরুণ তার॥
সই কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতরে পাজর কাটিয়ে মরমে রহিল পশি॥
গলার উপর মণিময় হার গগনমণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি কনক গাগরি উলটি পড়িল মেরু॥
উরজে উরুতে লম্বিত কেশ হেরিয়ে সুন্দর তার।
চরণের তল হেরিয়ে দুকুল জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলি আদেশে হেরিয়া আঁখির কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে মিলায়ল কোন জনে॥ ৪॥

আজু শুভ মঝু দিন ভেলা। কামিনী পেখনু সিনানক বেলা॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা মেহ বরিখে জেন মোতিম ঝারা॥
বদন মোহন পরিপুর। মাজি ধুয়ল জনু কনক মুকুর[১]॥
তে উদসল কুচজোড়া। পালটি বৈঠায়ল কনক কোটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেস। বিদ্যাপতি কহে মনোরথ শেষ॥ ৫॥

[১৮ক বেলআর ॥
সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরচনা গোরি নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
সিনায়ে উঠিতে নিতম্বতটেতে পড়েছে চিকুর রাশি।

১ মবুর

কাঞ্চিয়া আন্ধার কনক চান্দার শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উদয় সুধু সুধাময় দেখিয়ে হইলাম ভোলা ॥
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরান সহিত মোর।
সেই হইতে মোর হিয়া নহে থির মনমথজ্বরে ভোর ॥
দাস লোচন কহয়ে বচন সুনহ নাগর চান্দা।
সেই বৃষভানু রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা ॥ ৬ ॥

॥ পূরবী ॥

জঁহা পদযুগ ধরই। তাহি সরোরুহ ভরই ॥
জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ। তাঁহা [তাঁহা] বিজুরিতরঙ্গ ॥
কি হেরিনু অপরূব গোরি। পৈঠল হিয় মাহা মোরি ॥ ধ্রু ॥
জঁহা জঁহা নয়ন বিকাশ। তাহি কমল পরকাশ ॥
জঁহা লহু হাস সঞ্চার। তাঁহা তাঁহা অমিআ বিকার ॥
জঁহা জঁহা কুটিল কটাখ। তাহি মদনশর লাখ ॥
হেরইতে সো ধনি থোর। অব তিন ভুবন আগোর ॥
পুন কিএ দরশন পাব। তবে মোহে ইহ দুখ জাব ॥
বিদ্যাপতি কহ জানি। তুয়া গুণে দেয়ব আনি ॥ ৭ ॥

॥ বড়ারি ॥

আর কবে হবে মোর শুভ সুখ দিন। নয়ানে নেহারিতে না বাসিব ভিন ॥
এ সখী এ সখী নিবেদনু তোয়। পুন কি সুধামুখী মিলব মোয় ॥ ধ্রু ॥
আধ চমকি হাসি হেরব নয়ানে। সুমধুর বোল কি সুনব শ্রবণে ॥
কুচযুগ কর পরশিতে জব জাব। করে কর বারি বয়ন পালটীব ॥
অধরে পরশে মুখ করুব সরস। রসাবেশে মঝু হিয়া করব আলস ॥
ঐছন কাতর নাগরভাষ। শুনি দূতী কহে নাগর পাশ ॥ ৮ ॥

॥ ধানশী ॥

সুন সুন সুন্দর নাগররাজ। সো ধনি বৈঠএ গুরুজন মাঝ ॥
মুগধ [১৮খ গোঞারি কবহু নাহি সঙ্গ। সুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ ॥

বিপরীত বাণী কহলি তোহ মোয়। কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছএ তোয়। বিহি জদি তাহে কিছু করএ সহায়॥
মাধবীকুঞ্জে কুসুম অনুপাম। তাহে তুহো জাই অব করহ বিশ্রাম॥
হাম অব জাইএ রাইক ঠাম। গোবিন্দদাস কহত পরিণাম॥ ৯॥

সুনত দূতী নিবেদনপুঞ্জে। হাম চলিলাম সেই মাধবীকুঞ্জে॥
বহুত জতন করবি তাহা জাই। জৈছনে সুকুমারী মিলএ রাই॥
জদি মে'হে না মিলয়ে সো বরনারী। জিউ না রাখব তেজব হামারি॥
এত কহি মাধব গমন তুরিত। মাধবীকুঞ্জে তহি ভেল উপনীত॥
বিরহে বেথিত বড় নাগর কান। লোচনদাস তাহে বিদরএ প্রাণ॥ ১০॥

মাধবী তরুর তলে বসি। চিবুকে[১] ঠেকেনা দিএ বাঁশী॥
তাহারি চরিত অনুমানে। যোগী জেন বসিল ধেয়ানে॥
হরি জপএ সদা রাধা। হাচি জিঠি না পড়িল বাধা॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে। নিশি গেলে কি করিবে চান্দে॥
জিউ গেলে কি কাজ শরীরে। রাধা বিনু নন্দকুমারে॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম। না জানি কি হয় ঘনশ্যাম॥ ১১॥

হেথা দূতী আওল রাইক পাশ। মন মাহা হোয়ল বহু উসআস॥
কেমনে মিলাব ধনি মাধব সঙ্গে। গুরু দুরুজন সব ফেরে নানা রঙ্গে॥
কহে দূতী নিশবদে ভানুর কুমারী। তোহার বিরহানলে আকুল মুরারি॥
সিনাইতে গিয়াছিলে কালিন্দীনীরে। হেরিয়া এক্ষের কোণে ফেলাইলে ফেরে॥
এখনি আইলাম আমি [১৯ক নয়নেতে হেরি। খিতিতে অথির গতি লোটে নীলগিরি॥১২॥

কানুক ঐছে দশা শুনি রাই। কাতর নয়নেতে সখীমুখ চাই॥
কেমনে মিলব সখী নাগর পাশ। গগনে উদিত ভেল রবি পরকাশ॥
সাসুড়ি ননদি মোর সদাই অথির। তিল আধ নাহি করে নয়ন বাহির॥
রাজনন্দিনী আমি কুলবধূ বালা। পাড়াপড়সি হলো কলঙ্কের ডালা॥
কেমনে জাইব বল রহিতে না পারি। হিয়ার মাঝারে জাগে সেই নীলগিরি॥

---

১ শ্রীবুকে

সে হেন নাগর মোর আছএ কেমনে। সঙরি সঙরি হিয়া স্থির নাহি মানে ॥
করহ উপায় জাব শ্যামদরশনে। কহএ লোচনদাস বিলম্ব আর কেনে ॥ ১৩ ॥

॥ গৌরচন্দ্র ॥

॥ কামদ ॥

অভিসার মেলি গৌরাঙ্গচরিত কিছু কহনে না জায়। পুরুব সোঙরি পহু মৃহু মৃহু ধায় ॥
নিজজনে কহে জাব সুরধুনীতীরে। পশুপতি পূজিব বিপদ জাবে দূরে ॥
ঐছন সভে মেলি বচন করিঞা। অগোর চন্দন ফুল হস্তেতে করিঞা ॥
নিজজন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজমণি। কহে বিশ্বম্ভর গোরার জাইএ নিছনি ॥ ১৪ ॥

॥ অভিসার পদং ॥

গোবিন্দানন্দিনী রাই বিচারিয়া মনে। দেব আরাধনে জায় পুছি গুরুজনে ॥
গন্ধ উপহার দ্রব্য[১] লঞা নানা রঙ্গে। জয় দিএ বেড়াইল সখীগণ সঙ্গে ॥
শ্রীহরি স্মরণ করি পথে জায় চলি। বলে বিষম দাএ রেখো বনমালী ॥
অঙ্গ কাঁপে এ হিয়া স্থির নাহি হয়। পাছে দুর [১৯খ জনে দেখে প্রমাদ ঘটায় ॥
উপনীত হইল গিয়া মাধবীকানন। দেখিয়া আনন্দ বড় মদনমোহন ॥
আগুসারি রাই লয়্যা বসাইল কোরে। স্থির বিজুরি জেন শোভে জলধরে ॥
দোহ মুখ হেরি দোঁহে দোহে ভেল ভোর। লোচন মগন তাথে সুখের নাহি ওর[২] ॥ ১৫ ॥

শুন শুন সুন্দর[৩] কানাই। তোহে সোপলু ধনি রাই ॥
কমলিনী কমল কলেবর। তুহু সে ভূখিল মধুকর ॥
সহজে করবি মধুপান। ভুলহ জনু পাঁচবাণ ॥
পরবে পওধর পরসিহ। কুঞ্জরে ভেল সরোরুহ ॥
গলইতে মোতিম হারা। ছলে পরসবি কুচভারা ॥
না বুঝিএ রতিরস রঙ্গ। খেনে অনুমতি খেনে ভঙ্গ ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু। থোরি সোহাবি ফুলধনু ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওএ। দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে ॥ ১৬ ॥

১ দর্ব্ব ২ উর ৩ সুন্দর

অবনতবয়নি না কহে কিছু বাণী। পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুপাণি॥
সুচতুর নাহ করএ অনুরোধ। অভিনব নায়রি[১] না মানই বোধ॥
পিরিতি বচন পুন কহল বিশেষ। রাইক হৃদয়ে দেখএ নবলেশ॥
পহিরল বসন ধয়ল জব হাথে। তব ধনি দিব দেই নিজমাথে॥
রস পরসঙ্গ কয়ল কত রঙ্গ। নিজ পরথারে নামে দেই ভঙ্গ॥
না হুক আদর অধিক বাড়ায়। জ্ঞানদাস কহ এহ না জুয়ায়॥ ১৭॥

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি কনকলতা সম সাজে।
হরিচন্দন বলি কোরে আগর [২০ক কুঞ্জে ভুজঙ্গম রাজে॥
অব কি এ করব উপায়।
কালভুজগ কোরে ছোড়ি মুগুধ সখী গমন জুগতি না জুয়ায়॥ ধ্রু॥
চন্দ্রক চারুকলা[২] গলে মণ্ডিত বিম্ব বিষমারুণ দিঠ।
রাইক অধর লুবুধ অনুমানিএ দশনক দংশন মিঠ॥
এক সন্দেহসিত কো এ কি এ ভীতহি পুলকিনি কাপই রাই।
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহু সখী বুঝই পরস অবগাই॥ ১৮॥

॥ অথ স্নানকালে দরশনসম্ভোগ সমাপ্ত॥
পূর্বরাগ শ্রীকৃষ্ণস্য সাম্মুখদরশনং তথা তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু॥

কি হেরিলাম বলে গোরা বেলি অবসানে। ভুবনমোহিনী ধনি হেরিলাম নয়নে॥
হেরিএ মোহিনীরূপ পড়িলাম ফান্দে। প্রতি[৩] অঙ্গ লাগি মোর প্রতি[৩] অঙ্গ কান্দে॥
কিবা সে মুখের হাঁসি অমিঞার রাশি। পাঁজর কাটিঞা হিয়ায় রহিল মোর পশি॥
কতো নিধি দিয়া রূপ গড়িআছে বিধি। বাসুঘোষ বলে সেই রূপের অবধি॥ ১॥

জব গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নবজলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব বাড়াইএ গেলি॥
ধনি অলপ বএস বালা জনু গাথলি পুহুপমালা।
থোরি[৪] দরশনে আশা না পূরিল বাঢ়ল মদনজ্বালা॥
গোরি[৫] কলেবর নুনা ধনি আচরে ওঝরে সোনা।
কেশরী জিনিয়া মাঝহি ক্ষীণ দুলহ লোচনকোনা॥

১ নায়বি ২ -কলা ৩ প্রিতি ৪ থুরি ৫ গুরি

ঈষৎ হাসুনি সনে মুঝে হানল নয়ানবাণে।
চিরজীবি রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর[১] কবি বিদ্যাপতি ভনে ॥ ২ ॥

বেলি অসকালে দেখিনু ভালে পথেতে জাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল [২০খ চিনিতে নারিনু কে ॥
সই রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসনশোভা পাসরিতে নারি তারে ॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে কনক কঠুরি তাথে।
সীথায় সিন্দুর নয়নে কাজর মুকুতা শোভিত মাথে ॥
নীল সাড়ি হেরি মোহন জে কারি উছলি দেখাইল পাস।
কি আর পরাণে সোপিলু চরণে দাস করি মনে আশ ॥
কুচযুগ গিরি কনক কঠোরি শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে জায় চমুকিঞ চায় ঘন না চাহে লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা[২] চলল মন্থরগতি।
কোন ভাগ্যবানে পাইআছে দানে ভঙ্গিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয় মুরতি এ নয় বধিতে নাগরজনে।
অমিঞা ছানিয়া জতন করিয়া গড়িল সে অনুমানে ॥ ৩ ॥

সুন সুন নাগর করি অনুমানি। সোই হইবে বুঝি রাধা বিনোদিনী ॥
কেলি কৌতুক ছলে করি নানা রঙ্গে। এখনি চলিল ধনি সখীগণ সঙ্গে ॥
চিনিয়া না চেন তারে কর চাতুরালি। জার গুণ বাঁশিস্বরে গাও বনমালী ॥
তাহারে জানিহ অবিচল কুলবালা। রূপে গুণে কুলে শীলে হোএ অতুলা ॥
স্বামিক[৩] পরশ ধনি কভু নাহি জানে। পিরিতি কেমন কথা সুনিবে শ্রবণে ॥
তুয়া লাগি বহুত করিব উতজোগী। জদি ধনি হোএ তুয়া অনুরাগী ॥ ৪ ॥

এ সুখে বিহি কি পুরায়ব সাধা। হেরব পুন কিএ রূপনিধি রাধা ॥
জদি মোহে না মিলিবে সো বর[৪] রামা। তবে জিউ ছাড়ব রাখব কোন কামা ॥
তোহে ভেল [২১ক দূতী[৫] পাস ভেলি আশা। জিউ রাখব কিয়ে করিব উদাসা ॥
শুনিএে বচন দূতী[৬] য়ই অবলম্বে। আওল চলি জাহা রমনীকদম্বে ॥
কহে কবিবল্লভে শুন ব্রজবালা। হরি জপয়ে তুয়া গুণ মণিমালা ॥ ৫ ॥

১ গোরেশ্বর ২ উপামা ৩ স্যামিক ৪ বড় ৫ দ্যোতি ৬ দ্যুতি

শুন ল রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণ বধিলে এ কাজ করিলে কি॥
বেলি অবসান কালে
তুমি কবে গিয়াছিলে জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া ধরলি সখীর গলে॥
দেখিয়া বয়ানচান্দে।
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁন্দে॥
তুহু তুরিতে আয়লি লখিতে নারিল[১] ঐ ঐ করি কান্দে॥
তবে হৃদয় দরশি থোর।
তার মন করিলি চোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন লো সুন্দরি কানু জিয়াওবি কোর॥ ৬॥

কি এ হিমকরকর কি এ নীর ঝরঝর কি এ কুসুমিত পরিজঙ্ক।
কি এ কিশলয় কি এ মলয় সমীরণ জলতহি চন্দনপঙ্ক॥
সুন্দরি কানু জিএ তুয়া পরসঙ্গে।
নায়রি কোরে সঙরি তোহে মুরুছই নয়নহি লোরতরঙ্গে॥ ধ্রু॥
জনু নবজলধর ধরণী লোটায়ত আকুল চিকুর বিথার।
রাধা নামে নয়নে ঘন বরিখএ আরতি কহই না পার॥
ধনি ধনি তুহু ধনি রমণীর শিরোমণি কানু সে তোঁহারি একান্ত।
তুয়া পদপঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত গোবিন্দদাস মতিমন্দ॥ ৭॥

বেলি অবসানে হেরিএ নয়ানে তুয়া রূপ করত ধেয়ান।
রাধা নামে দ্বিগুণ তনু মোড়এ ধৈরজ না ধরে পরাণ॥
শুন কহি সুন্দরি তোয়।
[২১খ সে হেন সুনাগর সব গুণসাগর তোহে সে পুরুখবধ হোয়॥ ধ্রু॥
তোহ রমণী ধনি মুকুট শিরোমণি মোহে না করু আন ছন্দ।
কহ ব্রজানন্দ বিলম্ব না কর ধনি হেরত শ্যামরু চন্দ্র॥ ৮॥

১ নারিনু

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ। কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখসঙ্গ॥
তোহাঁরি বচনে জদি করব পিরিতি। হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীতি॥
সখী হে হাম অব কি বলব তোয়। তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বরনাগর নব অনুরাগ। পাঁচশরে মদনমনোরথ জাগ।
দরসে আলিঙ্গন দেয়ব সোই। জিউ নিকসব জব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহে মিছাই তরাশ। শুনহ ঐছে তাক বিলাস॥ ৯॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

হামারি বচন সুন রাই।
দূরহি তাক দরশ বিনে অব তহু মন্দিরে ভয় অবগাই॥
বিদগদ রসিক শিরোমণি নাগর দরশে বুঝবি ব্যবহার।
ঐছন সংশয় বার তাহে না করবি শুভক্ষণে কর অভিসার॥
ঐছন বচন শুনিয়া বর মৃগধিনি নিজ প্রিয় সহচরী মেলি।
বেশ বনাই কত এ মনে সংশয় কালিন্দীতীরহি গেলি॥
অপরূপ কুঞ্জ কুটিরে নবনাগর পথ হেরি আকুল পরাণ।
সবহু সখী পরবোধি মিলায়ল যদুনন্দন রস গান॥ ১০॥

এ ধনি পদ্মিনি সহজহি ছোটী। করে ধরইতে কত করুণা কোটী॥
হট পরিরম্ভনে নহি নহি বোল। হরি ডরে হরিণী হরি হিএ ভোল॥
বাশীবিলাসী আকুল কান। মদন [২২ক কৌতুকী কি এ হট নাহি মান॥
নয়নক অঞ্জন চঞ্চল ভান। জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে ঐছন রঙ্গ। রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ॥ [১১]॥

গোধূলি সময় দরশনসম্ভোগ সমাপ্ত॥ অথ পূর্ব্বরাগ শ্রীমতীর দশম দশা॥
যত্র যত্র গৌরচন্দ্র তত্র তত্র পদং॥

লালসউদ্বেগজাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা।
বৈয়োগ্রং ব্যাধিরুন্মাদ মোহমৃত্যু দশাদশ॥

তথা লালসা॥ ততো শ্রীগৌরচন্দ্র॥

কুসুমিত[১] কানন হেরি শচীনন্দন ভারত কাহে ঘনশ্বাস। ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তি॥

কুসুমিত[১] কানন হেরি শচীনন্দন ভারত কাহে ঘনশ্বাস।
খেনে করতলে অবলম্বই মুখশশী খেনে খেনে বহুত উদাস॥

---
১ কুসমিত

দেখ নব ভাবতরঙ্গ ।
জো অভিলাষহি প্রকট নবদ্বীপে তাকর নাহিক ভঙ্গ ॥ ধুয়া ॥
চঞ্চল নয়নে চাহই চঞ্চলমতি জিতি গতি মত্তগজরাজ ।
পুন পুন ঐছন হেরত ফুলবন কছু নাহি বুঝিএ কাজ ॥
ঐছন ভাতি করি ভারল ত্রিভুবন ভাসাঅল প্রেমামৃতদানে ।
রাধামোহন বিন্দু না পায়ল আপন করমবিধানে ॥ ১ ॥

সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস পরিহাস । অনুক্ষণ ধরণী শয়নে অভিলাষ ॥
এ হরি জব ধরি পেখনু তোয় । তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয় ॥ ধ্রু ॥
নয়নকমল[১] জল গলএ সদায় । বিরলে বসিএ সে তোহারি গুণ গায় ॥
তহি জব প্রিয়সখী আওত কোই । চরণে লিখত মহী নিশবদ হোই ॥
জতনে পুছএ জবে মরমক বোল । উতর না দেই রোয় উতরোল ॥
কি এ পুন আছয়ে হিয়াঅভিলাষ । না বুঝিএ কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ২ ॥

মন্দিরমাঝে বৈঠলি সুন্দরি দিনকর দুপরি ঠামে ।
জব হাম পুছনু পিরিতিসম্ভাষণ প্রেমজল ভরল নয়ানে ॥
মাধব তুয়া অনুরাগিনী রাধা ।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুল[২২খ কিত না মানএ গুরুজন-বাধা ॥ ধ্রু ॥
ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত পুন পুন শ্যামরি গোরি ।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত ভূমে সুতএ পুন বেরি ॥
ফুয়ল কবরী উরহে লোটায়ত কোরে করত তুয়া ভালে ।
জ্ঞানদাস[২] কহে তহু ভালে সমুঝত কোন করব চিত আনে ॥ ৩ ॥

॥ অথোদ্বেগ ॥ ॥ গৌরচন্দ্র ॥

কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন করতলে মুখশশী আপি ।
অনুভাবে বেকত করল নব অনুরাগ তনু মোনে দোহ উঠে কাঁপী ॥
অপরূপ গৌরবিলাস ।
জো বর ভাব বিভাবিত অন্তর সোই রতিক[৩] পরকাশ ॥ ধ্রু ॥
ঘামহি ভিগেল সকল কলেবর বিবরণ দিসই কান্তি ।
নয়নক নীরহি সিচত ভূতলে সায়ন মেঘক ভাতি ॥

১ -কোমল ২ প্রান- ৩ সোইক রতি

গদগদ কণ্ঠে   করতহি কীর্তন   অদভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধামোহন কহ   কুহকে নাচিএ জনু   না বুঝিএ ও নবরঙ্গ ॥ ৪ ॥

॥ করথা ॥

তুয়া অপরূপ   রূপ হেরি দূর সঞে   লোচন মন দোহ ধাব।
পরশক লাগি   আগি জলু অন্তর   জীবন রহ কিএ জাব ॥
মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গি।
প্রেম অগেয়ানে   দহনে ধনি পৈঠলি   জনু তনু দহই পতঙ্গি ॥ ধ্রু ॥
কহত সম্বাদ   কহই না পারই   কাহে বিসোআসব বালা।
অনুক্ষণ ধরণী   শয়নে কত মেটব   সো তনু অতনুশর[১] জ্বালা ॥
কালিন্দীর কূল   কদম্বক কানন   নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস   কহই অব মাধব   কৈছে জিয়ব বরনারী ॥ ৫ ॥

॥ অথ জাগর্যা ॥   ॥ গৌরচন্দ্র ধানশী ॥

[২৩ক কাহে পুন গৌরকিশোর।
জগতযামিনী   জনু ব্রজকামিনী   নব নব ভাবে বিভোর ॥
কাঞ্চন বরণ   ভেল পুন বিবরণ   গদগদ হরি হরি বোল।
মুখ অতি নীরস   সবদহি বুঝিএ   মনমথ মথন হিলোল ॥
স্তম্ভ কম্প অরু   অঙ্গে পুলক ভরু   উতপত সকল শরীর।
ঘন ঘন শ্বাস   বহত লুঠত মহী   নয়নহি বহ ঘন নীর ॥
ঐছন ভাতি   করত কত বিতরণ   প্রেমরতনবর দীনে।
আপন করমদোষে   ও ধনে বঞ্চিত   রাধামোহনদাস হীনে ॥ ৬ ॥

॥ তিরথা ॥

তহু মনোমোহন কি কহব তোয়।   মুগধিনি রমণী তোহারি লাগি রোয় ॥
নিশিদিশি জাগি জপএ তুয়া নাম।   থরহরি কাঁপি পড়ই সোই ঠাম ॥
যামিনী আধ অধিক জব হোয়।   বিগলিত[২] লাজে উঠএ তব রোয় ॥
সখীগণ জত পরবোধএ তায়।   তাপিনী তাহে ততহি নাহি ভায় ॥
ইহা কবিশেখর তাক উপায়।   রচইতে তবহি রজনী বহি জায় ॥ ৭ ॥

১ -সব   ২ বিগলতি

॥ শ্রীরাগ ॥

ধরণীশয়নে ঝরএ নয়ন সঘনে কাঁপএ অঙ্গ।
চম্পকবরণ তাপে মলিন হৃদয়দহ অনঙ্গ॥
কিছু করুণা করহ কানাই।
তোহারি কটাক্ষশরে জর জর অতি খিনতনু রাই॥ ধ্রু॥
এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী জপিয়া তোঁহারি নাম।
না জানিএ কিয়ে ব্যাধি হইল শ্বাস বহে অবিরাম॥
সব সখীগণ করয়ে রোদন কারণ কিছু না জানি।
গৌরদাস বিধি রচে মহৌষধি[১] দেবের আদেশ জানি॥ ৮॥

॥ অথ ভাণবং॥

॥ গৌরচন্দ্র॥

॥ বেহাগ রাগ॥

[২৩খ দেখ দেখ গৌরবরণ গুণধাম।
জো রূপ লাবুনি দেহ সুগঠনি দেখিএ ঝুরে কোটি কাম॥ ধ্রু।
সোই ভাবভরে খিন দিসই পরম দুরবল দেহ।
তবহু দীপতি[২] উজোর ঐছন তৈছন চান্দ করেহ॥
শ্যামল বরণ করত কীর্তন স্মরই[৩] ও নবরূপ।
তেঞি অহনিশি ভ্রমই দশদিশি স্নাত নবরসকূপ॥
ঐছন নিতি নিতি বিহরে দ্বিজপতি জাগু পুরুব কাম।
রাধামোহন চিত অনুমান ও রূপ জগজন ক্ষেম॥ ৯॥

॥ বরাড়ি॥

মাধব ধৈরজ না কর গমনে।
তোহা বিরহে ধনি অন্তর জরজর মানস মিলন সমানে॥
ধূলি ধূসর ধনি ধৈরজ না রহ ধরণী সুতল ভরমে।
মুকুতা কবরীভার হার তেয়াগল তাপিত তৃষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনি সুরসুতা স্রবয়ে নয়ানে।
কমলক কমলজ কমলহি[৪] ঝাপল সোই নয়নবর বয়ানে॥

১ মোহসুধি ২ ২ দিপতি ৩ স্বরই ৪ কমলয় কমলেই কমলজ

কমল আলব কমল অঞ্জল কমলেই কমলজ চরণ (গঙ্গার ইত্যর্থ)।
মা বোলই ধনি ধরণীতলে মুরছই প্রাণে প্রবোধ নাহি মানে।
কহই চতুর ধনি আর কিয়ে হয়ে জানি গোবিন্দদাস পরমানে[১] ॥ ১০ ॥

॥ অথ জড়িমা ॥ তত শ্রীগৌরচন্দ্র বেলাবলি ॥

আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ পেখনু নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কি এ কিছু নাহি জানত নয়নহি অবিরত লোর ॥
সজনি হেরএতে লাগএ ধন্ধ।
ঐছন প্রেম কতিহু না হেরিয়ে নিরুপম নবরস ফন্দ ॥
শত শত ভকত উচ্চ করি বোলত কিছুই না সুনএ বাত।
হুংকৃতি শবদ করএ পুন ঘন ঘন প্রেমবতী নারিক জাত ॥
হরি হরি শবদ [২৪ক কানহি পরি পৈঠত তবহি ডারত ঘনশ্বাস।
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিএ কহ রাধামোহন দাস ॥ ১১ ॥

॥ তিরথা ॥

থোরি বএস ধনি ভালমন্দ নাহি জানি খেলই সহচরি সাথ।
বাট ঘাটক তুয়া কামদ রূপ হেরি দৈবে পড়ল পরমাদ ॥
শুন মাধব ইথে কাহে বোলবি আন[২]।
তুয়া চপলমতি পুন তাহে কুলবতী নিশ্চএ তুহু সে নিদান ॥ ধ্রু ॥
তাহে তুহু মধুর মুরুলি আলাপনি মুনিমন[৩] মোহন হয়।
মুরুলিক সান শ্রবণে জব পৈঠল তবহু চঞ্চল ভই[৪] রোয় ॥
তব ধরি জাগর খীন কলেবর দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেমবিষে সে জে জরিত ভেল অন্তর কিছুই না শুনই কান ॥
বরজসুধাকর বোলএ সব জন তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ অব জাই মিলত মরমে রহএ জানি শেল ॥ ১২ ॥

১ পরমমানে ২ য়ান ৩ মনি- ৪ এই

॥ ধানশী ॥

কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবনে খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি[১] গরলে তনু জারল তৈখনে সামরি ভেলি॥
মাধব সো অবিচল কুলরামা।
মরমহি গোই রোই দিন যামিনী গুনি গুনি তুয়া গুণগামা॥ ধ্রু॥
গুরুজন অবোধ মুগধমতি পরিজন অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণিমন্ত মহোসধি লোচনে লাগল সমাধি॥
খেনে খেনে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নাম চমকি[২] তনু ঝাপই গোবিন্দদাস কি জানি॥ ১৩॥

॥ অথ বৈয়গ্রং ॥ মহাপ্রভু শ্রীরাগঃ॥

কাঞ্চন কমল নিন্দি মুখ সুন্দর কাহে পুন ঝামর ভেলি।
করতলে সতত করই অবলম্বন ছোড়ল কৌতুক কেলি॥
হরি হরি না বু[২৪খ ঝিএ গৌরাঙ্গবিলাস।
অভিনব ভাব বেকত কি এ করতহি কি এ ইহ সহজ প্রকাশ॥ ধ্রু॥
কহতহি গদগদ কৈছনে বিধুবর ভেল মঝু শ্যামরু দায়।
ইহ দুখ হাম কহই নাহি পারিএ হৃদি সঞে নাহি বাহিরায়॥
খেনে খেনে করু খেদ খেনে খেনে নির্বেদ অসূআদি কতহু সঞ্চারী।
রাধামোহন পাপী কিছু নাহি বুঝল ও রূপ জগমনোহারী॥ ১৪॥

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান। সো য়ব বিষশর ধনি মন মান॥
মাধব তুয়া খেদ সহই না পার। মানই সো নিজ জীবন ভার॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার। আন জন জাহা লাগী করে পরকার॥
মন অবধারি কহ[৩] সুসংবাদ। ভন রাধামোহন জাউক বিষাদ॥ ১৫॥

॥ অথ ব্যাধি তদ্ভাবাক্রান্ত শ্রীমহাপ্রভু॥
॥ বড়ারি॥

লাখবান হেম জিতি অপরূপ গৌরজ্যোতি দিসই পাণ্ডুর কাঁতি।
অভিনব প্রেম তপনতপত তনু নব অনুরাগিনী ভাঁতি॥

---
১ দিঠে মিঠে ২ চমকিত ৩ করহ

ইহ দুখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু মদনমথন জনু তাহে এতো কো সহ পারি ॥ ধ্রু ॥
কোই জনু মুখ ভরি জব কহ হরি হরি তব বহ শ্বাসতরঙ্গ।
সজল কমলদল পরশে ভুসম তনু দেখি মোর কাঁপই অঙ্গ ॥
ঐছন ভাঁতি ভকতগণ তছু গুণ অবনিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুন ও রস না বুঝিঞা মনহি করএ অনুতাপ ॥ ১৬ ॥

॥ তথা রাগ ॥

নিরমল কুলশীল কাঞ্চন গোরি। পাণ্ডুর কয়ল বিরহজ্বর তোরি ॥
অনুখন খন খন বিষদই[১] রাই। নিশিদিশি রোয়ই সখীমুখ চাই ॥
[২৫ক সুন সুন গোকুলমঙ্গল শ্যাম। কথি লাগি তাক হৃদয় ভেল বাম ॥
তুয়া রূপ জগজনলোচন সোই। একল তাক নয়ন মনোমোই ॥
রসবতী নিরখএ নয়ন পসারি। সঙরি তাক নয়নে ঝরু বারি ॥
আন ধনি বিছরি করত আন কাম। তাকর মনহি না ভায়ত আন ॥
তহু বরনাগর রসিক সুজান। যদুনন্দন তোহে কি কহব আন ॥ ১৭ ॥

॥ করুণ মঙ্গল ॥

অদভুত রূপ দৈবে হেরি দূর সঞে উনমতি পরশকি লাগি।
বরজক সীমে করল গতাগতি লাজকুলভয় দুহু ভাগি ॥
মন তনু কাঁপি চপল ভেল অন্তর ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তব ধরি জাগর শোষিত অন্তর বরই বেকত গদভাস ॥
শুন মাধব তুয়া রূপ অপরূপ ফান্দ।
সো ধনি দুবরি খিয়ত জৈছনে অসিত চতুর্দশী চান্দ ॥ ধ্রু ॥
কবহি গেয়ান সুন হই চাহই না চিহ্নই নিজ সখীবৃন্দ।
রমণীক হুস্কৃতি কতিহু না পেখনু শুনইতে লাগএ ধন্দ ॥
প্রেমগজদলন সহই নাহি পারই জিবইতে করই ধিকার।
অন্তরগত তোহ নিরগতো করইতে কত কত করত সঞ্চার ॥
অথির নয়নশর ঘাতে বিষম সব ছটফট জলজ সমান।
রাধামোহন কহো ইহ অপরূপ নহ জাহে লাগএ পাঁচবাণ ॥ ১৮ ॥

---
১ বিসদই

॥ বেলোআর ॥

অনধিগন্তা কশ্মিক পদকারণমর্পিত মন্ত্রৌষধি নিকুরম্বম্ ।
অবিরত রুদিত বিলোহিত লোচনমনুশোচতি তামখিল কুটুম্বম্ ॥

দেব হরে ভব করুণাশালী
সা তব নিশিত [১৫খ কটাক্ষ শরাহতহৃদয়া জীবতু কৃশতনুরালী ॥ ধ্রু ॥
হৃদি বলদ বিরলসংজ্বর পটলী স্ফুটহুজ্জ্বল মৌক্তিক সমুদায়া ।
শীতল ভূতল নিশ্চল তনুরিয় মবসীদতি সংপ্রতি নিরুপায়া ॥
গোষ্ঠজনাভয় সত্র মহাব্রত দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা ।
কথম্ ইতি তাং হন্ত সনাতন বিষম দশাং গুণবৃন্দ বিশালা ॥ ১৯ ॥

॥ অথোন্মাদ ॥ তত্র গৌরচন্দ ॥

॥ মল্লার রাগ ॥

ভাবহি গদগদ কহত শচীসুত কো ইহ আনন্দধাম ।
নীল উতপলদল নিন্দি কলেবর অপরূপ মোহন শ্যাম ।
সজনি অদভুত প্রেম উনুমাদ ।
ঐছন নবভাব দেখি ভকত কত ভাবহি করত বিষাদ ॥ ধ্রু ॥
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে হাসত বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ ।
নয়নক নীর চরকত ঝরঝর জৈছন গঙ্গতরঙ্গ ॥
অনিমিখ নয়নহি নিরখই দশ দিশ ছোড়ত দিঘল নিশ্বাস ।
জাচে রাধামোহন সো পদ অনুক্ষণ হোয় জনু বর অভিলাষ ॥ ২০ ॥

আচরে মুখশশী গোয় । ঝরঝর লোচনে রোয় ॥
কারণ বিনু খনে হসই । উতপত দীঘ নিশসই ॥
সুন সুন সুন্দর শ্যাম । প্রেমক ইহ পরিণাম ॥
তাতল তনু নাহি ছুটই । সতত মহীতলে লুটই ।
কাহুক কিছু নাহি কহই । কো অছু রোদন সহই ॥
জগভরি কুলবতী বাদ । কান্দই কহই সম্বাদ ॥
গোবিন্দদাস আসোআসে । জীবই তুয়া অভিলাষে ॥ ২১ ॥

॥ সুহিনি ॥

খেনে হাসই খেনে রোয় । দিশিদিশি হেরই তোয় ॥
খেনে আকুল খেনে থির । খেনে ধাবই খেনে গীর ॥
ক্ষেনে ক্ষেনে হরি হরি বোল । সহচরী ধরি করু কোর ॥
ঐছন হেরি [২৬ক অগেআন । সবহু দগধ করু প্রাণ ॥
গুরুজনভয়ে সখী মেল । মন্দির মাঝহি লেল ॥
তাহি সোআথ নাহি পায় । যদুনন্দন মুখ চায় ॥ ২২ ॥

॥ অথ মোহদশা তত্র গৌরচন্দ ॥
॥ গুঞ্জরি ॥

পুরবহি শচীসুত ভাবহি উনমত পেখল কত শত বেরি ।
এবে দিন দিন পুন নব নব শত গুণ বাঢ়ল অব হাম হেরি[১] ॥
সজনি কোই না পায়ই ওর ।
হোর দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখনে ভূতলে পড়লহি ভোর ॥
মধুর ভকতকুল কান্দি বেয়াকুল জবে হরি বোলল কানে ।
তবহি পুলককুল তনু মহা উবল থির ভেল নিকল[২] পরাণে ॥
ঐছন ভাব রতন পরিপূরণ কাহুক কথি নাহি দেখি ।
কাঠপুতলি জনু কুহকে নাচাওত ঐছে রাধামোহন লেখি ॥ ২৩ ॥

॥ দৈবহিত ধানশী ॥

যব তুয়া নয়ন মুরলী বিষ জারল তব মনমোহন ভেল ।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণীতল পরিজনে লাগল শেল ॥
আন উপদেশে তোহারি নাম তৈখনে দৈবেহি উপনীত কেল ।
সোই বরদ পুন কানে সম্ভাষণ ঐছনে চেতন ভেল ॥
মাধব কি কহব সো অনুরাগ ।
ঐছনে ভাঁতি দিশ মোহে পুন পুন না বুঝিএ জাগ না জাগ ॥
কিয়ে জানি দশমী দশা যদি নীচয়ে ইছয়ে[৩] তুয়া অভিলাষে ।
আশা পরম দুখদ পুন মেটউ নহ কহ সুখদ নৈরাসে ॥

---

১ হারি ২ না কল ৩ ইষ্‌ছয়ে

যাচিত লছমি উপেখয়ে যো জন কভু নহে তাক কল্যাণ।
অতএ তুরিতে চল রমণীরতনে মিল রাধামোহন যশ গান ॥ ২৪ ॥

॥ শ্রীমত্যা দশমীদশা সঙ্গীতসংগ্রহ ॥ উক্ত দশা গৌরচন্দ্র ॥
॥ ধানশী ॥

যছু মুখলাবনি কত কুলকামিনী হেরইতে মদন আগোর।
সো অব বরজক রমণী [২৬খ শিরোমণি নব নব ভাবে বিভোর ॥
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছনে প্রেমধন বিতরয়ে জগজন তারল সকল সংসার ॥
গদগদ কহত মোহি জদি নিকরুন নাগর করুণা সীম।
অখিলরসামৃত সকল সুখাকর বিদগধ গুণহি গরীম ॥
এত কহি তৈখনে করল প্রিয়ক হেরি দশমী দশা পরুকাস।
কান্দি ভকত সব উচ হরি বোলত কহ রাধামোহন দাস ॥ ২৫ ॥

॥ তিরতা ॥

লুঠই ধরণী ধরি সোই। শ্বাসবিহীন হেরি সহচরী রোয় ॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ। ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥
এ হরি পেখনু সো মুখ চাই। বিনহি পরশে তুয়া না জিওব রাই ॥
কেহু কেহু জপয়ে দিঠে জানি। কেহু নবগ্রহ পোজে জোতিখ আনি ॥
কেহু নাসা ধরি শ্বাস বিচারি। বিরহবিঘন কোই লখই না পারি ॥
শেষ দশা যব সো সব জান। কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥ ২৬ ॥

॥ এতৎ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তি ॥
॥ গুঞ্জরি ॥

গোপকুমার সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদানুগতোঽহম্।
কথমিব মামনুপশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহম্ ॥
সখি হে পরিহর বচনবিলাসম্।
গোপশিশূনাং বিদিতমিদং মম জনয়তি গুরু পরিহাসম্ ॥ ধ্রু ॥
যদিচ কুলাবলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদাময়ি রতি রতিবিকলা বালে কিল করণীয়া ॥

গজপতি রুদ্র মুদে মধুসূদন বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু ।। ২৭ ॥

সখি কাহে কহ বিপরিতি। হাম নহ চপলচরিতি ॥
[২৭ক জগতে বিদিত মঝু নাম। মদন পরাজই শ্যাম ॥
কৈছন রাধানাম। কভু নাহি সুনি গুণগান ॥
পরনারী নয়ানে না হেরি। ঐছন না বোলবি ফেরি ॥
না করহ ও পরসঙ্গ। সুনইতে দগধয়ে অঙ্গ ॥
পুন যদি কহ অনুচিত। ব্রজমাহা করব বিদিত ॥
এত কহি পদ দুই জাই। বটু পরবোধলী তাই ॥
যদুনন্দন দাসক দাস। শুনইতে ভেল নৈরাশ ॥ ২৮ ।।

।। বাল্লা ধানশী ।।

কানুক নিঠুর বচন সুনি সো সখী আওল রাইক পাশ।
পঙ্কঘটিত দুখ লোচন ছলছল কহতহি গদগদ ভাস ॥
সুন্দরি দূর কর কানু আসোআস।
ঐছে নিঠুর সঞে নেহ [নহে] সমুচিত না পূরব তুয়া অভিলাষ ॥ ধ্রু ॥
তোঁহারি নিদান হাম কতএ সুনায়লু তাহে জে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পাএ কত এ নিবেদব কহইতে দহই পরানি ॥
ঐছন বচন রাই তব দূতীমুখে সুনইতে মুরছিত ভেল ॥
ইহ পরমানন্দ দাসক হৃদিমাহা কো জানে রোপল শেল ॥ ২৯ ।।

।। যথা রাগ ।।

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর ও সব সুনিনু কানে।
দুরাশা বিরোধী হইয়া নিরবধি তথাপি দগধে মনে ॥
সখী হে দড়াইলু এই সার।
সে হরিবল্লভ না হএ সুলভ মরণ সে প্রতিকার ॥
কালিন্দী গভীর জলের ভিতর প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরিতি রহএ কিরিতি নিচয়ে জানিহ তুমি ॥
এমতে রাধিকা ব্যাকুল অধিকা ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
অনুরাগী মন ধৈর্য গেল··· ভনুএ যদুনন্দন দাসে ॥ ৩০ ।।

॥ যথারাগ ॥ ॥ সুহই ॥

জদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে। তাহা[২৭খ তে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে ॥ধ্রু॥
না কান্দিহ আরে সখী কহি এ নিশ্চয়ে। কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুই না রাখিব দেহে ॥
উতরকালের এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে জেন মোর তনু রয় ॥
তমালের স্কন্ধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া ॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ। সুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস ॥ ৩১ ॥

॥ আড়ানি ॥

সখীগণ বিভোর হইয়া। কান্দয়ে ধরণী লোটাইয়া ॥
ললিতা প্রবোধ করে তায়। বহুমত করিয়া উপায় ॥
হাম অব করব পয়ান। জৈছে মিলএ তোহে কান ॥
ঐছন কহি পুন তায়। নহে বা ধরিব তছু পায় ॥
ইথে সকরুণ হই শ্যাম। আপ মিলব তুয়া ঠাম ॥
এত কহি চলে তছু পাস। কহতহি মোহনদাস ॥ ৩২ ॥

॥ অথ শ্রীকৃষ্ণস্যানুতাপ ॥

শুনিয়া নিঠুর বচন আমার সে চন্দ্রবদনী রাধা।
হইল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর ভাঙ্গে পাছে পাইয়া বাধা ॥
সখি আর কি কহিব তোরে।
কেলি পরিহাস বচন নৈরাস কহিলু[১] হইঞা[১] ভোরে ॥
কিম্বা সেই ধনি ধৈর্য ধরে জানি হৃদএ ধরিয়া বেথা[২]।
পাছে সে বেথাএ সে তনু জারএ উপায় কি করি এথা ॥
কিম্বা দারুণ কামের কামান বিন্ধএ বিষম শরে।
শিরীষের ফুল জিনিয়া কমল সেই কি সহিতে পারে ॥
হা হা সে মুগধি রূপের অবধি ফণিমনোরথ লতা।
হা হা কেন হেন বঞ্চন বচন কহি কৈল উন্মতা ॥
অমৃত পুথলি রূপের আগরি না জানি কি জা[২৮ক নি হয়।
ই যদুনন্দন দাস মনে ভন দরশে পরাণ রয় ॥ ৩৩ ॥

---

১ কহিলাম হইলাম ২ ব্রথা

। পুনশ্চ দূত্যাগমনং যথা ।

রাইক জীবন শেষ সুনি সহচরী বহু পরবোধল তায় ।
ধৈরজ করি পুন কানু নিয়ড়ে চলু না দেখিএ আন উপায় ॥
মাধব নিলজহি কহি পুন বেরি ।
সো কুলকামিনী নিচএ মরণ জানি কহইতে আওল পুন ফেরি ॥ ধ্রু ॥
সুনইতে কানু নয়নযুগ ঝরঝর আকুল তনুমনপ্রাণ ।
গুণি গুণি কাতর ধৈরজ পরিহর বোলত নাগর কান ॥
সজনি তোহে হাম কি কহব আর ।
মঝু লাগি সো ধনি ভেলই যৈছন ঐছন সবহু আমার ॥ ধ্রু ॥
ভাবিনী ভাব মনহি মনে গণইতে ধনি ধনি আপনাকে মানি ।
সহচরী সঙ্গে চলল বরনাগর কহইতে গদগদ বাণী ॥
কত কত ভাব বিথারিত অন্তর সোঙরিতে সো গুণগাম ।
জোই নিকুঞ্জে আছএ ধনি আকুল জোই মিলল সোই ঠাম ॥
কুঞ্জক দ্বারে রাখি বরনাগর সখী কহে মৃগধিনী পাস ।
চেতন করহ তুরিতে উঠে বৈঠহ কহ গৌরসুন্দর দাস ॥ ৩৪ ॥

॥ তত সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ॥

কানুর বদন হেরি উছলিত অন্তর লাজে বসনে মুখ ঝাপ ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচনে কেলি সমাগম কাঁপ ॥
দেখ সখী রাধামাধব সঙ্গ ।
কানুক দরশে ঐছে বেয়াকুল দরসনে ইহ চিতরঙ্গ ॥
রাই বদন হেরি লুবধল মাধব কোরে বৈঠায়ল গোরি ।
কুচ কর পরসনে চমকি উঠএ ধনি চুম্বনে রহ মুখ মোরি ॥
ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ অধরে অধরে রস লেল ।
গোবিন্দদাস পহু পূরল মনোরথ নব নব সঙ্গম ভেল ॥ ৩৫ ॥

॥ কেদার ॥

কুচপর [২৮খ হাত ধয়ল বলী । কমল গরাসল কমলকলি ॥
অধরে অধরে কিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব[১] । কমল পীএ কি কমলমকরন্দ ॥

১ ধন্দ

এত বুঝি কিঙ্কিণি করয়ে ফুকার। রাধা মদন না করে পরচার ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে হিয়ে হিয়ে লাগ। টুটল হার লাজ ভয় ভাগ ॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দোহ দেহা। জনু ঘন বিজুরি বৈ ভে গেল নব নেহা ॥
একই জীবন একই পরাণ। পহিলহি হোয়ল রাধা কান ॥
এত জানি মনমথ করল বিবেক। আনি করল দুহু তনু তনু এক ॥
কহে কবিবল্লভ আর কি বিচার। এ দুহু মুরতি রস অবতার ॥ ৩৬ ॥

পূর্বরাগের দশম দশা সম্ভোগ শ্রীমতীর সমাপ্ত। পূর্বরাগস্য গীতং শ্রীরাধিকায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য সমাপ্ত ॥

॥ সংক্ষিপ্ত রসোদ্গার ॥ বিভাস ॥

পুলকবলিত অতি ললিত হেম তনু অনুক্ষণ নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি না পায়ই প্রেমসিন্ধু নয়ানহি লোর ॥
জয় জয় ভুবনমঙ্গল অবতার।
কলিযুগ বারণ মদবিনিবারণ হরিধ্বনি জগতে বিথার ॥ ধ্রু ॥
নিজরসে ভাসি হাসি ক্ষেনে রোয়ই আকুল গদগদ বোল।
প্রেম ভরে গরগর না চেনে আপন পর পতিত জনেরে দেই কোল ॥
ইহ রসসাগরে মগন সুরাসুরে দিন রজনী নাহি জান।
গোবিন্দদাস বিন্দ লাগি কান্দই শ্রীবল্লভ পরমান ॥ ১ ॥

আজি কেনে তোমা এমন দেখি। সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিএ কহিছে কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল বেথা ॥
সঘনে গগনে গনিছ তারা। দেব অবধাত [২৯ক হয়াছে পারা ॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে। মরমি জনার মরমে বাজে ॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবর দিয়াছে সখি ॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দড়। গোপত পিরিতি বিষম বড় ॥ ২ ॥

॥ বিভাস ॥

চৌদিগে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি রূপসী ঝাপলী অঙ্গ।
বচন ভাতি বুঝই না পারিএ কাহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥

সুন্দরি কি ফল পরিজন বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গোপত প্রেমধন জানলু হিয়া মহা সাচি ॥ ধ্রু ॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাসই প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখি।
গাঠেক হেম বদন মহা ঝলকই এতদিনে পেখল আঁখি ॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ মনহি[১] সমুঝল কাজ ॥ ৩ ॥

॥ ধানশী ॥

নিতি নিতি দেখিএ নাহিক লাজ। অনুভবে জানলু অদভুত কাজ ॥
তুহু বরনারী চতুর বরকান। মরকতে মিলন কনক দশবান ॥
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার। নিজজন জানি না কহ বেভার ॥ ধ্রু ॥
খেনে খেনে আলসে মুদসি আধ আঁখি। নিজ তনু ছাহে চাহি কর সাখি ॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত। শামর চান্দে চোরা অনুচিত ॥
খেনে পুলকিত তনু রহসি সাম্ভারি। মৃগমদ উরজে জতনে চিরে বারি ॥
ফুয়ল কবরী উরহি উলটায়। জ্ঞানদাস কহ কাহে লুকায় ॥ ৪ ॥

দূর কর রে সখী সো পরসঙ্গ। নামহি জাক অবশ করু অঙ্গ ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি। কো জানে কৈছে রভস রসকেলি ॥
যো ধনি মান সুরত অধিদেবী। তাকর চরণ কোমল পদ্ম সেবি ॥
কানুক পরসয়ে জতহু অনুভাব। [২৯খ অনুভবি আশে পরহু সমুঝাব ॥
তবহি জগত ভরিঅ কিরিতি এহ। রাধামাধব অবিচল নেহ ॥
এ কি এ সুদৃঢ়[২] কি এ পরিবাদ। গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গে বিবাদ ॥ ৫ ॥

কি কহব রে সখী কহইতে লাজ। জোই করল সোই নাগররাজ ॥
পহিল বএস মঝু নাহি রতিরঙ্গ। দূতী মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ। সোই লুবধমতি তাহে কর ঝাপ ॥
চেতন হরলু মোর আলিঙ্গন বেলি। কি কহব কিয়ে কয়ল রসকেলি ॥
হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ। সো কি কহব ইহ সখিনিসমাজ ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি। সো ধনি জো থির তাহে নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কই না কর তরাস। ঐছন হোয়ল পহিল বিলাস ॥ ৬ ॥

---
১ মোনহি ২ সহুড়

সখী সঙ্গে কহে ধনি রসের প্রসঙ্গ। হেথায় আকুল কান মিলিতে রাই সঙ্গ
মদনদহনে দহে শ্যামকলেবর। জাগএ ধনির রূপ হিয়ার মাঝার ॥
ধইরজ ধরিএ হরি বিচারিএ মনে। ধরিল তপসির বেশ নাহি কিছু আনে ॥
চলিল সুন্দর শ্যাম মিলিতে ধনিরে। অলখিতে জেই জন কে লখিতে পারে ॥ ৭ ॥

গোকুলে দেব দেয়াসিনি আয়ল নগরহি জৈছে ফুকারি।
অরুণ বসন পরি জটিলী বেশ ধরি কানু দ্বার মহাথারি ॥
সুনি ধনি জটিলা তুরিতে আওল হেরইতে চমকিত ভেল।
হামারি বধূর রীতি হেরি জনু আনমতি কহি নিজ মন্দিরে লেল ॥
দেব দেয়াসিনি কান।
জটিলা বচনে সুধামুখী নিয়ড়হি একদিঠে নেহারে বয়ান ॥
কহ তব অতনু দেব ইতে [৩০ক পায়ল হৃদিমাহা পৈঠল কান।
নিরজনে সোই মন্ত্রে জবে ঝারিএ তব ইহ হোয়ব ভাল ॥
এত সুনি জটিলা ঘর দোঁহ নেয়ল নিরজনে দোহ একঠাম।
সবজন নিকসল বাহিরে বৈঠল পূরল কানু মনকাম ॥
বহু খন অতনু মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল ভাগল তব সোই দেবা।
দেব দেয়াসিনি ঘর সঞে নিকসল চাতুরি বুঝব কেবা ॥
জটিলা বহুত ভকতি করি হরষিতে কতহু ভিখ আনি দেল।
কহ শেখরবর ভিক্ষ লেই তব সোই দেয়াসিনি গেল ॥ ৮ ॥

॥ ধানশী ॥

কহ সখি কি এ ভেল। দেয়াসিনি কাঁহা গেল ॥
হাম মুগধিনি নারী। না সুনি অতনু[১] ঝারি ॥
ঐছন লুবুধ কান। কত না চাতুরি জান ॥
সহজে আমরা বালা। কে জানে অতনুজ্বালা ॥
পহিল পিরীতি তায়। বহুদিন নাহি জায় ॥
ইথেই[২] ঐছন কেল। কুহক সমান ভেল ॥
অপরে কি সুখ পাব। কত না হোয়ব লাভ ॥ ৯ ॥

॥ শ্রীমতীর রসউদ্গার মিলন সমাপ্ত ॥

---

১ অতুন ২ এথেই

শ্রীকৃষ্ণের রসউদ্গার আরম্ভ ॥ চৈতন্য কল্পতরু বর্ণন ॥

চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত সে শাখাগুরু কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ ।
ভকত ভ্রমরগণ মধুলোভে অনুক্ষণ হরি বোলি ফেরে চারিপাশ ॥
গদাধর মহাপাত্র[১] শীতল অভয় ছত্র গোলো[ক] অধিক সুখ তায় ॥
তিন যুগে জীব জত প্রেম বিনে তাপিত তার তলে বসিয়া জুড়ায় ॥
নিত্যানন্দ নামফল প্রেমরস চলচল খাইতে অধিক লাগে মিঠ ।
শ্রীশুকদেবের মনে মহিমা ফলের জানে উদ্ধব দাস তার কীট ॥ ১০ ॥

প্রভাতে উঠিয়া গোরা বিনোদিয়া পূরুব প্রেমের [৩০খ ভরে ।
ধবলী শাঙলি কোথা মোরো বলি জায় সুরধুনীতীরে ॥
সহচরগণ আসি এতখন মিলিল সবহু জনে ।
গোরামুখ হেরি আনন্দে লহরী হরষিত সব মনে ॥
প্রেমের বিকার দেখিয়া আকার করে সভে হরিধ্বনি ।
দিএ করতালি দুটী বাহু তুলি নাচে গোরা দ্বিজমণি[২] ॥
আপনার রসে আপুনি ভাসে হইএ পরমানন্দ ।
প্রেমামৃত দানে তোষে সভাজনে অখিল ভুবনচন্দ ॥
তাহে মনোহর নব কিশোর নব ভাব পরকাশ ।
রাধা নামে গোরা সদা ঠাহর[৩] হারা হেরএ গৌরদাস ॥ ১১ ॥

প্রভাতে উঠিয়ে বররাজ । সকালে চলিলা ধেনুসমাজ ॥
সঙ্গীগণ আসি মিলিল তাই । আনন্দ বাড়ল ও মুখ চাই ॥
গাবি দোহন করিয়া শ্যাম । সুবলের সনে নিভৃতে জান ॥
পুছত সুবল হেরিয়া মুখ । কি ভেল আজুক রজনী সুখ ॥
কহত নাগর করি প্রকাশ । ভনতহি রস শেখরদাস ॥ ১২ ॥

॥ গান্ধার ॥

সুবল মিতা হে কি কহব সে সব রঙ্গ ।
সে যে মৃগধিনি হেরিয়া মুখখানি বাড়ল রসের রঙ্গ ॥
সে যে কত না জতনে বচন বোলল হাসি মিটায়ল আধ ।
সে জে কুলবহু কহই লহু লহু সুনিতে বাড়ই সাধ ॥

---

১ -পত্র ২ -মুনি ৩ ঠঙর

গাঢ় আলিঙ্গনে চমকি উঠয়ে আলসে মুতলি কোর।
জনু পবনে আকুল নবীন কমলে ভ্রমর রহল আগোর ॥ ১৩ ॥

বিরল সঞে জব বসন উতারলু লাজে লাজাঅলি গোরি।
করে কুচ চাপিতে বিহসি বয়নি ধনি অঙ্গ কয়লি তহি মোরি ॥
নীবিবন্ধ[১] খসাইতে করে কর ধরু [৩১ক ধনি পুনহি বেকত কুচ জোড়ি।
দুই সমাধানে বিকল ভেল শশীমুখী তব হাম কোরে আগোরি ॥
এত কহি বিষাদ ভাবি বহু মাধব রাইপ্রেমে ভেল ভোর।
ভণএ বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি পূরল হইব সগুর ॥ ১৪ ॥

॥ ভাটিয়ারি রাগ ॥

হেথা সকাল সিনানে চলিলা গোরি। সখীগণ সঞে আনন্দে ভোরি ॥
সুগন্ধি তৈল হলদি লইয়া। কোন সখী আগে চলিল ধাইয়া ॥
কেহু ত বসন ভূষণ লীলা। রাইরে বেড়িয়া সভে চলিলা ॥
দূর সঞে হেরি নাগররাজ। তুরিতে যায়ল ধেনুসমাজ ॥
রাইরূপ হেরি বিভোর হইয়া। দোহনের ছান্দ পড়ে আগাইয়া ॥
কহএ শেখর রসিকরাজ। ভুলিল গোধনদোহন কাজ ॥ ১৫ ॥

॥ সঙ্করাভরণ ॥

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে। গোধনদোহন তেজল রে ॥
চান্দ চকোর জনু পাওল রে। রাই প্রেমভরে ভাসল রে ॥
মুরছি ধরণীতলে পড়লহি রে। অরুণিত লোচন ঢর ঢর রে ॥
করি পহু কোরে আগরল রে। অঙ্গে পুলক আতি পূরল রে ॥
দুহু মুখ সুন্দর সোহন রে। গোবিন্দদাস মনোমোহন রে। ১৬ ॥

॥ ভাটীয়ারি ॥

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেড়ল হেম ॥
কনকলতা অজনু তরুণ তমাল। নবজলধরে জনু বিজুরি রসাল ॥
কোমলে মধুপ জনু পাওল সঙ্গ। দুহু তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ ॥
দুহু অধরামৃত দোহ করু পান। গোবিন্দদাস পহুক গুণ গান ॥ ১৭ ॥

---

১ নিবিবন্ধ

।। জলকেলি তথা রাগ ।।

বিপিনহি কেলি কয়ল দুহু মেলি। জলমাহা পৈঠে[1] করল জলকেলি ॥
নাহি উঠল দুহু মোহল [৩১খ অঙ্গ। দোহঁ রূপ নিরখিতে ঝুরছে অনঙ্গ ॥
অঙ্গে করল দোহে নব নব বেশ। কবরী বনায়ল বান্ধল কেশ ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান। গোবিন্দদাস দোহক গুণ গান ॥ ১৮ ॥

।। শ্রীকৃষ্ণস্য রসউদ্গার গোধ[ন]হরণ ছলে মিলন সমাপ্ত ।।

।। শ্রীচৈতন্য যুদ্ধরূপে বর্ণন ।।

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ।
সাজিল বৈষ্ণবগণ করি হরিসংকীর্ত্তন মূঢ়মতি গণিল প্রমাদ ॥
গৌরচন্দ্র মহারথী নিত্যানন্দ সেনাপতি অদ্বৈত যুদ্ধের আগুআন।
প্রেমডোর ফাঁস করি বান্ধিল অনেক বৈরী নিরন্তর গর্জ্জে হরিনাম ॥
শ্রীচৈতন্য করে রণ কলিযুগে আরোহণ পাষণ্ডদলন বীরবানা।
কলি জীব তরাইতে আইল প্রভু অবনীতে চৌদিগে চাপিঞা দিল থানা ॥
উত্তম অধম জন সভে পাইল প্রেমধন নিতাই চৈতন্য কৃপালেশ্।
সমুখে শমন দেখি কৃষ্ণদাস বড় দুখী না পাইল প্রেমের উদ্দেশ ॥ ১৯ ॥

।। শ্রীচৈতন্য নানারূপেণ বর্ণন ।।

হেম বরণবর সুন্দর বিগ্রহ সুরতরুবর পরকাশ।
পুলক পত্র নব প্রেম পঙ্কফল কুসুম মন্দ মৃদু হাস ॥ ধ্রু ॥
নাচত গোর অদ্ভুত মনোহর রাজিত সুরধুনীধারা।
ত্রিজগতলোক এক ভরি[2] পাওল ভকতি রতন মণিহারা ॥
ভাববিভবময় রসকূপ অনুভব সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ মত্তগতি অতি সুমনোহর মুরুছিত লাখ অনঙ্গ ॥
ধনি ক্ষিতি মণ্ডল ধনি নদীয়াপুর ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার ধনিরে ধনি কীর্ত্তন জ্ঞানদাস [৩২ক নই পার ॥ ২০ ॥

।। রূপ ।।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। রসে ঢরঢর গোরাঅঙ্গের মুক্তি জাউনি সুনি ॥
কি কাজ শরদ কোটী শশী। জগত করিল আলা গোরামুখের হাসি ॥

১ পেটে ২ ভারি

দেখিয়া রঙ্গিমাধব কাঁতি। মনু মনু অনুরাগে এ বরযুবতী ॥
সুদর্শনশিখর মরুতি। মরমে মরম জাগে পিরিতি আকৃতি ॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধনুকি। কুলবতী উনমত কৈল দুটি আঁখি ॥
অলকা তিলকা ভালে শোভে। রঙ্গিনীর মনে রঙ্গ বাড়ে ওই লোভে ॥
চাঁচর চিকুরে কি কবরী। নানা ফুল সাজে তাহে হেরি মরি ॥
চন্দনকেশরমাখা তনু। রঙ্গিণীর প্রাণবাটী লিখিএছে জনু ॥
মদনবিজয়ী[১] দোলে মালা। ইথে কি পরাণে জিএ কামিনী অবলা ॥
রাঙ্গা প্রান্ত পীত পটবাস। পহিরল নিতম্বিনীর রস অভিলাষ ॥
অরুণ চরণে নখ চান্দ। পামরি গোবিন্দদাসের চিত বান্ধা ফান্দ ॥ ২১ ॥

॥ বেলআর ॥

বিকচ সরোজ ভানুমুখমণ্ডল দিঠে ভঙ্গিম নট খঞ্জনে জোড়।
কি এ মৃদুমাধুরি হাস উগারই পি পি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর ॥
বরণি না হোএ রূপ বরণ চিকনিয়া।
কি এ ঘন পুঞ্জ কি এ কুবলয় দলন কি এ কাজর কি এ ইন্দ্রনীল মণিঞা।
অঙ্গদ বলয়া হার মণিকুণ্ডল চরণ নূপুর কটি কিঙ্কিনী কণা ॥
আভরণ বরণ কিরণ অঙ্গ ঢরঢর কালিন্দী জলে জৈছে চান্দ কি চলনা।
কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলি শিরোপরি শোভে শিখি[২] চান্দ কি ছান্দে ॥
অনন্তদাসের পহু অপরূপ লাবনি সকল যুবতীমন পড়ি গেও ফান্দে ॥ ২২ ॥

॥ শ্রীরাগ ॥

ভালে সে চন্দন চান্দ [৩২খ কামিনীমোহন ফান্দ আন্ধারে করিআছে আলা।
মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদয় করে নিশি দিশি শশী যোলকলা ॥
সই কিবা সে নয়ান নাচনি।
আঁখির হিল্লোলে মোর পরাণপুতলি দোলে দিতে চাহো যৌবন নিছুনি ॥ ধ্রু ॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশনখ চান্দ নাট অপরূপ বাঁশি বাজাইতে ॥
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় জত সুখ জিতে কিএ পারিএ পাসরিতে ॥
কুলশীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল দেখিয়া বারেক সেই রূপ ॥
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগএ নব অনুরাগের স্বরূপ ॥ ২৩ ॥

---

১ -বিজই ২ সখি

।। কামোদ ।।

ভালে সে চন্দন চান্দ   নাগরী মোহন ফান্দ   আর টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ মউরের পাখে   জাতি কুল নাহি রাখে   মু পুনি ঠেকিলাম উ না কান্দে ॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুলশীল দিয়া   ও রূপ নিছুনি লইয়া   পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে ॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ   কান্দে পুনমিক চান্দ   লাজে ঘরে ভেজায়া আগুনি।
নয়ানকোণের বাণে   হিয়ার মাঝারে হানে   কিবা দুটি ভুরুর নাচনি ॥
আই আই মনু মনু   কি রূপ দেখিয়া আইনু   কালাঅঙ্গে পড়েছে বিজুরি।
স্বরূপে দড়াইলাম মনে   ও রূপ যৈবন সনে   আপনা সাজিয়া দিব ডালি ॥
কি খেনে দেখিলাম তারে   না জানি কি হইল মোরে   আট পহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে   ও রূপ দেখিয়া কোন   পামরী রহিতে পারে ঘরে ॥ ২৪ ॥

জত রূপ তত বেশ   ভাবিতে পাঁজর শেষ   পাপচিত[১] নিবারিতে নারি।
[৩৩ক কি এ যশ অপযশ   না সহে গ্রহের বাস   তিল আধ পাশরিতে নারি ॥
মাথায় করি কুলডালা   ঘুচাব গ্রহের জ্বালা   তবহু পুরাব মনের সাধ ॥
প্রসন্ন হইবে বিধি   সাধিব মনের সিদ্ধি   জবে হবে কানু পরিবাদ ॥
কুল ছাড়ে কুলবতী   সতী ছাড়ে নিজ পতি   সে যদি নয়ানের কোণে চায় ॥
স্বরূপে দড়াইনু মনে   জাতি যৌবন ধনে   নিছিয়ে ফেলিব শ্যাম পায় ॥
মনেতে করিএ সাধ   যদি হয় পরিবাদ   যৌবন সফল করি মানি ॥
জ্ঞানদাসেতে কয়   এমতি জাহার হয়   ত্রিভুবনে তাহার নিছুনি ॥ ২৫ ॥

শ্যামরূপ হেরি প্রাণ কান্দে।   নাগরী মোহনচূড়া বান্ধে নানা ছান্দে ॥
দুবুতি মুকুতার ঝুরি কেশের সাজনি।   রতনে জড়িত মণি মানিকের খিচনি ॥
মল্লিকা কলিকা শোভে মালতীর পাশে।   ভুবন ভুলাইলে মউরপাখের বিলাসে ॥
নবঘন জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।   আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান ॥
মুকুরে নিরখে রূপ সুখের নাহি ওর।   আপনার রূপে নাগর আপুনি বিভোর ॥
রহই ত্রিভঙ্গিম হিলোল কদম্ব।   দাস অনন্ত চিতে লাগল ধন্দ ॥ ২৬ ॥

শ্যাম নাগরবর রসিয়া।
অরুণ কমল আঁখি   গুঞ্জরে ভোমরা পাখি   আকুল করিলে মন্দ হাসিয়া ॥

১ -চিন্তা

মিলাইছে শিলারাশি স্থকিত হইয়াছে শশী বাজায় বাঁশি তরুমূলে বসিয়া।
বাঁশি কিবা মন্ত্র জানে সদাই অন্তরে হানে অবলার জাতি কুল নাশিয়া॥
ধনি মুনি ধরণী ধরণী ধরল কুলকামিনী চৌন্ধ পড়ল জগ ভরিয়া।
[৩৩খ নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া অধরে মুরলি তিরিভঙ্গিয়া॥২৭॥

চল চল সখি শ্যাম দরশনে। অবশ হইল অঙ্গ মুরলিক সানে॥
অন্তরে প্রবেশি মোর মুরলিক ধ্বনি। রহিতে না দেই ঘরে কৈলে বাউলিনী॥
ঐছে বচন শুনি সব সহচরী। হেরইতে বিঘনই নয়ানে না হেরি॥
সব সখীগণ তহি আনন্দ ভোর। ঝাট সংবাদল রাই নিওড়॥
উলজানি অভিসারে সাজএ কানুমনমোহিনী॥
নব নব সাজলি নববেশধারী। সাজল রাইসঙ্গে নব সহচরী॥২৮॥

কৃষ্ণ অনুরাগে হিয়া থির নাহি ধরে। পুরব সোঙরি গোরা সাজে অভিসারে॥
বিচিত্র বসন অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ। কস্তুরি চন্দন চুয়া অঙ্গেরি লেপন॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মাল। নীলমণি মালা গলে সাজিআছে ভাল॥
তপত কাঞ্চন অঙ্গ নবীন যৌবন।
চঞ্চল নয়ানে গোরা দশদিগ চায়। কৃষ্ণগুণ সোঙরিয়া পদ বাহিরায়॥
পারিসত মেলি পুহু সুরধনি চলে। নরোত্তম দাস তাহা দূরেতে নেহারে॥২৯॥

বিনোদিনি কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম মিলইতে সুন্দর তনু রেইর সাজস কতেক ভাঁতি॥
নীল বসন রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী রেইর দুলিছে হিয়ার মাঝে॥
সীমন্তে সিন্দুর নয়ানে কাজর তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে অরুণ কোরে নবীন চান্দের দেখা॥
রসের আবেশে গমন ম[৩৪ক স্থর হেলি দুলি চলি জায়।
আধ ওড়নী ঈষদ হাসনি[১] বঙ্কিমনয়ানে চায়॥
শ্যামানন্দের পহু নিকুঞ্জভুবনে কল্পতরুর মূলে।
রসে চর চর বসিলা বিনোদিনি শ্যাম বন্ধুআর কোলে॥৩০॥

কি এ শুভ দরসনে উলসিত লোচনে দুহু দুহু হেরি মুখচান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল ভুখিল চকোর চারুচান্দে॥

১ হাসি

আধ নয়ানে দোহ   রূপ নেহারই   চাহনি আনহি ভাঁতি।
রসের আবেশে দোহ   অঙ্গ হেলাহেলি   বিহরল প্রেম সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ   গোরি পরসে সেহ   মিলায়ল জেন কাঁচা নুনি।
রাই তনু ধরিতে নারে   এলাইল আনন্দভরে   শিরীষ কুসুম কোমলিনী॥
অতসী কুসুম সম   শ্যাম সুনায়র   নায়রি চম্পক গোর।
নবজলধরে জনু   চান্দ আগোরল   ঐছে রহল শ্যামকোর॥
বিগলিত কেশ   কুসুম শিখীচন্দক   বিগলিত নীল নিচোল।
দোহক প্রেমরসে   ভাসল নিধুবন   অবিরত প্রেমহিলোল॥ ৩১॥

পহিল সমাগম রাধাকান   অতি রসে মগন   ভেল পাঁচবান॥
দোহ মুখ দরশনে   দোহক বিলোকনে   আনন্দনীর নিঝাপইরে।
আরতি পরসতি   কুচ কনকাচল   গিরিবর ধর কর কাঁপই রে॥
গদগদ ভাষে   আলাপই দুহু দুহু   চুম্বনে নয়ান ঢুলায়ই রে।
দুহু পরিরম্ভনে   দুহু তনু পুলকিত   অঙ্গহি অঙ্গ হেলাঅই রে॥
দোহ রসে ভাসি   দুহু অবলম্বই   রঙ্গতরঙ্গিণী অঙ্গ দোহু।
নবনাগরী সঙ্গে   নাগর শেখর   [৩৪খ ভুলল গোবিন্দদাস পহু॥ ৩২॥

রাধামাধব বিজয়ী বলে।   নিমগন দোহ জনু সুরতক বলে॥
দোহ উঠি বৈঠে কতঅ করু কেলি।   বহুবিধ খেলল সহচরী মেলি॥
নিভৃত নিকুঞ্জবনে কত[হু] বিলাস।   হেরত দুহু রূপ নরোত্তম দাস॥ ৩৩॥

॥ নিবেদন শ্রীমহাপ্রভু অথ শ্রীমত্যা॥

কীর্ত্তন ছাড়িঅ গদাধর গোরহরি।   পুরুব প্রেমের ভরে দুহু মুখ হেরি॥
পহু কর ধরি বলে প্রিয় গদাধর।   দু নয়ানে প্রেমধারা বহে নিরন্তর॥
গদগদ শবদে করঅ নিবেদন।   পতিতপাবন তুমি শ্রীশচীনন্দন॥
দয়ার ঠাকুর মোরে দয়া প্রকাশিবে।   জনমে জনমে দয়া রাখিতে হইবে॥
আচণ্ডালে[1] তরাইলে আপনার গুণে।   হেন অবতার কভু না শুনি শ্রবণে॥
মো জনার ভারু গোরা তোমারে তো লাগে।   গৌরদাস কহে ছাড়া নহে কোন যুগে॥ ৩৪॥

কেলিবিলাস দোহে করি সমাধান।   একাসনে মেলি বৈঠলি রাধাকান॥
বিনোদের করে ধরি বিনোদ কিশোরী।   আপন মরমকথা কহঅ উগারি॥

১ অচণ্ডালে

সুন হে পরাণবন্ধু নিবেদিএ পায়। না হেরি তোমার মুখ যুগ বহি জায়॥
মনে হয় হৃদয়মন্দিরে তোমায় রাখি। দিবানিশি তুয়া রূপ নয়নেতে দেখি॥
জে বলুক সে বলুক লোকে তাহে নাহি ডরি। দাসী বলে দয়া না ছাড়িহ বংশীধারী॥
বিধির পাএতে এই বর মাগি আমি। জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি॥
যদুনাথ দাস কহে এই কথা দড়। দুই জনা এক তনু কেহু নহে পর॥ ৩৫॥

[৩৫ক চৈতন্য করুণার সিন্ধু পুউরুব আবেশে। গদাধরের মুখ হেরি প্রেমানন্দে ভাসে॥
সুন সুন গদাধর আমার বচন। তোমার অধিক প্রিয় নাহি কোন জন॥
তব প্রেম অনুরাগ পাসরিতে নারি। চিত্তেন্দ্রিয়[১] মোর সদা হয় লুব্ধকারী॥
অলকিত তব প্রেম গৌরীদাস জানে। বিদিত আছএ সব তাহা বিদ্যমানে॥
তোমাতে স্ফুরএ ব্রজের গুপ্ত প্রেমধন। হেরিএ আমার মন স্মরে[২] বৃন্দাবন॥
গৌরদাস কহে জানি দোহে এক তনু। পুরুবে রাধিকা এহো তুমি সেই কানু॥ ৩৬॥

সুন সুন প্রাণপ্রিয়া মোর নিবেদন।
তোমার অদভুত গুণে সদা করে আকর্ষণে তুমি মোর জীবনের জীবন॥ ধ্রু॥
তোমার মধুর বাণী সুধাসিন্ধু তরঙ্গিণী মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে॥
তোমার গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সেহ উনমত করিল আমাকে॥
সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাখি তোমা বিনে আন নাহি ভায়॥
বিরলে বসিয়া জবে তোমারে দেখিয়া তবে কহ তুমি আমার উপায়॥ ৩৭॥

সুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী। হৃদিমন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
কলঙ্কিনী কুলটা সৌভাগ্যহিনি। রসপণ্ডিত রসিকচূড়ামণি॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গে ভুসা। রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
সম সৌল কুল মান দূরে করি। তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
ভনে গোবিন্দদাস সুন শ্যামরায়। তোমা বিনে চিতে মোর আন নাহি ভায়॥ ৩৮॥

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি। না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস [৩৫খ রাতি অনিমিখ আঁখি। কোটি কল্পে জদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান। জাগিতে তোমারে দেখি সপন সমান॥
নীরস দরপুনি কিবা দূরে পরিহরি। কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥

১ চিত্রন্দিয় ২ স্বরে

ছি ছি কি কাজ শরদ চান্দ ভিতরে কালিমা। কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
জতনে আনিয়া যদি ছাঁকিয়া বিজরি। অমিআর সাথে যদি গড়াইয়ে পুতলি॥
রসের সায়রে যদি করাইএ সিনান। তভু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতিত। হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈলে বাহির। তেঞি বলরামের পহুর চিত নহে থির॥ ৩৯॥

দোঁহ তিরপিত ভেল দোঁহ নিবেদনে। অমিঞ বরিখে জেন দোঁহার বচনে॥
রসিক মুরারি তাথে রাই রসিকিনী। কি দিব তুলনা দোঁহার দোঁহ রসধনি॥
বাঢ়িল রজনী অঙ্গ হইল অথর। অলসের ভরে ধনি হইল কাতর॥
সুতল বিনোদ কোড়ে বিনোদ নাগরী। নরোত্তম দাস তাহা দূরেতে নেহারি॥ ৪০॥

॥ অলসে গৌরচন্দ্র ॥

চৈতন্যবিলাস জাগি সুরধুনীতীরে। সুতল গদাধর নিদে পহুকোরে॥
দুটি বাহু গোরা অঙ্গে কিবা পসারিয়া। কনক সুমেরু জেন আছএ ঝাঁপিঞা॥
সহচরগণ সব ভাবে মনে মনে। পাছে শ্রীঅঙ্গ পদ হয় পরসনে॥
জাগাইতে কেহু মনে করে অভিলাষ। কেহ নিষেধএ তারে না কর সাহস॥
এখনি ঘুমাইল পহু জাগিএ যামিনী। বাসু কহে আর না [৺৬ক কহিয় কিছু বাণী॥ ৪১॥

রস জাগরণে নিকুঞ্জ ভুবনে এলিয়া আলস ভরে।
সুতল কিশোরী দু বাহু পসারি পরাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিঞা বা।
ঘুম জায় ধনি উ চান্দবদনী শ্যাম অঙ্গে দিঞা পা॥
নাগরের বাহু সিতান করেছে বিথার বসনভূষা।
নাসার নিশ্বাসে[১] বেসর দুলিছে হাসি আছে মুখে মিসা॥
সাত পাঁচ মেলি নিতে চাহে তুলি সাহস না হয় মনে।
ঝিরি ঝিরি বোল না করিহ রোল দাস জগন্নাথ বলে॥ ৪২॥

কি রূপ হেরিলাম সই নিকুঞ্জমাঝারে। সুঞাছে গরবি রাধা নাগরের কোরে॥
কি হেরিলাম সখি অপরূপ রঙ্গ। রাই কানু দুহু তনু হঞা এক অঙ্গ॥
বেড়িআছে ভুজলতা খসেচে কবরী। নাসার নিশ্বাসে দোলে মুকুতার ঝুরি॥
বন্ধুর বালিস বাহু আলিসের ভরে। যদুনাথ দাস কহে জাগিছে অন্তরে॥ ৪৩॥

১ নিশ্বাসে

কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর। চমকি উঠত শুকসারী কো জোড়॥
হিমকর মলিন নলি[নী]গণ হাঁসত। অরুণ কিরণ হেরি থোর।
কোকিলা বোলে ভ্রমরি ফুল আকুল তেজহি কুমুদিনী কোর॥
কিশলয় শয়ানে নিছনি তনু শ্যামরু মরকত কাঞ্চন গোর।
কিয়া কুসুমশর সব ভেল উলথলু যৈছন যুগল কিশোর॥
সখীগণ হেরি মন্দিরে চলি জায়ত জাগত সুন্দরী রাধে।
গোবিন্দদাস পহু তুরিতে জাগায়ত কোরে করত রসবাদে॥ ৪৪॥

উঠিয়া সে বিনোদিনী না হেরিএ রজনী চৌদিগে চমকিঞা চায়॥
প্রভাতে দেখিয়া ধনি মনেতে সঙ্কোচ গুনি পা চাপি বন্ধুরে জাগায়॥
উঠ উঠ নাগর অলস পরিহর এ কি [৩৬খ ঘুমে দেখি অচেতন॥
দারুণ গোকুলের লোকে হেনকালে জদি দেখে কি বলিঞা বলিবে বচন॥
না দেখিঞা লোকজনে বাদ করে গুরুজনে ননদী পরমাদ করে॥
তাহাতে এমতি রঙ্গ যদি দেখে তোমা সঙ্গ তবে কি রহিতে দিবে ঘরে॥
বাপ শ্বশুর কুল দোঁহে উচ্চ সমাতুল বোলাই আমি কুলের কামিনী॥
গোবিন্দদাস কয় এই বড় মনে ভয় উঠ বন্ধু পোহাইল রজনী॥ ৪৫॥

বিনোদিনী বোল বিনোদ সোনল জাগল অতি সে তুরিত।
অরুণ নয়ানে হেরিএ অরুণে প্রকাশনে ভেল চমকিত॥
বিগত[১] যামিনী অন্তরে যামিনী কামিনী গমন বিরোধ।
পথ অতি দুরজন তাহে ফেরে দুরজন গুরুজন সদা ভাবে ক্রোধ॥
শ্যাম জাহা অনুমানি রাই তাহা মনে গুনি কহে ধনি মোর নিবেদনে।
প্রকাশিত দিনমণি অহে মোর দিনমণি[২] কুমুদিনী কি হবে বিধানে॥
কেমনে জাইব ঘরে রহিতে না দিবে ঘরে আমারে দেখিলে ননদিনী।
কহে জগদানন্দ অহে জগদানন্দ যদি দ্বন্দ্ব না পড়এ জানি॥ ৪৬॥

প্রাণনাথ কি আজু হইল। কেমনে জাইব ঘর রজনী পোহাইল॥
অঙ্গের বেশ মোর সব হইল দূর। নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর॥
জতনে পরাহ মোরে নিজ অভরন। সঙ্গে করি লেহ মোর বঙ্কিম নয়ন॥
তোমার পীতবাস শ্যাম আমারে দেহ পরি। উভ করি বান্ধ চূড়া এলাএ কবরী॥

১ বিগত ২ দিনমুনি

তোমার গলার বনমালা [৩৭ক দেহ মোর গলে। প্রিয়সখা কহ মোরে শুধাইলে গোকুলে ॥
বিদ্যাপতি কহে রাই এমতি পিরিতি[১]। ব্যাঘ্র হরিণে হয় তোমার বসতি ॥ ৪৭ ॥

শুনিয়া ধনির বাণী নাগর সুঁজান। সুবলের বেশে ধনি করহ পয়ান ॥
খুলিল বিচিত্র বেণী ধনির খোপার চম্পক। বান্ধিল মোহনচূড়া সহিত গুঞ্জক ॥
সিথল সিথার সিথি সিন্দুর কজ্জল। অলকে তিলকে মুখ করিল উজ্জল ॥
উতারি কর্ণের ফুল আর নাসার বেসর। শ্রুতিযুগে দেই নব কদম্বকেশর ॥
তোড়ল গলার মতিহার অনুপাম। পয়োধর বেড়ি দেই চম্পক দাম ॥
সাড়ি ছাড়ি ধড়া পড়ি দেওল পাঁচন। বিবিধ রমণীর বেশ করিল মোচন ॥
ধরিল সুবলের বেশ নাহি কিছু আন। ধবলী চোরিতে জেন বিপিনে পয়াঁন ॥
বসু রামানন্দে কয় রাই মোর নিবেদন। বাম চরণ নাহি চলে চলে দক্ষিণ চরণ ॥ ৪৮ ॥

মনেতে সঙ্কোচ ভাবি ধনি। চলিল রাখাল বেশে কি ঘটএ জানি ॥
পদ দুই চারি চলি জায়। মলিন বন্ধুর মুখ ধনি নিরুখায় ॥
নয়ানে গলএ ঘন বারি। তৈখনে আয়ল পুন ফেরি ॥
উদয় হইল দিবাকর। ছাড়িয়া জাইতে মন নহে ত আমার ॥
এতহি কহিয়া চল ধনি। লখিতে না পারহি বৈরী বৈরিণী।
উপনীত নিজহি ভুবনে। সুবল আইল সভে হেরিল নয়ানে ॥
গোপনেতে সুবলে কহিল। নিজরূপ ধরি নিজ মন্দিরে রহিল ॥
বসু রামানন্দের এই মন। এমতি করিএ নিতি করহ গমন ॥ ৪৯ ॥

॥ চৈতন্ত নদীরূপের বর্ণন ॥

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ। উথলিএ আছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ ॥
[৩৭খ অভিরাম সারঙ্গ তায় তট দুইখানি। অক্রুতানন্দ তায় প্রেমের মুরুলি ॥
স্রোত বহি জায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। ডুবারি কাণ্ডারী তাহে শ্রীনিত্যানন্দ ॥
প্রেম জলচর শ্রীবাস আদি গদাধর। স্বরূপ শ্রীরূপ ভেল প্রেমের মকর।
থাকুক ডুবিবার কাজ পরশ না পায়। দুখিয়া শেখর কান্দে ফুকারিএ তায় ॥ ১ ॥

॥ অথ রস উদ্গার তত্র শ্রীমহাপ্রভু ॥

নিজ গৃহে বসি গোরারায়। প্রিয় সহচরগণে কয় ॥
বিচলিত পুরব সুঙারি। নিজভাব কহএ উগারি ॥

১ প্রিরিতি

পুলকে ভরল সব অঙ্গ। ঝিখরই ভাবের তরঙ্গ ॥
নয়ানে বহএ প্রেমধার। জৈন সুরধুনী অবতার ॥
শ্রমজল বহে অনিবার। ভি"গেও নীল অম্বর ॥
কহইতে গদগদ ভাষ। হেরই নরোত্তম দাস ॥ ২ ॥

নিজমন্দিরে ধনি সখীগণ মেলি। কহউঁহি প্রিয়াগুণ রজনীক কেলি ॥
ভাবে অবশ ধনি পুলকিত অঙ্গ। গদগদ কহে কত বচনতরঙ্গ ॥
নয়ানে বহএ জল কাঁপএ শরীর। ঘামে ভি"গেল সব অরুণিম চীর ॥
কত কত ভাব বিথারল রাই। কহিতে না পারে ধনি প্রেম অবগাই ॥
ধৈরজ না ধরে ধনী কহিতে বিলাস। প্রেম অনুরূপ কহত কানুদাস ॥ ৩ ॥

কহো কহো সুন্দরি রজনীবিলাস। কৈছে পুরলি তুহু নাহক আশ ॥
কতহু জতনে বিধি করি অনুমান। নাগর নাগরী কয়ল নিরমান ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহু বরনারী। আজুকার রজনী কি এ করল মুরারি ॥
পিএক পীরিতি হাম কহিতে না পারি। লাখ বদন যিহী না দিল চারারি ॥
আপনক গজমতি হার উতারি। জতনে [ওচক পরায়ল অঙ্গে হামারি ॥
করে ধরি প্রিএ বৈসাল নিজ কোর। মৃগমদ চন্দনে অঙ্গ লেপিল মোর ॥
ফুয়ল কবরী বান্ধএ অনুপাম। তাহে বেরি দেয়ল চম্পকদাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান। আনন্দজলে পরিপূরল নআন ॥
ভনএ বিদ্যাপতি ভাবতরঙ্গ। এবে কহি সুন সখী সো পরসঙ্গ ॥ ৪ ॥

চিরণী করে করি কেশ বেশ করি সিথএ দেই সিন্দুর।
লাস বেশ করি বসন পরায়ই পাএ ধরি পরাএ নূপুর ॥
সোই প্রিয়াগুণ কহনে না জায়।
দারিদ্র্যে হেম জৈন তিলেক না ছাড়ই রভসে রজনী গোঙায় ॥ ধ্রু ॥
সোমর শ্রমজল আঁচরে মোছই দেই বসনক বায়।
চিকুর করে ধরি সঘনে নিরখই মুখভরি তাম্বুল খয়ায় ॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর দিন রজনী ন'াহী জান।
কৃপণক ধন সম তিলেক না ছোড়ই কবিশেখর পরমান ॥ ৫ ॥

না পুছ না পুছ সখী প্রিয়াকো[১] পিরীত। পরাণপুতলি দিলে না হয় উচিত ॥

---
১ পৃয়াকো

হিয়ার উপরে হইতে সে জন ছোয়ায়। বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥
নিন্দ অলসে জদি পাশমোড়া দিয়ে। কি ভেল কি ভেল বলি ওঠ চমকিয়ে ॥
হিয়াএ হিয়াএ এক বয়ানে বয়ানে। নাসিকায় নাসিকায় নয়ানে নয়ানে ॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীর্ঘনিশ্বাস। আকুল হইঞা প্রিয়ে উঠই তরাস ॥
এমতি বঞ্চয়ে নিশি দুহু এক মেলি। জ্ঞানদাসে কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি ॥ ৬ ॥

প্রিয়ার[১] গুণ জে কহিলাম সেই ভালো আর কব না। গুণ কহিলে কী জানি হয় তেঞি কহিএ না ॥

ইতি রূপাভিসার সম্ভোগ কুঞ্জভঙ্গ নিবেদন সমাপ্ত। চৈতন্য সিংহরূপের বর্ণন ॥

[৩৮খ কলিযুগ মত্ত মাতঙ্গ জমরদলে কুমতি করিণী দূরে গেল।
পামর দূরগত নাম মতি শত দাম কণ্ঠ ভরি দেল ॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ নগর গিরিকন্দরে উয়ল কেশরীরাজ ॥
সংকীর্ত্তন বন হুহুকিত সুনইতে দূরতর দ্বিপিগণ ভাগী।
ভএ আকুল অনুমাদি মৃগীকুল পরশত গভর তেয়াগী ॥
ত্যাগ জা গজমতি রীতি বরশশ জাম্বুকী জরি জাতি।
বলরাম দাসে কহে অতএব হরিধ্বনি শব্দ খেয়াতি ॥

॥ তত অনুরাগ শ্রীমহাপ্রভু ॥

গোরা রূপ লাগিল নয়ানে। কিবা নিশি কিবা দিশি সয়ান সপনে ॥
জি দিখে ফিরাই আঁখি সেই দিগে দেখি। পিছুনি করিতে সাধ না পিছলে আঁখি ॥
কি খেনে দেখিলাম গোরা কি না মোর হইল। নিরবধি গোরারূপ মরমে লাগিল ॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ। বাসু ঘোষ কহে গোরা রমণীমোহন ॥ ১ ॥

মলাম মলাম শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মুরুতি নবকেশর সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ ধ্রু ॥
জিতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি কি শেল পসিল মোর বুকে।
বাহির হইয়া নাহি জায় টানিলে না বাহিরায় অন্তরে জলএ ধিকি ধিকি ॥

১ পৃয়ার

চরণে চরণ থুয়া অধরে মুরালি লঞা ডাড়াআছে টেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি দোলায় শ্যাম না জানি কি দেখাইলে সেই কথা সদাই পড়ে মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরচিত চায় তিল প্রেম[১] তিন ঠাই ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী বিনোদিনী গোপতে গুমুরে মরি মরি॥ ২॥

কানু অনুরাগ বাঘসম পৈঠলত মন ঘন কানন মাঝে।
মান মাতঙ্গ পরস রহু দূরে গন্ধে ভাগল করিরাজে॥
ধরম [৩৯ক কুরঙ্গ রঙ্গ করি ভুখল স্বামী বরত অজানাশে[২]॥
ধৈরজ মেষ দেশ ছাড়ি ভাগল কুলভয় হয় বহু আশে॥
পরসিক বাক কাক সম কলকলি ননদিনী জামু কি বোলে।
ঘেরল জানমান সব গুরুজন নিরখত নয়ন বিশালে॥
নীরস বচন ঢোল সম ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।
সাঁজুল চিত ভীত নাহি হোয়ত কবি বিদ্যাপতি ভনে॥ ৩॥

এমন কালিয়াচান্দে কে আনিলে দেশে। অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক রহিল শেষে॥
কোথা হইতে আইলো শ্যাম কোথা হইতে আইলো। এতদিনে অবলার জাতি কুল মজিল॥
গগনেতে এক চাঁন্দ্র তাহা মোরা জানি। গোকুলেতে চাঁন্দের গাছ কে রুপিল আনি॥
দশ চাঁন্দ নাচে গায় মুরুলির রঙ্গে। আর দশ চাঁন্দ রাঙ্গা চরণারবিন্দে॥
হাতে চাঁন্দ চরণে চাঁন্দ আর চাঁন্দ কপালে। এমন কথু সুনি নেই জে চাঁন্দের গাছ[৩] চলে॥৪॥

রূপে ভরল দিঠে সোঙরি পরস মিঠে পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরুলি রবে শ্রুতি পরিপোরল না সহে আন পরিসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি[৪] উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল না সহে ধরম নবলেশ॥
নাসিকা সে অঙ্গের সোই বর উনমথ বদনে না সহে আন নাম।
নব নব গুণগানে বান্ধল মুঝ মনে[৫] ধরম রহল কোন ঠাম॥
তরজনে কো জনে উপজএ হাস।
তাহে এক মনোরথ জদি হয় অনরথ পরিহর গোবিন্দদাস॥ ৫॥

১ প্রেন ২ স্যামি বরত অজানাসে ৩ গাচ ৪ করিব ৫ মোনে

কি হইল কি হইল মোর কানুর পিরিতি। নিরবধি প্রাণ কান্দে আঁখি ঝোরে নিতি॥
সেই হইতে স্বস্তি নাঞ নিদ গিও দূরে। কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝোরে॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে। নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
ও না রস জে না জানে সে না আছে ভাল। হৃদএ পসিল মোর কানুপ্রেম শেল॥
নিগূঢ় পিরিতিখানি আরতির [৩৯খ ঘর। ইথে চণ্ডীদাস বড় হইলো ফাঁফর॥ ৬॥

সুন্দরী এই বেলায় ঝাঁট কর বেশ।
সময় হইল আসি বাজিবে সঙ্কেতবাঁশি ধৈরজ না থাকিবে লেশ॥
ত্বরাএ চলিতে হবে কবরী এলাএে জাবে ঝাঁটি কর বেণীর রচনা।
শ্রমজলে জাবে ভাসি কালো হবে মুখশশী কাজর পরিতে করি মানা॥
নূপুর পরিতে বলি পুন তাহা নিষেধ করি চলিতে চরণ হবে ভার।
আর এক ভয় আছে গুরুজনা জাগে পাছে কলরব সুনিয়া তাহার॥
সলত[১] করি পর টাড় পাইবে পুলক চার ফাটিঞা না পড়ে সেই বেলে।
কাঁচলি পরিঞা তার ভিতরে রাখহ হার ছিণ্ডিলে রহএ জেন গলে॥
নীলবাস দড় করি আঁটিয়া পরহ গোরী খসিয়া না পড়ে পথে জাইতে॥
যদুনাথ দাসে কয় জা বল তাই হয় বিলম্ব না কর কুঞ্জে জাইতে॥ ৭॥

॥ অভিসার পূর্ব্ব উক্তি গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ অনুরাগে হিয়া স্থির নাহি ধরে ইত্যাদি॥

॥ শঙ্করাভরণ॥

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী রূপতরঙ্গিণী সাজলি শ্যামবিহারে॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর মকরন্দ পান কি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বন কত জাহা জাহা পদচিহ্ন লোভে॥
কনকলতা জিনি জিনিঞা সৌদামিনী বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজধ্বনি[২] চলইতে সুমধুর বাজে[৩]॥
হংসরাজ জিনি গমন সুনাগরিণী অবলম্বন সখীকান্ধে।
অনন্তদাসে ভনে মিললি নিকুঞ্জবনে পুরইতে শ্যাম মন সাধে॥ ৮॥

॥ মিলনের পূর্ব দরশনের গৌরচন্দ্র॥

বসি গোরা নটবর জাহ্নবীর কূলে। ঐছেন সমএ গদাধর আসি মেলে॥
আইস বলি সমাদরে শ্রীশ[৪০ক চীনন্দন। বসাইল নিজাসনে করিঞা যতন॥

১ সেলত ২ -ধনি ৩ ব্যাজে

পুরুবি সোঙরি কত আরতি বাড়ায়। এত দৈন্য করে পহু মুখে না স্ফুরীয় ॥
সুন সুন গদাধর আমার বচন। তোমারে দেখিএ মোর জুড়াইল নয়ন ॥
সব দুখ দূরে গেল পাইঞা দরসন। মনে হয় সেই যেন এই বৃন্দাবন ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি অনুনয়। বৃন্দাবন হইতে সুখ বাড়া নদীয়ায় ॥ ৯ ॥

আইস আইস সুবদনী রসময়ী রাধা। দরশন দূরে গেও মনসিজ বাধা ॥
তোহ মোর সরবস নয়ানের তারা। তো বিনে সকল দিগ লাগে আন্ধিআরা ॥
করে করে ধরি রাই বসাইল বামে। পীতবাসে মোছই রাইমুখ ঘামে ॥
পহু কি দুখ পুছত বর কান। আনন্দে মগন দোঁহে কিছুই না জান ॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস। দূরহি নেহারত দ্বিজ হরিদাস ॥ ১০ ॥

॥ অত্র মহাপ্রভু ॥

কি শোভা হইয়াছে আজু সুরধুনীতীরে। গদাধর সঙ্গে পহু সদাই বিহরে ॥
দুহুজন মেলি বৈঠল একাসনে। পুরুবে বৈঠল জেমন নিকুঞ্জকাননে ॥
সহচরগণ সব মেলি চারিপাশ। নিজ নিজ ভাব করএ প্রকাশ ॥
তুলনা দিবার নাহি রূপ দোঁহাকার। তারাগণ মাঝে শোভে যুগ শশধর ॥
গদাধর রসময় গোউর বসিঁয়াঁ। রসেতে মাতল সব সঙ্গের সঙ্গীয়া ॥
রসেতে বাদল ভেল হইল চারিভিত। নরোত্তম দাস এ না রসে হইল বঞ্চিত ॥ ১১ ॥

আজ বড় শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে। রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে ॥
হেম নিরমিত বেদী মাণিকের গাথনি। তার মাঝে রাই কানু চৌদিকে গোপীনি ॥
একেক তরুর মূলে এক এক অবলা। মেঘ বেড়ল জেন বিজুরিক মালা ॥
নব গোরোচনা গৌরী কানু ইন্দীবর। বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জল[৪০খ ধর ॥
কাঁচে বেড়া কাঞ্চন কাঞ্চন বেড়া কাঁচে। রাই কানু দোহু তনু একই হইআছে ॥
রসভরে দোহু জন হইল বিভোর। দাস অনন্ত কহে না পায়লু ওর ॥ ১২ ॥

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর। দুহুক রূপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক ওর ॥
হিরণ কিরণ অধর বরণ আধ নীলমণি জ্যোতি[১]।
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল আধ রতন ছড়ি।
আধ কপালে চাঁন্দের উদয় আধ কপালে রবি ॥

[১] জোতি

আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ডী আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝলমল ফণী উগারএ মণি ॥
মন্দ[১] পবন মলয় শীতল কুন্তল উরএ বায় ॥
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে ডুবিল শেখর[২] রায় ॥ ১৩ ॥

রাই কানুর পিরিতীর[৩] বালাই লয়ে মরি।
খেনে করে আলিঙ্গন খেনে মুখচুম্বন খেনে রাখে হিয়ার উপরি ॥
এলঞে চাঁচর কেশ করে বহুবিধ[৪] বেশ সিন্দূর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁন্দ দেখি ঘাম আকুল হয়েছে শ্যাম মোছহায়ই বসনঅঞ্চলে ॥
দাসীগণ করে হইতে চামর লইঞা হাথে আপনে করএ মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখশশী সুধা ঝোরে রাশি রাশি হেরি নাগর অনিমিখে চায় ॥
ঐছন আরতি দেখি রেএর সজল আঁখি বাহু পসারিঞা করে কোর।
দোহু হিয়ায় দুহু রাখি দোহু চুম্বে মুখশশী দুহু প্রেমে দুহু ভেল ভোর ॥
কুঞ্জমন্দির মাঝে শীতল কুসুম সেজে দোহে দোঁহা বান্ধি ভুজপাশে।
আর জত সখীগণ সভে করে নিরীক্ষণ[৫] দূরে রহু নরোত্তম দাসে[৬] ॥ ১৪ ॥

ভোলে ভোলে রে দোঁহার রূপে নয়ান ভোলে। কনকলতিকা রাই তমালের[৭] কোলে ॥
বিজন[৮] বনে বনে ভ্রমই দুহু। দোঁহার কান্ধেতে শোভে দোঁহাকার বাহু ॥
দীপ সমীপে জেন ইন্দ্র[৯] নীলমণি। জলদে জড়ায়ল জেন সৌ[৪১ক দামিনী ॥
কসিতে কসিল নহে কুন্দল হেম। তুলনা দিবার নাই দোঁহাকার প্রেম ॥
বদনে[১০] বদন দিতে মদন জাগে। আলিঙ্গন দিঞা শ্যাম কিবা ধন মাগে ॥
চান্দ উপরে চাঁদ পিয়া রসসুধা। গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা ॥ ১৫ ॥

॥ সম্ভোগ বের গৌরচন্দ ॥

মাতল কীর্ত্তনরসে গৌর গদাধর। পরশ লাগিঞা হিয়া হইল অধর ॥
দোঁহ মুখ নিরখিতে দুহু ভেল ভোর। দোঁহু ভেল রসনিধি অমিয়া চকোর ॥
বুকে বুকে মিলি দোহে কয়লহি কোর। কাপি পুলক দোহে ঝাপই লোর ॥
তনু মন বাণী দোহে একুই পরাণ। প্রতি অঙ্গে পিরীতি অমিয়া নিরমান ॥
পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল গোরা নটরাজ। দূর সঞে দেখি সব নাগরীমাঝ ॥

---

১ মন্ত্র ২ সিখর ৩ প্রিরিতীর ৪ বহুবিধু ৫ নিরক্ষণ ৬ দাস ৭ তামালের ৮ বিজই ৯ ইন্দু
১০ বদন

[কি] দিয়া নাগরীগণ বুঝিল মরমে। জার পরসাদ পাই প্রেম রতনে॥
গদাধর প্রেমরস গৌর রসিয়া। কহএ নয়নানন্দ এ রসে ভাসিয়া॥ ১৬॥

রতিরসে মাতল অতিশয় নাহ। অমিয়া সরোবরে[১] দুহু অবগাহ॥
সহজে নিরঙ্কুশ নাগররাজ। তাহে মনমথ[২]নৃপ কৌতুক কাজ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে ঘন সিতকার। অনুক্ষণ কিঙ্কিনী করয়ে ফুকার॥
করগহি রাখি ও যুগ চকোরা। দংশইতে সরসিজ কেরা
কহ হরিবল্লভ সহচরীকুলে। হেরত নিভৃতহি উল্লাস হে ফুলে॥ ১৭॥

কমলে ভ্রমর রহু মাতি।
জলধর ক্রোড়ে কি এ তড়িত লতাবলী রতিপতি বিদরএ ছাতি॥
নীলমণি রতন কাঞ্চন কিএ শোভন ঝামরু ভেল মুখজ্যোতি[৩]।
শ্রমজল স্বেদ[৪] বিন্দু বিন্দু চুয়াঅত ঞৈছন জলদ বিথারল মোতি॥
ভুজে ভুজে ছন্দবন্ধ করি সুন্দরী শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
রতিরস আলসে দোহ তনু জর জর প্রিয়সখী চামর ঢুলায়॥
নারী পুরুখ দেহ [৪১খ লখই না পারই অপরূপ দোহজন রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহে অপরূপ পেখিএ দোহ তনু একয়ল সঙ্গ॥ ১৮॥

॥ অলসে শ্রীমহাপ্রভু ॥

কীর্ত্তন সমাধি ভেল অঙ্গ অবসর। পহুকোরে সুতল প্রিয় গদাধর॥
নয়ানে নয়ান কিবা বয়ানে বয়ান। হিয়ায় হিয়ায় রাখি করি এক ঠান॥
দোহ ভুজবন্ধন করি দুই জন। দোহ তনু একাকারে হয়াছে মিলন॥
নয়নানন্দ[৫] বলে জুড়াইল নয়ন। গৌর গদাধরে আজ হেরিএ শয়ন॥ ১৯॥

রতিরস ছরমে শ্যাম হিয়ে সুতলি শরদ[৬] ইন্দুমুখী বালা।
মরকত মদনে কোই জনু পূজল দেই নব কাঞ্চনমালা॥
শ্যাম বয়ন পর বয়ন বিরাজই উর পর কুচযুগ সাজে।
কনক কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল মদন মহোদধি মাঝে॥
ঞৈরল তনুমন ভুজে ভুজে বন্ধন অধরহি অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে হেম নীলমণি জনু বান্ধলি যুগ এক ঠান॥

---

১ সরবরে ২ মোনমথ ৩ জ্যোতি ৪ ছম জল ছেদ ৫ নয়ানন্দ ৬ সরদ

ঘন সঞে দামিনী দুকূলে দুকূল জনু দুহুজন এক পটবাস।
চরণে বেঢ়ি চারু অরুণ সরোরুহা[১] মধুর গোবিন্দদাস ॥ ২০ ॥

অধরে অধরে দুহু ধরি। সুতিআছে কিশোর কিশোরী ॥
ভুজে ভুজে দোহে দোহা বান্ধি। পবন পসিতে নাহি সন্ধি ॥
চিবুকে চিবুকে এক করি। সুতিআছে তাহার উপরি ॥
রাইকুচ হিয়ার মাঝারে। পসিআছে শ্যামকলেবরে ॥
হিয়ার মাঝারে রহিল পসি। নীল হেমগিরিমাঝে শশী ॥
বলয়া কিঙ্কিণী তাহা লাগে। দুহু তনু এক অনুরাগে ॥
চরণে চরণে একাকারে। কেবা তাহা ছাড়াইতে পারে ॥
এক তনু ধরি যদি টানে। দুহু তনু চলে তার সনে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি হাসে। শ্রীগুণ[৪২ক মঞ্জরী তার পাসে ॥
অপরূপ দুহুক বিলাস। এ যদুনন্দন রসভাস ॥ ২১ ॥

দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ। রহি রহি সখী হিএ উপজে তরাস ॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে মউর। দাড়িম্বে[২] ডাকএ কির বলএ মধুর ॥
দাক্ষেডালে বসে ডাকে কপোত কপোতী। তারাগণ সঞে লুকায়ল তারাপতি ॥
সারি বলে সুন রাই চল নিজ ঘর। জাগাইলে না জাগ রাই নাহি মান উর ॥
রায়শেখরে বলে হাঁসিএ হাঁসিএ। চোর হয়ে সাধু পারা রএচ সুতিএ ॥ ২২ ॥

অকরুণ পুন বাল অরুণ উদিত মুদিত কুমুদ বদন চমকি
চুম্বি চঞ্চরি পদ্মিনিক সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনী ঘোর ঘু ঘু ঘন ঘোষে ঘোর
গত জামিনী জিত দামিনী কামিনীকুল লাজে ॥
কুহকত হত শোক[৩] কোক জাগর অবশ বহু লোক
শুক শারিক পিক কাকলি নিধুবন ভরি ওয়াজে।
কলিত ললিত বসন সাজ মণিযুত বেণী ফণী বিরাজ
উঠ কোরক রুচ চোরক কুচজোড়ক মাঝে ॥
তড়িতজড়িত জলদ ভাঁতি দোহে সুখে অতি রহল মাঁতি
জিনি ভাদর রস বাদর পরমাদর শেজে।

১ সররুহা ২ দারিম্বে ৩ সোক

বরজকুলজ জলজনয়নি ঘুমল বিমল কমল বয়নি
কৃত লালিস ভুজ বালিশ আলিস নাহি তেজে॥
টুটল কিয়ে ফুলধনু গুণ কিয়ে রতিবলে ভেল তৃণ সুন
সমর মাঝ পড়ল লাজ রতিপতি ভয় ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতীবৃন্দ গুরুগণগতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস রতিরস রাজে॥ ২৩॥

॥ তত ভাবাঢ্য গৌরচন্দ্র জাগ্রত পূর্বরাগ॥

উঠ উঠ গোরাচাঁন্দ নিশি পোহাইল। নগরের লোক সব উঠিয়া বসিল॥
মউর মউরি রব কোকিলের ধ্বনি। কত সুখে নিদ্রা জায় গোরা দ্বিজ গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ। তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
করজোড় করি বোলে বাসুদেব ঘোষ। কত নিদ্রা জায় গোরা [৪২থ প্রেমের আলস॥২৪॥

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে। কত নিদ্রা জায় কালামাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলিয়ে তোমারে। অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারি বলে শুক সুন গগনে উড়ি ডাক। নবজলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে সারি আমরা বনের পাখি। জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখি॥
বিদ্যাপতি কহে চান্দ গেল নিজ ঠাঞি অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘর জাই॥ ২৫॥

রোষে পিক কহে সারি শুক দোঁহাকারে। কেমনে জাইতে উড়ি চাহ নিজঘরে॥
ঘুমাঅল রাই কানু কাননমাঝারে। আমরা[১] প্রহরী আছি দোঁহ উপকারে॥
অধম তির্যক জাতি হই ডালের পাখি। রাধাকৃষ্ণ অনুচরি হইয়া বনে থাকি॥
না জাগিলে কেমনে জাইবি স্থানান্তর। এমর নিঠুর বাণী না বলিব আর॥
নিরখিএ দেখ নিশি অবসান হইল। পুরুবেতে অরুণ কিরণ প্রকাশল॥
কুলের বহরি ধনি হয় কুলঝিএ। কি জানি প্রমাদ ঘটে দিব জাগাইএ॥ ২৬॥

শারি শুক পিক দেখি নিশি অবসান। জাগাইতে রাধাকৃষ্ণ করি অনুমান॥
সারি বলে শুক ওহে নিশি আছে ঘোর। কেমনে জাগাইব কিশোরা কিশোর॥
ডালেতে বসিলা পিক করে চারুধ্বনি। চমকি উঠিলা তখন রাধা বিনোদিনী॥
বৃন্দাবন দাসে কহে বড় দুখ দিলি। তমালে[২] কনকলতা কেনে ছাড়াইলি॥ ২৭॥

১ আমড়া ২ তামালে

রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন শুনইতে অলি পিক রব[১]।
সহজহি নিজভাবে গরগর অন্তর তহি উহ দ্বিতীয়[২] বিভাব ॥
বেকত গোর অনুভাব।
পুরব রজনীশেষে জাগি দুহু জৈছন উপজল তৈছন ভাব ॥
নয়নে অমল জল অমিয়া [৫৩ক বচন খল পুলক ভরল সব অঙ্গ।
হর্ষ বিষাদ শঙ্কাদি পুন উন্নত কো কহু ভাবতরঙ্গ ॥
ঐছন অনুদিন বিহরে নদিয়া মাহা পুরব ভাব পরকাস।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব ভন রাধামোহন দাস ॥ ২৮ ॥

উঠিয়া বিধুমুখী রজনী প্রভাত দেখি চমকিএ দিগ নেহারে।
বিহান দেখিয়া ধনি মনে বিষাদ গুণি তুরিতহি জাগাও বন্ধুরে ॥
ওঠ বলি প্রাণনাথ শ্যামঅঙ্গে দিএ হাথ ঘন ফুকরএ বিনোদিনী।
সুন সুন নাগর নিন্দহ পরিহর অবগত হইল যামিনী ॥
উঠল গোকুলবাসী মনে মনে হেন বাসি তবে ত হইবে পরমাদ।
তাহে ননদিনী ঘরে মোর ছন্দে সদা ফেরে অবিরোধে সাধে কত বাদ ॥
কি জানি পাপলোকে যদি হেনকালে দেখে অনরথ হইবে তখন।
কহে দাস নরহরি অলস সম্বরি ঝাট হরি করহ চেতন ॥ ২৯ ॥

॥ ললিত রাগ রূপক তাল ॥

রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন ততহি ভাবে ভেল ভোর।
সপন জাগর কি এ দোহু নাহি সমজিয়ে নয়নহি আনন্দলোর ॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
জৈছন গোকুল নাএক কোরহি নায়রি তৈছন শয়ন বিহঙ্গ ॥
বাম চরণ ভুজ পুন পুন আগোরই জাতই দক্ষিণ পাস।
তৈছন বচন কহত পুন আঁখি মুদি বচন রসাল সহাস ॥
জাকর ভাবে প্রকট শচীনন্দন গোরবরণ পরকাস।
সো ভাব নবদ্বীপে এই হরিহরই কহ রাধামোহন দাস ॥ ৩০ ॥

উঠিলা নাগর বড় নিদ্রের ঘোরে। দুটী আঁখি মুদি রহু বিনোদিনীকোরে ॥
ভুজলতা বেঢ়ি রাই বন্ধু নিল কোরে। অনিমিক হয়ে বন্ধুর মুখখানি নেহারে ॥

---
১ বর ২ তৃতিয়

সুবাসিত জলে বন্ধুর মুখ্যানি [৪৩খ পাখালে। মুছিল সিন্দুর ঘটা নেতের অঞ্চলে ॥ ৩১ ॥

কি আজু হইল বন্ধু পোহাইল শর্বরী। কেমনে জাইব ঘরে কুলের বহুরি ॥
গুরু দুরজন সব জাগিএ উঠিল। অবিরোধে পথে মোর সঙ্কোচ হইল ॥
অঙ্গের ভূষণ তাহে হইল বিহীন। সমুদিত[১] আছে সব সুরতক চিন ॥
জেমন আছিল বেশ দেহ যদি করি। তবে ত আপন গৃহে জাইতে হে পারি ॥
শ্যামানন্দ কহে তখন সুন বিনোদিএ। অভিমত ধনিরে দেহ সাজাইএ ॥ ৩২ ॥

॥ বিহাগরা রাগ চঞ্চুপুট তালে। স্বাধীনভর্তৃকা গৌরচন্দ্র ॥

দেখ সখি গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীনভর্তৃকা সুবর নায়িকা ভাবে বুঝি ভেল ভোর ॥ ধ্রু ॥
কহত গদগদ সুনহ বিদগধ প্রাণবল্লভ মোর।
কেশ বেশ কর সিথহি সিন্দুর ভালে তিলক উজোর ॥
পীন পয়োধরে নখর বিদরে পুরহ মৃগমদসার।
কর্ণে কুণ্ডল কোমল কুবলয় গলহী মোতিম হার ॥
এতহি কহি পুন কাঁপে ঘন ঘন নয়ন আনন্দলোর।
এ দাস রাধামোহন চীতহি ভাবই কভু না পায়ল ওর ॥ ৩৩ ॥

॥ স্বাধীনভর্তৃকা ॥

সুন[২] অহে হরি বেশ করহ মোর। সব বিঘটন একলা রহল চপল চরিত তোর ॥
এ মোর শ্রবণে করহ রচনে নব কুবলয় জোড়। দলিত অঞ্জন নয়নে রঞ্জন করহ জতনে মোর ॥
বিগলিত কেশ করহ সুবেশ চিরুনি লইয়া করে। সিন্দুরের রেহ তার মাঝে দেহ জৈছন না হয় টেরে ॥
মৃগমদ চিত্র ভৈ গেল লুপুত কপোলে রচহ মোর।
তার বিন্দু দিয়া শ্রীবুক রচিয়া রচহ এ কুচজোড় ॥
মল্লিমালা উরে রচহ সুন্দরে জঘনে কিঙ্কিণীদাম।
অরুণ বসন [৪৪ক আছিল জেমন রচহ তেমন ঠাম ॥
আলিপন কর হার হিয়ে ধর বলয়া রচহ করে।
চরণে মঞ্জীর রচহ জাবক এ দুই চরণতলে ॥
প্রতি[৩] তনু মোর সব বেশ কর সুনহ[৪] নাগররাজ।
এ যদুনন্দন দরসএ জেন নাহি হএ বহু লাজ ॥ ৩৪ ॥

১ সমদিত ২ সন ৩ পীতি ৪ সন

আনন্দনীর যতনে হরি বারত অলক তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে হরিমুখ হেরইতে থরহরি কাঁপই রাই॥
দেখ সখী রাধামোহন নেহ।
নাগরী বেশ বনায়ত নাগর ভাবে অবশ দুহু দেহ॥ ধ্রু॥
কোরহি জাতি পুনহু হরি সাজত পীন পয়োধর জোড়।
ঘামল কর পঙ্কজ জলে ধোয়ল মৃগমদ চিত উজোর॥
মরমক বোল কহত দুহু আকুল বোধল গদগদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ৩৫॥

যামিনীশেষে বেশ করব তুহু[১] অতএব কয়ল অনুবন্ধ।
উদিতহু অরুণ তবহু কিছু না বুঝিএ তোঁহারি হৃদয় নিরবন্ধ॥
মাধব তুহু বড় নিলজরাজ।
নাগরী মাগুণ গো বর চাতুরি অতিরসে ডুবব আজ॥ ধ্রু॥
লিখইতে তিলক বদন ঘনই মাজসি চিবুক পরসি হসি মন্দ।
অঞ্জইতে নয়ন যুগল ঘন চুম্বনে ঝামর ভেল মুখচন্দ॥
চলইতে গেহ সঘন পরিরম্ভণে ডুবরি ভই গেল অঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহই কো সমঝই রাধামাধব রঙ্গ॥ ৩৬॥

ধনি ধনি কর অবধান। কহ পুন কি করিব অনুচর কান॥
পহিলহি তোঁহারি চরণ পরমাণে। কিশলয় সাজল মদন সআনে॥
চন্দক পবন সঘন তনু দেল। জতি খনে শ্রমজল সব ইব গেল॥
বিগলিত চিকুর জতনে পুন সম্বরী। বকুলমাল সঞে বান্ধল[২] কবরী॥
অঞ্জনে রঞ্জনো [৪৪খ এ দুহু নয়না। জতনে সাজায়ল এ তুয়া বয়না॥
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচজোড়। কাঁপে চপল করপল্লব মোর॥
ইথে জদি রোখসি কাঞ্চন গোর। গোবিন্দদাস গুণ গাও তোর॥ ৩৭॥

আকুল কুটিল কুল সবরি। সিথি বনাই বান্ধু পুন কবরী॥
তহি সম রেহ সিন্দূরক বিন্দু। কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ ইন্দু॥
এ হরি এ হরি রতি অবসান। বিঘটিত বেশ বনহু পুনবার॥
কাজর উজর লোচন ভ্রমরি। শ্রুতি অবতংসয় কিশলয় চমরি॥
পীন পয়োধর থির কর আপি। মৃগমদে রঞ্জহ নখপদ ছাপি॥

১ অতি. পা তোঁহারি হৃ ২ বান্ধুল

বিগলিত কম্বু বলয় গল মোয় । সিথে পিধায়হ নূপুরজোর ॥
মেটল জাবক পদে পুন লেখ । গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক ॥ ৩৮ ॥

॥ অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা শ্রীমহাপ্রভু ॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা[১] রসে গোরা দ্বিজমণি[২] । গদাধরের প্রতি অঙ্গে করএ সাজনি ॥
নিজবাসে মুছই কীর্ত্তনের ধূলি । নয়ানে বহয় ধারা হর্ষ লোমাবলী ॥
নায়িকার[৩] ভাবে দেই নায়িকার ভূষণ । মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন ॥
পূরুব সোঙরি গোরা কত বেশ করে । গৌরদাস হেরি ভাসে আনন্দসাগরে ॥ ৩৯ ॥

হরি নিজ আচরে রাই মুখ মোছই[৪] কুঙ্কুমে তনু পুন মাঁজি ।
অলক তিলক দেই সিথি বনাওই চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥
সিন্দূর দেয়ল সিথে কতহু জতন করি উরুপর লেখই মৃগমদ চিত্রক পেতে ॥
মণিময় মঞ্জীর জতনে পরায়ল উরপর দেয়ল হার ।
তাম্বুল সাজি বদন ভরি দেয়ল নিছুনি তনু আপনার ॥
নয়নহি অঞ্জন কয়ল সুরঞ্জন চিবকহি মৃগমদবৃন্দ ।
চরণকমলতল জাবক লেখই কি [৪৫ক কহব দাসগোবিন্দ ॥ ৪০ ॥

বেশ বনাই বদন পুন হেরই পদযুগে পড়ু বারেবার ।
চর চর লোচনে হেরি রহল ধনী নিজ তনু নহো[৫] আপনার ॥
বিনোদিনীকোড়ে আগোরল কান ।
দেহ বিদায় মন্দিরে চাম জাওব দিনকর কওল পয়ান ॥
কানুক চিত স্থির করি সুন্দরী কুঞ্জসে গমনহু কেল ।
বসনহি ঝাপী বারী মণিমঞ্জীর নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥
রতন সেজ পরি বৈঠলি সুন্দরী সখীগণ ফুকরই তায় ।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল গোবিন্দদাস বলি জায় ॥ ৪১ ॥

॥ কুঞ্জভঙ্গ গৃহগমন ॥

রতনে জড়িত কুঞ্জ পড়িএ রহিল । নিজ নিজ মন্দিরে দোঁহে চলি গেল ॥
নিজ মন্দিরে জেঞে ধনি নিজকার্য্য করে । অবশ হইল অঙ্গ ধরিতে না পারে ॥
গুরুজনা দেখি বলে এমন কেনে মাই । গোবিন্দদাস বলে প্রেমের বলিহারি জাই ॥

॥ অনুরাগ অভিসার অলস কুঞ্জভঙ্গ স্বাধীনভর্ত্তৃকা গৃহাগমন সমাপ্ত ॥

১ সাধন- ২ মুনি ৩ নাইকার ৪ মোচই ৫ নহো

॥ যশোদা উক্তি বাৎসল্য ছলে প্রকারান্ত রসউদ্গার লিখ্যতে ॥

ও মোর জীবন সরবস[১] ধন সোনার নিমাইচান্দে ।
আধ তিল ক্ষণ ও চান্দ বদন না দেখি পরাণ কান্দে ॥
অরুণ কিরণ হইল পরসন উঠহ শয়ন সনে ।
বাহির হইয়া মুখ পাখালিয়া মিলহ সঙ্গিয়া সনে ॥
গদগদ কথা কহে শচীমাতা হাত বুলাইয়া গায় ।
সুনি গৌরহরি অলস সম্বরী উঠিয়া দেখিএ মায় ॥
পাখালি বদন করিয়া গমন সব সহচর সঙ্গ ।
জগন্নাথ দাস[২] চিরদিন আশ দেখিতে ও রসরঙ্গ ॥ ১ ॥

সভারে সকল কাজে নিয়োজিয়া প্রভাতে নন্দের রাণী ।
কানুর শয়ন ভুবনে আসিয়া কহএ মধুর বাণী ॥
উঠহ বাছনি মোছাও নিছনী অলস করহ [৪৫খ দূর ।
প্রিয়সখাগণ ভরিল ভবন উদয় করিল সুর ॥
রামের বসন পরিলা কখন কে নিলে[৩] বসন তোর ।
রাতা উতপল নয়ন যুগল কি লাগি দেখিয়ে জোড় ॥
নীল নলিন আতপে মলিন কেন বা এমন দেহ ।
উনমত হয়া বুলহ ধাইয়া কুদিঠি দিলে বা কেহো ॥
হিয়ার উপর কণ্টক আচর গিয়াছিলে কোন বনে ।
আমার কপালে না জানি কি ফলে পরাণে মরিব মেনে ॥
দেবতা কতেক দানব জতেক ফিরিয়ে গহন বনে ।
সে সব দেখিল তাহে জে হইল হেনই বাসিয়ে মনে ॥
দেবের কারণে মঙ্গলাচরণে পূজিব সিনান করি ।
এ দধি ওদন করিয়া জতন ভুঞ্জিব উদর ভরি ॥
মায়ের বচনে জাগিয়া[৪] তখনে হাঁসএ গোকুল রায় ।
দেবতাসেবিনী জানিলা তখনি কানু সে ঠেকেছে দায় ॥
রাণীর নন্দন গৌরীর চরণ সঘন জপন করে ।
শেখর যুগতি সুন যশোমতী[৫] কি ভয় তাহারি তরে ॥ ২ ॥

দেবী ভগবতী পূর্ণমাসী[৬] খ্যাতি প্রভাতে সিনান করি ।

---

১ সরবর ২ জগন্নাথ দাশ ৩ লিলে ৪ জাগীয়া ৫ জসমতি ৬ পুর্ণমাসি

কানুর দরসে চলিলা হরিসে আইলা নন্দের বাড়ি ॥
দেখি নন্দরাণী ধাইয়া অমনি পড়িলা চরণতলে ।
তারে কোলে লঞা শির পরসিয়া আশিস[১] বচনে বলে ॥
সতীশিরোমণি[২] অখিল জননী পরাণ বাছনি মোর ।
পতিপুত্র সহ ধেনু বছ সব কুশলে থাকুক তোর ॥
রাণী তারে লঞা তুরিতে আসিয়া দেখায় পুত্রের মুখ ।
গাএ হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া স্নেহে দরদর বুক ॥
নয়নের নীরে স্তনখিরধারে ভিগায় বসন বাস ।
ধনিষ্ঠার পাসে দেখি মনে হাঁসে এ যদুনন্দন দাস ॥ ৩ ॥

রামক নীল[৩] বসন কাহে পীন্ধ । উদয় অরুণ কেন না ভা[৪৬ক অঙ্গএ নিন্দ ॥
ব্রজকুল চান্দ নিছনি জাও তোর । অঙ্গ বিভঙ্গ কত এ তনু মোর ॥
ফাগু ভরল কি এ লোচন জোর । কহায়া লাগল হিয়া কণ্টক আঁচোর ॥
ঝামর ভেল নীল উতপল দেহ । না জানি পাপ দিঠি দেয়ল কেহ ॥
মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ[৪] । তবহু ভুঞ্জবি দধি ওদন য়েহ ॥
এতহু কহল জব যশোমতী[৫] ভাষ । আঁচরে ঝাঁপী নিবারএ হাঁস ॥
গোবিন্দদাস কহে ব্রজ অধিদেবী । উনহি নিরাপদ গৌরীক সেবি ॥ ৪ ॥

অন্তরে জানেন দেবী সকল বারতা[৬] । বাক্যে ছল করি কহে যশোদারে কথা ॥
পরাণ বাছুনি মোর শোন নন্দরাণী । নিরাপদে কুশলে থাকিবে নীলমণি[৭] ॥
ভানুর নন্দিনী রাই গুণে অগণন । জতনে আনিএ গেহে করাহ রন্ধন ॥
তাহার হস্তে ওদন অমৃত সমান । ভুঞ্জাহ গোপালে হবে আয়ু যশোবান[৮] ॥
জটীলের নিকটে পাঠাহ নিজ জনে । নিশ্চয় পাঠাবে বধূ তোমার ভবনে ॥
তোমাতে তাহার স্নেহ[৯] হয় অতিশয় । যদু কহে কেবল তোমার তনয়েরে ভয় ॥ ৫ ॥

পূর্ণমাসীর কথা তখন শুনি যশোমতী[১০] । আদরে ডাকিএ বলে কুন্দলতার প্রতি[১১] ॥
জটিলের মন্দিরে তুমি করহ গমন । তুরিতে আনহ বধূ করিএ জতন ॥
জানিও চরণে তার নতি বহুতর । নিশ্চিন্দে পাঠান বধূ না ভাবেন পর ॥
চলিলেন কুন্দলতা হৃদএ চিন্তিত । জটিলার মন্দিরে গিয়ে হৈল উপনীত ॥
ভিতর মহলে গিয়ে জটিলায় বন্দিলা । কহেন আমারে নন্দরাণী পাঠাইলা ॥ ৬ ॥

১ আসিস ২ -শীরমুনী ৩ নিল ৪ গ্রেহ ৫ যশমতি ৬ বাড়তা ৭ নিলমুনি ৮ জসবাণ ৯ স্ত্রেহ
১০ ষুনি জসমতি ১১ প্রিতী

দেখিয়া কুন্দলতা জটিলা উনমতা পরম আনন্দে নাচই ।
ধরিয়া করিল কোরে তি"তিল আঁখির লোরে কুশল বারতা পুছই ॥
ও মোর বাছনি শতহি কাঁহিনী [৪৬খ কহবি নিকটে মো হেরি ।
তু হেন কুলবতী জগতে কিরিতি মোরে বিসোআসো তো হেরি ॥
গোপপুরী ভরি যতহি সুন্দরী কাহুক না রহু লাজবি ।
তো হেন কুলবতী না পাউ যতি সতী ঘোসয়ে লছিমি সমাঝমি ॥
হরসি কুন্দলতা ভরসি কহে কথা কতহি বিনয় বেভারঞি ।
চতুর শেখর যুবতী অন্তর কতহু যতনে সুধারঞি ॥ ৭ ॥

যশোদা সুন্দরী[১] না জানে চাতুরী পরম উদার সেহ ।
জখনি জা বোলে তখনি তা ভুলে সভারে সমান নেহ ॥
হেদে গো আরিজা মা ।
সে জন পাঠাইল সত্বরে দেখিতে তোমার পা ॥
চুলে ধর ধরি দশন উপরি জে সব কহিল বাণী ।
সে সব সুনিতে হেন লয় চিতে পাষাণ গলয়ে জানি ॥
মাসির চরণে কহিয়া বচনে গোপতে আনিবে বহু ।
অলখিতে পথে আসিবে তুরিতে জেমনে না দেখে কেহু ॥
সুনিআ মিনতি উলসি যুবতী[২] চলিলা রাইর ঘরে ।
কুন্দলতা করে সোপিয়া বধূরে রাণীকে আশিস[৩] করে ॥
ধরি কর লঞা নিজ শিরে[৪] দিয়া কহয়ে কাতর বোল ।
কুলের ধরম পুতের সরম সকলি রাখিবি মোর ॥
যশোদা[৫] তনয় না মানে বিনয় তাহারে আমার ডর ।
নিভৃত কেতনে রাখিবে জতনে জেমনে না হাসে পর ॥
কুন্দলতা কহে তুমি দেব মোহে চরণ পরসে তোর ।
শেখরের ঠাঞি কোন ডর নাঞি ও বোলে ভরসা মোর ॥ ৮ ॥

জরতী জতন করি কহে শুন সুন্দরী সখী সঙ্গে করহ পয়ান ।
উরনি ঘোরনি মাথে দেখিয়া চলিবে পথে লক্ষিতে না পারে জেন আন ॥
বড়ার ঝিআরি বট কুলশীলে নহ ছোট সব গুণে [৪৭ক হও পরবিন ।
থাকিবে সভার মাঝে বুঝিবে আপন কাজে আমি আর জিব কতদিন ॥

১ শুন্দরি ২ জুবতি ৩ আসিস ৪ সিরে ৫ জসদা

সদয়ে বিদায় করি জটিলা চলিলা ঘরি উলসিত রসবতী রাধে।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী তার লেই সেই উপহার চললহি পুরাইতে সাধে॥
গজেন্দ্র[১] গমন জিনি চলে রাই বিনোদিনী সুখত শরীর[২] হেলি অঙ্গ।
এ কবিশেখর রায় পুছিতে পুছিতে জায় রজনী বিলাস রসরঙ্গ॥ ৯॥

পথগতি মিলল রাধা কান। দোঁহ মনে মনসিজ পূরল সন্ধান॥
দোঁহ মুখ হেরইতে দোঁহ ভেল ভোর। সময় না বুঝই অচতুর চোর॥
বিদগধ সঙ্গিনী সব দিগ জান। কুটিল নেহারি কয়ল সমাধান॥
চললি রাজপথে দোহ উপঝাই। কহ কবিশেখর সখী চতুরাই॥ ১০॥

কুন্দ সঙ্গে আইল রাই নন্দের ভবন। রোহিণী যশোদার[৩] আসি বন্দিল চরণ॥
রাই মুখ হেরি ভাসে আনন্দ সাগরে। বদন চুম্বিয়া রাই করিলেন কোরে॥
নয়নের জলে ভাসে অঙ্গের বসন। অনিমিখে হেরে রেয়ের সুচান্দ বদন॥
বিধিরে নিন্দিএ কত বলে বার বার। হেন বধূ নাহি দিল কি বলিব আর॥
বহু সমাদরে ধনির তুসিলেন মন। নিজজি করিলেন রেয়ে করিতে রন্ধন॥
তোমার হস্তের অন্ন ভুঞ্জাব[৪] গোপালে। যাদবেন্দু[৫] বলে রাণী কহিলেন ভালে॥ ১১॥

বসিলা সুন্দরী পীঢ়ার উপরি রন্ধন করিতে সাধে।
সব দাসীগণ তুরিতে জোগান আনন্দে মগন রাধে॥
সুগন্ধি ওদন বিবিধ ব্যঞ্জন গোরস বিবিধ বিধানী।
সুবাসিত বারি[৬] ভৃঙ্গারেতে পুরি থরে থরে রাখে ধনি॥
মতি মনোহরা গুজা খাজা পেড়া সবপাক শিখ [৪৭খ রিণী।
ঝলল পীঠক দধিক মিঠক রসপূক রসকেলি॥
লছিমি অধিক করিল রাধিকা নিরুপণ নাহি তার।
নেতফালি দিএ রাখিল ঢাকিয়ে জত জত উপহার॥ ১২॥

ভোজন মন্দির ভিতর বাহির সুধিয়া শীতল করি।
পিঁড়ি সারি সারি সুবর্ণ ঝাঝরি সুগন্ধি সলিলে ভরি॥
রাই সখীগণ কয়ল মিঠান্ন ক্রমশ করিয়া রাখি।
সে সব বিলানি নন্দের রমণী দেখিয়া হইলা সুখি॥

---

১ গজেন্দ ২ সরির ৩ রুহিনি জসদায় ৪ ভঞ্জাস ৫ জাদবিন্দু ৬ সুভাসীত বাড়ী

কানাই বলাই মিলি দুটী ভাই সখাগণ করি সঙ্গে।
ভোজনে বসিয়া পক্কান্ন দেখিয়া বটুর বাঢ়ল রঙ্গে ॥
রোহিণী[১] নন্দন করেন ভোজন বটুর ডাহিনে বসি।
বামেতে সুবল ডাহিনে মঙ্গল মঙ্গল সঘনে উঠয়ে হাঁসি ॥
রামের জননী দিছেন আপনি রাধিকা রান্ধিল জত।
সুগন্ধি ওদন বিবিধ ব্যঞ্জন[২] তাহা বা কহিব কত ॥
বিধি অগোচর যত উপহার দিয়াছেন যশোদা[৩] মায়।
রাধার বদন দেখিয়া চেতন হইলা নাগর রায় ॥
অরুচি দেখিয়া আকুল হইয়া কহয়ে নন্দের রাণী।
রাধা রসবতী কর্পূর মালতী তোমার লাগিয়া আনি ॥
তুমি না খাইবে রাই না আসিবে স্বরূপে কহিল তোরে।
বিশাখা ললিতা আর কুন্দলতা ঠারিয়া কহিছে মোরে ॥
মায়ের বচনে পাওল চেতনে নাগরশেখর কান[৪]।
রাই মুখ দিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া করল ভোজন পান ॥
সব সখাগণ করিয়া ভোজন উঠিল আপন সুখে।
আচমন করি জায় ঘরাঘরি কর্পূর তাম্বুল মুখে ॥
নন্দের নন্দন করি আচমন পালঙ্কে ঢালয়ে গা।
চরণ সেবন করে দাসগণ শেখরে[৫] করএ বা ॥ ১৩ ॥

[৪৮ক রন্ধনে রমণী হইয়া মলিনী বাহির হইয়া বসি।
ঘামে টলমল সে অঙ্গ অতুল জেমন দিবস শশী ॥
আসি দাসীগণ করায়ে শিয়ান সুগন্ধি শীতল নীরে।
প্রিয় সখীগণ পরান বসন করল ছরম দূরে ॥
রাধা দাসীগণ চতুর নিপুণ মাজনি বিরল ঘরে।
বসিতে আসন জলের ভাজন সারি সারি করি ধরে ॥
যশোদা আকুলি করিয়া ব্যাকুলি রাইরে করিল ক্রোড়ে।

১ রুহিনি ২ ব্রঞ্জন ৩ জসদা ৪ কানু ৫ সিখরে

ও মোর বাছনি মুঞাও নিছুনি ভোজন করহ বোলে ॥
রাণীর বচন চলিল তখন বসিলা আসন পরি।
রোহিণী আনিয়া দেন যোগাইয়া থালিয়া বেলিয়া ভরি ॥
রাইর জে পণ জানিয়া তখন কুন্দলতা প্রিয়োত্তমা।
প্রিয়া শেষ আনি ভুঞ্জায়ে রমণী করিয়া চাতুরি সীমা ॥
সখীগণ সঙ্গে নানা রসরঙ্গে ভোজন করল সুখে ॥
ভক্ষ সমপন করি আচমন তাম্বুল দেওল মুখে ॥
পালঙ্ক উপরি বসিলা সুন্দরী বালিসে হেলিয়ে গায়।
রাইর ইঙ্গিতে জোটল থালিতে ভুঞ্জল শেখর[১] রায় ॥ ১৪ ॥

পরম সাদরে ধনি নন্দের ভবনে। কৌতুকবিলাসে রহে সঙ্গিনী সনে ॥
কুটিলা কুচরিপোনা সোঙরিএ মনে। উছলল তনু মন জাইতে ভবনে ॥
বুঝিয়া ধনির মন কুন্দলতা কয়। রাণীরে বলএ রাই মাগএ বিদায় ॥
বিচিত্র বসন আর বিচিত্র ভূষণ। পরায় যশোদা রাণী[২] করিয়া জতন ॥
বিবিধ মদক দিল রেএর অঞ্চলে। গদগদ স্বরে বোল ভাসে নয়ানজলে ॥
ধাতার মাথায় বাজ কি বলিব তারে। না জানিয়া হেন ঘরে বিয়া দিল তোরে ॥
অন্তরে বেদনা মোর অন্তরে নিবারি। দিনেক লাগীয়া তোরে রাখিতে না পারি ॥
[৪৮খ যাদবেন্দু[৩] কহে রাণী না ভাবিহ পর। একুই জানিয় তুমি এই সেই ঘর ॥ ১৫ ॥

কুন্দলতা সনে কথা কয় নন্দরাণী। রাইরে লইয়া বাছা চলহ আপনি ॥
জতন করিয়া বধূ সোপিবে তাহারে। কহিবে সকল কথা বিনয় বেভারে ॥
জটিলা তোমারে সদা করে পরতিত। বুঝিয়া কহিবে সব জে হয় উচিত ॥
রাধিকা জেমন ইথে নিতি এস্যে যায়। ললিতা বিশাখা লঞা করিবে উপায় ॥
রাণীর দেখিয়া রিত চতুর শেখর। সঙ্কেত কহিয়া রাইএ করিল সত্তর[৪] ॥ ১৬ ॥

সখী সাথে[৫] জায় পথে রাই বিনোদিনী। বিষাদে বিকল হিয়া কহয়ে কাহিনী ॥
এ নারীজনমে আমি কনু পাপ। সেই ফলে সদাই পাইয়া মনস্তাপ ॥
ননদিনী কুবাদিনী প্রীতি বোলে ভাজে। সাসুড়ি সঘন ঠেড়ি ডাখিঠাডে তাজে ॥
স্বামী[৬] সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে। নিশ্বাস ছাড়িতে নারি দেওরের ডরে ॥
পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই। আপনা বলিয়া বোলে হেন কেহ নাই ॥

---

১ সিখর ২ জসদা রানি ৩ জাদুবিন্দু ৪ সত্তরে ৫ সথে ৬ স্বামি

পরাধীন হয়া প্রেম করিনু সুজনে। জানিয়া শুনিয়া ঝাপ দিয়াছি আগুনে ॥
কহে কবিশেখর রাই না করিহ ভর। গোপতে ভুঞ্জিবে[১] সুখ কে জানিবে পর ॥ ১৭ ॥

ধনি কুন্দলতা বিশাখা ললিতা রাইরে আনিয়া ঘরে।
রাধিকা রতন করিয়া যতন শোপেল বুড়ির করে ॥
বিবিধ ভূষণ বিচিত্র বসন দেখিয়া বধূর অঙ্গে।
সাদরে আদর করিয়া সভার বস্যায় আপন সঙ্গে ॥
সুন কুন্দলতা কহি সব কথা যশোদা আমার ঝি।
এ ঘর সে ঘর সকল তাহার নিশ্চয়[২] করিআছি ॥
না দেখি নয়নে না শুনি শ্রবণে বসিলে উ [৪৯ক ঠিতে নারি।
শরীর[৩] অচল সদাই বিকল না জানি কখন মরি ॥
দেবতা আশিসে[৪] থাকুক হরিষে কোলের কোঙর লয়া।
গোধন পালন করুন সঘন জনম আয়ুাতি হয়া ॥
শুনিয়া উত্তর চতুর শেখর বিনিয়া কহয়ে বাণী।
তোমার চরণ চরিত চলল সঘন জপেন রাণী ॥ ১৮ ॥

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্য নবঘন বর্ণ ॥

নবদ্বীপগগনে উয়ল দিনরাতি। ঘনরসে সেচল স্থির চর জাতি ॥
দেখ দেখ গৌর জলদ অবতার। বরিখয়ে প্রেম অমিঞা অনিবার ॥
জগভরি বরিখল দুরদিন লোর। হরি রসে ডগমগ জগজন ভোর ॥
নাচত উনমত ভকত মউর। অভকত ভেখ আনরসে ডুব ॥
ভকতি লতা তিন ভুবনে বেআপি। উত্তম অধম জনে প্রেমফল আপি ॥
কীর্ত্তন কুলিশ জো গরজন জারি। জ্ঞানসেতু ঘন গরজে বিদারি ॥
চিতবন নিকসিল করম ভুজঙ্গ। নিরসন কলিমদ দহন তরঙ্গ ॥
অর্পিত চাতক তিরপিত ভেল। দশদিশ সবহু নদী বহে গেল ॥
ডুবল অবনী কাহ নাহি ধাম। সংসারাচলে রহু দাস বলরাম ॥ [১৯ ॥]

১ ভজিবে ২ নিশ্রয় ৩ সরির ৪ আসিসে

॥ সর্বকালোচিত গৌরচন্দ্র ॥

সর্বকালোচিতাভিসার তন্ত্বাবাক্রান্ত শ্রীমহাপ্রভু।

রাধাপ্রেমোদয়ে গোরার স্থির নাহি হয়। সেই ভাবে খেনে খেনে করএ উদয় ॥
অভিসারে সাজই সময় সুজানি। মত্তমাতঙ্গ চলে যথা সুরধুনী ॥
জিনি জাম্বুনদ হেম অঙ্গের কিরণ। দশদিশ[১] আলো করে জিনি শশিগণ[২] ॥
শ্রীমুখমণ্ডল সিংহগ্রীব ভুজদ্বয়। কিসে বা তুলনা দিব তুলনা না হয় ॥
কুন্তল অতুল নাসা শ্রুতিযুগাধর। কুণ্ডল[৩] মঞ্জুল বিম্ব নিন্দি খগবর ॥
ভাঙ্গ বিভঙ্গি আঁখি নাহি পরিমাণ। নীল পঙ্কজ জিনি কামের কামান ॥
ঘনবাসো [৪৯খ অঙ্গে জেন বিজুরি সঞ্চারে। মদনবিজয়ী মালা উরো পরিসরে ॥
প্রেমধারা অবিরত বহে নিরন্তরে। বৈষ্ণবদাস রূপ ভাবিএ বিভোরে[৪] ॥ ১ ॥

করিবর রাজ হংসীগতি গামিনী চললহি সঙ্কেতগেহা।
অমূল্য তড়িত দন্ত হেম মঞ্জরী জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥
জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে[৫]।
ভাঙলতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনী জিনি আধ বিধু বড় ভালে ॥
নলিনী চকোর সফরি সব মধুকর মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিল ফুল গরুড়[৬] চঞ্চু জিনি গিধিনি শ্রবণ[৭] বিসেখি ॥
কনক মুকুর শশী[৮] কমল জিনিয়া মুখ জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করকবীজ জিনি কম্বুকণ্ঠ আকারে ॥
বেল তাল যুগ[৯] হেম কলস গিরি কঠোর জিনিঞা কুচ সাজা।
বাহু মৃণালপাশ বল্লরী জিনি ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোম লতাবলী সেবিল কজ্জল ত্রিবলি তরঙ্গিণী রঙ্গা।
নাভি সরোবরে সরোরুহ দল জিনি নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী করিবর কর জিনি স্থলপঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন চন্দ্রকান্তমণি জিনি পিকু জিনি অমিঞা সুবাণী ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ[১০] একাদশ অবতারা ॥ ২ ॥

---

১ দশছশ ২ শসিগণ ৩ কুণ্ডোল ৪ বিভোর ৫ সৈবাল ৬ গরুর ৭ স্রবন ৮ সসি ৯ জুগ
১০ নারাঅন

দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই।
চকিত বিলোকনে চাহই দশদিশ প্রেমসিন্ধু অবগাই॥
এক সখী সঙ্গে চলু নব নাগরী নাগর সঙ্কেতকুঞ্জে।
মল্লিকা মালতী কুসুম[1] বিথারিত গুঞ্জিত তাহা অলিপুঞ্জে[2]।
নিসবদ মণ্ডল অঙ্গ বিভূষণ তৈছনে [ঢেক নূপুর চরণে।
সিন্দূর চন্দন কজ্জল উজ্জ্বল কৃত অবগুণ্ঠন বসনে॥ ৩॥

নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল ও নব নাগরসঙ্গ।
পন্থঘটিত দুখ সবহু দূরে গেও বাড়ল মনোভব রঙ্গ॥
দেখ দেখ অনুপম দুহু মুখইন্দু।
দুহুক দরস রসে ভোরল হরিষহে উছলল প্রেমক সিন্ধু॥ ধ্রু॥
দোঁহক আলোকনে দোহ পুলকাইত লোচনে আনন্দলোর।
বিবরণ কাঁপ শ্যাম ভেল গদগদ স্তবদ ভেল পুন ভোর॥
ঐছন ভাব না হেরিএ ত্রিভুবন ঐছন নিরুপম নেহা।
দাস রাধামোহন চিতে নিশ্চয়[3] করু এক পরাণ ভিনু দেহা॥ ৪॥

কিএ শুভ দরশনে উলসিত লোচনে দুহু দুহু হেরি মুখচান্দে।
তৃষিত[4] চাতক নব জলধরে মিলল ভুখিল চকোর চারু চান্দে॥
আধ নয়ানে দুহু রূপ নেহারই চাহনি আনহি ভাঁতি।
রসের আবেশে দোহ অঙ্গ হেলাহেলি বিছরল প্রেম সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ গৌরী পরসে সেহ মিলায়ল জেন কাঁচা নুনি।
রাই তনু ধরিতে নারে এলাইল আনন্দ ভরে শিরীষ কুসুম কমলিনী॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র নায়রি চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু চান্দ আগোরল ঐছে রহল শ্যামকোর॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখী[5] চন্দক বিগলিত নীল নিচোল।
দোঁহক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন অবিরত প্রেম হিলোল॥ ৫॥

পহিল সমাগম রাধা কান। অতি রসে মগন ভেল পাঁচবাণ॥ ধ্রু॥
দোহ মুখ দরশনে দোহক বিলোকনে আনন্দ নীর নিঝাপই রে।
আরতি পরসতি কুচ কনকাচল গিরিবরধর কর কাঁপই রে॥

---

১ কুসম ২ পুঞ্জ ৩ নিশ্রয় ৪ তৃশীত ৫ সিখি

গদগদ ভাষে আলাপই দুহু দুহু চুম্বনে নয়ান ঢুলায়ই রে।
দুহু পরিরম্ভণে দোহ তনু পুলকিত অঙ্গহি অঙ্গ হেলাঅই রে॥
দোহ রসে ভাসি দুহু অবলম্বই রঙ্গ তরঙ্গিত অঙ্গ দোহু।
[৫০খ নব নাগরি সঞে নাগর শেখর ভুলল গোবিন্দদাস পহু॥ ৬॥

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্য হাট বর্ণন॥

হাটের পত্তন শ্রীশচীনন্দন করল পাইএ সুখ।
হাটের ঠাকুর নিতাই সুন্দর খণ্ডিল জীবের দুখ॥
দেখ হাট মনোহর রঙ্গ।
নরহরিদাস হাটের বিশ্বাস শ্রীনিবাস তার সঙ্গ॥
আর অদ্ভুত নিতাই অদ্বৈত মুন্সি হাটের মাঝ।
হরিদাস আদি ফিরে হাট সাধি রামানন্দ সত্যরাজ॥
করতালি জত বাদ্য বাজে কত মৃদঙ্গ তাহার ঢোল।
হাট কলরব নৃত্যগীত[১] সব ঘন হরি হরি বোল॥
প্রেমের পসার লএ গদাধর সঙ্গে পারিষদগণ।
রায় রামানন্দ মুরারি মুকুন্দ বাসুদেব সুলোচন॥
সনাতন রূপ পণ্ডিত স্বরূপ দামোদর যার নাম।
বাসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ বক্রেশ্বর গুণধাম॥
পণ্ডিত শঙ্কর আর কাশীশ্বর মুকুন্দ মাধব দাস।
রঘুনাথ আদি গুণের অবধি পুরিল মনের আশ॥
কত নাম নিব পসারিএ সব পসার লইআ কাছে।
পশার ভূষণ পুলক রোদন মহাভাব আদি আছে॥
হাটের হাটুয়া ভকত নাটের নাটুয়া পসার মহিমা জানি।
দৈন্য[২] দাম দিএ সে প্রেম আনিয়া সদা করে বিকিকিনি॥
হাটের কোটাল ঠাকুর গোপাল দানী ঘাটে গোপীনাথ।
হাটের পালন শ্রীরঘুনন্দন করেন সুন্দর শাথ॥
দিবা রাত্রি নাঞি বাজার সদাই জে জায় সে প্রেম পায়।
প্রেমের পসার করল বিথার শচীর[৩] দুলাল রায়॥

---
১ নিত্যোগতি ২ দন্য ৩ স্বচির

ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাঙ্গাল খাইয়া ভরল পেট।
দেখিআ শমন করয়ে ভাবন বদন করিএ হেট॥
জরা মৃত্যু[১] নাই আনন্দ সদাই লোকভয় নাহি হয়।
আশা ঝুলি করি শেখর ভিক্ষারি বাজারে মাগিয়া খায়॥ ৭॥

[৫১ক॥ ততঃ শুক্লাভিসার তদুচিত মহাপ্রভু॥

কীর্তনবিলাসে সাজো গোরা দ্বিজমণি। নিভৃত নির্জনে চল জথা সুরধুনী॥
পিঁধহ নিরমল ধবল বসন। শুভ্র চন্দনে কর অঙ্গ বিলেপন॥
বক্ষে বিলম্বিত[২] মুকাতিক মাল। হিমকর কিরণে জেনহি মিসাল॥
নূপুরহি করহত যুগল চরণ। দুরজন ভএ কহে দাস মোহন॥ ৮॥

সুন্দরী মাধব তুয়া পথ হেরই তুরিতে করহ অভিসার।
গগন উপরে উজল বিধুমণ্ডল বিমল বিকল পরচার॥
সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন কর্পূর খচিত করি অঙ্গ।
দুগ্ধ ফেনসিত অম্বর পহিরহ কুঞ্জহি চলহ নিশঙ্ক॥
চরণ কমল নূপুর তেজি সুন্দরী চল তাহে সবদ রহিত।
এতহি বচন যুনিঞা বিধুমুখী[৩] মনসিজ মদে উলসিত॥
নয়ন কমল মৃগ খঞ্জন গঞ্জন সচকিত হেরত গোরি।
মোহন ভাবয়ে আপনক বেশ ধনি আপনি করত বিচারি॥ ৯॥

ত্বং কুচবল্গিত মৌক্তিক মালা। স্মিতসান্দ্রীকৃত শশিকর জালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিত বেশা। রাকা রজনি রজনি গুরুরেষা॥ ধ্রু॥
পরিহিত মাহিষদধিরুচিসিচয়া। বপুরর্পিত ঘনচন্দন নিচয়া॥
কর্ণকরম্বিত কৈরব হাসা। কলিত সনাতন সঙ্গবিলাসা॥ ১০॥

কৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি গোরার জাগএ অন্তরে। জাইতে বিচল মন সুরধুনী তীরে॥
চন্দনে চর্চিত করে সব কলেবর। গলে গজমতি হার অঙ্গে শুক্লাম্বর॥
উজর হিমকর দিগ বিথার। কুন্দ কুসুমে বান্ধে কবরীক ভার॥
রাইভাবে সমুদিত গোরা দ্বিজমণি[৪]। শুক্লাভিসারে[৫] চলে যথা সুরধুনী॥ ১১॥

---

১ যরামিত্র ২ বিলম্বীৎ ৩ বিদুমুখী ৪ দ্বিজমুনি ৫ সুক্লাভিসারে

কুন্দ কুসুমে করি কবরীক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দনচর্চিত রুচির কর্পূর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ [৫১খ ভরিপুর ॥
চান্দনি রজনী ওজোরল গৌরি। হরি অভিসার রভস রসে ভরি ॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই। ধরণীয় কৌমুদী মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুলই। রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহাপুরই ॥
পুরভি মনোরথ গতি অনিবার। গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥
সুরত সিঙ্গার কিরিতিময় ভাষ। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥ ১২ ।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী। দোহে দোঁহা পাওল পরসক মণি ॥
দরসনে দুহু দুহু ভনহি ভোর। নয়নে ঝোরএ দোঁহার আনন্দলোর ॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ। উথলিল দোহু মনে মদনতরঙ্গ ॥
সহচরীগণ সব আনন্দ ভাস। দোহু মুখ হেরই নরোত্তম দাস ॥ ১৩ ॥

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর ইহ নলিনিদল গুঞ্জে।
ও তনু নবঘন সুন্দর বঞ্চিত ইহ থীর বিজরিপুঞ্জে ॥
দেখ রাধা মাধব জোরি।
দুহুক পরস রসে দুহু পুলকিত দুহে দোহা রহল আগোরি ॥
ও নব নাগর সবগু[ণ] আগোর ইহ কলাবতী সীম।
ওহ অতি চতুর শিরোমণি[1] বিদদএ সব গুণহি গরিম ॥
মধুর বৃন্দাবনে শ্যাম গৌরী তনু দুহু নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু শ্রীবল্লভ ভোর ॥ ১৪ ॥

কি কহব মাধব প্রেমক রীতি। তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিতি ॥
গুরুজন বঞ্চউ উজর চন্দ। দুরুজন নয়ন পদহি পদফন্দ ॥
ঐছে মতি দূরতর পন্থী সঞ্চার। ততহি কলাবতী চলু অভিসার ॥
জাহা ধনি ধাধসে ভাঙ ধুলান। সাধ সে ধাওএ কতহু পাঁচবাণ ॥
সো তোহে কুঞ্জ মিলন নিরবধি। গোবিন্দদাস কহ [৫২ক পুরল সাধ ॥ ১৫ ॥

॥ ইতি শুক্লাভিসার সমাপ্ত ॥

॥ ইক্ষুশাল ॥

বিশ্বম্ভর গাছ কাঁতরি গদাধর। নিত্যানন্দ জাঠে তাহে ফেরে নিরন্তর ॥

---

১ শিরমুনি

অভিরাম সারঙ্গ এক বলদ তাহে বলদ এক জুড়ি। চালায় সরকার ঠাকুর হাতে গুঞ্জা করি॥
গুণবান্তা গাএন বাএন সব ফিরে। হরিনাম ইক্ষুরস দর দরাইতে পড়ে।
জে পায় দেখয় রস কেহো না আনয়। জত জত খায় তভু পেট না ভরয়॥
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ুই। নানামতে করে পাক জার জে রুচয়॥
গোবিন্দদাস পণ্ডিত হইলা রসের ভাণ্ডারী। বিনিমেষে দেয় রস গাগরি গাগরি॥
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল। মাগিয়া যাচিএ শালে খায় সর্বকাল॥ ১৬॥

॥ অথ তিমির অভিসার ॥

জিনি কনকাচল কান্তি উজিআর। নিজ অঙ্গ হেরি গোরা করত বিচার॥
নিবিড় তিমির ভরু ঘোর আন্ধিআর[১]। পারিষদে কহে শুন বচন আমার॥
মৃগমদে তনু মোর করহ লেপন। লখিতে না পারে জেন জত দুরজন॥
নীল বসন দেহ নীল ভূষণ। কৃষ্ণ দরশনে আমি করিব গমন॥
নরোত্তম দাস বলে রাই ভাবাযোগে। সুরধুনী জাবে গোরা না সহে বেয়াজে[২]॥ ১৭॥

অম্বরে ডম্বর ভর নব নেহ। বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উজল শ্যামর ইন্দু। উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু॥
অব জনি সাজনি করহ বিচার। শুভক্ষণ ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু ঘনু লেপহ মোর। তহি পহি রাতুল নীল নিচোল॥
কি ফল উচ কাঁচ কণ্টক[৩] ভার। দূর কর শোভিনি মোতিনি হার॥
তুহুঁ সখী দেখহ দেহনি লাগি। গুরুজন ঘুমল অবহু কি জাগি॥
চলই দীপ ভরম [৫২খ জনি চোই। গোবিন্দদাস সঙ্গে চলি গোই॥ ১৮॥

নীলিম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জনি নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়া গলে ভুজযুগ মণ্ডিত পহিরলি নীল নিচোর॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল সামরি কুহু যামিনী ভয় লাগি॥
নীল অলক কুল অলি কহি লোলত নীল তিমিরে চলু গোই।
নীলমকা সরে নলিনী হিলোলত লখই না পারই কোই॥

---

১ আন্ধীআর ২ বেরাজে ৩ কঙ্কক

নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই চৌদিশে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতএ অনুমানল রাই চললি অভিসার॥ ১৯॥

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর। কি ফল পহিরবি নীল নিচোল॥
শরদ চান্দমুখী এ তুয়া হাস। বিঘটন তিমির ভেল পরকাস॥
এ সখী ধরবি হামারি উপদেশ। তব অভিসারব হরিক উদেস॥
আঁচরি ঝাপউ আনল চন্দ্র। দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ॥
নূপুর মুখ ভরি তৃতক পুঞ্জ॥ মন্থরগতি চলু কেলি নিকুঞ্জ॥
চলইতে চৌকি নগর পুর মাঝ। জনি মান কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ॥
তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ। গোবিন্দদাস সঙ্গে করি লেহ॥ ২০॥

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ। নীল নিচোল ঝাপি মুখচন্দ্র॥
কুহু যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত। মদন দীপ দরসায়ল পন্থ॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার। তাতি অতি মন্থরি আরতি বিথার॥
রস ধাধসে চলু পদ দুই চারি। নীল কমল তেজল বরনারী॥
পরিহরি মল্লিক মালতী মাল। তোড়ল মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ ভরম ভরে ভোরি। নিন্দএ পীন পয়োধর গোরি॥
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥ ২১॥

[৫৩ক দুহুজন মিলল কুঞ্জক মাহ। রাইক বচনেই চিনিহি নাহ॥
লখই না পারই ঘোর আন্ধিআর। কাহে ভেল গৌরী শ্যাম আকার॥
শ্যামক বচনে কহে ধনি রাই। তিমির ঝাপাই আয়ল তুয়া ঠাই॥
এতেক বচন কহি মনোমথ[১] মাঁতি। দুহুজন সাজল সোমরক ভাতি॥
দোহ অধরামৃত দুহু করু পান। নয়ানে নয়ান করি বয়ানে বয়ান॥
দুহু লুবধ বর করতহি কেলি। দুহু পুলকাইত অবসর ভেলি॥
সুরত[২] সমাধি বৈঠল দুহু জন। বৈষ্ণব[৩] দাস সেই মাগএ চরণ॥ ১২॥

॥ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তি॥

শুন শুন সুন্দরী[৪] বচন আমার। নিবিড় তিমির কৈছে কৈলি অভিসার॥
না জানি আমাতে তোমার কতই সুনেহ। অব বিঘটন কাহে তেজলি গেহ॥
চরণ সুকোমল জাঁহার। তুলি পরসে জানি নহে হিতকার॥

১ মনমথ ২ যুরত ৩ বঞ্চম ৪ সুন্দরি

দিগ নহে দরশন তিমির বেয়াপি[1] । ভুজঙ্গ কন্টক কত বাট রহে ঝাপি ॥
ভয় নাহি উপজল রাজনন্দিনী । কেমনে আইলি পথে কুরঙ্গনয়ানি ॥
বন্দী রহিলাম আমি তোমার প্রেমেতে । সুধিতে নারিব বহু সহস্র যুগেতে ॥
বৈষ্ণবদাস কহে প্রেম নিরুপমা । দোঁহু প্রেমাধীন হয় দোঁহতেই সীমা ॥ ২৩ ॥

॥ ধানশী রাগ শ্রীমত্যুক্তি ॥

মাধব কি কহব দৈববিপাক ।
পথে জত দুরগত তাহা বা কহিব কত যদি মুখ হয় লাখে লাখ ॥
মন্দির তেজি জব পদচারু আয়ল নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ ।
তিমির দুরন্ত পথ লখই না পারই পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী ঘোর কানন অতিদূর ।
আপনক অঙ্গ লখই না পারই হাম জাইব কোন পুর ॥
একে পদপঙ্কজ পঙ্ক বিপরীত কন্টক জর জর ভেল ।
তুয়া মুখ দরশনে সব সুখ পাওল চির দুখ সব দূরে গেল ॥
[৫৩খ তোঁহার মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল ছাড়ল গৃহসুখ আশা ।
যৈছনে শুনল তৈখনে ভেটল কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ২৪ ॥

॥ সখীউক্তি ॥

শুন মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগী ।
তুয়া অভিসারে রভসে বর নাগরী জীবই রহু পুন ভাগী ॥ ধ্রু ॥
ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনি চমকি চমকি ঘন কাঁপ ।
অব আন্ধিআরে আপন তনু ঝাপই কর দেই ফণীমণি ঝাঁপ ॥
যো পদতল স্থল সুকমল ধরণী পরসে উপচঙ্ক ।
অব কন্টকময় সঙ্কট বাটহি য়াওত জাত নিশঙ্ক ॥
মন্দিরমাঝ সাঁঝে নাহি তেজই দেহলি মানই দূর ॥
অব কুহু যামিনী বিপিনে একাকিনী গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥ [২৫ ॥]

॥ ইতি তিমিরাভিসারং সমাপ্তং ॥

॥ অভিসার । অথ শীতাভিসারান্ত । তদুচিত মহাপ্রভু ॥

শীতহি ভীত অতি গোরা নটরায় । সীদতি প্রতি অঙ্গ হিমঋতু[2] বায় ॥

---

১ বেয়্যাপি ২ রিতু

বসনে আবোরল সব কলেবর। কৃষ্ণ অনুরাগে চিত হইল অধীর[১] ॥
নয়নের প্রেমধারা নয়ানে নিবারি। অভিসারে চলে গোরা পুরুব সোঁয়ারি ॥
হিমবাত বরিখনে অঙ্গ অথির। বহু দুখে মিলল সুরধনীতীর ॥ ২৬ ॥

॥ ভূপালী ॥

পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ। চৌদিশি হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহই সবহু তনু কাঁপই। ঐছে সময়ে অভিসারলি রাই ॥ ধ্রু ॥
পরিহরি তৈছনে সুখময় সেজ। উচকুচ কঞ্চুক ভবময় তেজ ॥
ধরণীম এক বসনে তনু গোই। চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই। কণ্টকবাটে কতিহু নাহি টলই ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ। কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন নেহ ॥ ২৭ ॥

॥ কেদার ॥

কানু অনুরাগে চলত বিভোর। মদন দহন আগী সেই লেই ক্রোড় ॥
শীতল ভূতল গরলম সম ভেল। বিদগদ ভাবে তঁহি চেঙক দিগ করি চেল ॥
হিমগুরুবাত বহই অনিবার। হরিগুণ বাতে তঁহি করত নিবার ॥
হিমকরকিরণ হিম অনিবার। দিশি দিশি হিমগিরি পবন বিথার ॥
চলিলা রমণী ধনি আকুল চিত। সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে উপনীত ॥
নরোত্তম দাসে কহে সব দুখ গেই। নিকুঞ্জমন্দির পর ভেঠল রাই ॥ ২৮ ॥

হিমঋতু নিশি দিশি দিশি বহ বাত। হিমকর শীকর নিকর নিপাত ॥
মদন জলধি জাল তাহিঁ দেই ঝাঁপ। মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ ॥
এ সখী দূর কর কপট শয়ান। নীল নিচোলে নিচল করু কান ॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি। সুখময় সেজ বিদীঘল রাতি ॥
তুহু হেন নাগরী হরি হেন নাহ। ধনি ধনি মনসিজ রস নিরবাহ ॥
সুনইতে ঐছন সহচরী বোল। মধুরিম হাসি গোরী তনু মোর ॥
হরি পরিপূরিত মানস কাম। গোবিন্দদাস গাওএ গুণগান ॥ ২৯ ॥

॥ সম্ভোগ ॥

দোঁহ জন মাতল মনমঁথ জাগি। হিমবাত নিকশল তনু তনু লাগি ॥
রাই নিচল করি শ্যামঅঙ্গ ধরি। শ্যাম নিচল রাই ভুজলতা বেড়ি ॥

---

১ অথির

শীতগত দোঁহ তনু সুরত সমরে। শ্রমজল বরিখত দোঁহ অঙ্গপরে॥
দোঁহ অধরামৃত দোঁহ করু পান। কামরসে পণ্ডিত দোঁহ পরিমাণ॥
মদন জলধি জলে ভাসল দোঁহ। দোঁহ অবসর ভেল রস নিরবাহ॥
বৈঠল দোঁহ জনে সখীগণ মেলি। বৈষ্ণবদাসহৃদে সরোজ করু কেলি॥ ৩০॥

বিনোদিনী[১] কৈছনে তেজলি গৃহ। তনু অনুরোধ নাহি তোঁহারি সুনেহ[২]॥
কম্পিত লম্বিত নহে হিমঋতু বাএ। মদনে দহন তব তাপিত গাএ॥
এক বসনে শীত আবরল দেহ। উনমদ তোমার প্রেম[৩] অম্বর সেহ॥
[৫৪খ তুষারে বেথিত নহে যুগল চরণ। পদঢুখহত তুয়া দরসে গমন॥
অবলা আরামে ভয় কিছু নাহি লাগি। হরি বলে পরিহরি সব ভয় তেগী॥
বলে শ্যাম বিকাইলাম তোমার প্রেমেতে। নরোত্তম বলে ধার নারিবে শুধিতে॥ ৩১॥

॥ শীত অভিসার সমাপ্ত। গুড়িশাল॥

নিতাই মাতালিয়েরে কি মদ খয়ায়ে।
তুই বাক্ররা রাজা দুই ভাই মহুয়া সাজা অদ্বৈত মহুয়া ঘন সাড়া।
শ্রীবাসেরা চারি ভেয়ে যাবৎ মহুয়া লয়া খায় মদ পেয়ে[৪] হাঁড়া হাঁড়া॥
প্রাচীনা মহুয়া মুকা নারদা মহুয়া ভুকা উদ্ধবা মহুয়া মদ পোতা।
সে মদ নিমায়ে কাড়ি সোনারে করিল সুঁরি সোনার দোসর সুরিরূপা॥
রূপার দোসর ভটা রঘুয়া উতরে ভাটা লোকাজীবা উজলিয়া মাপা।
শ্রীনিবেসে জাচনিয়া তলমূল বুঝাইয়া লোভে নরোত্তমা কৈল গোলা॥
সে সব সুরির মদ সমূল্য অমূল্য পদ দেয় দেয়ায় খায় খোয়ায় কে।
হরিয়া মহুয়া মিছে তথাপি মদের পিছে খায়া রহল বাসে মাতে জে॥ ৩২॥

॥ দিবা গ্রীষ্মকাল[৫] অভিসার তত্র[৬] শ্রীমহাপ্রভু। সারঙ্গরাগ নন্দন তালাভ্যাং॥

লাখবাণ হেম চম্পক জিনি গোরা তনু লাবনি অবনি উজোর।
চন্দনী[৭] চরচিত মালতী মণ্ডিত হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥
মাঝ দিনহি আজু গৌর কিশোর।
বসনহি ঝাপি নিজ আপদ মস্তক জাওত সুরধুনী ওর॥ ধ্রু॥
বাম নয়ন ঘন চাহত দশদিশ বামপদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে বসন আগোরই গজগতি চলু অনিবার॥

১ বিনদিনি ২ সুনেহা ৩ প্রম ৪ প্রেয়ে ৫ দিবাগ্রিষ্মকাল ৬ তর্ত্য ৭ চন্দ্রন

গদগদ শবদে করত হরিকীর্তন অনুমানি মুখশশী ছান্দে।
রাধামোহন দাস [৫৫ক না বুঝিএ ও রস নিজ দোষ ভাবিয়া কান্দে ॥ ৩৩ ॥

মাথহি তপন তপত পথ বালুক আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু তবহিঁ কয়লি অভিসার ॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরসে রসে পরবশ রসবতী বিছুরল সবহু বিচার ॥ ধ্রু ॥
গুরুজন পাপ নয়নগণ বারল মারুত মণ্ডল ধূলি।
তাপতে মেলি চলল বরবঙ্গিণী পথি কছুঁ ভেলহি ভোরি ॥
কত কত বিঘটন জিতলি অনুরাগিণী সাধন মনসিজ তন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ হরি সঙ্গে রসময় তন্ত্র ॥ ৩৪ ॥

রাধামাধব জব দুহুঁ মেলি। নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি ॥ ধ্রু ॥
তহিঁ পুন সরোবর মন্দির মাঝ। কল জল শীকর নিকর বিরাজ ॥
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ। কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ ॥
তহি বর সুরত বাপী[১] অবগাহ। রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ ॥ ৩৫ ॥

জল মাহা উঠল দোহ জন তীর। মুছই দোহ অঙ্গ পিঁধই চীর ॥
ধোয়ল অলক তিলক সব ভাতি। নাগর দেই পুন আছিল মো জোতি[২] ॥
টোটল কী অভরণ দিঠী পসার। প্রতি অঙ্গ নিরখই করত শৃঙ্গার[৩] ॥
গুরুজন ভয় গৃহ করল গমন। নিরাপদ কহে তখন দাস মোহন ॥ ৩৬ ॥
॥ ইতি গ্রীষ্ম অভিসার সমাপ্ত ॥ অভিসার ॥

কে জাবে কে জাবে ভাই ভবসিন্ধুপার। ধন্য কলিযুগে রে চৈতন্য অবতার ॥
আমার চৈতন্যর ঘাট আনন্দখেয়া বয়। জত অন্ধ আতুর[৪] অবধি পার হয় ॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী। কীর্তন করেন তাহে দুবাহু পসারি ॥
সব জীব হইল পার প্রেমের বাতাসে। পড়িএ রহিল লোচন আপনার দোষে ॥ ৩৭ ॥

[৫৫খ ॥ বাদল অভিসার তত্র শ্রীমহাপ্রভু ॥

কীর্তন বিলাসে ভাবের আবেশে কত রস পরচার।
না জানি কি কহে বুঝি বাড়ল হে বোলে ভালে আধিআর ॥

---
১ ব্যাপি ২ জোতি ৩ সিঙ্গার ৪ অতুর

একে জলধর বারি অনিবার অতি ঘোরতর নিশি।
গুরু দুরুজন হইএ বিমন[1] মন্দিরে রহিল পশি ॥
ই হেন সমএ কিছু নাহি ভয়ে চল চল সহচরী।
আগে জেএ প্রিএ আমার লাগিএ পথ নিরখএ হরি ॥
এত বলি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে পদ বাড়াইয়া হাসে।
জে ছিল গোপত সে হল বেকত কহএ নরোত্তম দাসে ॥ ৩৮ ॥

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন সবদ ঝনঝন পবন খরতর বহগই[2] ॥
সজনি[3] আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসারে সঙ্কেতে কুঞ্জহি গেল ॥ ধ্রু ॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ নেহারিই মোর ॥
সঙরি মঝু মন অবশ[4] ভেল জনু অস্থির থর থর কাঁপ।
এ ঘোর গুরুজন নয়ন দারুণ ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ॥
তুরিত করি চল অব কাহে বিঘন জীবন মঝু আগুসার।
রায়শেখর বচনে অভিসারই কিএ সে বিঘিনি বিথার ॥ ৩৯ ॥

বুঝিএ গৌরাঙ্গের ভাব সব সহচরে। গমনে বিরোধ করে সুরধুনীতীরে ॥
অবিরত গগনে বইএ জলধর। দশ দিশি দামিনী দহন বিথার ॥
নিপাতহি কুলিশ পড়য়ে ঝনঝনা। সুনইতে শ্রবণে মরমে দেয় হানা ॥
বাসুদেব কহে গোরা না রহিবে ঘরে। প্রেম[5] উনমাদ সদা স্ফুরএ অন্তরে ॥ ৪০ ॥

অবিরত ঝর ঝর বরিখত জলধর বহই [৫৬ক তরলতর বাত।
বিষধরনিকর ভরল পথ পর অজর বজরনিপাত[6] ॥
হরি হরি কৈছে চলবি কুহু রাতি। ধুয়া ॥
অজরক কণ্টক সঙ্কট পঙ্কক মার গআরক রাতি ॥
জো পদ সবদ গঞ্জে কোকনদ তুলি পরসে সিতকার।
উচ নীচ বিচকিচ অব কৈছনে সো পদ অব কাহে করবি সঞ্চার ॥
ঘর পুর চৌকি নগর পুর বাহির গুরু দুরুজন দুরবার।
শুনইতে অন্তর হোয়ত জর জর জগদানন্দ নাচার ॥ ৪১ ॥

---

১ বিমোন ২ বলগই ৩ সজনী ৪ য়বস ৫ প্রম ৬ পিনিপাত

মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দূরতর বাদর দোল। বারি কী নিবারিবী নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার। হরি রহু মান সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণে মরম জনু বাত॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার। হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইতে জব সুন্দরী তেজবি গৃহ[১]। প্রেমক লাগী উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার। ছুটল বাণ কিবা যতনে নিবার॥ ৪২॥

কুলবতী কঠিন কপাট উঘাটল তাহে কি কাটক বাধা।
নিজ মরিজাদ সিন্ধু সঞে পউরল তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সহচারি মঝু পরিঘন[২] করি দূর।
কৈছে হৃদয়[৩] করি পন্থ হেরত হরি সঙরি সঙরি মন ঝুর॥
কোটী কুসুম[৪] শর বরিখএ জছুপর তাহে কি জলদ জল লাগী।
প্রেম দহনে দহু জার হৃদয়ে সহ[৫] তাহে কি বজরক লাগী॥
জছু পদতলে হাম জীবন সোপলু তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহে ধনি অভিসারই সহচারি পাওল বোধ॥ ৪৩॥

মেঘ যামিনী চলল কামিনী [৫৬খ পহিরহি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম সায়ক ছোড়ি মঞ্জীর বোল রে॥ ধ্রু॥
গুরুয়া কুচ ভরে চলত উলট পদ পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনী ফটিক তরু জানি চমকি ধরণীর ধার রে॥
পেখি ফণীমণি দীপ জনু জানি বাম কর দেই ঝাপ রে।
জানি যুবতী সোই ফণীপতি সঘন তনু উঠ কাঁপ রে॥
প্রাণবল্লভ ভেটব দুলহ পূরব মনোরথ আশ রে।
ঐছে পাই গেহ সফল কর দেহ ভনহু গোবিন্দদাস রে॥ ৪৪॥

দুহুজন মিলল কুঞ্জক মাহ। অপরূপ কো বিহি রসনিবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার। দামিনী দহএ ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সমএ বর রাধা কান। কুঞ্জেক মাঝে বৈঠে এক ঠান॥

---

১ গ্রহ ২ পরিঘন ৩ হি্দয় ৪ কুসম ৫ জার কি দয়ে সহ

দুহুঁ তনু মিলল মনমথো মাঁতি। দুহু পরিরম্ভণে সমরক ভাঁতি ॥
অপরূপ দুহুঁজন নিধুবন কেলি। গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি ॥ ৪৫ ॥

সুন সুন গুণবতী রসময়ী রাধা। কৈছে তেজলি গৃহ[১] বহুবিধ বাধা ॥
গগনে সঘন ঘন গরজন জারি। কুলিশ পতন ভেল মরম বিদারি ॥
দশদিশ দামিনী দহন তরঙ্গ। লোচনহি উচকোই কাঁপই অঙ্গ ॥
তিমির ছাপই রহু কতহ ভুজঙ্গ। কৈছে বাঢ়াঅলি পদ আয়লি কুঞ্জ ॥
পঙ্কহি বাট ভরু কণ্টক মেলি। কমল চরণ বহি আয়লি চলি ॥
কত দুখ পায়লি নাহি পরিমাণ। নরোত্তম দাসে কহে সব দুখ জান ॥ ৪৬ ॥

কি কহব পুণফল তোরি। এতহু দুরত করি তোহে মিলু গোরি ॥
য়ব হাম য়বসঞে ভেল বাহার। ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলল লহ ঘন আন্ধেআর। দিশ দরসায়ল মদন দিসার ॥
ঝল [৫৭ক কত বিজুরি নয়ন ভরু চঙ্ক। চলতহি খলত সঘন মহীপঙ্ক ॥
উঠইতে উজর ফণীমণি হেরি। কনয় দণ্ডবলি ধরুতহিঁ বেড়ি ॥
ঐছনে সোপল তোহে নিজ দেহ। কো জানে কৈছন তোহারি সুনেহ ॥
এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল। গোবিন্দদাসক ভরম দূরে গেল ॥ ৪৭ ॥

॥ পুনশ্চ[২] সখীউক্তি ॥

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মন্দির বাট ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল চলতহিঁ অঙ্গুলি চাপী ॥
মাধব নব অভিসারক লাগি।
দ্রুত পরপন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ ধ্রু ॥
করযুগে নয়ন মন্দিরে চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
করকঙ্কণ পুন ফণী মুখ বন্ধন শীখই ভূজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন সুনই কহবি আন।
পরিজন বচনে মুগুধ সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ৪৮ ॥

---

১ গ্রহ ২ পুনছ

বাদলাভিসার সমাপ্তং।

অভিসার। সিন্ধুড়া রাগ দশকোসি তালো।

গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাথিয়া নাম চিন্তামণি জগ পরায়লি হার॥ ধ্রু॥
কলি তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি বদন চান্দ পরকাস।
লোচন দেব সুধারস বরিসনে জগজন তাপ বিনাশ॥
ভকত কল্পতরু অন্তরে অন্তরু রোপুলি ঠামহি ঠাম।
জনু পদতল অবলম্বই পন্থিক পূরল নিজ নিজ কাম॥
ভাব যোগেন্দ্র[১] চঢ়ায়ল অকিঞ্চন ঐছন পহুক বিলাস।
সংসার কালকূট বিষে দগধল একলি গোবিন্দদাস॥ ৪৯॥

॥ পুরুষ বেশে অভিসার রাত্রৌ। তদুচিত শ্রীমহাপ্রভুঃ॥

রাই প্রেমে আবৃত[২] ভাবে বিভাবিত সমুদিত গোরা দ্বিজরাজ।
নিকর পুলকিত প্রলাপে প্রলাপিত[৩] গতাবিত সুরধুনী সাজ॥
বিমল হেম [৫৭খ জিনি হেরি রূপলাবণি যামিনী উজরল চন্দ।
সময় ঐছন জতহি দুরজন রাজবাটে পাতল দ্বন্দ্ব[৪]॥
নিজ বেশ পরিহরি আপন বেশ ধরি সোঙরি পূরব বিভাব।
মত্ত গজেন্দ্র[৫] জেন প্রতিপদ গমন না জানল পাষণ্ডীয় সব॥
নিজ ভাব বিথরই নব অভিসারই উপজই সর[ধুনী] তীরে।
নরোত্তম দাস রত তু না রূপ ভাবিত তৃপিত[৬] নয়ানেতে হেরি॥ ৫০॥

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি। চান্দ কিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াস্ত নাহি নতুন নেহ। হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী জানএ কতএ পরকার। পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ভামিনী লোল ঝুট করি বন্ধ। পহিরল বসন আন করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল। বাজন যন্ত্র[৭] হৃদয়ে করি লেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জ কি মাঝ। হেরিলা চিহ্নই নাগররাজ॥

---

১ জগেন্দ্র ২ আব্রিত ৩ প্রলাপে প্রেলাপিত ৪ দন্দ ৫ গজেন্দ ৬ তিপ্রিত ৭ জন্ত্র

হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্ধ। পরসিতে আকুল হৃদয়ক বন্ধ ॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি। উপজল মন্মথ কত কত কেলি ॥ ৫১ ॥

॥ তত্র সম্ভোগ ॥ বিহাগরা রাগেন গীয়তে ॥

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোর কিশোরী রূপ পসারি সরস রসের কূপ ॥ ধ্রু ॥
অরুণ কিরণ মলিন ইন্দু কুমুদ[১] মুদিত লাজে।
চান্দের ভরমে চকর মাতল ইন্দীবর হাসে মাঝে ॥
চান্দের উপরে চান্দ পেখলু ইন্দু উপরে শশী।
প্রেমের আবেশে পিয়ো রস[২] সুধা খঞ্জন যুগলে পসি ॥
যমুনা তরঙ্গে অরুণ উদয় তারার পসার তথা ॥
অরুণ ঝাঁপিএ তিমির রহল কি এ অদ্ভুত কথা ॥
কনক লতাএ সুমেরু শিখর সঘনে জনম তায়।
মূলের লতাএ [৫৮ক মুকুতা ফলিল কেবা পরতিত জায় ॥
সে রাধামাধব রস বৈভব কহিতে সকতি কায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবলু শেখর[৩] রায় ॥ ৫২ ॥

রতিরস সমাধিয়া কিশোর কিশোরী। কিশোর কহেন সুন প্রাণের কিশোরী ॥
পুরুষের বেশে যেমন কৈলে অভিসার। মোর বেশ লেহ পুন সাজ আরবার ॥
জতন করিয়া আমি সাজাব তোমায়। গৌরবরণে তোমায় কত শোভা পায় ॥
এত বলি মোহনিয়া চূড়া জে উতারি। রাই শিরে বান্ধল বামে টের করি ॥
শ্রুতির ভূষণ হত করিয়া সকল। লুলিত করিয়া দিল মকর কুণ্ডল ॥
নিজগলের বলমালা রাইগলে দিল। পুরুষের ছান্দে পীতবাস পরাইল ॥
অলকে কাঙ্খিত ধনির মুখ শোভা করে। নিজ করের বাঁশি দিল সুপি রাই করে ॥
আমারে সাজাইলে জেমন শ্রীবংশীবদন। তুমিহ নারীর বেশ করহ ধারণ ॥
বৈষ্ণবদাসের সেই চরণে বাঞ্ছিত। সাজাহ বন্ধুরে তোমার নিজ অভিমত ॥ ৫৩ ॥

সুন সুন প্রাণবন্ধু নিবেদন করি। ভুবনমোহিনী তোমাএ সাজাইব নারী ॥
খুলিল মউলির ঝুটী রাই বিনোদিনী। চাঁচর কুন্তলে করে মোহনিয়া বেনি ॥

১ কুমদ ২ প্রিয়োরস ৩ সিখর

মঞ্জুল কনকচাঁপা বাছিয়া লইল। হেম ঝাঁপা একাকারে বেণীর আগে দিল ॥
সিন্দুর চন্দনের বিন্দু অতুল রচয়। নব ভানু পূর্ণশশী নীরদ উদয় ॥
কর্ণে কর্ণ[১] ফুল দেই নাসাতে বেসর। গলে গজমতি হারে করিল উজর ॥
বলয়া কঙ্কণ করে রঙ্গে সুবদনী। নীল সাড়ি আঁটি দেয় দুসারি কিঙ্কিণী ॥
বুঝিএ দাড়ায়[২] শ্যাম রাই বামভাগে। বৈষ্ণবদাসের হৃদি[৩] সরোজেতে জাগে ॥ ৫৪ ॥

॥ সখী উক্তি ॥

কি শোভা হঞাছে আজু নিকুঞ্জেতে [৫৮খ হেরি। রাই নব নাগর[৪] শ্যাম নতুন নাগরী ॥
রাই শিরে মোহনচূড়া শ্যাম পিঠে বেণী। রাই সৌদামিনী বামে শ্যাম কাদম্বিনী ॥
অলকে তিলকে শোভে রাই মুখ ইন্দু। শ্যামভালে নব ভানু সিন্দূরের বিন্দু ॥
কর্ণে শোভিত শ্যাম কনক কর্ণফুলে। রাই শ্রুতে দোলে কিবে মকর কুণ্ডলে ॥
শ্যামগলে মতিমালে ঘনে বকপাতি। রাই ওরে বনমালা অপরূপ ভাঁতি ॥
নীলবাসে শোভে শ্যাম জিমিত তিমিরে। নীলাম্বরী ছাড়ি রাই পীত[৫] বাস ধরে ॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রাই শ্যাম মনোমোহিনী[৬]। বৈষ্ণবদাস ভাবে রূপের নিছনি ॥ ৫৫ ॥

পেখলু গৌরচন্দ্র অনুপাম।
জাচত জাক মূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম ॥ ধ্রু ॥
জো এক সিন্ধু সো বিন্দু না জাচই পরবশ জলদ সঞ্চার।
মানস অবধি রহত কল্পতরু নাঅ পার ॥
জছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয় সরোবর পুর।
উমড়ই নয়নে অধম মরুভূমহি হোয়ত পুলক অঙ্কুর ॥
নামহি জাকো তাপ সব মিটই তাহে কি চান্দ[৭] উপাম।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত কোটী কোটী একধাম ॥ ৫৬ ॥

ভ্রম[৮] অভিসারে পূর্বক্রম। মুরলীর প্রতি আক্ষেপ[৯] তথা শ্রীমহাপ্রভু।

রামানন্দ স্বরূপের সনে। বসি গোরা ভাবে মনে মনে ॥
চমকি কহয়ে আলি আলি। ক্ষেনে ক্ষেনে রহিয়া বাঁশিরে দেয় গালি ॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে। বাঁশি মোর জাতি কুল নাশে ॥

---

১ কর্ণ্যে কর্ণ্য ২ ডারায় ৩ হ্রিদি ৪ নাগরী ৫ প্রিত ৬ মোনমহিনী ৭ চান্দ্র ৮ ভোম
৯ আক্ষান

ধ্বনি কাঁনে পসিয়া রহিল। বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাঁসে। দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥ ৫৭॥

মুরলী রে মিনতি করিয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লইয়া [৫৯ক তুমি যেন[১] না বাজিহ আর॥
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক গুরুজনা করে অপযশ[২]।
খল হয় জেই জনা সেকি ছাড়ে খলপনা তুমি কেন হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারিলাম ঘরে নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান।
পহিলে বাজিলে জবে কুলশীল গিয়াছে তবে অবশেষে আছে মোর প্রাণ॥
যে বাজিলে সেই ভাল ইথেই সকল গেল তোরে আমি কহিল নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে ভনে জে বংশীর গান সুনে সে জন তেজয়ে কুলভয়॥ ৫৮॥

॥ বিপরীত ভ্রমা[৩]ভিসার তথোচিত[৪] শ্রীমহাপ্রভু॥

বিপরীত ভাব গোরার কহনে না জায়। প্রলাপ বিভ্রম আদি চিত্তেন্দ্রিয়[৫] কায়॥
অঙ্গ ভূষে মলয়জ লেই কেশভারে। রচএ তিলকালক ওর পরিসরে॥
রতন কুসুম দাম চরণে বঞ্চিত। কনক নূপুর করে বাহুতে শোভিত॥
শ্রুতির কুণ্ডল দিল অঙ্গুলির মাঝে। রতন বলয়া নিএ শ্রুতিমূল সাজে॥
খেনে উচ্চস্বরে বলে সুরধুনী জাব। কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর তাহারে মিলিব॥
এতেক বলিএ গোরা চলে ভাবাবেশে। দূরে থেকে দেখে তাহা নরোত্তম দাসে॥ ৫৯॥

॥ কেদার রাগ মণ্টক তালো॥

মণিময় নূপুর জতনে আনি ধনি সোপহি বলি নিজ হাথ।
কিঙ্কিণী গীমে হার বলি পহিরলি হার সাজায়লি মাথ॥
সখী হে অপরূপ পেখলু আজ।
হরি অভিসার ভরম ভরে সুন্দরী বিহরল সাজ বিসাজ॥ ধ্রু॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনী জিনি কাজর গরজএ বরিখএ মেহ।
বিথ ধরে ভরল দুরত পথ পাতর একলি চললি তেজি গেহ॥
চঞ্চল মনোরথে দোসর [৫৯খ মনমথ পথ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহ ইহ নব নাগরী ঐছনি ভেঠলি কান॥

১ মেন ২ অপজস ৩ ভোমা ৪ তথচিত ৫ চিত্তদীয়

বিপরীত বেশে মিলল বর[১] সুন্দরী নেহারই গোকুল চন্দ[২]।
আন ঠাই ভূষণ আন করি পহরল হেরিতঁহি ছন্দ বিছন্দ ॥
মাধব হাঁসি দরশ মুখ গোরি।
আজু অভিসারে ভ্রমময় হেরি ধনী কহ ভেল মরম ইহারি ॥
না জানিঞ নিন্দে ভরে অভিসারই বিছরলি সাজ বিসাজ।
না হোক বলে হেরি তনু চমকিত অন্তরে ধনি পাই লাজ ॥
সুন সুন মাধব তুয়া মুরলি রব শ্রুতিরন্ধ্রে জবহু প্রবেশে[৩]।
সাজ বিসাজ কিএ গুরু গৌরবিত জত কুলশীল ধৈরজ নাশে ॥ ৬০ ॥

ঘরে হইতে শুনিলাম মুরুলী নিসান। আদরে রমণীকুলে দিলাম সমাধান ॥
অপরূপ সুনি মধুর মুরুলির নাদ। শিখিব বিনোদ বাঁশি করিআছি সাধ ॥
সিখাহ পরাণবঁধু জতনে শিখিব। জানাইয়া দাও[৪] ফুক মুরুলিতে দিব ॥
অঙ্গুলি লোলাএ বন্ধু দেহ তাহে হাত। বাজাই শিখাইয়া দেহ প্রাণনাথ ॥
জে রন্ধ্রে[৫] জে ধ্বনি[৬] উঠে নির্ণয় করিয়া। জ্ঞানদাস[৭] কহে বন্ধু দাও শিখাইয়া ॥ ৬১ ॥

মুরলী শিখিবে রাধে শিখাব মনের সাধে জেবা বোল বলি সুন ধনি।
ছাড়হ নারীর বেশ উভ করি বান্ধ কেশ বামে চূড়া করহ টালনী[৮] ॥
ঘুচাহ সিন্দূরঘটা পরহ বিনোদ ফোটা দূরে রাখ নাসার বেসর।
কাঁচলি ঘুচাএ ফেল মৃগমদে হও কাল তবে বাঁশি সাজিবে অধরে ॥
লেহ মোর পীতধড়া পর আঁটে কটিবেড়া অঙ্গুলি লোলান শিখাইব।
তুয়া নামগুণ রাই জে রন্ধ্রে সদাই গাই একে একে চিনাইএ দিব ॥
[৬০ক এলয়ে কবরিছাঁদ চূড়া বান্ধে শ্যামচাঁদ রাই অঙ্গ করে ঝলমল।
কহে কৃষ্ণদাস বাঁশি শেখ বন্ধুপাশ মুরলি ধরলএ করতল ॥ ৬২ ॥

নিকুঞ্জমন্দিরে দেখ অদ্ভুত তরঙ্গ। দুহু শিরে শোভে চূড়া দোহে ত্রিভঙ্গ ॥
নাগরী শিখয়ে বাঁশি নাগর শিখায়। এক বাঁশি আধ আধ ধরিল দোহায় ॥
শ্যাম বলে নিজ নাম বাজাও[৯] দেখি রাই। জে নামেতে উপাসনা সদাই ধেয়াই ॥
নিজনামে রাই বাঁশি পুরয়ে অধরে। শ্যামনাম আপুনি ডাকিছে বামাস্বরে ॥
রাই বলি নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম। তোমার মুখে তোমার নাম সুনিতে অনুপাম ॥

---

১ বড় ২ চন্দ্র ৩ প্রেবেসে ৪ দায় ৫ রন্দে ৬ ধনি ৭ গ্রানদাশ ৮ চালনী ৯ বাজায়

নিজনামে নাগর পূরয়ে বাঁশি আধা। শ্যামনাম নাহি বাজে ডাকে রাধা রাধা ॥
রাই বলে এসো দেখি দোহে দিয়ে ফুক। না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক ॥
এক বাঁশি আধ আধ ধরে রাই কানু। রাধা শ্যাম দুই নাম বাজে ভিনু ভিনু ॥
কৃষ্ণদাস বলে শ্যাম বিরিঞ্চি অগোচর। লীলায় বিহরে দোহে কিশোরী কিশোর ॥ ৬৩ ॥

সব অবতারের সার গোরা অবতার। এমন করুণাসিন্ধু না দেখিএ আর ॥
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে। জাচিয়ে জাচিয়ে পঁহু দিল প্রেমধনে ॥
এমন দয়ার নিধি যেবা না ভজিল। আপনার হাতে তুলি গরল খাইল ॥
জে জনা বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে। কোটী কলপে তার নাহিক উদ্ধারে ॥
মুই সে অধম হেন পঁহু না ভজিএ। কহে বলরাম এবে মরিল পুড়িএ ॥ ৫ ॥ ৬৪ ॥

।। কুজ্ঝটি[১] অভিসার ।।

তপাদিনে [৬০খ হেরে গোরা প্রভাত সময়। শীত কুজ্ঝটি বহু বাত অতিশয় ॥
ঘোর আন্ধিয়ারে কুহু দিগ বেয়াপি। দিনমণি কাঁতি রহল সব ঝাঁপি ॥
ঐছন সমএ পহু গোরা দ্বিজমণি। দুরজন বঞ্চিএ চলোত সুরধুনী ॥
ইত প্রবল গতি ভাবাবেশে চলে। ত্রিপথগাকূলে মিলে নরোত্তম বলে ॥ ৬ ॥ ৬৫ ॥

সহজই শীত সময় অতি হিম। তাহে ধিক পবন বাড়ায়ত সীম।
কুজ্ঝটি[২] ভেল তহি দশদিশ ব্যাপী। দিনমণি কিরণ সবহু রহু ঝাঁপি ॥
রাই করল সুখে হরি অভিসার। সুসময় জানি অরু তাক সঞ্চার ॥ ধ্রু ॥
কিছু নাহি দিসই গতি অনিবার। সুপথ দেখাওল প্রেম দিসার ॥
কুসুম পরসে জোই বরণিত হোই। এতহু তুহিনে পদ নিরাপদ সোই ॥
ঐছে মিলল বর যুগল কিশোর। রাধামোহন পহু আনন্দে ভোর ॥ ৭ ॥ ৬৬ ॥

।। সোহই রাগ কন্দর্প তালো ।।

হিমঋতু দিনহু মিলল দুহু কুঞ্জে। রাধামাধব করু রসপুঞ্জে।
নিবিড় আলিঙ্গন শীত নিবার। একু মুখে ঘরম আরে সিতকার ॥
ঐছন কতবিধ করত সঞ্চার। সুরত পয়োনিধি দুহু ভেল পার ॥
দুঁহু কর [৬১ক গুণ দুহু করু পরসংশ। রাধামোহন পহুঁ দুহু অবতংস ॥ ৮ ॥ ৬৭ ॥

---
১ কুঝ্যাটি ২ কুঝ্যাটি

॥ শ্রীরাগ ॥

দিবাভিসার বর্ষাকালোচিত তদুচিত মহাপ্রভু।

রাই প্রেমোদিত গোরার অন্তর মাঝারে। চঞ্চল নয়নে সদা দিগ নেহারে॥
দিনমণি কিরণ সবহু রহু বন্ধ। হেরইতে সব দিগে লাগএ ধন্ধ॥
অম্বরে জলধর করি আন্ধিআর। ঝর ঝর বরিখত বারি অনিবার॥
সময় জানি পহু পদ বাহিরায়। সুরধনীতীরে গিএ হইল উদায়॥
দাস মোহন বলে লখই না পার। জতহু বিঘ্ন সব দূরে পরিহার॥ ৯॥ ৬৮॥

গগনে নিমগন দিনমণি কাঁতি। লক্ষই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদে কয়ল আন্ধিআর। নিয়ড়ই কোই লখই না পার॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার। গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার॥ ধ্রু॥
চৌদিকে অথির পবন ভর দোল। জগভরি শীকর নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরি নগর পুরবাট। মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥
জব ধনী কুঞ্জে মিলল হরিপাশ। দূরেহু দূরে রহু গোবিন্দদাস॥ ১০॥ ৬৯॥

॥ তৎসম্ভোগ শারঙ্গ রাগ কন্দর্প তাল॥

ঝাঁপল দিনমণি পড়তহি নীর। তহি অতি দরদর বহত সমীর॥
রাধামাধব রতিরণধীর। দুহু পরবেস কুঞ্জ কুটির॥ ধ্রু॥
নিধুবন কেলি মালতক শান। পরাভব পাওল মদন পাচবাণ॥
রাধামোহন পহু করি লাস। তহি রসিকগণ অধিক উল্লাস॥ ৭০॥

॥ বর্ষাকালোচিত[১] দিবাভিসার সমাপ্ত॥

॥ শ্রীরাগ ॥

গোরা অবতারে জার না হইল ভকতি সার তার আর না দেখি উপায়।
রবির কিরণে জার আঁখি পরসন্ন নয় বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
ভজ গোরাচান্দের চরণ।
এ তিন ভুবনে তাই [৬১খ দয়ার ঠাকুর নাই গোরা বড় পতিতপাবন॥
হেম জল কিয়ে প্রেম সরোবর করুণাসিন্ধু অবতার।
হেন অবতার পেএ জে জন শীতল নহে কে জানে কেমন মন তার॥

১ কালোচিৎ

ভব তরিবারে হরি নাম মন্ত্র ভেলা করি আপুনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে জে ডুবিএ মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে পরমানন্দের পরিহার ॥ ১ ॥ ৬৮ ॥

॥ তীর্থাভিসার তদুচিত মহাপ্রভু ॥

সুরধুনী তীরে গোরা কীর্তনাভিলাষে। রজনী হইল গতো না পুরে লালসে ॥
কেনে গদাধর না আইল নরহরি। কি আনন্দে নিরানন্দ পোহাইল শর্বরী ॥
অবিরত প্রেমধারা বহে দুনয়নে। পহুর দুখেতে ঝোরে পশু পাখিগণে ॥
পুরব সোঙরি গোরা বিষাদিত মনে। হেথা গদাধর চলে পহু অন্বেষণে[১] ॥
মাঘ সপ্তম দিন কুজ্ঝটি[২] অতিশয়। মাঘ সিনানে গোরা ভেটিবারে জায় ॥
মিলল গদাধর সুরধুনি তীরে। দোহে প্রেমানন্দ তাহা নরোত্তম হেরে ॥ ২ ॥ ৬৯ ॥

॥ ললিত রাগ ॥ নিস্মারক[৩] তালো ॥

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি। জাগরে জর জর মনসিজ আগি ॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত। না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল প্রভাত[৪] ॥
আজু ভেল ভালে কুজ্ঝটি আন্ধিআর। অজতনে রাই নিভই অভিসার ॥ ধ্রু ॥
বিঘট মনোরথ অবইতে কান। ধনি চলে আন ছলে মাঘ সিনান ॥
জব দুহু মিলল আন অনপন্থ। দরশনে মেটল বিরহ দুরন্ত ॥
জব দুহু হরখে তরখে করু কোর। বিঘট কি ঘটন চকরোক জোর ॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব। ভাগবত গঠই মদন পরতাপ ॥ ৩ ॥ ৭০ ॥

॥ পুনশ্চ[৫] তীর্থাভিসার তদুচিত মহাপ্রভু ॥

[৬২ক অপকটে তরুমূলে বৈসে গোরা রায়। ভাবনিধি কত ভাব করিএ উদায় ॥
মধুর স্বরেতে করি নামসংকীর্তন। নিজ জন না মিলিল অব বিঘটন ॥
অরুণ নয়নে ধারা ভিজিল বসন। বিফল হইল আজি নিশি জাগরণ ॥
মৌলি মালতী মাল রাখিএ তথাই। মোহে কহএ পুন আনঠাঞী জাই ॥ ৪ ॥ ৭১ ॥

১ অন্যাসনে ২ কুঝাটি ৩ নিস্মারক ৪ পবাত ৫ পুনশ্চ

॥ রামকিরি রাগ ॥ শিখর তাল ॥

কি কহিব রে সখী রাই সোহাগী ॥
জা কর দেহলী বদরি কোরে হরি রজনী পোহাওলী জাগি ॥
চাতক সম হরি সঙ্কেত বরইতে দ্বার খসাইতে রাধা ।
কঙ্কণ ঝলকিতে গুরুজন জাগরল পড়ি গেল দারুণ বাধা ॥
জরতি কহয়ে ধনি কো বাহিরাওএ ভীত পুথলি সম দেহা ।
লোরে পাখাওল পীন পয়োধর মৃগমদ কুঙ্কুম রেহা ॥
বিঘটি মনোরথ আন চলত হরি ইহ দুই সঙ্কেত রাখি ।
কুসুম হার অরু মুকুলিত সরসিজ গোবিন্দদাস রহু সাখী ॥ ৫ ॥ ৭২ ॥

॥ ধানশী রাগ ॥ তথা তালো ॥

চাতক সঙ্কেত আজু করিএ হরি জাগরণ দুহু করু দুখ নাহি ওর ।
সজনী করব কোন পরকার ।
মো বর জুগতী করহ তুরিত জথী রাই কহোএ অভিসার ॥ ধ্রু ॥
ঐছন কহইতে আওল গুরুজন নিকটহু কহু পুনবাতে ।
আজু রবিবার শুভযোগ পাওল পূজল বিধি পরভাতে ॥
আর কত ভাঁতি বুঝইঅছ গুরুজনে রাইক ভালহি সাজাই ।
সঙ্গহি লেই চলল বররঙ্গিনী মিলল জাহি মাধাই ॥
রজনীক দুখ সবহু পুন মিটল দুহু রূপ দুহু করু পান ।
দোহাকর প্রেম দোহ পরসীংসহ দোহু গুণ দোহু করু [৬২খ গান ॥
নিরজন লাগি সঙ্গীগণ তৈখন আন ছলে আনত জার ।
রাধামোহন পহু বিদগদ শেখর পুরল সো পরথার ॥ ৬ ॥ ৭৩ ॥

॥ বড়ারি রাগ ॥ চন্দ্রশেখর তাল ॥

প্রাতরমিলন হিয়ানন্দ ভেলি । রাধামাধব দোহু করু কেলী ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ জন সুরত তরঙ্গ অবগাহ । কত মত সো রস করু নিরবাহ ॥
নিমীলিত নয়ন করুতহি থীর । মদন পরাভব সরম সুধীর ॥
বদরি কোরক অছু মেটল দুখ । রাধামোহন পহুঁ শোএক সুখ ॥ ৭ ॥ ৭৪ ॥

॥ তীর্থাভিসার সমাপ্ত ॥ অথো শীতকালোচিত[1] বাসকসজ্জা ॥ তথোচিত[2] মহাপ্রভু ॥

॥ রাগিনী ভূপালী ॥

সুরধুনীতীরে নব ভাণ্ডিরতলে। বসিআছে গোরাচান্দ নিজগণ মিলে ॥
রজনী কৌমুদী আর হিমঋতু[3] তায়। হিমকর পবন বহই মৃদু বায় ॥
তাহে রচএ পহু ললিত শয়ান। হেরএ ঘন ঘন চকিত নয়ান ॥
আপনার অঙ্গছায়া দেখিএ উঠএ। বাসকসজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে ॥ ৮ ॥ ৭৫ ॥

॥ কামদ ॥

নিকুঞ্জ মন্দিরে সেজ বিছাওই সঘনে কাঁপএ দেহ।
নীল নিচোলে সো তনু ঝাপল পবনে না রহে সেহ ॥
সুকুমারী কত না সহিবে দুখ।
মন্দিরে রচিত তুলি পরজঙ্ক তেজিএ সে সব সুখ ॥ ধ্রু ॥
কপট কানুর পীরীতি লাগিএ আয়ল সঙ্কেতগেহা[4]।
কোন্ কলাবতী সঞে বিলসই তেজিএ এ হেন নেহা ॥
এ ঘর বাহির করিতে কতই চমকিত হএ চাহে।
ঘন বসি উঠে দেখি প্রাণ ফাটে শিবরামদাসে কহে ॥ ২ ॥ ৭৬ ॥

॥ সুহিনী ॥

সে জে বৃষভানুসুতা। মরমে পাইএ বেথা ॥
[ভৈ]তক সজল নয়ান হইএ। রহে পথপানে চাহিএ ॥
ফুলসেজ বিছাইএ। রহএ ধেয়ানি হইএ ॥
উজোর চান্দনী রাতি। মন্দিরে রতনবাতি ॥
কহে সব ভেল আন। কাহে না মিলল কান ॥
সকল বিফল হৈল। আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বন্ধুর পাশ। চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৩ ॥ ৭৮ ॥

১ কালোচিৎ ২ তথচিত ৩ তরিতু ৪ গ্রেহা

॥ ধানসী ॥

পবনক পরশই বিচলিত পল্লব সব দুহু সজল নয়ান।
সচকিত সঘনে নয়ানে ধনি নিরখয়ে জানলু আওল কান ॥
মাধব সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন ছাপাওসি অব কৈছে রহবি ছাপাই ॥ ধ্রু ॥
পুনহিঁ বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে পুন অনুমানয়ে চিতে।
ভুলল পন্থ অন্ত নাহি পাওল না বুঝিএ নাগর রীতে ॥
নূপুর বলিত কলিত নব মাধুরী সুনইতে শ্রবণ উল্লাস[১]।
আগুসারি রাই কাননে অবলোকই কহতহি কানুরাম দাস ॥ ৪ ॥ ৭৯ ॥

॥ অথোৎকণ্ঠিতা তত্র গৌরচন্দ্র ॥

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার।
জন্থু গুণ গানে গরাসল গণ সহে গরবহি পাওল পার ॥
গোপীগণ প্রাণ বল্লভ ভোজন সো শচীনন্দন হোই।
গোপীগণ গুণ গানে গৌর পুন হোই রজনী বলি রোই ॥
চৌদিসে চাঁদ চান্দনি চাহি চমকিত চিত অতি পাইএ তরাস।
কাঁপি কহই কাহে কানু নাহি আওল বিফল কায় অভিলাষ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহি কীর্তন কান্তক কামন মর্ম।
ভন রাধামোহন ভাবে ভোর পহু কলিযুগে পাবন ধর্ম ॥ ৫ ॥ ৮০ ॥

॥ তথা রাগ ॥

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠই কানু মিলিব প্রীতিআসে।
অভরন বসন অঙ্গে সব সাজন তাম্বুল কর্পূর বাসে ॥
[৬৩খ সজনি সবহু বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে সো নাহি দরশন দেল ॥ ধ্রু ॥
ফুলশরে জর জর সকল কলেবর কাতরে মহী পড়ি জাই।

১ উল্যাস

কোকিল বোলে   ডোলে ঘন জীবন   উঠি বসি রজনী গোঙাই ॥
শীতল ভূতল   গরল সমান ভেল   হিমাচল বাউ হুতাশ ।
লোচনে নীর   স্থির নাহি বান্ধই   কান্দএ কানুরাম দাস ॥ ৫ ॥ ৮১ ॥

॥ ধানসী ॥

রসের হাটেতে আইলাম সাজায়া পসার ।   গাহক না আওল যৌবনে ভেল ভার ॥
বড় দুখ পাই সখী বড় দুখ পাই ।   শ্যাম অনুরাগে নিশি কান্দিয়ে পোহাই ॥
বিষ লাগি হিমকর কিরণে পোড়ায় ।   হিমঋতু কিরণে মোর হিয়া চমকায় ॥
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায় ।   কুহু কুহু করিএ মধুর গীত গায় ॥
ফুলশরে জর জর হিয়া চমকায় ।   কানুরাম দাস তনু ধুলাএ লোটায় ॥ ৬ ॥ ৮২ ॥

উদ্বেগ দেখিএ ধনির সহচরিগণ ।   কানুর উদ্দেশে চলে সখী একজন ॥
জঁাহা জঁাহা বিলসই তাঁহা তাঁহা জাই ।   চকিত বিলোকনে সব দিশ চাই ॥
বিগলিত পত্র পশুপদে খরসান ।   স্থকিতহি মানই আওল কান ॥
নিকট ভেটল জব বনপশু জান ।   তুরিতে চলল পুন মাধব ঠান ॥
অব দূরে মিলল নাগররাজ ।   লোচনে কহে দূতী দেওল লাজ ॥ ৭ ॥ ৮৩ ॥

॥ গান্ধার ॥

তোহারি সঙ্কেতকুঞ্জে   কুসুমশরপুঞ্জে   রহল একশরিয়া ।
তনুবন বিরহ   দহনে ধনি দগধএ   প্রাণহরিণী জায় জরিয়া ॥
মাধব ধৈরজ গমন তোঁহারি ।
তিল এক[১] লাখ   কলপ করি মানিএ   তলপ ভরএ দিঠি বারি ॥ ধ্রু ॥
তোঁহারি সন্দেশআশে   ধনি[২] কুলবতী   খোওনু কুলতনু কাঁতি ।
নিকরুন মদনবেদন   [৬৪ক নাহি জানই   হানই খরশর পাঁতি ॥
পরাণ প্রেম   আশ গুণে বান্ধল   ভাবল নিকসই বদনে ।
ভনএ যদুনন্দন   সো জন টুটয়ে   অতই চলই সই সদনে ॥ ৯ ॥ ৮৪ ॥

১ তুলএম   ২ ধনি

॥ বালা ধানসী ॥

সখীমুখে সুনইতে সুনঅলি দুখ। কি কহব কাহু কিছু না কহত মুখ ॥
নয়নক নীর নয়ন সঙে বারি। চলইতে টলমল চলই না পারি ॥
ধাধসে মিলল সুন্দর শ্যাম। সব দুখ দূরে গেল পূরল কাম ॥ ১০ ॥ ৮৫ ॥

হেরইতে দুহুঁ জন দুহু মুখ ইন্দু। উথলল দুহু মন মনোভবসিন্ধু ॥
দোহু পরিরম্ভণে দুহু তনু এক। শ্যামরু গোরি কিরণে রহু রেখ ॥
দুহুঁ জীবন মিলল এক ঠাম। আনন্দসাগরে হরল গেয়ান ॥
দুহু দুহু প্রেম পূরল দুহু সাধ। হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ ॥ ১১ ॥ ৮৬ ॥

॥ অথো বসন্তকালোচিত বাসকসজ্জা তদুচিৎ মহাপ্রভু ॥

সুরধুনীতীর তরুণতর তরুগণ তলপিত মালতীমালে।
বৈঠি বিশদ বর বাসিত কুমকুমে তিলক বনায়ল ভালে ॥
হরি হরি না বুঝিএ গৌরাঙ্গবিলাস।
গোকুল নায়ক বিহরই নবদ্বীপে তরুণীভাব পরকাস ॥ ধ্রু ॥
চমৎকৃত চারু চন্দ যুথ চন্দন চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজ বড়ভাব বিভাবিত অন্তর ঐছে ভকতগণ সঙ্গে ॥
রাকা রজনী রজনীকর রমণক রাতুল পদনখচাঁন্দে।
রাধামোহন দুস্ট দিবরেফচিত দমন দাস করি বান্ধে ॥ ১২ ॥ ৮৭ ॥

॥ ধানসী ॥

বাসিত বারি কর্প্‌রিত তাম্বুল কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ সমীপহি জারত বিরচই চারু বিথান ॥
সখী হে কহই না যায় আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি অবহু নব নাগর মিলি বহু শ্যামরু [৬৪থ চন্দ্র ॥
কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে ভ্রমরী ভ্রমর রহু ভোর।
মদন মনোরথে সবরিহ যামিনী সখী বঞ্চিব হরিকোর ॥
বিহি পাএ এক মাগি নিব বর চেতন রহু মোর দেহ।
গোবিন্দদাস কহই হরি পরসহি সো পুন হোত সন্দেহ ॥ ১৩ ॥ ৮৮

॥ কামোদ ॥

উজোর রাতী সেজ নব কিশলয় কুসুমিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচারে আজু হরি ভেঠব ঐছন মরম হামারী ॥
সজনী কি ভেল বেশ বনান।
কাহু পরসমণি পরসক বাধল অভরন সঙিনী সমান ॥ ধ্রু ॥
দুহু কুণ্ডল দুহু কঙ্কণ কিঙ্কিণী দুহু দুহু নূপুর রাখী।
মৃগমদ সিন্দূর লোচনে কাজর পদ জাব করতি সাখী ॥
সো তনু পরসে পুলক জনু বাধত ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি কাহু মরম তুহু জান ॥ ১৪ ॥ ৮৯

॥ কেদার ॥

অনুপাম মন অভিলাষ।
সঙ্কেতকুঞ্জে সেজ বিছাওই কানু মিলিব প্রীতিআশ[১] ॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ সুলেপন বিকশিত চম্পকদাম।
কর্পূর তাম্বুল সম্পুট ভরি রাখএ পুরব মনোরথকাম ॥
মঙ্গল কলস পর দেই নবপল্লব রম্ভাশোভিত তহু ঠাম।
রতনপ্রদীপ সমীপহি জারল চামর বীজন অনুপাম ॥
কত উপহার কুঞ্জ মাহা কওলহি কাহু মিলিব প্রীতিআশ।
ঘরের বাহির কত আওত জাওত কি কহব বলরামদাস ॥ ১৫ ॥ ৯০

॥ বেহাগ ॥

ধনি সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহির না হয় কখন আমরা দেখিএছি ॥ ধ্রু ॥
তাহাতে রজনী কানন মাঝারে করিএ কমল সেজ।
[৬৫ক মিনতি করিএ প্রিয় সখীগণে কাহুর উদ্দিসে ভেজ ॥
সবহু রজনী নিন্দ জায় ধনি রতনপালঙ্ক পরে।
শেজে কমলিনী জাগএ যামিনী নিমিখ না দেই ডরে ॥
করপদতল উথল কমল নুনির পুথলী দে।
শেজে সুকুমারী কান্দএ গুমারি এত না সহিবে কে ॥

---

১ আস

এ ঘর বাহির কর কতবার কপট শঠের আশ।
এতহু বিপদ সহিতে না পারি ধায় কানুরাম দাস ॥ ১৬ ॥ ৯১

॥ অথোৎকণ্ঠিতা তদুচিত মহাপ্রভু ॥ গান্ধার ॥

কি লাগি গোর মোর। নিজরসে ভেল ভোর ॥
অবনত করি মুখ। ভাবএ পুরুব দুখ ॥
বিহি নিকরুণ ভেল। আধ রজনী বহি গেল ॥
জ্ঞানদাসে[১] কহে গোরা। নিজরসে ভেল ভোরা ॥ ১৭ ॥ ৯২

॥ সুহই ॥

মধুরিত রজনী উজোরল হিমকর মলয় সমীরণ মন্দ।
কাহ্নু আশোআসে চপল মনোভাব মনহি বিথারল ধন্দ ॥
সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে অবহু বিরহানল তেজব দগধ পরাণ ॥
কিশলয় দহন সেজ অব সাজহ আহুতি চন্দন পঙ্কা।
দ্বিজকুল নাদে মন্ত্রে তনু জারব দূরে জাগ প্রেম কলঙ্কা ॥
চিত রতন মঝু কানু পাসে রহু অবহু না মিলল সোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহু আপহি মিলব সোই ॥ ১৮ ॥ ৯৩

উদ্বেগ দেখিএ ধনির সহচরীগণ। কানুর উদ্দেশে চলে সখী একজন ॥
জ্ঁাহা জ্ঁাহা বিলসই তাঁহা তাঁহা জাই। চকিত বিলোকনে সব দিস চাই ॥
বিগলিত পত্র পশুপদে খরস্ঁান। স্থকিতহি মানল আওল কান ॥
নিকট ভেঠল জব বনপশু জান। তুরিতে চলল পুন মাধব ঠাম ॥
অব দূরে মিলল নাগররাজ। লোচন কহে দূতী দেওলি লাজ ॥ ১৯ ॥ ৯৪

[৬৫খ ॥ ধানসী ॥

মাধব কাহে আশে আশেলি রামা।
সগরহি যামিনী জাগি কি পোহাওবি কামিনী সঙ্কেতঠামা ॥

১ গ্রানদাসে

পহু নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নীরস ঘনশ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই শুনি শুনি জীবন নৈরাস॥
হরি হরি বোলি ধরণী ধরি রোওত বোলত গদগদ ভাষ।
নীল গগন হেরি তোঁহারি ভরম ভয়ে বিহিসঙে মাগএ পাখ॥
কি করব চন্দ্র চন্দন ঘন লেপন কিশলয় ধরণী শআন।
আন ব্যায়াধি আন পয়ো ঔষধ[১] গোবিন্দদাস নাহি মান॥ ২০॥ ৯৫॥

॥ ধানসী রাগ। যতি তালো॥

সুন সুন মাধব বিদগধরাজ। ধনি জদি দেখবি না কর বেয়াজ॥ ধ্রু॥
নব কিশলয়দলে সুতলি নারী। বিষম কুঁসুমশর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দ্র পবন ভেল আগি। জীবন ধরএ তুয়া দরশন লাগি॥
অনেক জতনে কহু আঁখর আধ। না জানিএ অব কিয়ে ভেল পরমাদ॥
নরোত্তম দাস পহু নাগর কান। রসিক কলাগুরু তুঁহু সব জান॥ ২১॥ ৯৬॥

॥ তথা রাগ তালৌ॥

চলিলা নাগররাজ ধনি দেখিবারে। অথির চরণযুগ আরতি বিথারে॥ ধ্রু॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ। অন্তরে বাঢ়ল মদনতরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে সুতিআ সে রাধে। ধনিমুখ চাঁন্দ হেরই পহুঁ সাধে॥
অধর কোপন আঁখি ভুরুযুগ মাঝ। পুন পুন চুম্বই বিদগধরাজ॥
অচেতন রাই সচেতন ভেল। মদনজনিত দুখ[২] সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহু আনন্দে ভোর। দুহু রসে মাতল নাহি সুধ ওর॥ ২২॥ ৯৭॥

॥ ললিত॥

দুহু দোহে দরশনে পুলকিত [৬৬ক অঙ্গ। দূরে গেও রজনীক বিরহতরঙ্গ॥
জৈছে বিরহ জরে[৩] লুটল রাই। তৈছন অমিয়াসায়রে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি। আনন্দে দুহুঁজন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁন্দ উজোর। কুহু কত কোকিল আনন্দে ভোর॥
বিকশিত কুসুম মলয়[৪] সমীর। ঝলমল ঝলমল কুঞ্জকুটির॥
বিহরই রাধামাধব রঙ্গে। নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥ ২৩॥ ৯৮॥

১ ঔসুদ ২ দুখ ৩ জরে ৪ মযল

॥ রাগিনী ললিত ॥

কিশলয় শয়নে সুতলি ধনি গোর। নাগরশেখর সুতলি ধনিকোর ॥
চন্দন চরচিত দুহুঁ জন অঙ্গ। দুহুঁ গলে ফুলহার লম্বিত অঙ্গ ॥
বদনে বদনে দোঁহার চরণে চরণ। প্রিয় লখ সখীগণে করয়ে সেবন ॥
পূরল দুহুঁজন মন অভিলাষ। দুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস ॥ ২৪ ॥ ৯৯ ॥

॥ বর্ষাকালোচিত বাসকসজ্জা তদুচিত মহাপ্রভু ॥

॥ রাগিণী ধানসী ॥

কি লাগিয়ে মোর গৌরসুন্দর বসিএ গৃহের মাঝে।
বসন ভূষণ রতন আসন সাজএ অঙ্গের সাজে ॥
আপনার বপু ছাহ হেরিএ চমকি উঠএ মনে।
কি লাগিএ পহু না মিলে অবহু এত না বিলম্ব কেনে ॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি ভাবিয়া রাইর দশা।
সজল নয়নে চাহে পথ পানে কহে গদগদ ভাষা ॥ ২৫ ॥ ১০০ ॥

গগনে গরজে ঘন নিশি আন্ধিআরী। কুঞ্জহি সেজ রচই বরনারী ॥
মিলিব নাগরবর এই অভিলাষে। অঙ্গহি রচএ বিভূষণ বাসে ॥
তাম্বুল কর্পূর গন্ধ অপার। মলয়জ[১] চন্দন করু ফুলহার ॥
মনহি মনোরথ করু অনুমান। চিন্তয়ে কাহে না মিলল কান ॥ ২৬ ॥ ১০১ ॥

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনী কেমনে আওব প্রিয়া[২]।
সেজ বিছাইএ রহল বসিএ পথপানে [৬৬খ নিরখিএ ॥
সই[৩] কি কহব কহ না মোরে।
এতহু বিপদ তরিয়া আইনু নব অনুরাগ ভরে ॥
এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব বন্ধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ প্রাণ করে উচাটনে ॥
দহএ দামিনী ঘন ঝনঝনি পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস[৪] কহে সুনহ সুন্দরী মিলিব বন্ধুর সনে ॥ ৩ ॥ ১০১ ॥

ভুজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতী গৌরব বামচরণ ঠেলি কুঞ্জে করলি অভিসার ॥

১ মলঅজ ২ পৃয়া ৩ সোই ৪ গ্রানদাষ

সজনি কি ভেল পাপ পরাণ ।
যামিনী আধ অধিক বহি জাওত অবহু না মিলল কান ॥
জত এ মনোরথ সব ভেল অনুরত কানুপিরীতি অভিলাষে ।
না জানিয়া কোন কলাবতী বান্ধল ভাং ভুজঙ্গম পাশে ॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল মন্দিরে গুরুজন গারি ।
গোবিন্দদাস কহএ তুহু সংশয় নিরসন রসিক মুরারি ॥ ৪ ॥ ১০৩ ॥

॥ উৎকণ্ঠিতা । রাগিণী সুহই ॥

কানুর লাগিঞা জাগিয়া পোহানু এ ঘোর আন্ধার রাতি ।
এতদিনে সই নিশ্চয়[১] জানিল নিঠুর পুরুখজাতি ॥
মেঘ গুরু গুরু দাদুরি বোল ঝিঝা ঝিনি বোলে ।
ঘোর আন্ধিআরে বিজুরি ছটা হিয়ার পুথলী দোলে ॥
জতনে সাজাঅনু ফুলের সেজ গন্ধে মোহ মোহ করে ।
অঙ্গ ছটফটে সহনে না জায় দারুণ বিরহজ্বরে ॥
মনের আগুনি মনে নিবারিতে জেমন করএ প্রাণে ।
কানুর এমন নিঠুর চরিত এ দাস অনন্ত ভনে ॥ ৫ ॥ ১০৪ ॥

॥ অত্র শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনং যথা ॥

গরজএ গগনে সঘনে ঘন ঘোর । ঐছে সময় চলু নন্দকিশোর ॥
পন্থ বিপথ [৬৭ক কিছু লখই না পার । দামিনী ঝলকে চলয়ে অনুসার ॥
পাওল সঙ্কেতকুঞ্জক মাঝ । জানল রাই আওল যুবরাজ ॥
কুঞ্জমন্দিরে ধনি দেওল কপাট । কাহ্নু না জানল ঐছন নাট ॥
অন্তরে জানল শ্যাম শরীর । আজু দুরদিনে ধনি না ভেল বাহির ॥
আওল বিফল ভেল মনসাধ । আকুল নাগর কহই বিষাদ ॥
রোই রোই পরসল দ্বারে কপাট । কো ইহ মুদল কুঞ্জক বাট ॥
সুনি ধনি রাইক দরবে হৃদয় । কহতহি কোন দ্বার মাহ রোয় ॥
তবহি জানল বরনাগর কান । অব ঘনশ্যাম কাহে ই পরমাণ ॥ ৬ ॥ ১০৫ ॥

॥ শ্রীগান্ধার ॥

কো ইহ পুন পুন করত ঝঙ্কার । হরি হাম জানি না কর পরচার ॥

১ নিশ্চয়

পরিহরি সো গিরিকন্দর মাঝ। মন্দিরে কাহে আওল মৃগরাজ ॥
সোনহ ধনি মধুসূদন হাম। চলু কমলালয় জঁহা মধুক বিশ্রাম ॥
শ্যামমূরতি হাম তুহু কি না জান। তারাপতি ভএ বুঝি অনুপাম ॥
ঘরহে রতন বাতী উজিআর। কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার ॥
রাধার মন হাম কর পরচার। রাকা রজনী নহ ঘন আন্ধিয়ার ॥
পরিচয় পদ জব সব ভেল আন। তবহি পরাভব মানল কান ॥
তৈখনে উপজল মনমথ সুর। অব ঘনশ্যাম মনোরথ পুর ॥ ৭ ॥ ১০৬ ॥

॥ বিহাগ রাগ ॥

করে ধরি রাই মন্দিরে মাহা বৈঠল দুহুঁজন ভেল এক ঠাম।
আগমনজনিত সকল দুখ কহতহি মধুর বচন অনুপাম ॥
দোহুঁজন মনমথ ভোর।
দোঁহুক অধরমধু দোহুঁ জন পিবই দোঁহে দোঁহা কোরে আগোর ॥ ধ্রু ॥
কুসুম সেজ মাহা বিলসএ দুহুঁজন পূরল সব অভিলাষ।
[৬৭খ নিধুবন সমরে দুহুঁ পরবেসল কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৮ ॥ ১০৭ ॥

॥ অথ সর্বকালোচিত[১] বাসকসজ্জা আদৌ সঙ্কেত[২]। তদুচিত মহাপ্রভু[৩] ॥

॥ রাগিণী ধানসী ॥

পূরব প্রেমের ভরে গৌরাঙ্গসুন্দর। সুরধুনীতীরে চলে ভাবিয়ে অন্তর ॥
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে গদাধর আদেশিয়ে। কহেন সঙ্কেত পহু পাষণ্ডির ভএ।
নির্জনে কেতনে আজু নামসংকীর্তনে। পোহাব রজনী সব সুখ জাগরণে ॥
বাসুদেব কহে গোরা কহিলে সে ভাল। ঐছে সঙ্কেতস্থলে মিলিব সকাল ॥ ১ ॥ ১০৮ ॥

একদিন বর নাগরশেখর[৪] কদম্বতরুর মূলে।
বৃষভানুসুতে সখীগণ সাথে জাইতে যমুনার জলে ॥
রসের শেখর নাগর চতুর উপনীত সেই পথে।
শির পরসিএ বচনের ছলে সঙ্কেত করল তাথে ॥
গোধন চালাইএ শিশুগণ লএ গমন করিল ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে রাই আইল গেহমাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে[৫] শুন ল রাজার ঝিএ।
তোমা অনুগত কানুর সঙ্কেত না ছাড় আপন হিএ ॥ ২ ॥ ১০৯ ॥

---

১ সর্ব্বকালোচিৎ ২ সঙ্কেৎ ৩ মাহাপ্রভু ৪ সিখর ৫ বাসুআলী দেসে

মঙ্গল ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই। সব সখীগণ বদন চাই ॥
আবেশে কহই মনের কথা। কবহু হরিস বিষাদ বেথা ॥
সঙ্কেত করল নাগর রায়। কি কহব সখী কহ উপায় ॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি। কেমনে যাইব রহিতে নারি ॥
এতহু কহিএ চলল ধনি। জতহু বিপদ কিছু না গুনি ॥
সখীগণ মেলি সঙ্কেতগেহে[১]। আইল তরুণীরমণ কহে ॥ ৩ ॥ ১১০ ॥

[৬৮ক সঙ্কেত সমাপ্ত ॥ বাসকসজ্জা আরব্ধ ॥ তদ্রূচিত মহাপ্রভু ॥

॥ সুহই ॥

অরুণ নয়নে ধারা বহে। অবনত মাথে গোরা রহে ॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে। ভূমে গড়ি জায় খেনে খেনে ॥
কমল পঙ্কজ বিছাইএ। রহে গোরা ধেয়ান ধরিএ ॥
নিরলে বসিএ একেশ্বরে। বাসকসজ্জার ভাব করে ॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়ে। বলে কিছু চরণে ধরিএ ॥ ১ ॥ ১১১ ॥

॥ কল্যাণ ॥

কুসুমাবলিভিরুপস্ফুরুতল্পম্। মাল্যাঞ্চামর মনিসর কল্পম্ ॥
প্রিয়সখি কেলি পরিচ্ছদপুঞ্জম্। উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্ ॥ ধ্রু ॥
মণি সম্পুটমুপনয় তাম্বুলম্। শয়নাঞ্চলমপি পীতদুকুলম্ ॥
বিদ্ধি সমাগতম্ প্রতিবন্ধম্। মাধবমাশু সনাতনসন্ধম্ ॥ ২ ॥ ১১২ ॥

॥ ধানশী ॥

সাজল কুসুম সেজ পুন সাজই জাবই জারল বাতি।
বাসিত কর্পূর[২] পুনবাসই ভৈ গেল মদন ভো রাতি ॥
আজু রাই সাজই বাসকসেজ।
মনরথ লাখ মনোরথে[৩] ধাবই অঙ্গে আনলহি তেজ ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন আভরণ অঙ্গে চড়াওই খেনে খেনে তেজই তাই।
চকিত বিলোকনে চমকিত উঠই হেরত নিজ তনুছাই ॥

---
১ গ্রহে ২ খপ্পুর ৩ মনরথ

কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরী কাহে বিলম্বাইত কান।
গোবিন্দদাস কহে অব নাহি সুনত সঙ্কেত মুরলি নিশান ॥ ৩ ॥ ১১৩ ॥

॥ কামোদ ॥

কানুক সন্দেশে বেশ বনাওলু সঙ্কেতকেলিনিকুঞ্জে।
মাধবী পরিমলে ভরি তনু জারল ফুকরই মধুকরপুঞ্জে ॥
সুন সহচরী অবহু না মিলল দারুণ কান ॥ ধ্রু ॥
নিলজ চিত পিরিতি অনুরোধয়ে তে নাহি জাত পরাণ ॥ ধ্রু ॥
কদানুক বচন অমিয়ারস সিঞ্চনে বেচলু তনু মন জাতি।
নিজকুল দেসল ভূষণ করি মানলু তেঞি ভেল ঐছন সাখি[১] ॥
হিমকরকিরণে গগনে অনুরোধল কি ফল চলবহু গেহ।
গোবিন্দদাস কহ জাই সতী জানহ কানু তেজল নব নেহ ॥ ৪ ॥ ১১৪ ॥

॥ অথ বিপ্রলম্ভ ॥ তত্র শ্রীমহাপ্রভু ॥ কেদার ॥

আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চিব গো মোহে বিমুখ নটরাজ।
নব অনুরাগে আশ না পূরল কেবল ভেল অকাজ ॥
সখী কাহে বনাইলু বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি জাওত ভাবিতে পাজর ভেল শেষ ॥
গুরুজন গৌরব দূরহি ডারলু গৌরপ্রেমরস লাগি।
দুল্লভ প্রেম মোহে বিহি বঞ্চিল মজু ভালে দেই আগি ॥
প্রেম রতন ফল জগভরি বিথারল হাম তাহে ভেল নৈরাসে।
নব অনুরাগে ভরম হাম ভুলল বাসু ঘোষ না পূরল আশে ॥ ৫ ॥ ১১৫ ॥

॥ সুহই ॥

দেখ সখী অটমিক রাতি। আধ রজনী বহি জাতি[২] ॥
অবহু না মিলল রে। বিহি মোহে বঞ্চল রে ॥
তাহে বনাওল বেশ। বিঘটন কানু সন্দেশ ॥
দশদিশ অরুণিম ভেল। আধ চন্দ বৈভে গেল ॥
কাহুকে নহু আগারি। ধনি জনু হও কুলনারী ॥

১ শাখি ২ জাতী

কৈছনে ধরব পরাণ। কো বরু সহ ফুলবাণ॥
গোবিন্দদাস অব জান। অবহু না মিলল কান॥ ৬॥ ১১৬॥

॥ তত্র উৎকণ্ঠিতা যথা তদ্রূচিৎ মহাপ্রভু॥ মল্লার॥

এ হেন সুন্দরীবেশ কেন বনাইলাম। নিরুপম গোরারূপ দেখি না পাইলাম॥
অকাজে রজনী জায় কিবা মোর হইল। নিশ্চয়[১] জানিল আজি বিধি বিড়ম্বিল॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগৌর চন্দন। [৬৯ক গোরা বিনু কার অঙ্গে করিব লেপন॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া দিব কার মুখে। বাসু ঘোষ কহে নিশি জায় বড় দুখে॥ ৭॥ ১১৭॥

॥ পাহাড়ি[২]॥

বন্ধুরে লইএ কোরে রজনী গোঙাব গো সাধে নিরমিল আশা ঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিলে গো আমারে ফেলিএ দিগান্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আসি এ বেশ বনাওল গো সকল বিফল ভেল মোয়॥
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লএ গেল গো এবা দশাধীন জানি কোয়॥
গগন উপরে চাঁন্দ কিরণ উজর গো কোকিল কোকিলা ডাকে মাঁতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো পরাণ না হয় তার সাথি॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া খর্পর পূরিল গো প্রিয়া[৩] বিনে কার মুখে দিব।
এ সব মালতীর মালা বৃথাই গাথিল গো কেমনে রজনী গোঙাইব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো এখন আছএ কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইএ চলিল গো কহে খায় নরোত্তম দাসে॥ ৮॥ ১১৮॥

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র অবতার।
জো গুণ কীর্তন[৪] তাপদগধ জীব দুখসাগর ভেল পার॥ ধ্রু॥
সো অভাবে বিভাবিত অন্তর কান্দি কান্দি সুরধুনীতীর।
জাক নয়নশর গোপী মরমজর তহি রহ দুখময় নীর॥
খনে খনে কহই কানু মোরে না মিলিল কি ফল পাপ শরীর॥
ইহ যৌবন ধন সবরিহ ভূষণ বিফল বাস [৬৯খ কুটির॥
এত কহি ধরণী তলহি পুন মুরুছল ধকধকি খিনহি শ্বাস।
কো পুন ভাব দূতবর জনি মাহা ভন রাধামোহন দাস॥ ৯॥ ১১৯॥

১ নিশ্রয়ে ২ পাহারি ৩ পূয়া ৪ ক্রিয়তনে

॥ বিহাগ রাগ ॥

তেজ সখী কানু আগমন আশা। যামিনী শেষ ভেল মুখহু নৈরাসা ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার। দূরহি ডারল যমুনা পার ॥
কিশলয় সেজ মণি মানিক মাল। জল মাহা ডারল সবহু জঞ্জাল ॥
অব কি করব সখী কহ না উপায়। কানু বিনে জিউ কাহে নাহি বাহিরায় ॥
ধিক ধিক রে বিহি তোহারি বিধান। এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান ॥
সুনইতে ঐছন রাইক ভাষ। দ্রুত চলি জাওত বলরাম দাস ॥ ১০ ॥ ১২০ ॥

অমনি ধনি[১] ধরণী ডাড়িয়ে তনু করত বিষাদ।
বোলে কোন কুমন্তিনি এ সুখযামিনী পাপিনী সাধিলে বাদ ॥
কুলগৌরব তেজি কেনে আইলাম এ দূর বনে লম্পট শঠের[২] আকর্ষণে।
নিশি করিএ জাগরণ অঙ্গ করে জ্বালাতন ভাবি বৈরিণী হাসিবে সুনে ॥
নিশি প্রভাত হেরিএ ভোমরা কোকিলে ঝঙ্কিত পঞ্চম স্বরে।
ধনি কহিতে কহিতে সক্রোধিত চিতে বদন লম্বিত তমাল হেরে ॥
রবির তনয়ার নীর গগনের পয়োধর পিক ভৃঙ্গ নয়নান্তরে।
নয়নের কাজর মুছিএ কর দূর চুড়ি নীলমণি ভাঙ্গি কর চুরে ॥
শ্যামা বর্ণের[৩] সহচরী দেহ কুঞ্জের বাহির করি [৭০ক শিরে কুন্তল কর বিবরণ।
তখন বিদ্যাপতি কহে রূপ অন্তরে জাগি রহে একবার দেখ ধনি মুদিএ নয়ন ॥১১॥১২১॥

তামাল ধরিএ ধনি মাগএ বিদায়। আর নাহি বৈঠব তোঁহার তলায় ॥
আর নাহি করিব সো প্রিয়া[৪]সঙ্গ। জনম অবধি ভেল রস পরসঙ্গ ॥
আর নাহি আসিব এ কুঞ্জকানন। বংশীর রব নাহি করিব শ্রবণ ॥
ইথে জদি নাহি করে অবিচল বিধি। কানু সনে প্রেম মোর হইল অবুধি ॥
উদাস হইএ ধনি মৌনে রহিল। নরোত্তম দাস দুখসাগরে পসিল ॥ ১৩ ॥ ১২২ ॥

সর্বকালোচিত[৫] বাসকসজ্জা সমাপ্ত ॥

॥ অথ খণ্ডিতা আরব্ধ তদুচিত[৬] মহাপ্রভু[৭] ॥ ॥ বিভাস ॥

কি লাগি আমার গোরারায়। আবেসে শ্রীবাসমন্দিরে জায় ॥
কিবা ভাবে গোরা জাগিএ নিশি। কি ভাবে মলিন বদনশশী ॥

---

১ ওম্নী ধনী ২ সটের ৩ বন্নের ৪ পৃয়া ৫ কালোচিং ৬ তদুচিং ৭ মাহাপ্রভু

আলসে এলুএ পড়িছে গা। চলিতে না চলে কোমল পা ॥
গৌরবরণ ঝামর ভেল। নিশিশেষে কে বা এ দুখ দেল ॥
কহএ রসিক ভকতগণ। রাধাভাবে বিভাবিত মন ॥
পরসাদ কহে আমার গোরা। কাহে কি কহএ প্রলাপ পারা ॥ ১ ॥ ১২৩ ॥

॥ বিভাস ॥

চন্দ্রাবলী রতি ছরমে ঘুমায়ল কোকিল কুহু নিশি ভোর।
ঐছন সমএ চতুর বরনাগর তেজল তাকর কোর ॥
দিনমণি দেও নিবার। '
কুমুদিনে তেজি অলি কমল পরধাবই বায়স নিয়ড়ে ঝঙ্কার ॥
চন্দনে চর্চিত সবহু কলেবর নীল বসন পরিধান।
জাগরে অরুণিম লোচন যুগল দিগ বিদিগ নাহি জান ॥ ২ ॥ ১২৪ ॥

॥ বিভাস ॥

আজু কেনে গোরাচান্দের বিরস বয়ান। কি ভাব পড়ে[৭০খ ছে মনে সজল নয়ান ॥
মুখচন্দ্র সুখাএছে কিসের কারণে। অরুণ অধর কেনে হএছে মলিনে ॥
আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না জায়। ঢুলিএ ঢুলিএ পড়ে বাড়াইতে পায় ॥
বাসুদেব কহে গোরা কোথা না আছিলা। কিবা রস আসোআসে রজনী পোহাইলা[১]
॥ ৩ ॥ ১২৫ ॥

॥ রামকেলি ॥

উমত ঝুমত চরত গীরত চলত চরণ থোর।
মধুর মুরতি পূজল যুবতী সোনার কমল জোড় ॥
সখী হে শ্যামনাগরে দেখ।
রজনী জাগরে অরুণ লোচন হৃদয়ে নখের রেখ ॥
কটি অভরন নীল বসন আনতহি আন বেশ।
বকুল মাল ভ্রমরী জাল সৌরভে ভুলল দেশ ॥
অধর অরুণ অমিঞা ঝরন রসবতী রস লেল।
নয়ন কমলে মধু পিবইতে ভ্রমর বরণ ভেল ॥

১ পোহাইলে

কিঙ্কিণীজাল অতি রসাল বিরমি বিরমি বাজে।
নরহরি পহু পিরত পিরত রাই অঙ্গন মাঝে ॥ ৪ ॥ ১২৬ ॥

॥ বিভাস ॥ ললিত ॥

আরে মোর সোনার বন্ধুর। অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর ॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত[১]। পাএর নখের ঘাতে হিয়া জে বেথিত[২] ॥
না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার মাঝে। তোমারে দেখিলে মোর ধরম জাবে পাছে ॥
সুনিএ পরের মুখে না হয় পরতিত। এ বেশে[৩] দেখিলাম তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলে মনের কাজ কি আর বিচার। দূরে রহু দূরে রহু প্রণতি আমার ॥
চণ্ডীদাসে বলে ইহা বলিলা কেমনে। চোর ধরে লেহ এত না কহ বচনে ॥

॥ গ্রীষ্ম পদোচিত[৪] গৌরচন্দ্র নিম্নভাগে লেখা জায় সহ মতে ॥ ৫ ॥ ১২৭ ॥

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ [৭১ক রায়। পুরুব প্রেমের ভাবে ঢুলি চলি জায় ॥
অরুণ নয়ান মুখ বিরস হইএ। কোপে কহত পুন গদগদ হএ ॥
জানলু তোঁহারে তোর কপট পিরিতি। জা সঙে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি ॥
এত কহি গৌরাঙ্গে গদগদ মন। ভাবের তরঙ্গে রজনী জাগরণ ॥
কহে নরহরি রাধাভাবে হৈল হেন। পাইএ সন্তাপ বঞ্চিত হৈল হেন ॥ ৬ ॥ ১২৮ ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিএ ॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি। রজনী জাগিল হেন সাখি ॥
বিরস বদনে কহে বাণী। আশা দিএ বঞ্চিলা রজনী ॥
কান্দিয়ে কহয়ে গোরারায়। এ দুখ সহনে নাহি জায় ॥
কাতরে করয়ে সবিষাদ। নরহরি মাগে পরসাদ ॥ ৭ ॥ ১২৯ ॥

॥ ললিত রাগ ॥ যতি ভাস্নৌ ॥

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলে সকালে। প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন জাবে ভালে ॥
বন্ধু তোমার বলিহারি জাই। ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চান্দমুখ চাই ॥ ধ্রু ॥
আই আই পড়েছে রূপ কাজরের শোভা। ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির[৫]
মনোলোভা ॥

১ সুভিত ২ বেধিৎ ৩ বেসে ৪ গ্রস্ম পদোচিৎ ৫ মুনীর

খর নখ দশনেতে অঙ্গ জরজর। ভালে সে কঙ্কণদাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাড়ি কোঁচার বলনী। রমণীরমণ হইএ বঞ্চিলা রজনী ॥
মুরজ জাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে। আখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে ॥
চারিপানে চাহে নাগর আঁচরে মুখ মোছে। চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলেও[১] কি ঘোচে ॥
॥ ৮ ॥ ১৩০ ॥

॥ সুহই রাগ। মঠক তালো ॥

নখ পদ হৃদয়ে তোঁহারি। অন্তর জ্বলত হামারি ॥
অধরহি কাজর ভোর। বদন মলিন ভেল মোর ॥
কাহে মিনতি করু কাহ্নু[২]। [৭১খ তোহু হাম একুই পরান ॥ ধ্রু ॥
হাম উজাগর রাতী। তুয়া দিঠি অরুণিখ কাঁতী ॥
হামারি রোদন অভিলাষ। তুঁহু ভেলি গদগদ ভাষ ॥
জো নাহি তনু তনু সঙ্গ। হাম গোরী তুহু শ্যাম অঙ্গ ॥
অতএ চলহ নিজবাস। কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ৯ ॥ ১৩১ ॥

॥ তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তি ॥ তদ্রুচিৎ মহাপ্রভু ॥

ভাবের আবেশে কহে গৌরাঙ্গরায়। পুরব প্রেমের ভরে গদগদ কয় ॥
বচন চাতুরি হাম কিছু নাহি জানি। কাহে প্রিয়ে রোখভরে কহ অছু বাণী ॥
হরিগুণকীর্তনে জাগিএছি নিশি। না জানি কি দোষে আমি হইলাম দুষি ॥
কহএ বৈষ্ণবদাস[৩] ব্রজভাব জানি। কত ছলা জানে গোরা রসিকশিরোমণি ॥১০॥১৩২॥

॥ বিভাস রাগ নন্দন তালো ॥

কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহু সুন্দরী এ নব কুমকুম রেহ।
কাজর ভরমে মরম কিএ গঞ্জসি ঘন মৃগমদ পদ এহো ॥
সুন্দরী মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি[৪] দীনহি তরুণী দিঠি মন্দ ॥
গৈরিক হেরি বৈরী সম মানসি উরুপরি জাবক ভালে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখী নিন্দসি[৫] সিন্দুর করি অনুমানে ॥
তোঁহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী ভৈ গেল অরুণ নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি গোবিন্দদাস পরিমাণ ॥ ১১ ॥ ১৩৩ ॥

১ ধুইলিও ২ কাহ্নু ৩ বৈষ্টব ৪ মানসী ৫ নিন্দসী

॥ তত্র উভয় উক্তি ॥

তবে নীলোৎপল মুখমণ্ডল বিরস কাহে ভেল।
মদনানলে তনু তাতল জাগরে নিশি গেল ॥
সিন্দূরতি পরিমণ্ডিত চৈরহে কাহে ভান।
গোবর্ধন গিরি গৈরিক সিন্দূর অনুমান ॥
নখরাকৃত খত বক্ষ্যসি দেওল কোন নারী।
কণ্টকবনে ক্ষত বিক্ষত[1] তোঁহ ঢো[৭২ক রইতে গোরী ॥
নীলাম্বর পহিরহ কাহে পীতাম্বর ছোড়ি।
অগ্রজ সঙে পরিবন্ধন নন্দালয়ে ভোরী ॥
অঞ্জনহি গণ্ডস্থলে খণ্ডল অধরে।
উত্তর প্রতি[2] উত্তর দিতে পরাজয়সি শিখরে ॥ ১২ ॥ ১৩৪ ॥

॥ তত্র শ্রীমত্যা উক্তি ॥

ধনি না চেনে আপন কোপে।
নয়ান ভাঙর দেখিএ ভঙ্গিম নাগর তরাসে কাঁপে ॥
মণিময় ধন আভরণ আদি ধরল রেয়ের আগে।
মলয়জ[3] মালা তাম্বুলের ডালা ঝিনিএ ফেলিল রাগে ॥
দুই করে পদ ধরিআ মাধব কতেক মিনতি কেল।
তাহে ক্ষেণে ক্ষেণ আনল সমান বিরসে বিমুখ ভেল ॥
হাতে লত গাঁথা এ গজমুকুতা জাহা নাহি সুরপুরে।
কনক অঞ্জলি পাএ দিছে ফেলি ঠেলিএ ফেলিছে দূরে ॥
সঙ্গে সখী সব বুঝি অনুভব কেহু না বলিল কিছু।
সময় বুঝিয়া রসিক নাগর ডাড়াএ রহল পাছু ॥
নরহরি ভনে রেএর চরণে মোরে দয়া কর তুমি।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার পদ না ছাড়িব আমি ॥ ১৩॥ ১৩৫ ॥

॥ অথ কলহান্তরিতা ॥

রাইক ভাব হৃদয় বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটায়।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব তবহু বিমুখ ভেল রাই ॥

১ ক্ষত বক্ষ্যত ২ পীতি ৩ মলঅজ

পুনহি মিনতি করু কাহ্নু।
হাম তুয়া অনুগত তুহু ভালে জানত কাহে করল মুঝে মান ॥
তুহু জদি সুন্দরী মঝু মুখ না হেরবি হাম ডাড়াব কোন ঠাম।
তুয়াগত জীবন কোন কাজে রাখব তেজব পাপ পরাণ ॥
এতেক মিনতি জব করলহুঁ মাধব তবু না হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস কহে মিছা আস আসল রোখে চলল বরকান ॥ ১৪ ॥ ১৩৬ ॥

[৭২খ রাই করল জব গাঢ় অভিমান[১]। অবিদূরে বৈঠব নাগর কান ॥
করতল দেখিএ অবনত মাথ। ললিতা সমাধি কহত কহত কছু বাত ॥
হাতক রেখ তুহুঁ করত বিচারি। মঝু পরমায়ু[২] দিন দুই চারি ॥
এতহু কহল জব নাগর কান। সুনি ধনি চমকিত কি করব মান ॥
কৈছন রেখ প্রিয়ে দেখব হাম। রেখক লছছন হামে ভাল জান ॥
করে ধরি রেখ করত বিচারি। ঝাপল লোচনে প্রেমকি বারি ॥
ঐছন কাহে কহত মুঝে প্রাণ। মঝু পরমাত্তি তোহারে দিল দান ॥
লাখ বরিখে তুহু জীবই কান। তোঁহার বালাই লএ মরি জাই হাম ॥
বাহু পসারি রাই করু কোর। ভাঙ্গল মান ভূপতি ভেল ভোর ॥ ১৫ ॥ ১৩৭ ॥

দুহু দোঁহা দরসনে বাঢ়ল আনন্দ। চকোর পাওল জনু পুণমিক চন্দ্র ॥
মানজনিত দুখ সব গেও দূর। মনমাহা উপজল মনমথ সুর ॥
ধরলহি সুন্দরী নাগর কোর। উরু পর বৈঠল রসিক সিখর ॥
নয়ানে নয়ানে দুহু বয়ানে বয়ান। দুহুক অধরসুধা দুহু করু পান ॥
ললিতা সখিগণ দূরহি গেল। বেরি মনমথ সমাপন কেল ॥
গোবিন্দদাস কহে ইহ রস রঙ্গ। রাধামাধব কিয়ে দুহু এক সঙ্গ ॥ ১৬ ॥ ১৩৮ ॥

॥ অত্র পদদ্বয় মিলনং রসপুষ্টীতা পরন্তমেক পদবহি কলহান্তরিতা সমাপ্ত ॥

অনাদর পেএ গোরা অভিমানে চলে। পথ নাহি নিরখই নয়নের জলে ॥
বিষাদিত হএ সদা বলে হরি হরি। দয়া নাহি প্রকাশিল রাই কিশোরী ॥
ভাবের আবেশে গোরা চলিতে না পারে। রাধা রাধা বলি ভুমে ঢলে ঢলে পড়ে ॥
রোখে চলিল অতি দুখিত হইএ। বৈষ্ণবদাসের হৃদে[৩] সতত জাগএ ॥ ১ ॥ ১৩৯ ॥

১ গাঢ়ভীমান ২ পরমাউ ৩ হ্রিদে

[৭৩ক রাই অনাদর হেরি রসিকবর অভিমানে করল পরাণ।
নয়ানকো লোরে পথ নাহি হেরিএ পীতবাসে মোছই বয়ান॥
হরি হরি নিজ অপরাধ[১] নাহি জান।
সো হেম গোছির প্রেম কিএ লাগি নিরসন কাহে করল মুঝে মান॥
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীওব সো দুখ করি অনুমান।
রসবতী হৃদয়ে[২] বিরহ জরে জারব ইথি লাগি বিদরে পরাণ॥
রাই সম্বাদ সুধারস সিঞ্চনে তনু তিরপিত করহ মোর।
নাগর কাতর আকুল অন্তর গোবিন্দদাস চলু ভোর॥ ২॥ ১৪০॥
॥ ইতি খণ্ডিতা সম্পূর্ণ॥

॥ অথ কলহান্তরিতা আরব্ধ॥ তদ্গচিত্ত[৩] মহাপ্রভু॥ রাগিণী তুড়ি॥

মানবিরহজ্বরে[৪] পহু ভেল ভোর। অরুণ নয়ানে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গচাঁদ। অখিল জীবের মনলোচন ফাদ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচনতারা। প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥
হাঁসিয়া কহএ পুন ধিক মোর বুদ্ধি। অভিমানে হারাইলে কানু গুণনিধি[৫]॥
হইল মনের দুখ কি বলিব তাই। মঝু মন জীবন কৈছে[৬] জুড়াই॥
এইরূপে উদ্ধারিল সব নরনারী। এ রাধামোহন কহে কিছু না হইল হামারি॥ ১॥ ১১০॥

কুঞ্জহি নিকসই মানিনী রাই। অরুণিম লোচনে সখীমুখ চাই॥
চলইতে অঙ্গ ধরই না পারি। ছল ছল লোচনে গলত খল বারি॥
টুটল মান অব বিরহতরঙ্গ। তহি পুন বৈটল সহচরী সঙ্গ॥
কহইতে অন্তর গদগদ ভাষ। বিমুখ হইত ছাড়ল নিশ্বাস[৭]॥
চন্দ্রশেখরে কহে অনুচিত মান। [৭৩খ রোখে তেজলি কাহে নাগর কান॥ ২॥ ১১১॥

তোদের দোহার দৈবের ঠাম।
নিতি তোরা কলহ করবি কত না সাধিব হাম॥
নিতি নিতি তোদের এমতি করিএ কথাতে কথাতে দ্বন্দ্ব।
সে বলে রাই রসিক নহে তু বলিস উহ মন্দ॥
সে হেন নাগর গুণের সাগর জগতদুলভ দেহা।
এহেন নাগরি গুণের আগরি কেনে বাঢ়াঅলি[৮] নেহা॥

১ অকরাধ ২ হ্রিদয়ে ৩ তদ্গচিং ৪ জরে ৫ গুনুনিধি ৬ কহিছে ৭ নিশ্বাশ ৮ বাড়ুআলি

নিতি নিতি তোরা এমতি করবি ইথে কি পরাণ রয়।
চণ্ডীদাস কহে অবলা পরাণে এত কী বেদনা সয় ॥ ৩ ॥ ১১২ ॥

॥ সুহই ॥

আঁধল প্রেম পহিলে না হেরল সো বহুবল্লভ কান।
আদরে সাধ বাদ করি তা সঙে অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥
সজনী তোহে কহু মরমক দাহ।
কানুক দোখে জো ধনি রোখত সো ভাগিনী জগমাহ ॥ ধ্রু ॥
সো হেন মান বহুত করি মানলু কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে তনু জরজর তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ মান সঙে ভৈ গেল জীবন রহত গলদেশ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ভাবিনি ঐছন[১] কানুক নেহ ॥ ৪ ॥ ১১৩ ॥

জাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে মুরছিত কত কোটী কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়লু পালটী না হেরল হাম ॥
সজনী কি মোর করম অভাগী।
ব্রজকুলনন্দন চাঁদ উপেখলু দারুণ মানকি লাগি ॥
কাতর দিঠ মিঠ বচ নায়ত কত রূপে সাধল নাহ।
সো হেন বচন শ্রবণে না শুনল অব হিয়া দাহনে দাহ ॥
কৈছে হৃদয়ে পহু কাহ্নু রহু রহ সঙরি সঙরি মন ঝোর।
গোবিন্দদাস জব আনি মিলাওব তবহু মনোরথ পূর ॥ ৫ ॥ ১১৪ ॥

[৭৪ক চরণ ধরি হরি হার পেন্ধাওল। জতনে গাঁথিয়ে নিজ হাতে ॥
সো নাহি[*] পহিরল দূরহি ডারল মানিনী অবনত মাথে ॥
সজনি কাহে মুঝে দুরমতি ভেল।
দগধই মান মুঝে বিদগধ মাধব রোখে বিমুখ ভৈ গেল ॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল হাম নাহি উলটি নেহার।
হাতক লছিমি চরণপর ডারল অব কৈছে করব পরকার ॥
সো বহুবল্লভ জগতহি দুর্লভ দরসন লাগি মন ঝোর।
গোবিন্দদাস জব আনি মিলাওব তবহু মনোরথ পূর ॥ ৬ ॥ ১১৫ ॥

---
১ ঐছন

চরণ নখরমণি[1] রঞ্জন ছাঁন্দ। ধরণী লোটাওল গোকুলচাঁদ॥
ঢরুকি ঢরুকি পড়ু লোচনে লোর। কতরূপে মিনতি করল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন হাম করলহি মান। অব নাহি নিকসই কঠিন পরাণ॥
নারীজনমে হাম না করিল ভাগী। মরণ সমান ভেল মানকি লাগি॥
গোবিন্দদাস কহে সুন বরনারী। ধৈরজ ধর চিতে মিলিবে মুরারি॥ ৭॥ ১১৬॥

একেহু নাগরী সব গুণে আগোরি বৈঠসি চতুরীসমাঝ।
আপহি বাত আপে নাহি সমঝলি হঠে নঠ কৈলি সব কাজ॥
সুন্দরি নাহক কি করিএ রোখ।
নিকটহি আনিয়ে বাত দুই পুছই বুঝই গুণ কি এ দোখ॥
অপরাধ জানি[2] গারি দোষ দেওবি পিরিতী ভাঙ্গিবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গি তোহে জো উপদেশল তাকর মুখে দেই আগী॥
জো তুয়া চরণ পরশি মহী লুটল নিজ গৌরব করি দূর।
তব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি গোবিন্দ[দাস] কহে ক্ষুর॥ ৮॥ ১১৭॥

কহল মো খল জন দোখলু [৭৪খ কান। তুহু অবিচারে বাঢ়াঅলি মান॥
রোখে বিমুখ জব চল বর নাহ। অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥
সুন্দরি তোহে সমুঝাওব কোই। অব রহু নিরজন বন মাহা রোই॥
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ। হৃদয়ে ধরল তুহু মান ভুজঙ্গ॥
কোন কুলবতী দরসায়ল এহ। জানলু গরলে ভরল তুয়া দেহ॥
মদনে কুমন্ত্রে অথির ভেল সোই। চললহি দংশন[3] লখই নাহি কোই॥
ইথে বিনু নাগ দমন রস পান। গোবিন্দদাস মণিমন্ত্র নাহি জান॥ ৯॥ ১১৮॥

সুন্দরি কত সমুঝাওব তোয়।
পাইএ রতন অজতনে তেজলি অব পুন সাধসি মোয়॥
কত শত গোপ সুনাগরি পরিহরি জব তুয়া মন্দিরে কান।
তবহু জে মান পরমধন পাওলি না হেরলি কমল বয়ান॥
জা বিনে তিল আধ ধরই না পারই তাহে এমন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহে অব ধনি সমুঝল পুন ইহা না করবি আর॥ ১০॥ ১১৯॥

১ মুণী ২ অকরাদ জানী ৩ জংশন

সুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরি শ্রবণে নিবারল তোরী।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাপল তৈখনে রোখলী মোরী॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে নেহ বাঢ়ায়লি জনম গোঙাওবি রোয়॥
বিনি গুণ পরিখে পরশরস লালসে কাহে সোপলু নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোআবি ও রূপলাবণি জিবইতে ভেলি সন্দেহা॥
জো তুহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলু শ্যামজলদ জল আশে।
সো অব নয়নকি লোর দিয়ে সিঞ্চসী কহতহি গোবিন্দদাসে॥ ১১॥ ১২০॥

[৭৫ক কৈছে চরণ করপল্লব ঠেললী মিলসি মানভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জিউ জরি জব জাওব তবহু দেখিব ইহ রঙ্গে॥
মা গো মা কি ইহ জীদ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবলী পামরী পঙরিও তাঁর না পার॥
ঝামরি শ্যাম মলিন মুখ ঝর ঝর বহতহি নয়নক নীরে।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটাওলু হিয়া কৈছে বান্ধল স্থিরে॥
আপনকি মান বহুত করি মানলী তাক মান করি ভঙ্গ।
সেই দুলহ নাহ উপেখি অব বঞ্চবী কাহক সঙ্গ॥
সখীগণ বচন অলপ করি মানলী চাহসি কাহে মঝু মুখ।
ভন ঘনশ্যাম শ্যামতনু উপেখলী দেওলী বহুতর দুখ॥ ১২॥ ১২১॥

তিল আধ মঝু বিনে শয়নে সপনে চমকি চমকি করু কোর।
নিবিড় আলিঙ্গনে মঝু মুখ চুম্বনে নিঝোরে নয়ানে ঝোরে লোর॥
সজনি সো জদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কোন বিধি নিধি দেই নেওল সব সুখ করু বিছুরাই॥
তোরা কোহে বিরস নীরস বচন মুঝে মারসী ডারসি শোক কি কূপে।
মুরছিত জনে আত নহে সমুচিত জগভরি কহবি বিরূপে॥
ভাঙ্গল মান সবহু জন গঞ্জসি পীরিতি কীরিতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পাওল এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥

সো মুখচান্দ হৃদয় ধরি বৈঠব কালিন্দী বিষহ্রদ নীরে।
পামরী গোবিন্দ দাস মরি জায়ব সাজি আনল তহু তীরে ॥ ১৩ ॥ ১২২ ॥

[৭৫খ কি কহলি কঠিন কালিয়হ্রদে পৈঠবি সুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বাতি সুনব জব নাগর জীবনে না বান্ধই থেহা ॥
সুন্দরি তাহে তুহু রসবতী নারী।
অনুচিত মানে প্রাণ কাহে তেজবি তিল আধ বিরহ বিথারি ॥
কানুক চিত রীত হাম জানিয়ে কভু তো সে নহে নিঠুরাই।
তোহ জদি তাহে লাখ গারি দেওসী তবহু রহত পথ চাই ॥
আপন কথাতে রমণীকুল ঘাতবি ঘাতবি শ্যামরু চন্দ।
জগভরি বিপুল কলঙ্ক সব ঘোষব দোষব করমক বন্ধ ॥
ঐছন বোল না বোলবী সুন্দরি কাহে পরমাদসি এহো।
গোবিন্দদাস কহে সপতি তোহে শত শত জদি ধনি উদ্বেগ বাড়াহো ॥ ১৪ ॥ ১২৩ ॥

তত্র শ্রীমতী উক্তি উৎকণ্ঠা তদুচিত মহাপ্রভু[১]।

॥ সুহই ॥

মোহে বিহি বিপরীত ভেল। অভিমানে মোহে উপেখি পহু গেল ॥
কি করিব কহ না উপায়। কেমনে পাইব সেই মোর গোরারায় ॥
কি করিতে কি না জানি হৈল। পরাণ পুথলী গোরা মোরে ছাড়ি গেল ॥
কে জানে জে এমন হইবে। আঁচলে বান্ধিতে ধন সাগরে পড়িবে ॥
চৈতন্য[২] দাসের সেই হইল। পাইএ গৌরাঙ্গ চাঁদ না ভজি তেজল ॥ ১ ॥ ১২৪ ॥

সখীর বচন সুনি কহে বিনোদিনী। রোই কহত পুন সকরুণ বাণী ॥
মান জতন করি তেজল কান। অব নাহি নিকসই কঠিন পরাণ ॥
তুহু মঝু মরমক মরমী জদি হোই। আনি মিলাঅবি নাগর সোই ॥
কহএ রসিক জন সুন বরনারী। সব সখী অনুগত কেবল তোঁহারী ॥ ২ ॥ ১২৫ ॥

[৭৬ক মান কয় তুলি ত কয় তুলি কলহে কাহে রোওসি বৈঠহি বিরমহ ভবনে।
সো কাঁহা জাওব আপহি আওব পুনহি লোটাওব চরণে ॥

---

১ তদুচিৎ মহাপ্রভু ২ চৈতন

সহচরী বচনে করহ বিসআস।
সজল নয়নে হরি পন্থ নেহারই চিত[1] রহল তুয়া পাশ॥
বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ পরিহরি নীপমূলে বসই।
রাই রাই করি শিরে কর হানই তুয়া নাম অনশন[2] সোই॥
তুয়া লাগি মধু গেহ[3] আওত কত বেরি হাম জব সাধব সাথ।
চন্দ্রশেখরে[4] কহে অব তুহু মোচবি আপন কান্ত দেখ॥ ৩॥ ১২৬॥

সো বহুবল্লভ সহজই ভোর। কৈছনে বেদনা জানাবি মোর॥
সখী গণইতে তুহু বড় সিঙানি। তুহে কি [শি]খাওব চতুরিম বাণী॥
হরি বড় গরবি গোপীমাঝে বসই। সোই কহত জনু বৈরী না হাঁসই॥
ছলা করি বৈঠবি তাকর বামে। ইঙ্গিতে জানাইবি মঝু পরণামে॥
তবে জদি দেখবি বড় অনুরাগ। ভবহু কহিবি ধনি মনে জাঁহা লাগ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল পাই। আজু বুঝব সখি তুয়া চতুরাই॥
পুছইতে কুশল উলটাওবি পাণি। বচন না বোলবি সুনহ সিঙানি॥
হরি জদি ফেরি পুছএ ধনি তোয়। ইঙ্গিতে বেদনা জানাওবি মোয়॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভান। মান রহু পুন জাওক পরাণ॥ ৪॥ ১২৭॥

কুঞ্জর বর গতি মন্থর চলত গমন নারী।
বংশীবট জাবট তট বনহি বন হেরি॥
মদনকুঞ্জ শ্যামকুঞ্জ রাধাকুঞ্জ তীরে।
দ্বাদশ বন ফিরত সঘন শৈলহি কিনারে॥
জাঁহা সব ধেনু রব তাঁহা চলত জোরে।
শ্রিদাম সু[৭৬খ দাম মধুমঙ্গল দেখত বনবীরে॥
যমুনাতীরে নীপহি মূলে ঢুরত বনআরি।
শশিশেখর[5] ধূলিধূসর কহত প্যারি প্যারি॥ ৫॥ ১২৮॥

কানুক হেরি চলল বর সহচরী ঠমকি ঠমকি চলি জায়।
জনু আন কামে চলল বর চতুরিণী ডাঁহিনে বামে নাহি চায়॥
সহচরি সহচরি ও সহচরী করি বেরি বেরি করত ফুকার।
ললিতা কৈতবে ঝুকি কহত মঝু নাম লেই কোন গোঙার॥

১ চিত্র ২ অনসন ৩ গ্রেহ ৩ চন্দ্রসিখর ৪ সসীসিখর

কানু কহত ধনি হাম রাইকিঙ্কর করুণা করিএ উরে আহ।
চন্দ্রশেখরে[১] কহে এক নিবেদন তোহে আওত সুনি তব জাহ॥ ৬॥ ১২৯॥

কি কহবি কি তব তুরিত করি কহ কহ হাম জাওব আন কাজে।
তুয়া সনে বাত নহে মুঝে সমচিত দোষ পাইব সখীমাঝে॥
সুনি ইহ ভাষই কানু নিশ্বাসই কাহে কহসি অছু বাণী।
রাই তেজল বলি তছু সব তেজবি তবে বিশ্ব ভুঞ্জিব[২] আমি॥
আহিরিনী কুরূপিণী গুণহিনী পরাধীনী হাম সব লাগি বিশ্ব পিয়োবি।
চন্দ্রাবলী মুখ চন্দসুধারস পিবি পিবি যুগে যুগে জিয়বি॥
পদ্মমা পদ্ম গন্ধে অনুমাতল শ্রীভদ্রা মঙ্গল দানে।
চন্দ্রশেখর[৩] কহে সুন বহুবল্লভ রাই পিরিতি কেবা জানে॥ ৭॥ ১৩০॥

কতহু ছলা করি কহতই সহচরী চতুরিণী চতুর সুজান।
আপনক ভাব কতই পর গোপই জনু আনে কাজে পয়ান॥
মাধব কি কহব তুহু সে গোঙার।
তোহার বিহিত লাগি এক বাত বোলসি কৈছনে তোর ব্যবহার॥
সুপুরুখ জানি মান বাঢ়ায়সি তুহু তাহে উপেখিলি [৭৭ক নারী।
সো জদি মানভরে তোহে রোখলু তুহু কাহে আওলি ছোরি॥
আপনাক দোষ জানসি জদি মন মাহা কাহে বাঢ়াঅলী বাত।
গোবিন্দদাস কহে তোঁহারি লাগী সাধব আপ চলত মঝু সাথ॥ ৮॥ ১৩১॥

দূতীক বচনে নাগররাজ। অন্তরে পাওল বহুত লাজ॥
ইঙ্গিত বুঝল সো আসোআস। মন মাহা হোওল বহুত উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান। তা কর সঙে হরি করল পয়ান॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর। ঐছন পাওল কুঞ্জকি ওর॥
দরসঙে নাগর নাগরী হেরি। বৈঠল তহি পুন আনল ফেরি॥
গদগদ নাগর জুড়ি দুই পাণি। কহইতে বদনে না নিকসই বাণী॥
কত রূপে মিনতি করল জব কান। তভু নাহি ভাঙ্গল দারুণ মান॥ ৯॥ ১৩২॥

---

১ চন্দ্রসিখরে ২ ভঞ্জিব ৩ চন্দ্রসিখর

॥ দেশ বড়ারি রাগ ॥ অষ্টম তাল ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্ ।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচনচকোরম্ । ॥ ২ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্ দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ ধ্রু ॥ ৩ ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়নশরঘাতম্ ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্ যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥ ৪ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্ ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥ ৫ ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্ ধারয়তি কোকনদরূপম্ ।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥ ৬ ॥
স্ফুরতু [৭৭খ কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥ ৭ ॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্ জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্ ।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্ সরসলসদলক্তকরাগম্ ॥ ৮ ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্ দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥ ৯ ॥
ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণোরাধিকামধি বচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতম্ ॥ ১০ ॥ ১৩৩ ॥

॥ গান্ধার ॥

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি । পরসিতে চাহি রাঙ্গাচরণের ধূলি ॥
অভিমান দূর করি চাহ একবার । দূরে জাওক সব মোর হিয়াআন্ধিআর ॥
পীত পিন্ধল হাম তুয়া অভিলাষে । পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী । নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুথলি ॥
এত ধনের ধনী জে সে কেন কিপন । জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে কারণ ॥১১॥১৩৪॥

হাঁসিএ নেহার রাই হাঁসিএ নেহার । অনুগতজনেরে পরাণে কেন মার ॥
জে চান্দের সুধাদানে জগত জুড়ায় । সে চান্দবদনে কেনে আমারে পোড়ায় ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণে পরসে । সোনা শতবাণ হএ কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণধূলি পরসিতে করি সাধ । জ্ঞানদাস কহে জদি করে পরসাদ ॥১২॥১৩৫॥

॥ বড়ারি ॥

তুহু জদি মাধব চাহসি নেহ। [৭৮ক মদন সাখি করি খত লেখি দেহ ॥
ছোড়বি কেলিকদম্ব বিলাস। দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ ॥
মো বিনে সপনে না হেরবি আন। হামারি বচনে করবি জলপান ॥
রজনী দিবসে গুণ গাওবি মোর। আন রমণী কভো না করবি কোর ॥
ঐছন কবজ ধরব হাত। তবহু তোঁহারি সনে মরমকী বাত ॥
ভনএ বিদ্যাপতি সুন বরকান। মান রহুক পুন জাউক পরাণ ॥১৩॥১৩৬॥

॥ কামোদ ॥

সুন্দরি বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেম বাদ করব জব তব কৈছে ধরব পরাণ ॥ ধ্রু ॥
লেখি লেহ কবজ দাস করি সুন্দরি জীবনে জৈবনে রহু ভাগী ॥
তুয়া গুণ রতন শ্রবণে মণিকুণ্ডল এবে ভেল ভঙ্গ বৈরাগী ॥
পীতাম্বর গলে করিবর যুগলে মিনতি করিআ তুয়া আগে।
হাম জৈছে লাখ লাখ শ্যাম লুটত এ তুয়া চরণ সোহাগে ॥
মনসিজ করে ধনু হেরি কাতর জনু বিছরল ধন জন মায়া।
তছু ভয় লাগি স্মরণ হাম লেওল দেহ পদপল্লব ছায়া ॥
ঐছন মিনতি করল জব নাগর ধনি লোচন জলপুর।
হেরইতে বদন রোদন করু দোহু জন অব ঘনশ্যাম মনপুর ॥১৪॥১৩৭॥

॥ সুহিনী ॥

॥ যথা রাগঃ ॥ ॥ সংকীর্ণ সম্ভোগ ॥

রাই জব হেরল হরিমুখ ওর। তৈছন ছল ছল লোচন জোড় ॥
জব পহু কহলহু লহু লহু বাত। তবহি কওলি ধনি অবনত মাথ ॥
জব হরি ধরলহি অঞ্চল পাষ। তৈখনে টরটর তনু পরকাস ॥
জব পহু পৈসল কঞ্চুক সঙ্গ। তৈখনে পুলকে পুরল সব অঙ্গ ॥
পুরল মনমথ মদন উদেস। কহ কবিশেখর পিরীতি বিশেষ ॥১৫॥১৩৮॥

[৭৮খ ॥ সুহিনী ॥

দূরে গেও মানিনীমান। অমিআ সরোবরে ডুবল কান ॥
মাগএ তব পরিরম্ভ। প্রেমভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ ॥

নাগর মধুরিম ভাষ। সুন্দরী গদগদ দিঘল নিশ্বাস[১] ॥
কোরে আগোরল নাহ। কো সংকিরণ রস নিরবাহ ॥
লহু লহু চুম্বে[২] বয়ান। সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান ॥
সাহসে উরে কর দেল। মনহি মনোভব তব নাহি ভেল ॥
তোড়ল জব নীবিবন্ধ। হরি সুখে তবহি মনোভব মন্দ ॥
তব কছু না কহ সুখ। ভনএ বিদ্যাপতি সুখক দুখ ॥১৬॥১৩৯॥

॥ অত্র নিবেদন ॥ ॥ রাগিণী ॥ ॥ তাল দশক্রোশী ॥

মাধব এক নিবেদন করি তোয়।
মান বিরহানলে জত দুখ দেওলু মাফ করবি সব মোয় ॥
তুহু এক পটে মুঝে বাত এক বোলবি না করবি চিত্তক ভীত।
চন্দ্রাবলী তোহে কতহি সমাদর কৈছনে প্রেম পিরিতি ॥
সো জদি প্রেম নিয়ড়ে তহু সিঞ্চই বান্ধি রাখএ অতএব।
গোবিন্দদাস কহে তাহারি চরণতলে দাসী হএই হাম সেব ॥১৭॥১৪০॥

॥ অথ দুর্জ্জয় মান ॥ ॥ তদুচিত[৩] মহাপ্রভু ॥
॥ বড়ারি রাগ ॥

বরণ কাঞ্চন দশবাণ। অরুণ বসন পরিধান ॥
অবনত মাথে গোরা রহে। অরুণ নয়ানে ধারা বহে ॥
ক্ষেনে শিরে করতল রাখে। ক্ষেনে খেতিতলে নখে লেখে ॥
কান্দিএ আকুল গোরারায়। সোনার অঙ্গ ধুলায় লোটায় ॥
বাসুদেব ঘোষ গুণ গাএ। দিবানিশি আন নাহি ভায় ॥১॥১৪১॥

দুর্জ্জয় মানে প্রবল বরসুন্দরী প্রজ্বলিত দহন সমান।
মরম সখীগণ আন ঠাঞি বৈঠল ছোড়ি সব করল পয়ান ॥
[৭৯ক বাস কুন্তল সবহু বিগলিত তটিনী বহএ নয়ানে।
কোপে ভরল তনু স্থির নহে ভামিনী ভালহি কঙ্কণ হানে ॥
রোই রোই ধনি কণ্ঠ বধির সম বদনে না নিকসই[৪] ভাষ।
মরমক দাহ মরমে নাহি নিবারই ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস[৫] ॥

১ নিস্যাস ২ চম্বে ৩ তদুচিৎ ৪ নিকশই ৫ নিস্যাস

ক্ষেনে ক্ষিতিমণ্ডলে লুটত মানিনী মানহি করম অভাগে।
কানু ইহা হেরি দূরে অবনীক সোই বৈষ্ণবদাস হিয়া জাগে ॥২॥১৪২॥

॥ ধানশী ॥

মদন কুঞ্জপর বৈঠল মোহন বিন্দাদেবীমুখ চাই।
জোড়ি যুগল কর মিনতি করত কত তুরিতে মিলায়বি রাই ॥
হাম পর রোখি বিমুখ ভৈ সুন্দরী জবহু চলল নিজ গেহঁ[১]।
মদন হুতাশনে মঝু মন জারল জীবন না বান্ধই থেহা ॥
তুহু অতি চতুরি শিরোমণি নাগরী তোহে কি শিখাওবি বাণী।
তুহু বিনে হামারি বেদন নাহি জানিয়ে কৈছে মিলাওবি আনী ॥
চন্দন চাঁদ পবন ভেল রিপু সম বৃন্দাবন বন ভেল।
মউর কোকিল কত ঝঙ্কার দেওত মঝু মনে মনোমথ শেল ॥
ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোওত চরণ পাকড়ি গড়ি জায়।
হা হা সো ধনি হাম নাহি হেরব সিংহ ভূপতি রস গায় ॥৩॥১৪৩॥

॥ গান্ধার ॥

মাধব নিপট কঠিন তনু তোর।
হাথ হাথ হাম বাত সিখাওলু বাত না সুনলী মোর ॥ ধুয়া ॥
সো বরনারী সহজই সুন্দরী কোমল অন্তর বামা।
বহুত জতন করি তোহে মিলাওলু কাহে উপেখলু রামা ॥
তুহু অতি লম্পট করলহি বিপরীত প্রেমক রীত না জানি।
হাথক লছিমি চরণ পর ডারলি কৈছে মিলাওবি আনি ॥
বাসর জাগি আগি সম উপজল রজনী গোঙাওল [৭১খ জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি জাওব মিলিব তুয়া গতি ভাগি ॥
মোহন মানস বুঝি দূতী আওল মিলল রাইক পাস।
ভূপতিনাথ দেখি অতি কৌতুকে অন্তরে উপজল হাস ॥৪॥১৪৪॥

॥ ধানশী ॥

মদনকুঞ্জ তেজি চলল চতুর দূতী পবনগতি সম গেল।
খিতি নখে লিখি দেখি মুখ ঝাপল রাই উত্তর নাহি দেল ॥

---

১ গেহা

চতুর দূতী[1] তব মনহি বিচারল কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভেই বৈঠলি ভূবরি কি ভেল আজুক রাত॥
হেরি ললিতা সখী মৃদু মৃদু বোলত হামারি করম মতি ভেল।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল চন্দ্রাবলী সহ কেলি॥
হাসি হাসি নিওড়ে জাই দূতী বৈঠল কহতহি মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোসে রোখ জদি মানসি কো কহে তোহে সিঞানি॥
উঠ উঠ সুন্দরী মান দূরে করি বাহু পসারি করু কোর।
ঝটকি হাথ ফটকি ভেলত কোপে ভরল তনু জোর॥
রাইক নিঠুর বচন সুনি সহচরী কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ রোখে তব বোলত অবহু ফটকল হাত॥ ৫॥ ১৪৫॥

॥ শ্রীরাগ ॥

অখিল লোচন তম তাপ বিমোচন উদয়তি[2] আনন্দ কন্দে।
এক নলিনী মুখ মলিন করয়ে জদি ইথে লাগী নিন্দসি চন্দ্রে॥
সুন্দরি বুঝল তুয়া প্রীতি[3] ভাঁতি।
গুণ গুণ তেজি দোষ এক ঘোষবি অন্তর আহিরিণী জাতি॥ ধুয়া॥
সকল জীবজন জীব সমীরণ মন্দ সুগন্ধ সুসিতে।
দীপক জোতি পরসে জদি নাসয়ে ইথে লাগী নিন্দসি মারুতে॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম [৮০ক সুখ দুখ সকল শরীরে[4]।
কাগজ পত্র পরসে জব নাশয়ে ইথে লাগী নিন্দসি[5] নীরে॥
ক্ষেনে ক্ষেনে সকল কুসুম তোষই নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক জদি নাহি চুম্বই ইথে লাগী নিন্দসি ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ আধ দ্বিগুণ সখীমাঝে।
চম্পতি পতি অতি আকুল তো বিন বিষাদ না পাওসি লাজে॥ ৬॥ ১৪৬॥

সখী হে কাহে কহোসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ এক দোষ না সহসি একগুণে বহু দোষ নাশা॥ ধুয়া॥

---

১ দূতী ২ উদঅতি ৩ পৃতি ৪ ষরিয়ে ৫ নিন্দসী

কি করব জপতপ দান ব্রত নষ্টিক জদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল ধন জন যৌবন জদি হোএ লোচন হীনে॥
গরল সহোদর গুরুপত্নী হর রাহুর মন তনু কাড়া।
বিরহ হুতাশন বারিজ নাসন শীলগুণে শশী উজিআরা॥
পরভৃত বাহিত জতন নাহি নিজ সুতে কাক উচ্ছিষ্ট[১] রস পানি॥
সো সব অবগুণে সগুণ একু পিকু বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরিতি কি কহব রে সখী সবগুণে মূল অমূলে।
বংশী পরসি সপতি করু শত শত তবহু প্রতীত[২] নাহি বোলে॥
বর পরিরম্ভণ চুম্বন আলিঙ্গন সঙ্কেত করি বিসআসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল হামক করলি নৈরাসে॥
সুন্দর সিন্দূর নয়নক অঞ্জন যুত সঞে কাজর রেখা।
কুঙ্কুম ভূষণ প্রতি অঙ্গে লিপন প্রাত সময়ে দিল দেখা॥
অনল অধিক সো তনু দাড়ই রতিচিহ্ন দেখি প্রতি[৩] অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়ক পুর জব না মিলব তব মিলব হরি সঙ্গে॥ ৭॥ ১৪৭॥

[৮০খ॥ কামোদ॥

রাইক নিঠুর বচন সুনি সহচরী মিলল কানুক পাশে।
পন্থক শ্রমভরে বচন কহ গদগদ খরতর বহই নিশ্বাসে॥
মাধব দুর্জয় মানিনী মানী।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত না ফুরএ এহো আধবাণী॥ ধ্রু॥
কা বোলইতে সুনইতে না পারএ শ্রবণে মুদএ দুই পাণি।
জৈমানি জৈমানি পুন পুন ফুকরই বজ্র শবদ সম মানি॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি সুনই তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ কর নাহি কাহে মিলাওব আনি॥
নীলবসনবর নীল চুড়ি কর পুঁতিক মালা উতারি।
করিবর চুড়ি কর মোতি মাল বর পহিরল অরুণিম সাড়ি॥
অসিত চিত্রকর উরপর আছিল মিটাওল চন্দন লাগাই।
মৃগমদ তিলক ধোয়ি দৃগঞ্চল কুচমুখ চন্দনে ছাপাই॥

---

১ উচ্ছিষ্ঠ ২ পৃতিত ৩ পৃতি

এক তিল আছল   চারু চিবুক পর   নিন্দি মধুপ সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি   মলয়জে বঞ্চল সবহু ছাপাওল রামা॥
জলধরে হেরি   চন্দ্রাতপে ঝাঁপল   শ্যামরী সখী নাহি পাষ।
তমাল তরুগণে   চুনে লেপাওল   শিখি পিকু দূরে নৈরাস॥
তুয়া গুণ বোলত   এক শুক পণ্ডিত   সুনিতহি উঠি রোশাই।
পিঞ্জর ঝটকি   ফটকি কর পটইতে   ধাই ধরল হাঁম জাই॥
মধুকর ডরে ধনি   চম্প তরুতলে   লোচনে জল ভরিপুর।
শ্যাম চিকুর হেরি   মুকুর করে পটকল   টুটিল ভেল শত চুর॥
মেরু সমান   কোপে সুমেরু সম   দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পতি পতি জব   রাই মানাওব   আপে সিধা রহ কান॥ ৮॥ ১৪৮॥

বৃন্দে করে ধরি রোদতি শ্যাম।   [৮১ক অব কি বিধুমুখী মোরে ভেল বাম॥
এ ছার জীবনে মোর আর নাহি কাম।   যমুনা ডাড়িগ তনু তেজব হাম॥
দরবয়ে বৃন্দে কহত পুন বাণী।   জীবন তেজবি কি মানে রমণি॥
সুন সুন বিদগদ রসিক রায়।   ধনি যৈছে মিলবে কহি সে উপায়॥
আপনক বেশ সব দূরে পরিহরি।   নবীন বিদেশিনী সাজহ মুরারি॥
রসিক জনার হয় এই অভিলাষ।   ধরহ নারীর বেশ খুল পীতবাস॥ ৯॥ ১৪৯॥

॥ বিদেশী মিলন ॥ অথ বিদেশী মিলন লিখ্যতে॥

॥ তথা রাগ॥

বর নাগর সাজই নাগরী বেশা।
মুকুট উতারি   সিঁথি সোঙারল   বেনি বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধুই   সিন্দুর ভালে   রঞ্জই লোচন অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খুলি   কর্ণফুলি পহিড়ল   ভরি তনু কেসরি পঙ্কা॥
বেসর খচিত   শতেশ্বরী[১] পহিরল   চুড়ি কনক কর কঞ্জে।
চরণ কোমল পাশে   জাবক রঞ্জন   তা পর মঞ্জীর গঞ্জে॥
কাঁচলি মাঝে   কদম্ব কুসুম[২] ভরি   আরম্ভল কুচ আভা।

১ যতেশ্বরি   ২ কুসম

অরুণাম্বর বর   সাড়ি পহিরল   বক্র বিলোকন শোভা ॥
ধরি পরিবাদিনী   শ্যাম সুমিলনে   শুভ অনুকয়লু পয়ানে।
পহিলহি বাম   চরণ তুলি মোহন   স্ত্রিয়াগতি নচ্ছ্যাল ভানে ॥
ঐছন চরিতে   মিলল জঁাহা সুন্দরী   দূরহি একলি থারি।
করে ধরি যন্ত্র   তন্ত্র সোঙারত   কো ইহ লখই না পারি ॥
রাইক নিকটে   বাজাওত সুন্দরী   সুনইতে ভৈ গেল সাধা।
এ নব জৈবনি   নবীন বিদেশিনী   আও ফুকারই রাধা ॥
সুনইতে শ্যাম   হরখি চিতে আওলী   উঠি ধনি আদর কেল।
বাহু পাকড়ি নিজ   আসনে বৈসাওল   কহ কহ হরসিত ভেল ॥
তাহি বাজায়ত   বীণা সুমাধুরি   ঋঝি[১] দেওল মণিমাল।
ঐছে বাজায়ত   [৮১খ হামারি যন্ত্রিয়া   মোহন যন্ত্র রসাল ॥
সুর অপ্সরি কিয়ে   নাগকুমারী তুহু   স্বরূপে কহবি সখি মোহে।
আজুক দিবস   সফল করি মানিয়ে   দুল্লভ দরসন তোহে ॥
নাম গ্রাম কহ   কুল অবলম্বন   ব্রজে গমন কিএ কাজা।
সুখময়ী নাম   মথুরাপুরে যদুকুলে   গুণিজনা পিড়ই রাজা ॥
ধনি কহে তুয়া গুণে   হৃদি প্রসন্ন ভেল   মাগহ মান জায়।
মনোরথ কর্ম   জাচলি জদি সুন্দরী   মান রতন দেহ মোয় ॥
হাসি মুখ মুড়ি   পিঠ দেই বৈঠল   কানু কওল ধনী কোর।
টুটল মান   বাঢ়ল জত কৌতুক   ভূপতি কো করু ওর ॥ ১০ ॥ ১৫০ ॥

॥ ভূপালী ॥

অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।   দুর্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ ॥
চুম্বই মাধব রাই বয়ান।   হেরই মুখশশী সজল নয়ান ॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।   দুহু জন মনমাঁহা মনসিজ গেল ॥
দুহুজন বেয়াকুল দুহু করু কোর।   দুহু দরসনে বিদ্যাপতি ভোর ॥ ইতি ॥ ১১ ॥ ১৫১ ॥

॥ ততো সখী উক্তি মান প্রকারান্তরং যথা তদ্গচিত্ত[২] মহাপ্রভু ॥

সদাশিব ঘরে গোরা পোহাইল রজনী।   কোই ভকত হেন কহু অদ্ভু বাণী ॥
গদগদ গদাধর সুনি ইহ বাত।   দুখিত অন্তরে রহু অবনত মাথ ॥

---
১ ঋসি   ২ তদ্গচিং

কৈছে বঞ্চল মোরে গোরা নটরায় । আন ঠাঞি কীর্তনে[১] জাগিএ পোহায় ।
অভিমানে গর গর না ধরএ অঙ্গ । রসিকজনা কহে পুরুব বিভঙ্গ ॥ ১ ॥ ১৫২ ॥

প্রিয়সখী নিকটে জাই কহে দ্রুতগতি সুন সুন চতুরিণী রাধে ।
চন্দ্রাবলী সঙ্গে কানু রজনী আজু কামে পুরাওলী সাধে ॥
ঐছন [৮২ক সুনইতে বাত ।
অরুনিত লোচনে গরগর অন্তর রোখে পুরল সব গাত ॥
আপন কামে কামি জেই কামিনী রসিক মরম জানি জান ।
সো মঝু বিদগধ নাহক বলে ছলে কত না কওল অপমান ॥
চঞ্চল মনহি থীর নাহি হোওত কামে লুবুধ চিত কান ।
ঐছন নাহক বদন না হেরিব উদ্ধবদাস পরমাণ ॥ ২ ॥ ১৫৩ ॥

॥ গৌরচন্দ্র ॥ সুহই ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে । কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায় । ধুলায়ে ধূসর তনু ভূমে গড়ি জায় ॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায় । রজনী দিবস গোরা জাগিএ গোঙায় ॥
ক্ষেনে চমকিত অঙ্গ ধরণে না জায় । মান ভাবাবেশ গোরা বাসুঘোষ গায় ॥ ৩ ॥ ১৫৪ ॥

॥ সিন্ধু রাগ ॥

অবনতবয়নি ধরণী নখে লেখি । জে কহে শ্যামনাম তাহে নাহি পেখি ॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ । অভরন তেজল ঝাঁপল বেশ ॥
নীরস অরুণ কমল বর বয়নি । নরলোক লোরে বহি জাওত ধরণী ॥
ঐছন সমএ আওল বনদেবী । কহএ চলহ ধনি ভানুক সেবি ॥
অবনত বদনে উত্তর নাহি দেল । বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল ॥ ৪ ॥ ১৫৫ ॥

॥ কামোদ ॥

মাধব অপরূপ পেখলু রামা ।
মানিনী মানে অবনী পর লেখই নয়নে না হেরই শ্যামা ।
শুনইতে বিদগধ নাগর শেখর আকুল গদগদ বোল ।

---
১ কিত্তনে

কি করব দৈবে রজনী হাম বঞ্চলু তবহু হৃদয় মঝু দোল ॥
হাঁমারি সপতি তোহে সুন সুন সহচরী তুরিতে গমন করু তাই ।
বহুত জতন করি [৮২খ তাহে মিলাওবি জৈছে সদয় হোএ রাই ॥
সপতি বচনে সোই কছু নাহি বোলল আওল মানিনী পাশ ।
হেরইতে রাই বিমুখ ভৈ বৈঠল কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ৫ ॥ ১৫৬ ॥

॥ গান্ধার ॥

তোহারি বিরহ বেদনে বাউর সুন্দর মাধব মোর ।
খেনে অচেতন খেনে সচেতন ক্ষেনে নাম ধরু তোর ॥
রামা হে তো বড়ি কঠিন দেহা ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি জগত দুলহ নেহা ॥
তোঁহারি কাহিনী কহিতে জাগই সুতিয়ে দেখএ তোয় ।
না ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে পথ নিরখয়ে তোয় ॥
কত পরবোধি না মানে রহসি না করে জে জলপান ।
কাঠ মুরুতি জৈছন আছএ কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৬ ॥ ১৫৭ ॥

॥ কামোদ ॥

সো বর শঠ গুণ গুরুবর গুরুতর অছুগুণ জলনিধি সার ।
হাম অবলা জাতি তাহে দুখিত মতি কৈছনে পাইএ পার ॥
সজনি আর কত কর পরলাপ ।
সো মঝু জৈছন করলহি অপমান সো বড় হৃদয়ক তাপ ॥
জো বরনারী সার করি লেওল সো পদ সেবউ আনন্দে ।
তাকর লাগি জাগি দিন রোয়উ পিবউ সো মকরন্দে ॥
জাহে লাগি অন্ন পানি সব তেজল জপ কর তাকর নাম ।
চম্পতি পতি কর সোই যুবতী বর গাওত পুন তছু গান ॥ ৭ ॥ ১৫৮ ॥

রাইক বচন সুনিএ সহচরী । মরমহি সমুঝল তবহু বিচারি ॥
জানল মান ইহ শৈল[১] সমান । বচনে না ভাঙ্গব ইহ মন মান ॥
এতহু ভাবিএ দূতী করল পয়ান । মিলল জাহা সোই নাগর কান ॥
বেথিত অন্তর সখী মলিন বদন । [৮৩ক বৈষ্ণবদাস কহে কুশল কেমন ॥ ৮ ॥ ১৫৯ ॥

১ সৌল

॥ তিরোথা ধানশী ॥

সুন মাধব রাধা সাধিনা ভেল।
জতনহি কত পরকার বুঝাওলু তবু সে সুমতি না দেল॥
তোহাঁরি নাম সুনএ জব সুন্দরী শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহাঁরি পিরিতি জো নব নব মানিয়ে সো অব না সুনএ বাণী॥
তোহাঁরি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বুল ধয়লহু রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটী না হেরলু বৈঠল বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত আপে সিধারহ কান॥ ৯॥ ১৬০॥

সুনি সখীবচন মনহি অনুমান। নাগরী বেশ বনাওলু কান॥
আগু পদ বাম বামগতি চাহনি বাম কুণ্ডল অনুপাম।
বামভুজে বসন উড়াওত ঘন ঘন ঐছন পেখলু শ্যাম॥
পটু অম্বর পরি অভিনব নাগরী ঐছনে কওল পয়ান।
চারু সিথা পরি কাম সিন্দুর পরি লখই না পারই কান॥
এমন চতুরবর কবহু না দেখিএ এ মহীমণ্ডল মাঝ।
মণিময় কঙ্কণ দুহু ভুজে সাজল শঙ্খ শোভএ তছু মাঝ॥
পদতল অরুণ কিরণ মণি পেখলু তেঞি হোওত অনুমান।
জ্ঞানদাসে কহে রাইক মন্দিরে নাগর কয়ল পয়ান॥ ১০॥ ১৬১॥

॥ কামোদ ॥

কানু উপেখি রাই মহি লিখই মানিনী অবনত মাথ।
নিরপম নারী বেস ধরি সো হরি আওল সহচরী সাঁথ॥
সুন সজনী কি ফল মানিনী মানে।
দিঠ কানাই কতএ ভঙ্গি জানত কো করু কত অবধানে॥
[৮৩খ শ্যামরু হেরি সখীক রাই পুঁছত সো কহ ব্রজনবরামা।
তুয়া সখী হোত জতনে চলি আওত কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
করইতে কোরে পরসঞে জানল কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরসি হাঁসি দিঠি কুঞ্চিত হেরত গোবিন্দদাস॥ ১১॥ ১৬২॥

॥ ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্ত্তনানুসারে রসপর্যায়ং[1] গীত সখীবচনং শ্রুত্বা মানং ও মিলনং সম্পূর্ণ ॥

॥ ততো শুকোক্তি মানং যথা তত্রুচিত[2] মহাপ্রভু ॥

সুরধুনীতীরে বসি গৌরাঙ্গসুন্দর। রাধাভাবে ভাবি সদা হইএ বিভোর ॥
প্রভুমুখে কৃষ্ণকথা অবিরত বহে। পশু পাখি সুনি সভে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ॥
কৃষ্ণ ভাবাবেশে গোরা সদাই বিভোলা। হেনকালে পাখি বলে কৃষ্ণ কোথা গেলা ॥
পুরুবের অভিমান মনেতে স্মরিএ[3]। অভিমানে পহু তহি রহিল বসিএ ॥
মানভরে বলে গোরা আমারে ছাড়িএ। কি লাগিএ আন ঠাঞি বিহরএ গিয়া ॥
কোপেতে মলিন মুখ কিছু নাহি কয়। বৈষ্ণবদাস মাগে সেই পদদ্বয় ॥ ১ ॥ ১৬৩ ॥

তরুপর রহিয়া শুক ফুকারিয়া কহএ আপন স্বরে।
কানুরে লইএ চলিলা ধাইএ পদ্মা সহচরী ঘরে ॥
শুকের বচন সুনি বিনোদিনী অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত মুখে মুকুলিত স্বরে কহে গদগদ ভাখি ॥

পদ্মা সখীর সঙ্গতি সুন্দরী শ্যাম মধুকররাজ।
জৈছে রসবতী তৈছে রসিক মোর সনে নাহি কাজ ॥
কামকলারসে কওল সরসে জানয়ে কামের রীত।
কামিনী বুঝিএ [৮৪ক কানুক নাগর তা সঞে কওল প্রীত ॥
তুহু জাই সখী এ সব বচন কহবি কানুর পাশ।
সুনিঞে তুরিতে নাহ নিকটেতে চলিল উদ্ধবদাস ॥ ২ ॥ ১৬৪ ॥

॥ ধানশী ॥

সহচরী লৈএ জেখানে বসিএ আছএ নাগররাজ।
দূতী দ্রুতগতি জাইএ নয়ন ইঙ্গিতে কহল কাজ ॥
চতুর নাগর ধরি তার কর নিরজনে চলি জাই।

১ পর্য্যাং ২ তদুচিৎ ৩ স্মরিএ

কি লাগি বিরস বদন তোহারি বিবরি কহ বুঝাই ॥
সখী কহে সুনি শুকের সবদ আন সঙে তুয়া কাম।
সহজে মানিনী ভৈ গেও দ্বিগুনি না সুনে কাহারি নাম ॥
এত সুনি হরি ব্যাজ পরিহরি মিলল রাইক পায।
হেরি ভএ ভীত[১] মানিনী চরিত ভণিত উদ্ধবদাস ॥৩॥১৬৫॥

॥ সুহই ॥

সুন্দরী দূরে কর বিপরীত রোষ।
বনচর পাখী বচন সুনি মানিনী না বিচারি গুণ কি এ দোষ ॥
জো জৈছে পাখিক পাঠ পড়াওত তৈছন কহতহি ভাখি।
কাঁহা সোই কাঁহা মুঞি কাঁহা বিলসই ভৈ এ তুয়া সহচরী সাখি ॥
তুয়া যদি মোহে ছড়ি সুখ পাওবি হাম না ছোড়ব তোয়।
তুয়া পদ নখমণি হৃদয় ধরব নিশিদিশি ফেরব রোয় ॥
এত সুনি মানিনী জৈছে কাতর বাণী আকুল থেহ না পায়।
অভিমান পরিহরি বৈঠল সুন্দরী আধ নয়ানে মুখ চাই ॥
নাহ রসিকবর কোরে আগোরল দোহুক নয়নে ঝোরে বারি।
দোহ করে দোহক নয়ন নীর মোচই উদ্ধবদাস বলিহারি ॥৪॥১৬৬॥

॥ কেদার ॥

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক। বয়ানে বয়ানে দুই আরতি অনেক ॥
[৮৪খ মনে রহু মনসিজ সুতল সেজে। নাহি পরকাশল থোরহি লাজে ॥
মণিময় দীপ উজোরল গেহ। সুকুসুম সেজে ঝলমল দেহ ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার। সারী শুক কত কপোত ফুকার ॥
মলয় পবন বহ গন্ধ সুগন্ধ। দ্বিজকুল শবদ গীত অনুবন্ধ ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দীতীর। সুতল দুহুজন কুঞ্জকুটির ॥
সখীগণ হেরইতে ঝরখই ঝাঁকি। আরতি অধিক তিরপিত নাহি আঁখি ॥
কোই কোই সেবই সেজক পাস। জ্ঞানদাস[২] কহে পূরল আশ ॥৫॥১৬৭॥

১ ভীত ২ গ্রানদাষ

॥ ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্তনানুসারে রসপর্যায়াং[১] গীত শুকবচনং শ্রুত্বা মানং ও মিলনং সম্পূর্ণং ॥ প্রকারান্তরং মানং বংশীধ্বনি শ্রবণেন যথা ॥ তদ্ভাবাবৃত[২] শ্রীমহাপ্রভু ॥

ব্রজভাব ভাবি গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈল। ভাবাবেশে অর্ধবাহ্য দশা প্রকাশিল ॥
শ্রবণে শুনিল যেন মুরলীর ধ্বনি। ব্রজভাব দড়াইএ হইলেন ভাবিনী ॥
নিতি নিতি বাজে বাঁশি রাধা রাধা বলি। আজ কেনে বলে বাঁশি রাধা চন্দ্রাবলী ॥
কোপেতে ভরল তনু অরুণ নয়ান। চন্দ্রাবলী নাম শুনে বাঢ়ল মান ॥
লম্পট কানুর রীত কভু নাহি যায়। এত বলি গোরাচাঁন্দ নিশবদে রয় ॥
ভক্তগণ ভাবে এ কি নূতুন বিলাস। হৃদয়ে ভাবিতে চায় বৈষ্ণবদাস ॥১॥১৬৮॥

॥ সিবুরা ॥

যমুনা সমীপে নীপতরু হেলল শ্যামরু মুরলীর রন্ধে[৩]।
রাধা চন্দ্রাবলি ত বিমলমুখী গাওত গীত পরবন্ধে ॥
সুনি ধনি রাই রোখে ভেল গরগর [চ৫ক থর থর কম্পিত অঙ্গ।
চন্দ্রাবলী বলি বংশী বাজাওলি বিলসঙে তাকর সঙ্গ ॥
এত বলি মানে মলিন ভেল বিধুমুখী চরচর অরুণ নয়ান।
কহতহি চপল[৪] চরিত সঞে পিরিতি আজু হোএল সমাধান ॥
রাইক নীরস বচন সুনি এক সখী মনমাহা দুখচয় পাই।
কানুক নিওড়ে কহিতে সব বিবরণ উদ্ধব সঙ্গে চলি যাই ॥২॥১৬৯॥

॥ সুহিনী ॥

সুন সুন নিলজ কান। কৈছন মুরুলির গান ॥
চন্দ্রাবলী বলি গীত। এ কিয়ে চপল চরিত ॥
সুনি ধনি কওলহি মান। কি করব অব সমাধান ॥
সুনি হরি সচকিত ভেল। সো সখী সঙে চলি গেল ॥
নাগর হেরইতে রাই। অধিক রোখ নিরমাই ॥
সমুখে জুড়িএ দুই হাত। নাগর কহে মৃদু বাত ॥
হাম করু তুয়া গুণগান। না বুঝি করসি তুহু মান ॥
কাহে ভেলি অরুণ নয়ান। উদ্ধবদাস গুণগান ॥৩॥১৭০॥

১ পর্যায়াং ২ তদ্ভাবাবৃত ৩ রন্ধে ৪ লপচ

॥ কেদার ॥

করজোড়ে[১] কানু   কওল কত কাকুতি   শ্রবণে সরল ভৈ রাধা।
বিমুখ বদন   পুন ফেরি নেহারই   মুদিত উদিত দিঠি আধা ॥
নাগর চতুর   বুঝি তছু অন্তর   ধাই কয়ল ধনি কোর।
হেরইতে দুহুক   বদন দুহু ঢর ঢর   দুহুক গলয়ে দিঠে লোর ॥
ধৈরজ ধরি দোহে   দোহু মুখ চুম্বই   গদগদ মধুরিম ভাষ।
চামর বিজন   করত সখীগণ   হেরত উদ্ধবদাস ॥৩॥১৭১॥

॥ পুনউক্তি ॥

দূরে গেও মানিনী মান।   বিরহজনিত দুখ উতারল কান ॥
দোহু জন তনু তনু মেলি।   মদনসাগরে দোঁহে নিমগন ভেলি ॥
রাই গোরি জলদে মিসাই।   ঘন সৌদামিনী জেন মিলে এক ঠাঞি ॥
সখীগণ আনন্দপুঞ্জে।   বৈষ্ণবদাস ভাবে হৃদিমহাকুঞ্জে ॥৫॥১৭২॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্তনানুসারে রস পর্যায়াং[২] গীত [৮৫খ বংশীধ্বনি শ্রবণেন মানং ও মিলনং সম্পূর্ণ ॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরং মানং মানং যথা তদুচিতং[৩] মহাপ্রভু ॥

লঞা ভক্তগণে   গদাধর সনে   বিলসে গৌররায়।
প্রেমে গরগর   হইঞা বিভোর   কত না বদনে কয় ॥
গদাধর গুণ   কহে ক্ষণ ক্ষণ   গৌর রসিকরাজ।
ক্ষেনে ক্ষেনে বলে   করি উতরোলে   সদাশিব কবিরাজ ॥
সুনি গদাধর   মানে গরগর   অবনত করি মাথ।
মনে দুখি হঞা   রহঞা বসিঞা   কছু না কহঞা বাত ॥
সে ভাব বুঝিঞা   নিকটেতে জাইঞা   পহু হাঁসি হাঁসি কয়।
পুরব স্মরণে[৪]   হইলে বিমনে   এহো ত উচিত নয় ॥
তোমার বদন   দেখিঞা মলিন   সুখী[৫] নহে মোর অঙ্গ।
বৈষ্ণবদাস   এই অভিলাষ   করহ সঙ্গীর সঙ্গ ॥১॥১৭৩॥

দেখ রাই   কানু সখীসনে   দুহু বসিঞাছে নিরজনে।
রস পরসঙ্গ   কহিতে কহিতে   স্খলিত ভেল বচনে ॥

১ কড়জোরে ২ পর্জ্যাং ৩ তর্দুচিং ৪ স্মরণে ৫ সোখি

কহে তুয়া মুখ বলি জাই কত চন্দ্রাবলী নিছাই।
ঘনশ্যাম বদনে সুনিতে বচনে কোপে ভরল রাই॥
কহ কি কহিলে কহ ফিরি উহ নাম সুনি পুন বেরি।
মো সঙে কপট পিরিতি তোঁহারি মরম বুঝল তোরি॥
কহি রাই উঠ রোসাই ধনি মুখ ফেরি চলি জাই।
তবে শ্যাম নাগর ক্ষেম ক্ষেম কহি বাহু ধরল ধাই॥
কত সাধএ মধুর ভাখি ভৈ সজল যুগল আঁখি।
কহত সুনিতে জুড়াক শ্রবণ অমিঞা বচন মাখি॥
তুয়া চন্দ নিচয় মুখ হেরি হোওত বহু সুখ।
তুহু উলটি বুঝিএ রোখে ভরলি পাওলি বহুত দুখ॥
ধনি বুঝিএ বচন ছন্দ তব লাজে ভৈ গেল ধন্দ।
ধনি ধৈরজ ধরিএ অবনত মুখ কহএ মধুর মন্দ॥
তব সরম ভরমে [৮৬ক ভোর শ্যাম রাই কওল কোর।
হেরি উদ্ধবদাস হৃদয় আনন্দ জৈছন চাঁদ চকোর॥২॥১৭৪॥

নিমগণ দুহুঁজন রতিরণ রঙ্গে। স্থির দামিনী নবজলধর সঙ্গে॥
কুসুম শেজ পর রাধা কান। দুহু মন পেসল মনসিজ জান॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত[১] নয়ান। কুচযুগ পর খরতর নখ হান॥
নিধুবন কুঞ্জহি দুহুজন কেলি। জ্ঞানদাস[২] চিতে আনন্দ ভেলি॥৩॥১৭৫॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্তনানুসারে রসপর্যায়াং[৩] গীত বাক্যস্খলন মান সম্পূর্ণ॥

॥ অথ স্বপ্ন উদ্দেশ মানং ॥ তদ্বচিত[৪] মহাপ্রভু॥

নিন্দাবেশে দেখে গোরা জাগর সমান। আন ঠাঞি বিহরএ শঠ মঝু কান॥
দেখিতে দেখিতে পহুঁ পাওল চেতন। সপনহি বিলাসই মানয়ে বিপন॥
কোপে ভরল তনু না কহল বাত। অভিমানে বৈঠল অবনত মাথ॥
অপরূপ দেখি আজু গৌরাঙ্গবিলাস। চরণ ভাবিএ বলে বৈষ্ণবদাস॥১॥১৭৬॥

॥ ধানশী॥

শ্যামহি কোরে সুতিএ সুন্দরী দেখিএ ঘুমের ঘোরে।
কানু আন সঞে বিলাস করএ করিএ আপন কোরে॥

১ চকিৎ ২ গ্রানদাস ৩ পজ্যাং ৪ তদ্বুচিৎ

আন রমণী বিহরে রজনী হামারি নাগর কোর।
দেখিতে দেখিতে পাইএ চেতন মান ভরমে ভোর ॥
অলসে অবশ নয়ন বয়ন অরুণ কোমল জোর।
কোপে ভরল সব কলেবর কহই বচন থোর ॥
এ কি বিপরীত চপল চরিত হামারি সমুখ সঙ্গ।
কহিএ সুন্দরী মানে মুখ ভারি মোহন হেরএ রঙ্গ ॥২॥১৭৭॥

হেরিএ রসিকবর রাইক চরিত। কি হেতু দেখিয়ে মান অতি অনুচিত ॥
তোমা বিনে নাহি [৮৬খ জানি মরমকি বাত। কেন বা মলিন মুখ অবনত মাথ[১] ॥
সপনক বাত নাহিক পরতীত। নয়নে দেখিলে করো জে হয় উচিত ॥
কোন রমণী দেখ রহল ছাপাই। চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর কোন দোষ নাঞি ॥৩॥১৭৮॥

অন্তরে জানল ধনি মিছা করি মান। লাজে মলিন মুখ কমল বয়ান ॥
রসিকশেখর[২] ধনি রমণ জানি। কোরে আগোরল পসারিএ পাণি ॥
জব দোহু মিলল রাধা কান। পরাভব পাওল কিয়া পাঁচবাণ ॥
দুহু জন মাতল মদনতরঙ্গে। গোবিন্দদাস হেরে ইহ রঙ্গে ॥৪॥১৭৯॥

॥ তত্র প্রতিবিম্ব[৩] মান ॥ তদুচিত[৪] মহাপ্রভু[৫] ॥

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা। সুরধুনীতীরে চলি গেলা ॥
রাধিকার ভাব হৈল মনে। ঘন চাহে কাল জল পানে ॥
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি জলে। কুপিত অন্তরে কিছু বলে ॥
ঢট নাগর শ্যামরায়। আন জন সহিত খেলায় ॥
কোপ করি চলু নিজ বাস[৬]। কহে কিছু হরিনামদাস ॥১॥১৮০॥

কুঞ্জে প্রবেশিয়ে রাই চারু পানে চায়। শ্যাম অঙ্গে দেখে রাই আপনক ছায় ॥
হেদে গো ললিতা সখী শ্যামের বামে কে। আমার বিলম্বে কোন ধনি এসেছে ॥
করজোড়ে কহে শ্যাম শুন ধনি রাই। আমার বামে কেহ নাহি তোমার দোহাই ॥
জদি না প্রবোধ জাও মদন করি সাখি। হের আইস শ্রীচরণে শ্যামনাম লেখি ॥
আসি [৮৭ক চৌরাসি ক্রোস বৃন্দাবনের সীমা। জত কিছু লীলা খেলা তোমারী মহিমা ॥
এত সুনি ধনি তভু না জায় বিশোআস। কাতর হৃদয়ে কহে গোবিন্দদাস ॥২॥১৮১॥

১ মাত্ত ২ সিখর ৩ প্রিতিবিম্ব ৪ তদুচিৎ ৫ মাহাপ্রভু ৬ বাশ

ধনি মরমে পাইএ দুখ   বসনে ঝাঁপিয়ে মুখ   বৈঠল কুঞ্জকি পাশে।
বিদগধ নাগর   ভাবিয়ে অন্তর   থরথর কাপে তরাসে॥
শ্যাম কহে সুন রাই   মোর বামে কেহো নাই   বিচারিএ দেখ মনে মনে।
তোমার অঙ্গের দ্যুতি   মোর অঙ্গে হয় দীপ্তি   জেন দেখা কাচকাঞ্চনে॥
তব সঙ্গী সখীগণ   খুজুগ এই কুঞ্জবন   কোন ধনি নাহি এই স্থানে।
বিদ্যাপতি কয়   এই ত উচিত হয়   রাই পুন হেরুক নয়ানে॥৭॥১৮২॥

মনে বিচারিএ ধনি শ্যাম অঙ্গ চায়।   শ্যাম অঙ্গে নিজ অঙ্গ দেখিবারে পায়॥
বন্ধুর দোষ নাহি মিছা করিলাম ভৎসনে।   শ্যামকরে ধরে ধনি কহে সকরুণে॥
সুন হে বন্ধু বিনোদিয়া রায়।   দাসী বলে কোন দোষ না লইহ পায়॥
এত বলি দুই জন বসি একাসনে।   তড়িৎ মিললও জেন হয় নবঘনে॥
শ্যামকোরে শোভে রাই রসের মঞ্জরী।   যদুনাথদাস কহে জাউ বলিহারি॥৮॥১৮৩॥

॥ অথ নিহেঁতু মান॥   তদুচিত গৌরচন্দ্র॥

॥ ধ্রুব তালো॥

কাঞ্চন কোমল   জিনিয়া মুখ সুন্দর   আজু কাহে আর কত ভান।
তহি অতি অরুণ   নয়নজুগ[১] ছল ছল   শ্বাসহি অধর মৈলান।
হের দেখ নবদ্বীপচন্দ্র।
কো ইহ ভাব   কথিহু নাহি হেরিএ   অদভুত হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥ ধ্রু॥
কম্পহি কণ্ঠ   শবদ ভেল গদ[৮৭খ গদ   আধ আধ না বুঝিএ বাণী।
ঘামহি ভীগল   সকল কলেবর   ঘন ঘন ঢালহু পাণি॥
পুন ভেল রোদন   সো ভাব খিন হীন   হেরিএ বদনচাঁন্দে।
রাধামোহন পহু   নিতি কত ভাবহি*   ঐছন কতবিধ কান্দে॥১॥১৮৪॥

॥ পদং॥

রসবতী রাধা রসময় কান।   কো জানে কাহে কওল দোহে মান॥
দোহে অতি রোখে বিমুখ ভৈ বৈঠে।   দুহু চলিল যমুনাজল পৈঠে॥
কি কহবো রে সখী কহইতে হাস।   কি এ কি এ অদভুত দুহুক বিলাস॥
লোচনলোরে ভরি দুহু পন্থ।   পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥

---
১ জুগ

দোহু দোহার পুছইতে দুহু মতি বাম। দোহু সে কয়ল নিজ সহচরীনাম॥
ভরমে কহত দুহু মরমক বোল। সহচরীবোধে দুহু করু কোল॥
জব দুহু মেলি আলিঙ্গন দেল। গোবিন্দদাস কহে তব কি এ ভেল॥ ২॥ ১৮৫॥

বড় অপরূপ দেখিনু হাম। কি লাগিএ দোহু কওল মান॥
বিবরি কহিবে সজনি হে। এ কথা সুনিতে এলএ দে॥
এত অদ্ভুত কোথা না সুনি। নাগরী উপরে নাগর মানী॥
এই অপরূপ কোথা না দেখি। হেন প্রেম দুহু শেখর[1] সাখি॥ ৩॥ ১৮৬॥

চিত পুথলি সম সহচরি থারি। কি কহব বচন কহই না পারি॥
দুহু জন ভেল অকারণ মান। এক দিশে সুন্দরী আর দিশে কান॥
বন[2] যাহা দুহু পরবেসল জাই। এক তরুবরমূলে বৈঠলি রাই॥
একলি রোওত অবনত শির। ঝর ঝর নয়নে [চচক গলএ ঘন নীর॥
ভ্রমি ভ্রমি মাধব আওল তাই। হেরত তরুমূলে রোওত রাই॥
কানু নয়নে ঝরএ তব লোর। ধীরে ধীরে জাই রাই করু কোর॥
কহে গোপীকান্তদাস কি এ ভেলি। অদভুত দুহুঁক প্রেমরসকেলি॥ ৪॥ ১৮৭॥

ঢুড়য়ে সকল সখীগণ মেলি। জঁাহা দুহু রোয়ত তাঁহা চলি গেলি॥
হেরল দুহুঁজন রহু এক ঠাম। রোয়ত সুন্দরী কোরহি শ্যাম॥
কহু গদ গদ তব নাগর কান। কাহে তুহু রোওসি কাহে কর মান॥
মোছএ বদন আপন বাসে। দূরহি সহচরীগণ হেরি হাসে॥
সখিগণ মুখ জব হেরল রাই। সখী পোছে কাহে দোহু মান বাড়াই॥
দুহু স্তবদ ভেল নাহি কহু বাণী। গোবিন্দদাস কহে বিরস জানি॥ ৫॥ ১৮৮॥

ইহ মধুযামিনী যাঁহ।
কাহে লাগি মান দহনে তনু দহ দহ দুহু মুখ দুহু নাহি চাহ॥
উহু সুপুরুখবর বিদগধ শেখর[3] এহ অবিচল কুলবালা।
বিহিত না জান মদন ঘটাওল জনু জলধরে বিধুমালা॥
চাঁদ উদয় কিএ কুমুদিনী[4] মুদিত চাঁদনি বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনী কতিহু না পেখিএ কি এ বিহিমতি অতি ভোর॥
দুহু তনু পরস খনেক পরস লহ জলধরে দামিনীমালা।

১ সিখর ২ বোন ৩ সিখর ৪ কুমদিনি

ঐছন কামিনী ও সুপুরুখ বর ও দুলহ নববালা ॥
সহচরী বচন শুনিয়ে দুহু হরসিত দুহু মুখ হেরি দুহু হাস।
দুহুক অনুভব পুরল মনমথ গোবিন্দদাস পরকাস ॥ ৬ ॥ ১৮৯ ॥

॥ ধানশী ॥

হাঁসি হাঁসি সহচরী জবহু জানাওলু ইহ তুয়া নিরহেতু মান।
তব ধনি লাজে অধিক ভেল অবনত বুঝল রসিকবর কান ॥
সখীগণ ইঙ্গিতে রসিক মুকুটমণি কোরে আগোরল রাই।
[৮৮খ আনন্দে দুহু জন পুন ভেল নিমগন কৌতুক ওর না পাই ॥
ইহ অদ্ভুত দুহু দ্বন্দ্ব।
ঐছন কতিহু না হেরিএ ত্রিভুবন সুনইতে লাগল ধন্দ ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরস পুন বাঢ়ল দুহু দুহু অধিক উল্লাস[১]।
নিকটই চামর করে করি হেরত তহি রাধামোহন দাস ॥ ৭ ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্তনানুসারে রস পর্যায়াং[২] গীতঃ ইতি নির্হেতু মান সমাপ্ত ॥

॥ পুনশ্চ[৩] নির্হেতু মান তদুচিত[৪] গৌরচন্দ্র ॥

কাঞ্চন কোমল জিনিএ মুখ সুন্দর ইত্যাদি পট তদুচিত পদং রসময়ী[৫] রাধা রসময় কান ইত্যাদি ॥

লাজ সময়ে দোঁহে নিমগন ভেল। হেরইতে সবহু সখী চলি গেল ॥
নিবিড় তিমিরে রহু লুকাওল জাই। নিয়ড়ে সখীগণ হেরল তাই ॥
জঁাহা জঁাহা লুকাওত রাধাশ্যাম। কত কোটি চাঁন্দ উদয় সেই ঠাম ॥
কেহ লুকাওব লাজে ভেল ভীত। সখীগণ হেরত দুহুক চরিত ॥
জব দুহু নিয়ড়ে সখীগণ গেল। মদন চাঁদ তব অনবত কেল ॥
হাসি হাসি সহচরী দুহুক য়াগোর। লেওত নিভৃত নিকুঞ্জক ওর ॥
কত কত কৌতুক কেলি বিলাস। মোহন নিরখই সহচরী পাস ॥ ৮ ॥ ১৯১ ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্তনানুসারে রস পর্যায়াং[৬] গীতঃ
ইতি দ্বিতীয় নির্হেতু মান সমাপ্তঃ ॥

১ উল্যাস ২ পর্জ্যাং ৩ পুনচ্চ ৪ তদুচিৎ ৫ রসমই ৬ পর্জ্যাং

দর্পণার্থে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট্বা[১] মানং যথা তদ্ভাবাবৃত শ্রীমহাপ্রভু ॥

॥ পদং ॥

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা। সুরধুনী সিনানে চলিলা ॥
রাধিকার ভাব হইল মনে। ঘন চাহে কাল জল পানে ॥
নিজ প্রতিবিম্ব[২] দেখে জলে। কোপিত অন্তরে কিছু বলে ॥
পিঠ নাগর শ্যামরায়। আন জন সহিত খেলায় ॥
[৮৯ক কোপ করি চলু নিজবাস। কহে কিছু হরিরাম দাস ॥ ১ ॥

রসবতী রাই রসিক বড় ঠাম। শ্যামতনু মুকুরে হেরই অনুপাম ॥
নিজ প্রতিবিম্ব[৩] শ্যামঅঙ্গে হেরি। রোখে কহত ধনি আনন ফেরি ॥
নাগর এত কি এ চঞ্চল ভেলি। হাম্যারি সম্মুখে কর আন সঞে কেলি ॥
এত কহি রাই করল তহি মান। আন ঠামে চললি উপেখিএ কান ॥
সহচরীগণ তব কতএ বুঝায়। উদ্ধবদাস মিনতি করু তায় ॥ ২ ॥

সুন্দরি জানলু তুয়া দুরভান।
হরি উর মুকুরে হেরি নিজ ছাহক তাহে সতিনী করি মান ॥ ধ্রু ॥
কানন কুঞ্জ কুসুম শরে জর জর পন্থ নেহারই তোরে।
ভাগ্যে মিলল পুন কাহে কমলমুখী রোখে চললি মুখ মোরি ॥
কত কত মৃগাক্ষী ঐছে ভেল বঞ্চিত হরি পুন তাহে না লাগ।
তুহু গুণবতী তোহে তহি মানায়ত কি কহব তোহারি সোহাগ ॥
তো বিনু সুতল শীতল ভূতল দুরতর বিরহ হুতাশ।
তুয়া করপরসো সরস বিনু রোয়ত তোহে কহু গোবিন্দদাস ॥ ৩ ॥

জাহা সখীগণ সব রাই বুঝাওত তুরিতে আওল তাহা কান।
হেরইতে কমল রয়ল ধনি মানিনী অবনত করল বয়ান ॥
হেরইতে নাগর গদগদ অন্তর মনমাহা ভেল বহু ভীতে।
গলেহি পীতাম্বর চরণযুগলে ধরু কহতহি গদগদ চিতে ॥ ধ্রু ॥

১ প্রিতিবিম্বু দিম ২ প্রিতিবিম্ব ৩ প্রিতিবিম্বু

তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিঅ না কহিঅ আন সঞে বাত।
তোহারি সখিনি বিনে বচন না পুছীঅ না বসিঅ কাহুক সাত॥
তব তহু কাহে মান মুখে করতহি না বুঝি তোহারি মনকাজ॥
উদ্ধবদাস মিনতি করি কহতহি হেরহ নাগররাজে॥ ৪॥

[৮৯ক নিজ প্রতিবিম্ব[১] রাই জব সুনল অবনত করু মুখ লাজে।
নিরহেতু হেতু জানি হাম রোখলু তেজলু নাগররাজে॥
এত কহি রাই চিরে মুখ ঝাপল বয়নে না নিকসঅ বাণী।
রসিক শিরোমণি[২] কোরে আগোরল রাইক অন্তর জানি॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
সবহু সখীগণ চিত পুথলি জেন হেরত দুহুক চরিত॥ ধ্রু॥
পুন সভে হাঁসি মন্দির সঞে নিকসল দুহুজন ভেল এক ঠাম।
মদন পয়োনিধি নিমগন দুহুজন উদ্ধবদাস গুণগান॥ ৫॥

রতিরসে মাতল রাধা কান। পরাভব পাওল কি এ পাঁচবাণ॥
মানজনিত দুখ দূরে সব গেল। মদনসাগরে দোহু নিমগন ভেল॥
দোহু রসপণ্ডিত সুরত সমরে। ত্বরিত লুকায়ল নবঘনান্তরে॥
হট পরিরম্ভণে চুম্বে অধর। সাধি মনোরথ ভেল অবসর॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান। সখীগণ আসি মিলল সেই ঠান॥
মরমক বাত বেকত সব হেরি। ভাঙ্গল মান পোছঅ সহচারি॥
তুহু কলাগুরু রসিক মুরারি। রায় কহে দোহে প্রেমের দোহ রসকারী॥ ৬॥

॥ দর্পণার্থে মানং সম্পূর্ণ॥ তদন্তে[৩] রসোদ্গার তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু॥

কি কহব রে সখী আজুক ভাব। অজতনে মোহে চোয়ল বহু লাভ॥
একলি আছিল হাম বনাইতে বেশ। মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধলি কেশ॥
তৈখনে মিলিল গোরা নটরাজ। দরপনে দেখিঅ সাধল কাজ॥
দরশনে পুলকে পুরল তনু মোর। বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥ ১॥

সুন সাঙ্গাতিনি নাগর চতুরপনা।
বিনহি সাধনে ভাঙ্গিলে কানাই [৯০ক মানিনী মানসপনা॥ ধ্রু॥

---

১ প্রিতিবিম্ব ২ সিরমনি ৩ তদান্তে

মুখের সিঙ্গার   করিতে আছিনু   মুকুর লইআ মুঠে।
টিট কানাই   অঙ্গ নিরখএ   ডারাইয়া আমার পিঠে॥
চিকন কালিয়া   আধে দেখিনু   আধ মুকুর পাশে।
গীম মোড়া দিয়া   ফিরিয়া চাহিতে   চুম্ব দিয়া দিয়া হাসে॥ ২॥

কানু সে বড়ই চতুর।
হাত হাত মোর   সাধল মনোরথ   মান গরব ভেল চুর॥
কতহু ছলা করি   কপট কলাগুরু   বড়ই সে রসিক সুজান।
আমি সে মুগধিনি   তাহে সরলমতি   কৈছে বা রাখব মান॥
রোখে বিরস জদি   নিরজন বৈঠএ   তেজিএ আন সব কাজ।
কই ছলে জানিএ   নিকট মিলএ আসি   গোপতে বেকত নটরাজ॥
মান জতন করি   না রহে তা সঞে   সে মুখ হেরি হই ভোর।
রায় কহে ইহ ভাবি   সখীগণ বোধই   কানু প্রেমাধীন হয় তোর॥ ৩॥

॥ অথ প্রতিবিম্ব[১] মান সম্পূর্ণ॥

॥ অথ অঙ্গ দরশয়তি প্রতিবিম্ব[২] মানং যথা তদুচিত মহাপ্রভু॥

রাইভাবাবেশে গোরা জাহ্নবীর জলে।   নিজ প্রতিবিম্ব[২] হেরে নয়ানযুগলে॥
দুখিত অন্তরে বলে পুরব স্মরিএ[৩]।   টিঠ নাগর খেলে আন[৪]জন সএ॥
কোপে অবনত[৫] মুখ না কহএ বাণী।   অভিমানে উপেখিএ চলিল অমনি॥
আর নাহি কানু সএ করিব পিরিতি[৬]।   রায় কহে রাধাভাবোদয়[৭] নব নিতি॥ ১॥

॥ পদং॥

নিকুঞ্জমন্দির রাই প্রবেশিলা রঙ্গে।   আপন বরণ রাই দেখে শ্যাম অঙ্গে॥
আন রমণী কহি নিবারয়ে দিঠ।   ফিরিয়া চলিলা ধনি শ্যাম করি পিঠ॥
আকুল গোকুলচান্দ পসারএ বাহু।   শরদের [১০খ চান্দ জেন গরাসয়ে রাহু॥
দরসে বিরস কেন কি এ অপরাধ।   চান্দ বিনে চকোর না জিএ তিল আধ॥
বলরাম দাস কহে সুন বিনোদিনী।   শ্যামঅঙ্গ কত কোটী দরপন জিনি॥ ২॥

মরকত দরপন   শ্যাম হৃদয় মাহা   আপন মুরতি দেখি রাই।
গুরুয়া কোপ   অধর ঘন কাঁপই   অরুণ নয়ন ভই জাই॥

১ প্রিতিবিম্বু   ২ প্রতিবিম্বু   ৩ ষোরিএ   ৪ য়ান   ৫ য়বনত   ৬ প্রিরিতি   ৭ ভাবময়

দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আন রমণী হৃদয় করি বঞ্চই ঐছন না দেখিএ ঢঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
এত অনুমানি বিমুখ ভৈ বৈঠলি কানু সে পড়লহি ধন্ধ ॥
কাহে কমলমুখী মোহে উপেখসি তুহু হাম নহ কিছু ধন্ধ ॥
কত পরকার মিনতি করু মাধব তব ধনি উতর না দেল।
দরদর হৃদয় নয়নজুগ ছলছল মনমথে জরজর ভেল ॥
চরণকমল করে পরসি মাথে ধরু সরস পরস অভিলাষ।
তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত কহতঁহি গোবিন্দদাস ॥ ৩ ॥

সুন ধনি কহি তুয়া কানে। জনি করু অরুণ নয়ানে ॥
হরি হিএ অধিক উজোরে। জনু মণিময়ত মুকুরে ॥
কানু কোরে লেহ আন নারী। প্রতিবিম্ব[১] ভেলি তোহাঁরি ॥
ইথে জদি তুহু করু আনে। সবহু হাঁসব তুয়া মানে ॥
ঐছন কতিহু না দেখি। অবিচারে নাহ উপেখি ॥
দোষ দেখি দোসহু তাই। গোবিন্দদাস বলি জাই ॥ ৪ ॥

এ ধনি এ ধনি বচন সুন। মাধব মিলএ বহুত পুন ॥
এত পরিহার করএ জে। তাহারে সুন্দরী বঞ্চএ কে ॥
দোষ নাহি কিছু নয়নে চাহ। আপন সরস পরস দেহ ॥
হাসিএ সুন্দরী চাহলি ফেরি। [৯১ক ও কমল হৃদি ধয়ল হরি ॥
দুহুক পুরল মনের আশ। বিজন বিজয়ী চৈতন্যদাস ॥ ৫ ॥

রাই কানু বিলাসই নিকুঞ্জভুবনে। নয়ানে নয়ানে দোহাঁর বয়ানে বয়ানে[২] ॥
দুখ দূরে গেও অতি সুখে দোহে ভোর। মদনে লুণ্ঠিত বর কৈরহি জোর ॥
রতিরসে অবসর দোহ অবগাই। দোহ জন বৈঠল নিজজন জাই ॥
নিজ সখী সঙ্গে রাই রস পরথারী। মান গরব গেও কহত উগারী ॥
সুন সুন রে সখী আজুক বাত। জেই দিনে মিলল হাম মাধব সাঁত ॥
দিঠ নাগর বড় চতুর সে কান[৩]। রায় কহে রসরাজ সব রস জান ॥
শ্যামরু তনু কি এ জলদ বিরাজ। সিন্দুরচিহ্ন কি এ আর কত সাজ ॥
তরুলতার কি এ টুটল হার। নখ পদ কি এ নবশশীক সঞ্চার ॥
ঐছে দশা[৪] করু হেরইতে কান। প্রাতর পহিল রজনী ভেল ভান ॥ ৬ ॥

---

১ প্রিতিবিম্ব ২ বআনে ৩ কানু ৪ দোসা

পুন অনুমানী হাম ভেল ভোর। টিঠ কানাই কয়ল মোহে কোর ॥
তবহু জতন করি হেরইতে মান। হাসকুমুদী[১] তহি সব করু আন ॥
মানিনী মান গরব ভেল চুর। নাগর আপন মনোরথ পুর ॥
তবহু জো জানলু সো দিন রাতি। গোবিন্দদাস কহ সমুচিত[২] সাঁতি ॥ ৭ ॥

অথ স্বপ্নোদ্দেশ মানং যথা। স্তদ ভাবাবৃতং শ্রীচৈতন্তপ্রভু ॥

[৯১খ নিন্দাবেশে দেখে গোরা জাগর সমান। আন ঠাই বিহরএ শঠ মঝু কান ॥
দেখিতে দেখিতে পহু পাওল চেতন। সপনহি বিলাসই মানই বিপন ॥
কোপে ভরল তনু না কহল বাত। অভিমানে বৈঠল অবনত মাথ ॥
অপরূপ দেখি আজু গৌরাঙ্গবিলাস। চরণ ভাবিএ বসে বৈষ্ণবদাস ॥ ১ ॥

আপন মন্দিরে সুতিয়া সুন্দরী দেখিএ ঘুমের ঘোরে।
কানু আন সঞে রভস করই করিয়া আপন কোরে ॥
আন রমণী বিহরে রজনী হামারি নাগর কোর।
দেখিতে দেখিতে পাইএ চেতন মান ভরমে ভোর ॥
অলসে অবশ বয়ন নয়ন অরুণ কমলজোর।
কোপে ভরল সব কলেবর কহই বচন থোর ॥
ই কি বিপরীত চপল চরিত হামারি সম্মুখে রঙ্গ।
গৌর চরণ সঙ্গতি মোহন হেরই এ সব রঙ্গ ॥ ২ ॥

প্রাতে সহচরী সঙ্গহি বৈঠলি মানিনী মনমাহা ভাবই।
শ্যামমুখ জহি পেখী পুন নাহি সোই দেশ হাম জাবই ॥
রভস পুন সুনি শ্যাম গুণমণি মনহি মনহি বিচারই।
পাঁজি করে লই একলি নাগর গুণ কি রূপ ধরি ধাবই ॥
রাই তহি হেরি পুছই বেরি বেরি দেশএ[৩] কোন সহই।
সোই কহে পুন কানু বিছরল ভুবনে হেন নাহি হোঅই ॥
বাণী ইহ সুনি রোখে পুন ধনি পাঁজি তজু লই ভারই।
শ্যাম নিরখই রোখ প্রকটই অঙ্গ বসন উঘারই ॥
রাই চমকিনী হাঁসি মুচকিনি দেই দোষিনী নাসই ॥ ৩ ॥

---

১ কুমদি ২ সমোচিত ৩ দেসএ

রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি বৃন্দাবনদাস ভাষই ॥ ৩ ॥

অন্তরে জানল ধনি মিছা করি মান। লাজে মলিন মুখ কমল বয়ান ॥
রসিকশেখর[১] ধনির মন জানি। কোরে আগরল পসারিএ পাণি ॥
জব দুহু মিলল রাধা কান[২]। পরাভব পাওল কিআ পাঁচবাণ ॥
দুহু জন মাতল মদনতরঙ্গে। গোবিন্দদাস হেরে ইহ রসরঙ্গে ॥ ৪ ॥

[৯২ক অথ যোগীমিলনং ॥ পূর্বক্রম ॥ তদুচিত মহাপ্রভু ॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥

দেখিলাম গোরাচান্দের মলিন বদন। মানভরে কিছু নাহি কহএ বচন ॥
কেহু জদি নিয়ড়হি পুছই জাই। রোখে চলিয়া পুন বৈঠএ আন ঠাঞি ॥
ক্ষণে আনভাব গোরা করএ উদয়। রসরাজ মুক্তি তাঁতে সদা রসময় ॥
প্রিয় সখাগণে কভু জুগতি ডরাই। কৈছে মিলিবে মোহে[৩] রসময়ী[৪] রাই ॥
নিজমান ভরে কত বাড়ায় আরতি। তহি মান ভাঙ্গাইতে করএ জুকতি ॥
আজু দেখি গোরাচান্দের নৌতুন বিলাস। হৃদয়ে ভাবয়ে তাহা বৈষ্ণবদাস ॥ ১ ॥

অত্র যোগীমিলন পদ যথা ॥ পূর্বক্রম ॥ শ্রীমত্যা যথা ॥

মনমাহা[৫] কোপে বেকত নাহি ভেল। ঐছনে মানিনী ঘরমাহা গেল ॥
সুন সুন মাধব চলু নিজবাস। দ্বন্দ্ব পড়ল অব না পুরল আশ ॥
মনহি বিচারল রসময় কান। কৈছনে আজুক টুটব মান ॥
নিরজনে বৈঠিএ রহল মুরারি। তেজল গোকুল গমন বেহারি ॥
সুবল সখা সঙে জুগতি দড়াই। জোই মনোরথ পুরব ভাই ॥ ১ ॥

কি কহব মোহন ও রসরঙ্গ। কত কত চাতুরি রভস তরঙ্গ ॥ ইত্যাদি ॥

ওহে রসরাজ সাধ নিজ কাজ ধরিয়া যোগীর বেশ।
তবে রাধার মান হবে সমাধান কহিলাম উপদেশ ॥
সুবলের বাণী শুনি গুণমণি ভাবিয়া হৃদয়মাঝে।
বান্ধি[৬] জটাভার আঁটি বাঘাম্বর শ্রবণে কুণ্ডল সাজে ॥

---

১ সিখর ২ কানু ৩ মহে ৪ রসমই ৫ মনোমাহা ৬ বান্ধি

ডম্বুর বিষাণ কণ্ঠে হাড়মাল সিন্দুরমণ্ডিত ভালে।
ভস্মবিভূষণ অঙ্গের কিরণ ঢাকিয়া নাগর চলে॥
মুখে বলে হরে অন্তরে ঝিদরে মানিনী বিরহজ্বরে।
রাধার নিগুড় চলিল নাগর ভেটিল জটিলাদ্বারে॥
বসিল তখন করিয়া আসন চতুর শেখররায়।
বৈষ্ণবদাস পুরইতে আশ তবহুঁ এ গুণ গায়॥ ২॥

। কামোদ ॥

গোরখ জাগাই সিঙ্গধ্বনি করতহি জটিলা ভিখ আনি দেই।
মৌনী যোগেশ্বর মাথা হিলাওত তবহি ভিখ না লেই॥
জটিলা কহত[১] কা তুয়া মাগত যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ [৯২খ হাথ ভিখ হাম লেওব তুরিতহি দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা বিনে ভিখ জব লেওব গো যোগীবরত হোএ নাশ।
তাকর বচন শুনিতে তনু পুলকিত ধাই কহল বধূপাশ॥
দ্বারে যোগীবর পরম মনোহর জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।
বহুত জতন করি রতন থারি ভরি ভিখ দেই তছু ঠামে॥
সুনি ধনি রাই আই করি উঠত যোগী নিয়ড়ে হাম জাব।
জটিলা কহত যোগী নহ আনমত দরসনে হোওব লাভ॥
গোধুমচূর্ণ পূর্ণ করি থারই কনক কটোরহি ঘিউ।
করজোড়ি রাই লেই করি ফুকারই তাহে হেরি থরথর জীউ॥
যোগী কহত হাম ভিখ না লেওব তব মুখবচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর জো তুয়া অভিমান মাফ করহ হাম জাই॥
সুনি ধনি রাই চিরে মুখ ঝাপল ভিখধারি নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ নটবর শেখর সাধি চলত সব কাজ॥ ৩॥

॥ ধানশী ॥

জটিলা শ্বাস ফুকারি তহি বোল বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল সুনল সতীপতি ভয় অবগারি॥
সুনি কহে জটিলা অকুশল কি এ ঘটল ঘর সঞে বাহির হোয়।

১ কহতব

বহুরিক পাণি পাণি ধরি হেরব কি এ অকুশল কহ মোয় ॥
যোগেশ্বর ফেরি বহুরি পাণি ধরি কুশল করব বলদেব।
ইহ এক অঙ্গ বহুনি বহুউ বলহু পশুপতি সেব ॥
পূজক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছএ সো ইহ কিছু নাহি জান।
জটিলা কহ আন দেব কাঁহা পাওব তুহু বীজ কর ইথে দান ॥
এত কহি দুহুক মন্দিরে পর [৯৩ক দোহ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়ায়ল দুহু জন পূরল দোহ মনকাম ॥
পুন দুহুজন মন্দিরে সঞে নিকসল জটিলা সঞে কহে ভাখি।
অব ইহ গোরি আরাধনে জাওব বিধবাজনে ঘরে রাখি ॥
এত কহি সবহু চলল নিজ মন্দিরে যোগীচরণে পরনাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর সাধি চলল নিজ কাম ॥ ৪ ॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥ ॥ অত্র রসোদ্গার ॥

সবহু আপন ভবনে গেল। সুবদনী চিত চমক ভেল ॥
নাসা পরশি রহল ধন্দ। ঈষৎ হাঁসএ বয়ন চন্দ ॥
সখী হে অপরূপ বড় কান। কাহা গেও মঝু সে কেন মান ॥
জে কিছু কয়ল রসিকরাজ। কহিতে অবহু বাসিএ লাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন কান। দাস গোবিন্দ ও রস ভান ॥ ৫ ॥

বড়ই চতুর সো বড় কান। সাধন বিনহি ভাঙ্গল মান ॥
যোগীবেশ ধরি আওল আজ। কো ইহ সমঝব অপরূপ কাজ ॥
আসবচনে হাম ভিখ লই গেল। মঝু মুখ হেরইতে গদগদ ভেল ॥
কহ তব মান রতন দেহো মোয়। সমুঝল তব হাম সুকপট সোয় ॥
জে কিছু কয়ল অব কহইতে লাজ। কোই না জানল নাগররাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই। কিএ তহু সমুঝবি সো চতুরাই ॥ ৬ ॥

॥ নাপিতিনী মিলন ॥ তন্ত্রাবাবৃত[১] শ্রীশচীসুত ॥

ভাবভরে গদগদ চিত। খেনে উঠে খেনে বৈসে না পায় সম্বিত ॥
মান বিরহ জরে ভোরা। পূরুব সুনেহ সঙরি কান্দে গোরা ॥
গৌরীদাস আসিএ মিলিল। [৯৩খ মরমক ভাব গোসাঞি মরমে বুঝিল ॥

১ তন্ত্রাব্রত

পহু কহে দুটি কর ধরি নিজভাব বিথারই কহএ উগারি ॥
ডগমগ আনন্দহিল্লোলে। গৌরীদাস ভাব বুঝি বিনয়েতে[1] বলে ॥
গোরারসে সব রসময়। না বুঝল বলরাম পাষাণহৃদয় ॥ ১ ॥

নীপ[2]মূলে রহু বংশীধারী। সুবল আসিএ মুখ হেরি ॥
শ্যাম কহে সুবল নিয়ড়ে। মানে রাই তেজল মোরে ॥
সুবল কহে আছএ উপায়। নাপিতিনী সাজ শ্যামরায় ॥
দণ্ডাইয়া সুবলের বাণী। চূড়া নামাইয়া বান্ধে বেণী ॥
প্রতি অঙ্গ করএ সাজনী। মনোহরা হএ নাপিতিনী ॥
নিতম্বেতে বসন আঁটিলা। ধরে ভুজে জাবকের ডালা ॥
চলি জায় গজেন্দ্রগমনে। মোহন তা হেরএ নয়ানে ॥ ২ ॥

ধরি নাপিতিনীবেশ মহলেতে পরবেস যেখানে বসিএ আছে রাই।
হাথে দিয়া দরপনি খোলে নখরঞ্জনী বলে বৈস দেই কামাই ॥
বসি লাজে রসবতী নারী।
খুলিলা কনকবাটী আনিল কনকঘটী ঢালিলা সুবাসিত বারি ॥ ধ্রু ॥
করে নখরঞ্জনি চাঁছএ নখের কনি শোভিত করল জেন চান্দে।
নাপিতিনী একে শ্যামা নুনির পুথলি ঝামা ঝুঙ্গাএছে মনের আনন্দে ॥
ঘসিয়া ঘসিয়া পায় আলতা লাগায় তায় নিরখি নিরখি অবিরাম।
রচএ বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি তলে লেখে আপনার নাম ॥
নাপিতিনী বলে ধনি দেখহ চরণখানি ভালমন্দ করহ বিচার।
[৯৪ক দেখি সুবদনী কহে কি নাম লিখিলে ওহে পরিচয় দেহ আপনার ॥
নাপিতানী কহে ধনি শ্যামনাম ধরি আমি বসতি তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় এহ নাপিতানী নয় কামাইলা যাও নিজ ঘরে ॥ ৩ ॥

নাপিতিনী কহে সুন লো সোই। অনাথিনী লোকের বেতন কই ॥
কহ তুমি জাইয়া রাইর কাছে। বেতন লাগি সে বসিয়া আছে ॥
জদি কহে তবে নিকটে জাই। জে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥

---

১ বিনএতে ২ নূপু

সুনি সখী কহে রাইর কাছে। নাপিতানী বসি আছএ নাছে ॥
রাই কহে তবে আনহ তায়। কতেক বেতন আমারে চায় ॥
সখী জাই তবে কহএ আইস। আসিয়া রেয়ের নিকটে বৈস ॥
আমি নাপিতিনী কহএ তায়। বেতন কেন না দেহ আমায়[১] ॥
রাই কহে কিবা হইবে তোর। সে কহে বেতন নাহিক ওর ॥
হাসিয়া কহএ সুন্দরী রাই। হেন নাপি[তি]নী দেখিএ নাই ॥
এমতে ধন জে করেছ কত। সে কহে ভুবনে আছএ জত ॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঞি। সে ধন পাইলে ঘরকে জাই ॥
হৃদএ কনক কলস আছে। মণিময় হার তাহার কাছে ॥
তাহার পরস রতন দেহ। দরিদ্র[২] জনারে কিনিএ লহ ॥
হাঁসিঞা কহএ সুন্দরী গোরী। ভাল নাপিতানী পরাণ চুরি ॥
পরশরতন পাইবা বনে। এখন চলহ নিজ ভবনে ॥
চণ্ডীদাসে কহে না কর লাজ। নাপিতিনী নহে রসিকরাজ ॥ ৪ ॥

নাপিতিনী করে ধরি রাই চন্দ্রামুখী। কেমন নাপিতিনী তুমি হের এসো দেখি ॥
অঙ্গের বসন করিঞা ফেলল দূরে। রমণীর বেশ গেও রসিকশেখরে ॥
পরিল কল্পিত কুচ ভ্রম গেও দূরে। সখীগণ চমকিত হেরিএ [১৬৪খ নাগরে ॥
কি ছার মানের লাগি[৩] রমণী সাজল। এত বলি সুন্দরী বামে ডারাইল ॥
মানজনিত দুখ পরিহরি। চণ্ডীদাস বলে দোঁহার প্রেমের বলিহারি ॥ ৫ ॥

দোহু লুবধ বড় মনসিজ জাগি। মান বিরহ দুখ দূরে গেও ভাগি ॥
দুহু মুখ চুম্বন করে কত বেরি। দুহু তনু লাগল ভুজলতা বেড়ি[৪] ॥
মদনে মাতল দোহে না সহে বেয়াজ। নবঘন ঝাপল তড়িতসমাজ ॥
বয়ানে বয়ানে পর নয়নে নয়ন। হিয়ায় হিয়ায় তাহে নিবিড় মিলন ॥
রতিরণপণ্ডিত দুহু শর বাণ। সমাধিএ বৈঠল রাধা কান ॥
স্রমে ভিগল দোহার নীল পীতবাস। হৃদয়ে ভাবয়ে তাহা বৈষ্ণবদাস ॥ ৬ ॥

মানভরে গোরাচান্দ জরজর গাত। রোখে কহে কানু সঞে না কহিব বাত ॥
জদি পরতিত মোরে করএ বিদিত। আন সঞে কভু নাহি করএ পিরিত ॥
চপল বিচল মতি না দেখিএ আর। তবে তা সঞে মোর মরম বেভার ॥

---

১ আমাজ ২ দারিদ্র ৩ লাগী ৪ বেরি

কত বা কহএ গোরা পুরুব সঙরি। রায় কহে রাধাপ্রেমোন্মদ অবতরি॥ ১॥

তুহু জদি মাধব চাহসি নেহ। মদন সাখি করি খত লেখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি কদম্ববিলাস। দূরে করবি নিজ গুরুজন আশ॥
মো বিনে সপনে না হেরবি আন। হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গাওবি মোর। আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন করজ ধরব জব হাত। তবহি তোমারি সনে মরমকি বাত॥
ভনএ বিদ্যাপতি সুন বর[১] কান। মান রহুক পুন জাওক পরাণ॥ ২॥

রাইক বচন সুনি নাগররাজ। তবহু সমুঝল [৯৫ক মনুহি মাঝ॥
মানিনী মান করিএ অনুমান। অবহু হেরি মান শৈল সমান॥
অকৈতব প্রেমোদিনি হই আধিকারী। কলুষে সুধিব প্রেম হএ দণ্ডধারী॥
জাহা লইবে লিখি দিব হে সুন্দরী। রায় কহে দাসখত লেখহ মুরারি॥ ৩॥

॥ দাসখত লিখ্যতে ॥

মৃদুমলয় সরোজেষু। শ্রীবৃন্দাবন পাটরানি কী চরণকমলেষু॥
লিখিতং শ্রীব্রজরাজকুমারং করজমিদং লিখি আগে।
আজু অবধি হাম কতিহু না জাওব তেজলু আন অনুরাগে॥
কেবল তোঁহারি বদনশশী হেরব সপনে না হেরব আন।
ইথে জদি অভিসরি তবে তুহু সুন্দরী না হেরবি হামারি বয়ান॥
ঐছে নিরবন্ধে খত লিখি দেওল শ্রীশ্রীধরম পরমান।
লোকহি সাক্ষী ললিতা সখী সুন্দরী চন্দ্রশেখর আর জান॥ ১॥

ইয়াদিকির্দ গুণসমুদ্র শত সাধু রাধা। সুধারস্য সুচরিত্র পূরাহ মনের সাধা॥
তস্য খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরী। কস্যজ করজপত্রমিদং লিখিলাম সুকুমারী॥
ঠামহি তব প্রেম দুল্লভ লইনু করজ করি। ইহার লভ্য পাইবে ভব্য প্রেম অখিল ভরি॥
একুনে তিন বাঙ্গা[২] করি পরিশোধ কলিযুগে। এহিক বারে করজ লইলাম ইসাদ
মঞ্জরী ভাগে॥
ইতি সন দ্বাপর শেষ চন্দ্রশেখর লেখনি। করুণা করি রাধা পেআরী এই খত
লিখিলাম আমি॥ ২

১ বড় ২ বাঙ্কা

লিখিএ করজ পাতি দিল শ্যামরায়। গৌরবে রসবতী ধরিল হিআয় ॥
নয়নের জলেতে ভাসিল নীলগিরি। কোরে [৯৫খ আগোরল ধনি দুবাহু পসারি ॥
সোন হে পরাণবন্ধু বরূপেতে কই। তোমারি পরবে আমি মানিনী হোই ॥
দুহু পরস ভেল দোহে পুলকায়। মনসিজরসে দোহার বাঢ়িল তরঙ্গ ॥
ভুজলতা বেঢ়ি দোহে চুম্বএ [অ]ধর। রতিরণে দোহুজন হইল বিভোর ॥
দুহু অবসর ভেল কেলি সমাধি। বৈষ্ণবদাস হৃদে জাগে নিরবধি ॥ ৩ ॥

মানার্থে নানাবিধ মিলনং ॥ সম্পূর্ণ ॥
॥ অথ মানার্থে সংকীর্ণরসোদ্গার তত্র শ্রীমহাপ্রভু ॥

আজুক প্রেমক নাহিক ওর। সপনহি সুতল গৌরক কোর ॥
পহুমুখ হেরইতে পড়লহি ভোর। চরকি চরকি বহে লোচনলোর ॥
উচ কুচ কাজরে হার উজোর। তিগল তিলক বসনরুচি মোর ॥
মিটল অঙ্গ বেশ রহু থোর। বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর ॥ ১ ॥

॥ তত্র পদং ॥

মানদহনে মোর তনু ভেল জরজর সুতল মন্দিরমাঝ।
কানু নিয়ড়ে আসি চরণ সম্বায়ই ঐছন বিদগদরাজ ॥
সো কর কিশলয় পরসে তনু আকুল সখী বলি করিনু সম্ভাষ।
বাহু পসারি আলিঙ্গি মুখ চুম্বই পুন মুখ হেরি লহু হাঁস ॥
সজনি কি কহব তাকর কাজ।
জে ছিল মনোরথ কয়লহু অভিমত কহইতে নাহি রহে লাজ ॥ ধ্রু ॥
ঐছে রসিক সঞে জো ধনি রোখই কৈছন তাকর চিত।
হাম পুন ভাসএ কবহু না রোখব দলপতি কহ বিপরীত ॥ ২ ॥

॥ যথা রাগ ॥

সজনি কি কহব কৌতুক ওর।
অলখিত হাথ হাথ মোর সরবস মান রতন ॥

[৯৬ক এই পদ দিবা রসোদ্‌গারের পদং। গেও চুর।

অবনত বয়নে জবহু হাম বৈঠলু বিগলিত কুন্তলভার।
ওরু অধরু করি সুত চরণে ধরি গাঁথিয়ে মোতিম হার॥
লহু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি কৈছে আওল সোই ঢিট।
শির পতি দেই সখীগণ নিষেধই লুকি রহল মুঝু পিট॥
মৃগমদ চন্দনে মন রঞ্জন ভেলই হেরইতে রজিম শিম।
চিবুক চিবুক ধরি মুখ সমুখ করি চুম্বএ বয়নক সিম॥
ঘন ঘন চুম্বন দড় পরিরম্ভণ কমলহি হিএ হিএ লাগি।
কবিশেখর কহে মদন স্তুতি রহু চমকি উঠএ জনু জাগি॥১॥

বিদেশীমিলনের রসোদ্গার ভদ্রচিত মহাপ্রভু।

আছিল হাম অতি মানিনী হোয়। ভাগল নাগর নাগরী হোয়॥
কি কহব রে সখী আজুক রঙ্গ। কানু আওল তহি দূতীক[১] সঙ্গ॥
বেণী বনাইএ চাচর কেশে। নাগরশেখর নাগরীবেশে॥
পহিরলি হার উজর করি ওরে। চরণহি নেয়লি রতন নূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বাম খাত। নাচত রতিপতি ফুলধনু হাথ॥
হেরি হাম সচকিতে আদর কেল। অবনত হেরি কোর পর লেল॥
সো তনু সরস পরস জব ভেল। মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি বহলি হাম ধন্দ। বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥১॥

কলহান্তরিতা মিলন সম্ভোগ নিবেদন অন্তে রসোদ্গার।

দোহে নিবেদনে সুখী দোহু মন মান। নিজ নিজ স্থানে দোহু করল পয়ান॥
সখীসঙ্গে বৈঠে রাই কানুর প্রসঙ্গ। [৯৬খ কতহু করল সই রভস তরঙ্গ॥
সুন সুন রে সখী রসময় কান। কতহু সাধনে মোর ভাঙ্গল মান॥
চরণে ধরিএ চাহে পরাইতে হার। ধরণী লোটল সোই কত শতবার॥
মিনতি বচনে তার দরবে পাষাণ। মানে কি গৌরব আছে দিতে হয় প্রাণ॥
সখীগণ কহে ধনি কত রস জান। নিতি মান দেখি নিতি দেখি সমাধান॥
বৈষ্ণবদাস এই হৃদয়[২] অভিযোগী। দরসে মানিনী অদর্শনে বিয়োগী॥২॥

বন্ধুমুখ হেরইতে নাহি রহে মান। তাহাতে অবধি মানে দিলাম সমাধান॥

১ মোতিক ২ রিদয়

নয়ানে নয়ান মোর হইল বিভোর। অধর অধরসুধা প্রাশেতে অধর॥
ভুজলতা চাহে ভুজ করিতে বন্ধন। বদনে রাখিতে চাহে বদনে বদন॥
শ্যামহিয়া বিনা হিয়া না হয় শীতল। প্রতি অঙ্গ চাহে প্রতি অঙ্গ সকল॥
রায় কহে দুহু হয় একই অঙ্গ। বিলাস লাগিএ অঙ্গ কেবল বিভঙ্গ॥ ৩॥

মানান্তে সংকীর্ণ রসোদ্গার। তথা স্বয়ংদৌত্যরূপেণ মিলন মালিনী ভক্তাবাক্রান্ত শ্রীমহাপ্রভু। তত্র গৌরচন্দ্র।

ইহ কলিকাল ধন্য প্রভু মোর চৈতন্য পতিত লাগিএ অবতার।
দেখে জীব বড় দুখি হএ সকরুণ আঁখি হরিনামে গাঁথি লএ হার॥
নিজগুণ প্রেমধন দিল গোরা জগজন পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি ফেরে পহু গৌরহরি জাচিএ জাচিএ ঘরে ঘরে॥
জড় পঙ্গু অন্ধ জত পশু পাখি আদি কত কান্দাওল নিজপ্রেম দিএ।
প্রেমে সব মত্ত হএ। অন্নজল তেয়াগিয়া ফেরে তারা নাচিআ গাইআ॥
হেন প্রভু না জানিনু [১৭ক জনমিয়া কি করিনু হাথের ধন হারাইনু নিধি।
কহে হরিদাস ছার কোন গতি নাহি আর হেন যুগে বঞ্চি কৈল বিধি॥ ১॥

একদিন মনে রভস কাজ। মালিনী হইলা রসিকরাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলাএ হাথে। কে নিবে কে নিবে ফুকারে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ি। রাই কহে কত লইবা কড়ি॥
মালিনী নেইএ নিভৃতে বসি। মালা ফুল করে ঈষত হাঁসি॥
মালিনী কহএ সাজাই আগে। পিছে দিবে কড়ি জতেক লাগে॥
এত কহি মালা পরায় গলে। বদন চুম্বন করএ ছলে॥
বুঝিএ নাগরী ধরিলা করে। এত ঢিটপনা আসিএ ঘরে॥
নাগর কহএ নাহিএ পর। চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥ ১॥

সবহু জানলু রসিকরাজ। সাধিতে আওল মনের কাজ॥
বাহু পাকড়ি চলল রাই। মনোরথ পুরে[১] নিভৃতে জাই॥
দোঁহে মিটাওল আপন কাম। চতুর রসের রসিক শ্যাম॥
কেহু না জানল আপন পর। রায় করে নাহ চলল ঘর॥ ৩॥

১ পুড়ে

ইতি মালিনীমিলন সমাপ্ত তদন্তে পসারি দোকানি মিলন তদুচিত মহাপ্রভু।

হরিনামে পসরা সাজায়ে গোরারায়। কে নিবে কে লবে বল্যে নগরে বলায়॥
অমূল্য রতন এই দেহ বিনিমূলে। জগতদুর্লভ সোন গাহকি সকলে॥
নগরের লোক সব মেলে জনেজনে। লুভিত হইল গৌরাঙ্গপ্রেমধনে॥
প্রেম পসারি গোরা পাতিল দোকান। রায় কহে জেই লই সেই ভাগ্যবান॥ ১॥

গোকুলনগরে ইন্দ্র[১] পূজা করে দেখিতে আইলা জত নারী
নগরভিতরে মহাকলরব নাগর হইল পসারী॥
দোকান দাকান মিলিলা তখন দেখিএ গাহকিগণ।
কহএ পসার বহু দ্রব্য আছে যে চাহে নিতে [১৭খ যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল মণিময় মাল পোঁতিক মাণিক যত।
বহুদিন মনে আনিল জতনে তোমাদের অভিমত॥
খণ্ডিকা পুতিএ মুকুতা ঝুলায়া কহএ গাহকি আগে।
সুনি গাহকিনী আসিয়া আপুনি দোকান নিকটে লাগে।
সুমধুর বাণী বলে সে দোকানী কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাণিক লইবে যে ভাল কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥
শুনি নারীগণ কহএ বচন গাহকি নহিএ মোরা।
কিবা ভাগ্যে মেলে দেখিতে জতনে এমনি ধন যে তোরা॥
যুবতী রসাল নিল এক মাল দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হইল আনন্দ বাঢ়িল কতেক লইবে বলে॥
আর একজনে সাধ করি মনে লইল সোনার সুচ।
লই চলি জায় বেতন না দেয় পসারি ধরিল কুচ॥
ফিরাফিরি করে কুচ নাহি ছাড়ে[২] কহে মূল্য দেহ মোর।
সঘন বদন করয়ে চুম্বন এমতি কাজসি তোর॥
কাঢ়াকাঢ়ি ঘন না মানে বচন অরাজক হৈল পারা।
যে জনার বন কাটে সেই জন রক্ষক হইব কারা॥
রজকী সংহতি[৩] চণ্ডীদাস গীতি রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান হই সমাধান সকলি গেল যে লুটে॥ ২॥

১ ইন্দ্র ২ ছাড়ে ৩ সঙ্গীতি

দেয়াসিনী মিলন আরম্ভ তত্বচিত[1] মহাপ্রভু ।

দেয়াসিনীবেশে মহলে প্রবেশে রাধিকা দেখিবার তরে ।
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন কুণ্ডল কানেতে পরে ॥
নাগর সাজি বাম করে ধরে ।
পিন্ধিআ বিভূতি সাজল মুরতী রুদ্রাক্ষ জপএ করে ॥
কহে জয়দেবী ব্রজপুর সেবি গোকুলরক্ষক নিতি ।
গোপ গোয়ালিনী সুভগ[2] দায়িনী পূজ দেবী ভগবতী ॥
আশীর্ব্বাদ সুনি গোপের রমণী আইলা [২৮ক দেয়াসিনী কাছে ।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত মনে লয়ে বলে গোপ ভাল আছে ॥
সভাকার জয় শত্রু হয়ে ক্ষয় মনে ভয় না ভাবিবে ।
তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি সভাকার ভালো হবে ॥
সঙ্গেতে কুটিলা আসিয়া জটিলা পড়এ চরণ ধরি ।
আমার বধূর পতির মঙ্গল বর দেহ কৃপা করি ॥
সুনি দেয়াসিনী হরসিত বাণী জটিলা সম্মুখে কয় ।
বর জে লইবে তোমার বধূরে[3] নিকটে আনিতে হয় ॥
জটিলা জাইয়া আনিল ধরিআ আপন বধূর হাতে ।
বসিলা হরিষে দেয়াসিনী পাসে ঘুচাএ বসন মাথে ॥
দেখি দেয়াসিনী বলে শুভবাণী সব সুলক্ষণযুতা ।
গন্ধর্বপাবনী জগতবন্দিনী[4] রাধা নাম ভানুসুতা ॥
ধরি ধনি হাতে মনের আকুতে নিরখে বদন তার ।
দেখিতে দেখিতে আ[ন]ন্দিত চিতে মদন করিল কার ॥
সাজিটি খুলিআ ফুলটি[5] তুলিয়া বান্ধে নাগরীর চুলে ।
আনন্দে থাকিবে সকলি পাইবে কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥
সুনিআ সুন্দরী কহে ধিরি ধিরি এ কথা কহবি মোয় ।
আমার হৃদএ বেথাটি ঘুচিবে তবে সে জানিয়ে তোয় ॥
একটি সপতি রাখহ যুবতী দেখিতে বাসহ ভয় ।
প্রাণপতি সনে বান্ধিয়াছ মনে ইহাই দেবতা কয় ॥
হাঁসিয়া নাগরী চাহে ফিরি ফিরি দেয়াসিনী ঘর কোথা ।

---

১ তত্বচিৎ ২ শুভগ ৩ বধরে ৪ বন্ধিনী ৫ ফুলটি

আমার ঘর যে   হয় যে নগর   কহিব বিরল কথা ॥
সঙ্কেত বুঝিআ   নয়ান ফিরিআ   ডাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন   চিহ্নল তখন   শ্যাম নাগর ঢিঠে ॥
ধিরি ধিরি করি   বসন সম্বরি   মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাসে কয়   সুবুদ্ধি জে হয়   বেকত না করে কাজে ॥ ১ ॥

দেয়াসিনী মিলন সমাপ্ত। বণিকানী মিলন আরব্ধ। তদুচিত মহাপ্রভু।

নাগর আপনি   হইলা বনিকিনি[১]   কৌতুক করিব মনে।
[৯৮খ চুয়া চন্দন   আমলকি বর্তন   জতন করিয়া আনে ॥
কেশর জাবক   কস্তুরী দাবক   আনিল বেনার জড়।
সোহাসু কুমকুম   কর্পূর চন্দন   আনিল মুথা শিকড়[২] ॥
থালিতে করিআ   আনিল ভরিআ   উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি   ফিরে বাড়ি বাড়ি   ভানুর দুআরে গিআ ॥
চুরক লইবে   ফুকারি কহএ   আইল দাসী যে তবে।
মোদের মহলে   আসি দেও বলে   অনেক নিতে যে হবে ॥
থালিতে ধরিআ   আইলা লইআ   যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া সুচন্দন   করহ রচন   বেন্যানি মনেতে খুসী ॥
চন্দন চুরক   লইবে কতেক   জানিতে চাহিএ আমি।
সকলি লইব   বেতন সে দিব   জতেক আনহ তুমি ॥
আমলকি হাতে   দিল নিজ মাথে   ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে   শ্রম যে হইল   নাগরী পাইল ক্লেশ ॥
সুমধুর বাণী   কহে সে বেন্যানি   চুআ মাখিবার তরে।
চুল যে ছাড়িয়া   হাত নামাইআ   মাথায় হৃদয় পরে ॥
পরসে নাগরী   হইলা আগরি   পড়িলা বেন্যানি কোরে।
নিন্দ সে আইল   অতি সুখ হইল   সব শ্রম গেল দূরে ॥
বেন্যানি বলে   গেল সে বেলে   জাইতে চাহিএ ঘরে।
উঠিলা নাগরী   বসন সম্বরি   কহে কি লাগিবে মোরে ॥

১ বনিকিনি   ২ সিখড়

বট আনিবারে কহিল সখীরে সুনিয়া নাগররাজে।
কহে না লইব আর ধন নিব না কহি তোমারে লাজে ॥
কহ না কেনে কি আছে মনে সুনিতে চাহিএ আমি।
থাকিলে পাইবে নতুবা জাইবে থির হইআ থাক তুমি ॥
বেস্তানি কহএ হিআর ভিতরে বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা সে করিআ বাস উঘারিআ সে ধন আমারে দেহ ॥
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরি হাঁসিআ আপন মনে।
গন্ধের বেতন হইল এমন জীবন যৌবন টানে ॥
কর সমাধান বুঝিলাম [৯৯ক কান আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে রাখহ প্রাণে কেবা সিখাইলে তোরে ॥
পরের নারী আশয় করি মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হইআছে কেবা বা পাইআছে না দেখিয়ে কোন স্থানে[১] ॥
চণ্ডীদাস কয় কত ঠাঞি হয় জাহাতে জাহাতে বনে।
যৌবন ধনে কিবা বা মা[ে]ন সোপয়ে সে প্রাণে প্রাণে ॥ ১ ॥

বাদিয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ি বাড়ি আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকুনি বাহির করে সাপিনী লইআ এক করিলেন গলে ॥
বিষহরী বলি দেই কর।
সুনিয়া যতেক বালা দেখিতে আইলা খেলা খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥ ধ্রু ॥
সাপিনীরে দেয় খোব সাপিনীর বাঢ়ে কোপ দণ্ড করি উঠে ধরে ফণা।
অঙ্গুলি ঘুরিয়া জায় নাগিনী ফিরিয়া চায় ছোয়ে জাই বাদিয়ার দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন কহে তুমি থাক কোন স্থানে।
থাকি বনের ভিতর নাগদমন বলে মোরে নাম মোর জানে সর্বজনে ॥
বসন মাগিবার তরে আইলু তোমাদের ঘরে বস্ত্র দেহ আনিআ আপনি।
ছিড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব দেখি দেয় শ্রীঅঙ্গের খানি ॥
বটের ভিক্ষারি হও বহুমূল্য নিতে চাও নহিলে শোভিতে চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর সদাই বেড়ায় নদীতটে ॥
বেদ্যে কহে ধীরে ধীরে তোমার বস্ত্র নিব শিরে মনে মোর হবে বড় সুখ।

১ ছানে

তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥
চুপ করি থাক বেদে যা পাও তা লও সেধো ভবনে ভবনে জাও ঘরে ।
চুরিদারি নাহি করি ভিক্ষা মাগি পেট ভরি আমি ভয় করিব কাহারে ॥
তোমা লৈয়া করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া [১১খ সুখী কর এ দুখিয়া জনে ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় বেদিয়া যে এই নয় বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥ ২ ॥

ইতি বেদিয়ামিলন সমাপ্ত । অথ চিকিৎসামিলন আরব্ধ[১] তদুচিত[২] মহাপ্রভু ।

॥ ভাটিয়ারী ॥

গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে বেড়ায় চিকিৎসা করি ।
যে রোগ জাহার দেখি একবার ভাল যে করিতে পারি ॥
শিরে শিরশূল পিরিতির জ্বর হইয়া থাক যে রোগীর[৩] ।
বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে তাহে যে পিয়াই নীর ॥
এ কথা সুনিয়া বাহির হইআ কহে এক সখী ধাই ।
আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে দেখ একবার জাই ॥
এই বাড়ি হইতে আসিছি তুরিতে কহে এথা থাক বসি ।
সাজ সাজিতে চলিলা নিভৃতে মনের হরিসে ভাসি ॥
আপন বসন ঘুচাইআ তখন লেপয়ে কেশর মাটি ।
তকল্লবি ছান্দে বসন পিন্ধে সঙ্গে চলয়ে হাঁটি ॥
মনোহর ঝুলি কান্ধে ।
তাহার ভিতরে সিকড় নিকড় জতন করিয়া বান্ধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক সাজে বসিলা রোগীর[৪] কাছে ।
ঘুচাইয়া বসন নিরখে বদন রোগ যে ইহার আছে ॥
বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মুড়ি দেখে ধাতু কিবা বয় ।
পিরিতি বিষে জেরেছে ইহারে পরাণ রয় কি না রয় ॥
হাঁসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মুড়ি ভালয়ে কহিলে বটে ।
বল কি খাইলে হইব সবলে বেয়াধি কেমনে ছোটে ॥
ঔষধ হয় মনে করি ভয় এখনি খায়াইয়া জেতাম ।
ভাল যে হইত জ্বর সে জাইত যদি সে সময় পাইতাম ॥
তখন নাগরী বুঝিলা চাতুরি ঢীঠ নাগররাজ ।

১ আরব্ধ ২ তদুচিৎ ৩ রুগির ৪ রুগির

বাসুলী নিকটে চণ্ডীদাসে রটে এমন কাহার কাজ ॥

বৈদ্যমিলন সম্পূর্ণ। [১০০খ[১] বাজিকর মিলন আরব্ধ[২] তত্ত্বচিত[৩] গৌরচন্দ্র।

বাল্যলীলা গোরাচাঁন্দের না হয় বর্ণন। ব্রজের কৈশোরভাব নদেয় উদ্দীপন ॥
বাজিআর বেশ ধরি ভ্রমিএ নগরে। কত বাজি করে জত রমণীমাঝারে ॥
ক্ষণে বলে দেহ মোরে বেতন ইহার। নতুবা লইব বাস কাড়িয়া সবার ॥
সুনিআ যুবতীগণ ভাবিআ বিস্ময়। রায় কহে পুরুষের ভাব জে উদয় ॥ ১ ॥

॥ পদং ॥

রসিক নাগর সাজি বাজিকর সঙ্গেতে সুবল সখা।
ঢোল বাজাইয়া দড়াদড়ি লঞা ভানুপুরে দিল দেখা ॥
ধুলা মাখি গায় ঝুলপ ঝুলায়ে লটপটে পাগ শিরে।
সুবল সখার কান্ধে দিয়ে ভার নামাইয়া ধীরে ধীরে ॥
কুহক লাগাইয়া ঝুলি যে খুলিয়া মুকুতা বাহির করে।
উগারে বদনে বহুমূল্য ধনে রাখে সব থরে থরে ॥
পেটে গুয়া বাঁসেতে চড়াইয়া ঘুরাইয়া কত পাকে।
দড়া বান্ধি তায় হাটী হাটী জায় সুতা উগারয়ে নাকে ॥
দেখিতে জতনে সব গোপীগণে সঙ্গে রসবতী রাই।
আমার মহলে আইস আইস বলে সভাই দেখিতে চাই ॥
সুনি বাজিকর চলে তার ঘর লইয়া সকল সাজে ॥
শিরে পদ দিয়া পড়ি উলটিয়া রাইর আঙ্গিনামাঝে ॥
কতেক কুহক দেখায় কৌতুক শিরে হাটী হাটী চলে।
ধনি হাসিমন বিচিত্র বসন বাজিকর শিরে ফেলে ॥
বসন না লয় আর ধন চায় কহে সুবদনী পাশে।
হিয়ার মাঝে হেমঘট আছে দিয়া পুর অভিলাষে ॥
সুনিয়া নাগরী বুঝিলা চাতুরি চমকিত হৈলা মনে।
হেন বাজিকর না দেখিয়া আর কত ঠাটপনা জানে ॥
যমুনার কূলে সুরতরুমূলে সকল সাধিবা তথা।

১ ১০০ক পৃষ্ঠা অলিখিত ২ আরব্ধ ৩ তত্ত্বচিৎ

উদ্ধব সাথে চলিলা তুরিতে বুঝিয়ে সঙ্কেতকথা ॥

মিলন সম্পূর্ণ। [১০১ক তত্র গৌরচন্দ্র।

গোরামুখ বিমল কমল হেম জিনি তাহে রুচি মলয়জ[১] বিন্দু।
পরিমলে ধায়ই কতহু ভ্রমরাকুল চকোর শোভিত বলি ইন্দু ॥
নিরজনে বসি গোরারায়।
রাই ভাবাবেশে ষট্‌পদে বোলত কাহে মোঝে নিঙড়ে উদয় ॥
শ্যাম ভ্রমরা তুহুঁ কুসুমিত কাননে জঁহি অব মকরন্দপানে।
মন্দিরমাঝে কাহে ভেল গুঞ্জসি না বুঝিএ চরিতবিধানে ॥
এবে আনকাজে কাহে সে বিঘটন বোলত পূরব আবেশে।
গোরাপ্রেম সুখসিন্ধু না পাঅল এক বিন্দু ভাবয়ে বৈষ্ণবদাসে ॥ ১ ॥

পুনশ্চ দিনান্তে স্বয়ংদৌত্যমিলনং যথা ॥

মঞ্জু মুখকমল বিমল রসে পরিমলে জানলু তুঁহু অতি ভোর।
স্বামিক নিয়ড়ে কতহু কর কলরব না জানি কৈছে দিন তোর ॥
দূরে রহু শ্যাম ভ্রমরবর রায় ॥ ধ্রু ॥
স্বামীক[২] সেবন করইতে ঐছন জানি করহু অন্তরায় ॥
এতহু তেয়াসে হোও জবে আকুল কি ফল মন্দিরগুঞ্জ।
তাহি চলহ জাহা কুসুম বিথারল মঞ্জুল মাধবীকুঞ্জ ॥
এতহু সঙ্কেত কয়ল জব কামিনী কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ গোঙার ভ্রমর বলি খোজত গোবিন্দদাস রস নাম ॥ ২ ॥

গুরুজন পরিজন সব নিন্দ গেলি। তৈখনে সকল সখীগণ মেলি ॥
চান্দনি রজনী হেরি ভেল ভীত। বেশ বনাঅল তাহে উচিত[৩] ॥
গোপতে চললি ধনি কোই না জান। হেরইতে দশ দিশ চকিতনয়ান ॥
হিমকর কিরণহি ফেল বিথার। মেলি চললি কোই লখই না পার ॥
কালিন্দী কূলে জাহা মাধবীকুঞ্জ। কুসুম বিথারল অলিকুল গুঞ্জ ॥
তাহি মিলল ধনি নাগর পাস। বৈঠলি দুহুজন পূরল আশ ॥ ৩ ॥

[১০১খ রাইঅঙ্গছটায় উদিত ভেল দশ দিশ শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জবন রাইরূপে চৌদিকে পাথার ॥

---
১ মলঅজ ২ স্যামিক ৩ উচিৎ

গৌর ভেল শুক সারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী গৌর পাখি ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন গৌর তরু গৌর ফল ফুলে ॥
গৌর যমুনার জল গৌর ভেল জলচর গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চাঁন্দ তারা সখী গৌর তারা বেঢ়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হইল গৌরময় সব ভেল রাইরূপে চৌদিক ঝাপিত।
নরোত্তম দাসে কয় অপরূপ লয় দোহ তনু একই মিলিত ॥ ৪ ॥

অথ প্রেমবৈচিত্ত্য তত্র মহাপ্রভু ॥

কীর্ত্তন পরিশ্রমে প্রিয় গদাধর। পহুঁ সঙ্গে সুতল সেজহি পর ॥
নিন্দে ভরল অঙ্গ ধরনে না জায়। বিভোল হইআ দোঁহে তঁহি নিন্দ জায় ॥
পহুঁ কোরে গদাধর চমকি উঠিআ। প্রাণের গৌরাঙ্গ বলে কে নিল হরিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ তঁহি হইএ বিস্ময়। কি ভাব উঠিল দোহে কহনে না জায় ॥ ১ ॥

শ্যামক কোড়ে জতনে ধনি সুতল মদনে আলসে দোহে ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন যেন কাঞ্চন মণি জোড় ॥
কোড়হি শ্যাম চমকি ধনি বোলত কবে মোহে মিলিবে কান।
হৃদয়ক তাপ মুঝে জব মিটব অমিআ করিব সিনান ॥
সো মুখমাধুরি বঙ্ক নেহারই সঙরি সঙরি মন[১] ঝোর।
সো তনু সরস পরস জব পায়ব তবহু মনোরথ পুর ॥
এত কহি সুন্দরি দিঘ নিশ্বাসই মুরছিত হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ২ ॥

[১০২ক গোরি তাল ধানশ্রী ॥
সবহুঁ সখীগণ নিকটহি হেরল আজু ভেল এ কি পরমাদ।
শ্যামক কোড়ে রাই কাহে মুরুছিত ভ্রমময় রস পরিবাদ ॥
সব সখি ভুরিতহি জাই।
রাইক শ্রবণে বদন অবলম্বই ঘন ঘন ফুকরএ তাই ॥
প্রিয়সখীবচনে চেতন ভেল সুন্দরী আকুল বহুত বিলাপ।
শ্যামহি কোড়ে না মানই মুগুধিনি[২] কতই করত পরলাপ ॥

১ মোন ২ মগধধনি

কত পর সখীগণ   বোধই নিকরহি   তবু তো না প্রবোধহি মান।
রায় বলে হৃদয়   কন্দরে যদি জাগই   বাধই আনহি আন ॥ ৩ ॥

তুড়ি তাল ডাঁসপেড়ি ॥

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোড়।   হরি হরি কাহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥
জানল রে সখী প্রেম আগয়ান।   নাগরক্রোড়ে নাগরী নাহি জান ॥
দারুণ বিরহে ধনি না হেরল তায়।   সহচরী চিত্রপুথলি সম চায় ॥
ঐছন হেরইতে রাইক চরিত[1]।   গোবিন্দদাস চিতে সচকিত[2] ॥ ৪ ॥

॥ গৌরচন্দ্রঃ ॥

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে।
নিজ সহচরগণ   পুছই কারণ   হেরত গোরামুখচান্দে ॥ ধ্রু ॥
অরুণিত লোচন   প্রেমে ভরে দুনয়ন   ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।
জৈছন শিথিল   গাঁথল মতিফল   খসএ উপরি উপরি ॥
সোঙরি বৃন্দাবন   নিশ্বাসই[3] পুন পুন   আপনার অঙ্গ নিরখিয়ে।
দুই হাত বুকে ধরি   রাই রাই করি   ধরণী পড়ল মুরুছিয়ে ॥
তঁহি প্রিয় গদাধর   ধরিআ করিল কোর   কহএ শ্রবণে মুখ দিএ।
পুন অট্ট অট্টহাসে   জগজনমন তোষে   বাসু ঘোষে মরএ ঝুরিয়ে ॥ ৫ ॥

[১০২খ রসবতী বৈঠে রসিকবর পাশ।   রোই রোই[4] কহই ধনি বিরহ হুতাশ ॥
আর কি মিলিবে মোহে রসময় শ্যাম।   বিরহ জলধি কত পঙরল হাম ॥
নিকটই নাহ না হেরই রাই।   সহচরী কত পরবোধই তাই ॥
কানু চমকিত রাই[5] করু কোড়।   গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর ॥ ৬ ॥

কত পরকারে তহি পরিচয় দেল।   হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল ॥
সহচরীগণ সবে চমকিত ভেল।   সজল নয়নে আলিঙ্গন কেল ॥
আচরে মোছাঅই নয়নক লোর।   তভনহি দৃঢ় করি দোঁহে করু কোড় ॥
কোই সখী দেওল চামরক বায়।   গোবিন্দদাস তবহু গুণ গায় ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমত্যা প্রেমবৈচিত্ত্যং সমাপ্তং।   পুন প্রেমবৈচিত্ত্যং তদুচিত মহাপ্রভু ॥

---
১ চরিৎ   ২ সচকিৎ   ৩ নিয়াসই   ৪ রুই রুই   ৫ বল্লাই

গৌর সুধাকর বৈঠল নিরজন প্রিয় গদাধর করি সঙ্গে।
ভকতমণ্ডল সভে নিমগন ভেল হরিগুণ গায়ত রঙ্গে॥
দ্বিজকুল নাদ কতহি পরবন্ধ।
সুনি ইহ ভাষ গদাধর চমকিত মনহি বিথারল ধন্ধ॥
কাহা গোরা মোর প্রেম পয়োনিধি দরস পরস কিএ হুএ।
নয়ানকো লোর স্বেদ[১] বহে অবিরত ঘন ঘন অঙ্গ চালএ॥
এত কহি গদাধর মুরুছিত তহি ভেল বদনে না নিকসই বাণী।
রায় চিত না বুঝিএ ও রস দুলহ প্রেম অনুমানি॥ ১॥

॥ পুনরেব প্রেমবৈচিত্ত্য ॥

শ্যামরি চন্দ গৌরি অব বৈঠলি নিরজন সখিগণ সঙ্গ।
চাতুরি রভস কলা কত কৌশল কিএ কিএ মদনতরঙ্গ॥
সজনি কোপএ ঐছন জান।
প্রিয় প্রিয় পিপিয় নাদ সুনি আকুল মুরুছি আনত ভৈয়ান॥ ধ্রু॥
ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি জায়ত [১০৩ক কত কত করুণা কোটী।
দন্তে তৃণহু কহি প্রিয় দরসন দেহ না হেরিআ হিআ জাও ফাটী॥
বহুত বিনতি করে সখীর চরণ ধরে কোড়হি শ্যাম না মান।
বিপরীত অচল সচল দেখি ঐছন বল্লভদাস রস গান॥ ২॥

সজনি প্রেমক কহই বিশেষ।
কানুক কোড়ে কলাবতী কাতর কহত কানু পরদেশ॥ ধ্রু॥
চাঁন্দক হেরি সুরুজ করি ভাখএ দিনহি রজনী করি মানে।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর বিরহ পিয়ক করি ভানে॥
কব হরি আয়ব হরি সনে পুছ ইহ গোই রোই খণে ভোরি।
সো গুণ গাই শ্বাস ফেনে কাঢ়ই খনই খনই তনু মোরি॥
বিধুমুখী বদন কানু যব পুছল নিজ পরিচয় কত ভাঁতি।
অনুভব মদন কান্ত কিএ কামিনী বল্লভদাস সুখ[২] যাঁতি॥ ৩॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

নাগর সঙ্গে রঙ্গে ধনি বিলসই কুঞ্জে সুতলি ভুজপাশে।

১ স্বাদ ২ সুখো

কানু কানু করি   রোয়ই সুন্দরী   দারুণ বিরহ হুতাশে ॥
এ সখি আরতি কহনে জাই ।
আচলক হেম   আচলে রহু ঁ যৈছন   খোজি ফেরত আন ঠাই ॥ ধ্রু ॥
কাঁহা গেয়ো সো মঝু   রসিক সুনাগর   মোহে তেজলি কথি লাগী ।
কাতর হোই   মহীতলে লুঠই   মদনে মদন রহু জাগী ॥
রাইক বিরহে   কানু ভেল চমকিত   বয়নে বাণী নাহি ফুর ।
প্রিয় সহচরী লেই   করে কর বান্ধই   গোবিন্দদাস রহু দূর ॥ ৪ ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

বহুক্ষণে পরিচয় ভেলা ।   বিরহবেদন দূরে গেলা ॥
দু ঁহু দুহু ঁ কোড়ে আগোরি ।   সহচরী হেরিআ বিভোরি ॥
অদভুত প্রেম চরিত[১] ।   হেরইতে চমকিত চিত[২] ॥
[১০৩খ কোড় ঁহে দেখিতে না পায় ।   ঐছন না সুনি কোথায় ॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস ।   দূরে গেও বিরহহুতাশ ॥
গোবিন্দদাসক দাস ।   ইহ গুণে আনন্দ ভাস ॥

ইতি প্রেমবৈচিত্ত্যং সমাপ্তং ।   অথ শ্রীকৃষ্ণস্য   প্রেমবৈচিত্ত্যং তদুচিত[৩] মহাপ্রভু ॥

মাতল কীর্তনরসে গৌর গদাধর ।   পুলকে ভরল অঙ্গ সব কলেবর ॥
তরুপর ধরি কোমল কর ঝাঁপি ।   হা হরি করি কত সব তনু কাঁপি ॥
পুন কহে গোরাচাঁন্দ প্রলাপ করিএ ।   কোথা গেলা গদাধর আমারে ছাড়িএ ॥
পুরব দুখ হত সো মুখ হেরিএ ।   বেথিত হৃদয়[৪] তার গুণ স্মরিএ[৫] ॥
কহিতে কহিতে পহু ভেল মূরুছায় ।   নরহরি কহে এই কোন্ প্রেমোদয় ॥ ১ ॥

প্রেমবৈচিত্ত্যং কৃষ্ণস্য ।

শ্যামসুধারসে ভোললা ।

---

১ চরিৎ ২ চিৎ ৩ তদুচিৎ ৪ হ্রিদয় ৫ স্বৈরিএ

রঙ্গিম জাদ   পিঠপর দোলত   আর কত উরপর ভেলা ॥
হা হরি করি   করকমল পরসই   দাগে দ্বিগুণ করু রঙ্গ।
না জানিএ কোন   বিপাক ঘটায়ল   শিরীষ কুসুম জিনি অঙ্গ ॥
এত কহি মাধব   মুগুধ ভেল তব   মুরছিত হরল গেয়ান।
আকুল শ্যাম   রাই পরবোধই   গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ২ ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

মুরুছিত শ্যাম না নিকসই বোল।   ক্ষণ রহি চেতন করি উতরোল ॥
বিলপই রাই রাই করি কান।   কোথা গেও রসময়ই বিদরই প্রাণ ॥
দারুণ বিরহে শ্যাম না হেরল রাই।   আগরল কোড়ে নআনে না চাই ॥
রহি রহি কাতর বহুত উদাস।   চিতে চমকিত ভেল গোবিন্দদাস ॥ ৩ ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

আর কিএ কনক   কষিল[১] তনু সুন্দরী   দরস পরস মুঝে হোয়।
উর পর পাণি   [১০৪ক হানি ক্ষিতি সুতল   আকুল কলে[বর রো]য়[২] ॥
সজনী না বুঝিএ [প্রেমত]রঙ্গ।
রাইক কোড়ে   [শুতি হরি] বোলত   করে করে তাকর সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
[আ]র কিএ শ্রবণে   শুনব হাম তাকর   সই [মধু ম]ধুরিম ভাষ।
নয়নহি নয়ন   চন্দ কি এ হেরিব   কৈছ[নে হোয়ব] বিকাশ ॥
রাইক কোড়ে   কানু কৈছে বিলপই   ব্রজবনিতাগণ হাস।
প্রেমক [রিত] বুঝই   সংশয় ভেল   কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ৪ ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

ধনি কোড়ে বিনোদ নাগর বর ভুলা।   রোয়ত নীর নয়ন বহি গেলা ॥
কোড়ে আকুল ভই মুরছিত ভেলা।   সহচরী কর তব বদনহি দেলা ॥
শ্বাসহীন দেখি সবহুঁ বিভোর।   রোয়ত তব ধনি [শ্যাম] করি কোড় ॥
এক সখী জুগতি করল অনুপাম।   শ্রবণে কহই তব রাধানাম ॥

---

১ কসিল   ২ ১০৪ক ও খ পৃষ্ঠার বিভিন্ন ছিন্নাংশের পাঠ সংযোজন করা গেল। ১০৪ পাতার সকল সংযোজিত পাঠই একই কারণে করা হয়েছে।

বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠহি সেই বোল। রাই রাই করি উঠল তনু মোর··· ॥
রোই রোই সুবদনী পরিচয় দেল। কোড়ে করল সব দুখ দূরে গেল ॥
বৈঠল নাহ রাই বামপাস। হেরি চমকি রাধাবল্লভদাস ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ প্রেমবৈচিত্ত্য দিনান্তরে তদুচিত[১] মহাপ্রভু ॥

গৌর গদাধর মেলি সুরধুনীতীরে। পরস সরসে ভাসে অমিঞাসাগরে ॥
পুরব সঙারি পহু বিভোর হইল। স্বেদকম্প অন্তরে কাপিতে লাগিল ॥
তহি বোলে কোথা গেল প্রিয় গদাধর। হৃদয় বেথিত মুখ না হেরিএ তার ॥
আর কি হইবে মোর তাকর সঙ্গ। নরোত্তম দাসে হেরে ইহ রসরঙ্গ ॥

॥ পুনশ্চ দিনান্তরে ॥

রাধাবল্লভ বিলসই কুঞ্জহি মাঝ।
[১০৪খ তনু তনু সরস পরস রস পীবই কমলিনী মধুকররাজ ॥ ধ্রু ॥
সচকিত নাগর কাপএ থর থর শিথিল করল সব অঙ্গ।
গদগদ কহএ রাই ভেল অদরশন কব হোয়ত তছু সঙ্গ ॥
সো ধনি চান্দ বয়নি কিয়ে হেরব সুনব অমিআময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয় তাপ কিএ মেটব সোই করব কিএ কোল ॥
ঐছন কতহু বিলাপই মাধব সহচরী দূরহি হাস।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ২ ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

পরশিতে রাইতনু আপনে [আকুল] কানু মুরছি পড়ল ধনিকোড়।
শ্যামক হেরইতে ধনি ভেল গদগদ ঢরকি ঢরকি বহে লোর ॥
শ্যাম মুরছিত [হেরি] চকিতে ললিতা ফিরি রাধামন্ত্র শ্রুতি[মূলে] দেল।
অঙ্গমোড়া দিয়ে কানু নিরখই রাইতনু সখী হেরি চমকিত ভেল ॥
চিত্রপুথলি জেন বেঢ়ল সখীগণ নিরখই শ্যামমুখচান্দ।
[কি ভেল কি ভে]ল বলি ধায়ল বিশাখা আলি সব জনে লাগল [ধন্দ] ॥
শ্যামর সুন্দর বদন সুধাকর সুমুখে নেহারই সাধে।

১ তদ্বচিত

উপজল উল্লাস কহই মাধবীদাস [বিদ]গদ মাধব রাধে ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

দূরে গেও বি[রহে হুতা]শ। সখীগণ উপজই হাস ॥
নাগরহি অবনত মুখ। সহচরী করএ কৌতুক ॥
বদনে [কতেক] সই বাণী। রাইকোড়ে আগরল পাণি ॥
বৈঠল [তথি শ্যা]মরায়। সখী করু চামরক বায় ॥
[না] বুঝিএ প্রেমক [রি]ৎ। গোবিন্দদাস চম[কি]ৎ ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

উভয়......[1] [তদ্]চিত মহাপ্রভু ॥

বি[পি]নবিলাসে গোরা গদাধর সঙ্গে। ১০৪খ] [১০৫ক সুরধুনীতীরে দোহে বিহরই রঙ্গে ॥

খেনে উচ্চনাদে করে নামসংকীর্তন। ভাবাবেশে তহি পরি হয় অচেতন ॥
পুনু বলে কোথা গেল প্রাণ গদাধর। তার মুখ না হেরিআ ব্যথিত[2] অন্তর ॥
গদাধর বলে কোথা গোরা বিনদিএ। কাহা গেও পহু মোর আমারে ছাড়িএ ॥
কান্দএ দোহার গুণ দোহে স্মঙরিএ[3]। নয়নানন্দ তাহে মরএ ঝুরিএ[4] ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

বিলসই রাধাশ্যাম নিকুঞ্জহি মাঝ। দোঁহ বিচল রতি সমরক সাজ ॥
সুধারস পানেতে ভোলল দুহু জন। ভুরিদ আনন্দ আঁখি ভেল অদরসন ॥
দোহ দোঁহা না হেরিএ ব্যথিত হৃদয়[5]। আকুল হইআ কান্দে দোহ উভরায় ॥
শ্যাম কহে কাঁহা রাই মোরে ভেল বাম। রাই বলে কাঁহা মোর নবঘন শ্যাম ॥
দোঁহার চরিত হেরি বলরামদাস। মরমে ভাবএ তাহি বহুত উদাস ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

বিনোদিনী কান্দে শ্যাম বলিআ। চাঁন্দমুখ না দেখিআ প্রাণ জায় পুড়িআ ॥
শ্যাম কান্দে কোথা মোর প্রাণেশ্বরী রাই। রাই রাই করি শ্যাম ধুলাএ লোটাই ॥
শ্রীমতী রাধিকা কান্দে ধুলাএ লোটাআ। কোথা মোর প্রাণনাথ বলিআ বলিআ ॥
কালাচাঁন্দ কান্দে বহু বিলাপ করিআ। বিধুমুখী না দেখিআ পুড়ি যায় হিআ ॥

---

১ ছিন্ন পত্রাংশের পাঠ যোজনা করা সম্ভব হল না। ২ বেথিত ৩ ষোঙরিএ ৪ ঝুরিআ ৫ রিদয়

রাই বলে আর কবে পাব দরসন। কালা বলে না দেখিলে হইল মরণ॥
দোহে দোহার গুণ গায় দোহে উচ্চনাদে। প্রাণেশ্বরী প্রাণনাথ বলি দোহে কান্দে॥
বলরাম দাস কহে কান্দিএ কান্দিএ। মুই পাপী মরি দোহার বালাই লইএ[১]॥

[১০৫খ ললিতা বিশাখা দোহে দোহারে তুলিআ। দোহ অঙ্গ এক কৈল নিভৃতে লইআ॥
দোহ মুখে এক মুখ হইল জখনে। অধর অমিআ রস দোহ করে পানে॥
অধর অমিআ রসে হইল মত্ততা। বিভোর হইআ দোহে দোহে কহে কথা॥
ভাবের তরঙ্গে হয় রসের উদ্দামে। বিভোর হইয়া কহে দাস বলরামে॥

॥ রাগ ভালো যথা॥

নিধুবনে কি আনন্দ ভেল। ভাবের তরঙ্গ বহি গেল॥
রাই শ্যাম বিভোর ভাবেতে। রসের তরঙ্গ বহে তাথে॥
দোহ অঙ্গ এক অঙ্গ হআ। সুতিআছে মুখে মুখ দিআ॥
রসের তরঙ্গ উনমাদ। নিধুবনে বিধের সংবাদ॥
দরসনে সখীগণ ভোর। বলরাম কহে কর জোড়॥

রাগ ভালো যথা॥ অথ আক্ষেপানুরাগো লিখ্যতে॥

কৃষ্ণস্য মুরলীশ্চৈব আত্মানশ্চ সখং প্রতি॥ দূত্যাং
ধাতবি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদয়ঃ॥ তত্র শ্রীকৃষ্ণং
প্রতি আক্ষেপঃ যথা। তত্র ভাবাবৃত্তো গৌরচন্দ্রঃ।

গৌরচন্দ্র।
স্বরূপ রামানন্দের মুখ হেরি। বিষাদে কহএ গৌরহরি॥
আক্ষেপ করিআ বহু কয়। নিঠুর হইল শ্যামরায়॥
প্রথমে পিরিতি বাঢ়াইল। এবে দুঃখসাগরে ডারিল॥
সুজন জানিআ তারে গুণি। সুপিলাম এ দেহ পরানি॥
এখন না চায় মোর পানে। বাসু[২] কহে ভাবিয়া চরণে॥

॥ ব্রজলীলা॥ ধানশ্রী॥

সখি আর কি কহিতে ডর।

---
১ লইআ ২ বাসু

জাহার লাগিআ সব তেয়াগিলাম সে কেনে বাসএ পর ॥
সুজন কুজন জে জন জানে না তাহারে কহিব কি।
[১০৬ক অন্তর বাহির জে জন জানয়ে তাহারে পরান দি ॥
কানুর পিরিতি কহিতে সুনিতে পরান ফাটিআ উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত জেমত আসিতে জাইতে কাটে ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা। কত না সহিবে দেহে গুরুর গঞ্জনা ॥
জার লাগি ছাড়িনু গৃহের জত সুখ। না জানি কি লাগি এবে সে জন বিমুখ ॥
সুন সুন সজনি গো নিবেদিনু তোরে। কলঙ্ক রহিল মোর গোকুলনগরে ॥
তিলেকে সে তেয়াগিনু পতি ক্ষুরধার। শ্রবণে না সুনল ধরমবিচার ॥
অবলা অখল জাতি ভুলি পরবোলে। অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাঝবেলে ॥
দুখের উপরে দুখ পরিজনবোল। সতীর সমাজে[১] দাড়াইতে হইনু চোর ॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়। প্রেম পরাভব দুখ সহনে না যায় ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

বন্ধুর লাগিআ সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার নহে অন্য ধন ইহা কি পরাণে সয় ॥
সখি কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধু আন বাড়ি জায় আমার আঙ্গিনা দিআ ॥ ধ্রু ॥
জে দিন দেখিব আপন নয়নে আন জন সঙ্গে কথা।
কেশ ছিড়ে ফেলি বেশ দূরে করি ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
বন্ধুর হিআ এমন করিলে না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ জেমৎ করিছে এমতি হউক সে ॥
জ্ঞানদাস কহে সুনহ সুন্দরি মনে না ভাবিহ আন।
তুহু সে শ্যামের সরবস ধন শ্যাম সে তোহারি প্রাণ ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

গৃহ গুরুজন স্বামীর বচন [১০৬খ যা লাগি না দিনু কানে।

১ সমাজে

এখন কি লাগি সে জন আমারে না চাহে নয়নকোণে ॥
সোই পরখি দেখিনু কাজে ।
বিনি অপরাধে সাধিল বাদে জগত ভরিল লাজে ॥
সে সব পিরিতি আদর আরতি সদাই পড়িছে মনে ।
প্রেম পরাভব এমন না জানিএ এখন জায় পরানে ॥
সহজে অবলা আগু অনুসরে না জানি কি হয় পাছে ।
জ্ঞানদাস কহে সময় বুঝিতে কে জন এমন আছে ॥

॥ সুহই ॥

কৌতুকে দুহু কুল কমল তেয়াগিলু যো পদপঙ্কজ আস ।
পাহুক মীন দিন জনু না গনলু লাগলু মরণ তরাস ॥
সজনী নিকরুণ হৃদয় মুরারি ।
অব অব জাইতে ঠাম নাহি পাইয়ে পরিজনে দেয়ই গারি ॥ ধ্রু ॥
গগনক চন্দ পাণিতলে বারিলু সাগরে নগর বেভার ।
অমিআর ঘট বলি হাত পসারলু পায়লু গরলক ধার ॥

॥ ধানশ্রী ॥ যথা রাগ ॥

আক্ষেপ তেজিএ ধনি করহ সাজনি । চল চল অভিসারে কানু মনমোহিনী ॥
তুই সরবস তার তোর সে পরান । ভেট গেএ কালাচান্দে দুখ নাহি মান ॥
মনের বেদনা জত কহিবি তাহারে । পুনু নাহি করে জেন এইছে বেভারে ॥
এত বলি সুবেশ করিল সখীগণে । যূথ মেলি চলে রাই শ্যামদরসনে ॥
মিলল সখিসাজ কুঞ্জহি মাঝ । আগুসারি লেয়ল নাগররাজ ॥
বৈঠলি বিনোদিনী শ্যামহি কোড় । বলরাম দাস হেরি সুখ নাহি ওর ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আক্ষেপং সমাপ্তং । অথ মুরলী প্রতি আক্ষেপং আরব্ধ[১] ॥
[১০৭ক তদ্রুচিত্ত[২] মহাপ্রভু ॥

॥ রাগিনী মাউর ॥

রামানন্দ স্বরূপের সনে । বসি গোরা ভাবে মনে মনে ॥

---

১ আরব্ধ ২ তদ্রুচিৎ

চমকি কহএ আলি আলি। ক্ষেনে ক্ষেনে রহিয়া বাঁশিরে দেয় গালি॥
পুনু কহে স্বরূপের পাশে। বাঁশি মোর জাতিকুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পসিআ রহিল। বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাঁসে। দেখি এই গৌরাঙ্গবিলাসে॥

॥ পদং রাগ তালো যথা॥

সজনি লো সই।
খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশির কথা কই॥ ধ্রু॥
শ্যামের বাঁশিটি দুপরি ডাকাতি সর্বস্ব[১] হরিআ লইল।
হিআ দগদগি পরান পুথলি কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে সুইতে আন নাহি চিতে বধির করিলে বাঁশি।
সব পরিহরি করিলে বাউরি মানএ যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম সরম ভরম কাঁসি।
চণ্ডীদাসে কহে এই সে কারণে কানু সরবস বাসি॥

॥ সুহই রাগ॥

বিষম বাঁশির কথা কহিলে না হয়। ডাক দিয়ে কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লঞা যায় শ্যামের নিকটে। পিয়াসে হরিণী জেমন পড়এ সঙ্কটে॥
সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন। সুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা। কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥

॥ পঠমঞ্জরী রাগ॥

কি কহব রে সখী ইহ দুখ ওর। বাঁশী নিশ্বাসে গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয় শ্রবণক মাঝ। তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলকে পুরি পুরএ দেহ। নয়নে না হেরি [১০৭খ হেরএ জনু কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ। জতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লঘু লঘু চরণে চলিএ গৃহমাঝ। দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসএ নীবিবন্ধ। কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥

---
১ সর্ব্বস্ব

॥ রাগ ভালো যথা ॥

শোন তোরে কি বলিব [১০৮ক বাঁশী। সতীকুল সকলি বিনাশী ॥
গোবিন্দ অধরসুধারসে। পিয়া পিয়া মাতালি সাহসে ॥
জগতমোহিনী মৃদুস্বরে। বমসি সবদে১ জারেভারে ॥
অথবা কি তুমি অতি তুখি। বাঁশিনি বাঁশের জাথে বাঁশি ॥
দারুতে গরল তুয়া দেহ। কেবল দারুণ মহ সেহ ॥
এ যদুনন্দন দাসে ভণে। কি করুণা সুকঠিন জনে ॥

॥ কামোদ রাগেন গীয়তে ॥

চল চল চল সখি শ্যামদরসনে। অবশ হইল অঙ্গ মুরুলির গানে ॥
অন্তরে প্রবেশি মোর মুরুলির ধ্বনি। রহিতে না দেয় ঘরে কৈলে বাউলিনি ॥
ঐছে বচন সুনি সব সহচরি। হেরইতে বিঘিনি নয়নে না হেরি ॥
ত্বইছনে সখীগণ বেশ বনাই। চলল অভিসারে রসময়ী২ রাই ॥
নিকট নিকুঞ্জবনে মিলল জাই। ভেটল নাগররাজ আদর বাঢ়াই ॥
করে ধরি বৈঠাঅল আপনিহি কোরে। নরোত্তম দাস হেরি দুখ গেও দূরে ॥

মুরুলি প্রতি আক্ষেপ সমাপ্ত ॥ নিজ প্রতি আক্ষেপ আরব্ধ ॥

তত্রচিৎ মহাপ্রভু তত্র গৌরচন্দ্র ॥

গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব কহনে না যায়। বিরলে বসিয়া পহু করে হায় হায় ॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছএ তাহারে। কহে মুঞি ঝাপ দিব সমুদ্রমাঝারে ॥
করিল দারুণ প্রেম আপনা আপুনি। দ্বকুলে কলঙ্ক হইল না জায় পরাণি ॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়এ নিশ্বাস। মরম বুঝিএ কহে নরহরি দাস ॥

॥ পাহাড়ী ॥

ধিক রহু নারীর যৌবনে। পিরিতি করএ শঠ সনে।

১ ঢুসি ২ রসময়

জার লাগি প্রাণ সদা ঝোরে। ফিরিআ না চায় সেই মোরে॥
কি করিব তারে দোষ দিয়া। না দেখিয়া ললাট চিরিআ॥
আপুনি আপনা বাঢ়াইনু। দুই কুলে কলঙ্ক [১০৮খ রহিনু॥
না করিনু সুপুরুখ সঙ্গ। সকলিক রিনু হাম ভঙ্গ॥
ছিএ ছিএ পাপ পরাণ। অবহু নাহিক বাহিরান॥
এ পাপ পিরিতি নাহি আশ। শুনে কহে নরহরি দাস॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

কোন বিধি নিরমিল কুলবতী নারী। সদা পরাধিনী ঘরে রহি একেশ্বরী॥
ধিক রহু হেন জন হইআ প্রেম করে। বৃথা[১] সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকি কথাটি কহিতে জে না পারে। পরপুরুষেতে রতি ঘটে কেনে তারে॥
এ ছাড় জীবনে মুঞি ঘুচাইল আশ। চণ্ডীদাসে কহে কেনে ভাবহ উদাস॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

ধিক রহু জীবনে পরাধিনী জিয়ে। তাহার অধিক ধিক পরবশ হএ॥
এ পাপ পরাণে বিহি এমতি লিখিল। সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥
অমিআ বলিয়া জদি ডুব দিনু তায়। গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিআ যদি পাষাণ কৈলাম কোলে। এ দেহ আনল তাপে পাষাণ সে গলে
ছায়া দেখি বসি যাই তরুলতা বনে। জ্বলিআ উঠএ তরু লতাপাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিএ হাম ঝাপ। পরান জুড়বে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ জাবে কিসে। নিছয় ভখিব আমি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাসে কহে দৈবগতি নাহি জান। দারুণ পিরিতি সেই বধই পরাণ॥

॥ শ্রীরাগ ॥

রাজার ঝিআরি কুলের বৌহারি স্বামীসোহাগিনী নারী।
পিরিতি লাগিআ এ তিন খোআইনু হইল কুল খাঁখারি॥
সই কি ছার পরাণ কাজে।

১ বৃথা

সপনে সে জন নাহি দরশন জগত ভরিল লাজে ॥
ধরম করম সব তেয়াগিনু [১০৯ক জাহার পিরিতি সাধে।
জাতিকুলশীল সকলি মজিল সে জনার পরিবাদে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জরজর না রোচে আহার পানি।
কহে বলরাম এ তিন আঁখর কেবল দুঃখের খনি[১] ॥

॥ শ্রীরাগ ॥

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি দুয়ার বাহির পরবাস।
আপনা বলিআ বলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে হেন ছারে হেন অভিলাষ ॥
সখী হে তুয়া পাএ কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ জনে[২] অবিরত জার মনে নিছয় মরণ প্রতিকার ॥
জত জত মনে করি নিছয় করিতে নারি রাতি দিবস নাহি জায় ॥
ঘরে যত গুরুজন সব মোর রিপুগণ কি কহিবে কি হবে উপায় ॥

॥ রাগভালো যথা ॥

যত নিবারএ পাপ নিবার ন জায় রে। আনপথে জাইতে সে কানুপথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কিবা মোরে। জার নাম নাহি লই লএ তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুঞি জত করি বন্ধ। তভু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ ॥
সে না কথা না সুনিব করি অনুমান। পরসঙ্গ শুনিতে আপুনি জায় কান ॥
ধিক রহু এ সব ইন্দ্রিয় মোর ছার। কালা অনুভব সদা করে অনিবার ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভালভাবে আছে। মনের মরম কথা কারে জানি পুছে ॥

॥ রাগভালো যথা ॥

কেন বা বিষাদ এত কর বিনোদিনী। সে যে বন্ধুয়া তোর একুই পরানি ॥
জদি কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধে জগত ব্যাপিত। তোর অঙ্গপরিমলে কানু সে মোহিত ॥
যদি বা বদনে তোর শ্যামনাম কয়। রাধা [১০৯খ নাম তার নিজমন্ত্র মুরুলিতে গায় ॥
যদি বা তোমার মন শ্যামপানে ধায়। সে যোগী ধ্যায়েনে থাকে মাধবীতলায় ॥
কোটী চন্দ্র জিনি কৃষ্ণঅঙ্গ নিরমল। তোর অঙ্গ পরসনে হয় জে শীতল ॥[৩]

---

১ খানি ২ জানে ৩ ষিতল

চল অভিসারে রাই বিলম্বে কি কাজ। কহে নরহরি আর না সহে বেয়াজ ॥

॥ ভূপালী ॥

সখীগণ বচনে বনায়ল বেশ। বিরচিত করবী আঁচরে নিজ কেশ ॥
ভালহি দেওল সিন্দুরবিন্দু। চন্দনরেখ শোভে আধ ইন্দু ॥
কত কত অভরণ সাজায়ল অঙ্গে। হেরইতে মুরছএ কতহু অনঙ্গে ॥
নীল বসনে তনু ঝাপলি গোরি। চললি নিকুঞ্জে শ্যামরস ভোরি ॥
মদনমোহন মোহিনী নারী। জ্ঞানদাসে কহে জাও বলিহারি ॥

॥ সুহই যথা তালো ॥

মিলল রাই নিকুঞ্জে রাই কমলিনী। দোঁহে দোহা পাওল পরেশমণি ॥
দরসনে দুহু মুখ দু পহু প্রেমে ভোর। নয়নে ঝুরএ দোঁহার আনন্দলোর ॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ। উছলল দোঁহ মন মদনতরঙ্গ ॥
সহচরীগণ সব আনন্দ ভাস। দোঁহ মুখ হেরয়ে নরোত্তম দাস ॥

অথ সখীপ্রতি আক্ষেপ আরব্ধ[১] তৎচিত্ত[১] মহাপ্রভু ॥ গৌরচন্দ্র ॥

॥ সুহই ॥

আরে মোর গৌর কিশোর। পুরব প্রেমরসে ভোর ॥
স্বরূপ দামোদর রাম রায়। করে ধরি করে হায় হায় ॥
কহে মৃদু গদগদ ভাষ। ঘন বহে দিঘ নিশ্বাস ॥
মরম না বোঝে কেহো মোর। কহে পহু হইআ বিভোর ॥
কেন বা এ প্রেম বাড়াইনু। জিয়ন্ত পরান খয়াইনু ॥
নিঝোরে ঝোরএ দু নয়ান। নরহরি মলিন বয়ান ॥

॥ সুহই রাগেন গীয়তে ॥

তোমরা মোরে [১১০ক ডাকিএ সুধাঅ না প্রাণ আনছান বাসি ॥
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হইলাম দুসি ॥

১ তৎচিৎ

গোকুল নগরে কে বা কি না করে তাহে কি নিষেধ বাধা ॥
সতী কুলবতী সে সব যুবতী কানুকলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহির হইতে লোক চরচায়ে বিষ মিসোইল ঘরে ॥
পিরিতি করিয়া জগতের বৈরী আপনা বলিব কারে ॥
তোরা পরাণের ব্যথিত[১] আছিলা জীবনে মরণে সঙ্গ ॥
অনেক দোষের দুসিনি হইলে কে ছাড়ে আপন অঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন গোকুল কান সভাই আপনা বনে ॥
মো পুনি এ ছিআ নিছিআ লইনু অনাদি জনম ভনে ॥
রাধা বলি আর ডাকিআ না সুধায় এখনি এমন মৈলে ॥
চণ্ডীদাস বলে সকলি পাইবা বন্ধুআ আপন হইলে ॥

॥ সুহই ॥ দূতী প্রতি কথয়তি ॥

দিবস রজনী দিন গুনি গুনি কি হইল দারুণ ব্যথা[২] ॥
খলের বচনে পাতিএ শ্রবণ খাইলাম আপন মাথা ॥
সুন সুন দূতী কি কহ মো প্রতি[৩] বচন না লাগে ভালো ॥
কি ছাড় পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে সোনার বরণ কালো ॥
সোনার গাগরি বিষজলে ভরি কেবা আনি দিল আগে ॥
করিল আহার না করি বিচার এ বধ কাহারে লাগে ॥
নীর[৪] লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে ব্যাধ শর দিল বুকে ॥
জলের শফরী আহার করিতে বড়শি লাগিল মুখে ॥
নবঘন হেরি পিয়াসে চাতকী চঞ্চু[৫] পসারল আশে ॥
বারিক বারণ করল পবন কুলিশ মিলিল শেষে ॥
লাখ হেম পাট জতনে বান্ধিতে পড়িল অগাধ জলে ॥
হেন জন চিত করে পাপ বিধি দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥

॥ ধানশ্রী রাগ ॥

সুন্দরী সুনবি বচন হামার ॥

১ বেথিত ২ বেথা ৩ পুতি ৪ নূর ৫ চঞ্চু

কানুক প্রেম রতন পুন গোপবি বেকত করবি কুলাচার ॥
[১১০খ ধৈরজ লাজ করল তুয়া সমুচিত সুনবি গুরুজন ভাষ ॥
আপনক মান আপে পুন রাখবি যৈছে নহত উপহাঁস ॥
তুয়া সম কো পুন আছএ ত্রিভুবন কুলশীল ধিক গুণবন্ত ॥
ঐছন দুহু কুল হেরইতে উজোর ধন জন গৌরববন্ত ॥
ভাব অন্তরে জব অঙ্কুর হোয়ব আনতহি দেয়বি চিত ॥
গোবিন্দদাস কহত ঐছে প্রেম নহ অনুরাগ গতি বিপরীত ॥

॥ ভাটিআরি ॥

সখী হে ফিরিআ আপন ঘরে যাও ॥
জিয়ন্তে মরিআ যে আপনা খআছে তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ানপুথলি করি লইনু মোহন রূপ হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ ॥
পিরিতি আনল জ্বালি সকল পুড়িয়াছি জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিএ মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোকে না জানিএ ভুবনগোচরে ॥
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসিআছি কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে সুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে বন্ধু বিনে আন নাহি ভায় ॥
মুরারি গোপতে কহে পিরিতি এমন হলে তার গুণ তিনলোকে গায় ॥

॥ সুহই ॥

কি করিব কোথা জাব কি হবে উপায়। জারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায় ॥
জার লাগি সদা প্রাণ আনছান করে। মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে ॥
এতদিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি। জে মোর দুখের দুখি তারে হেন বাণী ॥
আনছলে রহি কত করে কানাকানি। প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী ॥

॥ সুহই ॥

দেখিলে কলঙ্কী মুখ কলঙ্ক হইবে। এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরে ঘরে জাও নিজ ধরম লইআ। এ দেশে না রব মুঞি যাব [১১১ক বাড়াইআ ॥
কালা মানিকের মালা গাঁথি লব গলে। কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥

কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিআ। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইআ॥
চণ্ডীদাসে কহে কেনে হইলা উদাস। মনের সাথি জেই সি কি ছাড়ে পাশ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

কাহে বিয়োগী ধনি রাই। শ্যাম নিওরে হাম জাই॥
আনি মিলাওব কান। ইথে কিছু না ভাবিহ আন॥
যোগিনী হইবি কাহে লাগি। তুয়া লাগি সোই বিয়োগী॥
তবহু চলল সহচরী। মিলল যাঁহাসে মুরারি॥
কহে সখী কতো পরবন্ধ। নাগর মানএ ধন্ধ।
চলল রসিকবর শ্যাম। ধনি যাহা করএ বিশ্রাম॥
মিলল দোহে এক ঠাই। শ্যামক্রোড়ে বৈঠল রাই॥
দোঁহে হেরি দোহ উল্লাস। ভনে ঘনশ্যামক দাস॥
দূতী প্রতি আক্ষেপ সমাপ্ত।
বিধাতার প্রতি আক্ষেপ আরম্ভ॥ঃ

মল্লার ॥ গৌরচন্দ্র ॥

কনক চম্পক গোরাচান্দে। ভূমিতে পড়িআ কেনে কান্দে॥
ক্ষেনে উঠে করে হরি হরি। কে করিলে আমারে বাউরি॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। বিধিরে পাড়এ সদা গালি॥
কহে ধিক বিধির বিধানে। এমন জোটনা করে কেনে।
কানভাবে কহে গোরারায়। নরহরি সুধাইআ বেড়ায়॥

॥ ভেওট ॥

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিএ ছাই। জনম হইতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই
না দিলে রসিক মূঢ় মুরুখের সনে। এমতি আছিল মোর এ পাপ বিধানে॥
জার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাই দেখা। এ পাপ করমে মোর এমতি লেখাজোখা॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিএ জাব দূর দেশে। আরতি পিরিতি কহে কবি চণ্ডীদাসে॥

॥ শ্রীরাগ ॥

আপনা আপনি দিবস রজনী ভাবিএ [১১১খ কতেক দুঃখ ॥
যদি পাখা পাই পাখি হইআ জাই না দেখি এ পাপ মুখ ॥
সোই বিধি দিল মোকে শোকে ॥
পিরিতি করিআ আশা না পুরিল কলঙ্ক ঘুসিল লোকে ॥ ধ্রু ॥
হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী নহিল দোসর জনা ॥
অভাগিআ লোকে জত বলে মোকে তাহা সে না জায় সুনা ॥
বিধি যদি সুনিত মরণ হইত ঘুচিত সকল দুখ ॥
চণ্ডীদাসে কয় এমতি লইলে পিরিতির কিবা সুখ ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই : জদি সে পরানবন্ধু তার লাগি পাই ॥
গুরু দুরজন জত বন্ধুর দ্বেষ করে। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামনি তার বুকে পড়ে ॥
আপন দোষ না দেখিএ পরের দোষ গায়। কালসাপিনী জেন তার বুকে খায় ॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর। দিবস দুপহরে যেন তার পুড়ে ঘর ॥
এতেক যুবতী আছে গোকুলনগরে। কে না বন্ধুকে দেখি বুক ফাটে মরে ॥
বাসুলি আদেশে কবি চণ্ডীদাসে ভণে। তোমার বন্ধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

কি এ বিধি তোহে বিমুখ।
জো বিধি মূল তুয়া অনুগত সোই কাহে হৃদয় তুয়া দুঃখ ॥
জতহু বৃন্দাবনে সব তুয়া অনুকূল প্রতিকূল[১] শুনিএ না শুনি।
রসিকশেখরবর ভেট গিয়ে সুন্দরী কুঞ্জহি কুঞ্জরগামিনি ॥
চলহি নিসঙ্কে বাট অতি দূরতর তেজহি মোনছি[২] আন ॥
সহচরী বচনে চলল বররঙ্গিনী কুঞ্জহি করল পয়ান ॥
বহু দুখে মিলল শ্যাম সুনাগর আদরে ভেটল কান ॥
আনন্দসাগরে দুহু জন নিমগন রায়ক দুখ সমাধান ॥ ৫ ॥
ইতি বিধাতার প্রতি আক্ষেপ সমাপ্ত ॥ অথ কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ ॥
তত্র গৌরচন্দ্র ॥ তুড়ি ॥

১ পিতিকুল ২ মোনছি

॥ তুড়ি ॥

[১১২ক গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিআ বিরলে নয়নে গলএ লোর॥
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর গদগদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ এত কি পরাণে সহে॥
অবলা শরীর করে জর জর মনের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পুরব বচন অবনত মুখশশী॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা মরম কেহ না জানে।
পুরব চরিত সদা বিভাবিত দাস নরহরি ভনে॥

ধানশ্রী

পঞ্চবাণধারি পরমন্দকারি তোরে আর বলিব কী।
তোর আকর্ষণে পিরিতির ফান্দে আমি ঠেকিআছি॥
এতদিনে তোর মরম বুঝিলাম অনঙ্গ তোহারি নাম।
অঙ্গ বা থাকিলে আর কি হইত কি জানি কি গুণগ্রাম॥
মনের মাঝারে পসিআ নারীর মরম করিলি দূর।
তার প্রতিফল হইবে তোমার কহিনু বচন গূঢ়॥
কালার পিরিতি লাগি তোর শরে কাতর হইআছি আমি।
কহএ উদ্ধব জে জন অন্তর তারে কি ছাড়িবে তুমি॥

॥ তিরোথা ॥

কতিহু মনু তনু দহসি হামারি। হাম নহি শঙ্কর হউ বরনারী॥
নাহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ। মালতী মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম রঞ্জ মৌলি নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহে মৃগমদসার। নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলি কঙ্কন ফুল না হএ কপাল।
বিদ্যাপতি [ভনে] এ হেন সুছন্দ। অঙ্গে ভসম নহে মলয়জ[১] পঙ্ক॥

১ মলঅজ

॥ ধানশ্রী ॥

পুনশ্চ কন্দর্পরীতং সখী প্রতি কথয়তি ॥

কুলের বৈরী হইল মুরুলি করিল সকল নাশে ।
মদন কিরাতি মধুর যুবতী ধরিতে আইল দেশে ॥
সোই জীবন এমন বাসি পিরিতি আঠা ননদি কাঁটা পরশ হইল কাসী ॥
বৃন্দা [১১২খ বন মাঝে বেড়ায় সাজে ধরিতে যুবতীজনা ।
যমুনার কূলে গাছের তলে আসিআ করিল থানা ॥
গাছের ডালে বসিআ ভালে তাক করে এক দিঠে ।
জারাল আঠা না জায় কাটা লাগিল পাখির পিঠে ॥
পড়িআ ভূমিতে ধড়ফড় হইতে কিরাতে ধরিল পাখে ।
পাখে পাখা দিঞা বান্ধিল টানিঞা ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয় কিনিয়া লয় যে পাখি ॥
পাখি ছাড়ি দেয় পাখা যে ধোআয় তবে সে এড়ান দেখি ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

আরে মনমথ নাহি তুয়া ধরম বিচার ।
কো করু দেখি রোখ করা কা সঞে তুহু বর মুরুখ গোঞার ॥ ধ্রু ॥
সোনইতে রূপকলা গুণ মাধুরী তেই দিঠে হেরল কান ॥
সোই অধিপতি তাহে না পারলি হৃদএ হানলি পাচবাণ ॥
কিএ গুণে রতি তোহে পতি করি মানল নাম কেবা রাখল কাম ।
নাশসি কাম কুলটা পদ দেওসি অব তোহে চিনল হাম ॥
দেব পতি শিব জীব তুয়া রাখল হিয়ে হিয়ে এ বড়ি দুখে ।
তা সঞে বাদ সাধি যৈছে সাতাওলি তৈছে আনল দিল মুখে ॥
হাম অব শম্ভু আরাধব তুয়া লাগি গুণ তোহে করব বিনাশ ॥
বিরহিনী গণ জেন কিএ ঘর কিএ বন জাঁহা তাঁহা করউ নিবাস ॥
ধরণীক বাণী মানি তুহু সুন্দরী শম্ভু পূজবি অব কায় ॥
মনমথ কোটী মথন করু জোজন সো তুয়া চরণ ধেয়ায় ॥

রাগ ভালো যথা ॥

মদনমোহন নাগর জোই। অবহু গমনপথ নিরখই সই ॥
কর অভিসারে কুঞ্জহি মাঝ। চলহ অরি বধে বিলম্বে কি কাজ ॥
সাজল সখী সঙ্গে রসময়ী[১] রাই। ভেটল রসময় তুড়িতহি জাই ॥
স হেরিএ সুন্দরী নাগর কান। অতি রসে মাতল দোঁহে মন মান ॥
দোঁহে তিরপিত নহে না ধরএ দেহ। রায়ক [১১৩ক হৃদয়ে[২] না পুরএ লেহ ॥
কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ সমাপ্ত ॥

॥ তত্র গুরুজনার প্রতি গৌরচন্দ্র ॥

গোরাচাঁন্দে দেখিআ কি হইনু। গোপত পিরিতি ফান্দে আমি সে ঠেকিনু ॥
ঘরে গুরুজন জ্বালা সহিতে না পারি। অবলা কহিলে বিহি তাহে কুলনারী ॥
গোরারূপে মনে হইলে হইএ পাগলি। দেখিয়া সাসুরি মোর সদা দেয় গালি ॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়। যদু কহে ছাড়িতে না ছাড়ে গোরারায় ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগী। ননদী বচনে যেন বুকে উঠে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি। ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পাড়া পড়সি ॥
কাহারে কহিব দুখ জাব আমি কোথা। যার সনে কব আর কালা কানুর কথা ॥
জত দূরে জায় মন তত দূরে জাব। পিরিতি পরাণ ভাগী কোথা [গেলে পাব] ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিআ। চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

॥ পটমঞ্জরী ॥

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিনী। বাহির বাতাসে ফান্দ পাতে ননদিনি ॥
বিনি ছলে ছলে সে সদাই ধরে চুরি। হেন মন করে জলে প্রবেশিএ মরি ঃ
সতী সাধে দাড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে। পুলকে পুরএ তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
পুলকে ঢাকিতে নানা করি পরকার। নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার ॥

১ রসমহি ২ হিদএ

পাড়ার লোক না জানে পিরিতি বলি কারে। তুমি জদি বল সই সমাধিয়া ঘরে ॥
চণ্ডীদাসে বলে সোন আমার জুগতি। অধিক জ্বালা জার তার অধিক পিরিতি ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

গুরুজনের বচনে পাঁজর ধসি গেল। পাড়া পড়সির জ্বালায় প্রাণ সারা হইল ॥
কত না সহিব আর সহিতে না পারি। কহিতে কহিতে দুখ কহিতেও নারি ॥
এদেশ ছাড়িআ জাব রহিব কাননে। [১১৩খ এ পাপ লোকের মুখ না দেখি নয়ানে ॥

॥ কুটিলায়া সাক্ষাদুক্তি ॥

এ কি পরমাদ আই।
লোকের বদনে সুনিএ শ্রবণে তাহাই দেখিতে পাই ॥
তোমার আমার বাপের কুলেতে কখুন কথাটি নাই।
তবে কেন তুমি কানু কানু করি সদাই জপত রাই ॥
কানু নাম সুনি চমকি উঠহ পুলক তাহার সাখি।
কালা রূপ দেখি ছল ছল আঁখি বেকত এ সব দেখি ॥
আমি ননদিনী সব রস জানি পাসরএ চৌপিঠ।
কহে শিবরাম বুঝিল কথায় তুমি সে বড়ই ঢিঠ ॥

॥ বড়ারি ॥

ননদী লো মিছাই লোকের কথা।
কানুর সঙ্গে পিরিতি করি ত সপতি তোমার মাথা ॥
নিজপতি বিনে আন নাহি জানে সেই সে আমার ভাল।
কোন গুণে জাই রাখাল ভজিব জাহার বরণ কাল ॥
মণি মুকুতার অভরণ নাহি সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে তাহে কি রমণী ভোলে ॥
রাজা হইআ জারে দেখিতে না পারে মায়ে বলে ননিচোরা।
শিবরাম কহে রাধার কলঙ্ক মিছাই করিলি তোরা ॥

॥ সিন্ধু রাগ ॥

সই এত কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী সুনিল আপন কানে॥
পরের কথায়ে এত কথা কহে ইহাতে করিব কি।
কানু পরিবাদে ভুবন ভরিল বৃথাই জীবন জী॥
কানুরে পাইত এসব কহিত তবে বাসে বোল ভাল।
মিছা পরিবাদে বাদিনী হইআ প্রাণ জরজর[1] হইল॥
কে আছে বুঝাইআ শ্যামেরে কহিআ এ দুখ করিবে পার।
চণ্ডীদাসে কহে ধৈর্য করি রই কে কোথা করিলে কার॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

সজনী কানুকে কহবি বুঝাই।
রুপিএ প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি বাচলি কোন উপায়॥
তৈলবিন্দু যৈছে পাণি পসারল তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল জৈছে খনহি সুখাঅল [১১৪ক তৈছন তোহারি সোহাগে॥
কুলকামিনী ছিল কুলটা ভৈ গেল তাকর চরণ লোভাই।
আপন করে হাম মর মরাঅনু কানুসে প্রেম বাঢ়াই॥
চোরের রমণী জনু মনে মনে রোরই অম্বরে বদনে ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল সো ফল ভুঞ্জইতে চাই॥
ভণএ বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি চিন্তা না করু কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জইতে জো জন পরবশ হোই॥

॥ বিহগা পরিমিত তালো ॥

নব অনুরাগে মিলল দুহু কুঞ্জে। আবেশে কহই ধনি রসপরিপুঞ্জে॥
বন্ধু হে কি বলিব তোরে। তোমা বিনে দেখি যুগ্রি সব আন্ধিআরে॥
পাইয়াছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর। জে বলু সে বলু মোরে লোক দুরাচার॥
এক তিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি। ছাড়িএ কেমনে জীব পরাধিনী নারী॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাপিএ। প্রেমদাস কহে রাই দড় কর হিএ॥

---
১ জরজর

॥ পঠমঞ্জরী রাগ ॥

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে। কানু সে অবহি করবি প্রেমভোগে ॥
কোলে লেয়ব সখি তুহক প্রিয়ে। হাম চললু তুহু থির কর হিয়ে ॥
এত কহি কানু মিলল ধনি পাশে ॥ বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাসে ॥

॥ প্রেম প্রতি আক্ষেপ আরব্ধ তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥

পুরব স্মরিএ[১] গোরারায়। মনদুখে করে হায় হায় ॥
শঠ সঞে পিরিতি করিনু। মনের আগুনে পুড়ে মনু ॥
এমন পিরিতি নাহি জানি। কেবল দুখের হয় খনি ॥
গোপীভাবে কহে গৌরহরি। তহি পুছই নরহরি ॥

॥ অথ প্রেম প্রতি আক্ষেপ আরব্ধ ॥

কি বুকে দারুণ ব্যথা কুন দেশে জাইব।
পাপ পিরিতের কথা যে দেশে না সুনিব ॥ ধ্রু ॥
সই কে বলে পিরিতি ভালো।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিআ কান্দিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হইয়া কুলে দড়াইআ যে ধনি পিরিতি করে।
[১১৪খ তুষের আনল জেমত সাজাইআ এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হাম বিনোদিনী এ দুখে দুখিনী প্রেমে ছলছল আঁখি।
চণ্ডীদাসে কহে যে গতি হইল পরাণ সংশয় দেখি ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

পিরিতি সুখের সাগর দেখিআ নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিআ উঠিআ ফিরিআ চাহিতে লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল প্রেমসরোবর নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফেরে নিরন্তর প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জালা জলের সিওলা পড়সি জিওল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটায়ে সকল সলিল বেড়িআ আছে ॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায় ছানিএ খাইনু জদি।

১ সৌরিএ

অন্তরে বাহিরে কুটকুট করে সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাসে সুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিআ যে করে পিরিতি দুখ যায় তার ঠাই ॥

॥ শ্রীরাগ ॥

সুখের লাগিআ পিরিতি করিনু শ্যাম বন্ধুআর সনে।
পরিণামে দুখ এত হবে কোন অভাগিনী জানে ॥
সই পিরিতি বিষম মানী।
এত সুখে এত দুখ হবে বল্যা সপনে নাহিক জানি ॥
সে হেন কালিআ নিঠুর হইল কি শেল লাগিল জেন।
দরসন আশে জে জন ফেরএ সে এত নিঠুর কেন ॥
বোল না বোল না কি বুদ্ধি করিব ভাবনা বিষম হইল।
হিআ দগদগি পরাণ পুড়নি কি দিলে হইবে ভালো ॥
চণ্ডীদাসে বলে সুন [বিনো]দিনী মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥

॥ সুহই রাগ ॥

পাপ পরাণে সবে কত জ্বালা। শিশুকালে মরি গেলে তবে হইত ভালা ॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।...
তেমতি নহিল জার এমতি বেভার। কলঙ্ক কলসী লইয়া ভাসিব পাথার ॥
চণ্ডীদাসে কয় ইহার বাসুলি কৃপায়। পিরিতি লাগিএ কেনে ভাসিবে দরিয়ায় ॥

[১১৫ ক ॥ রাগ ভালো যথা ॥

ধরম করম গেল গুরু গরবিত। অবস করিল কালা কানুর পিরিত ॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কী। কেবা না করএ প্রেম আমি কলঙ্কী ॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে। হেন মনে করি বিষ খাইআ মরিতে ॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে। কানু পরিবাদ হইল পুড়ে মরি শোকে ॥
খাইতে নারিএ কিছু রহিতে নারি ঘরে। ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি শ্যাম হইল অন্তরে ॥
জারিলে সে তনু মন ব্যাপিল শরীর ॥ চণ্ডীদাসে বলে ভাল হইবে সুস্থির[১] ॥

---
১ আসে

॥ ধানশ্রী ॥

সুখের লাগিআ এ ঘর বান্ধিনু আনলে পুড়িআ গেল।
অমিআ সাগরে সিনান করিতে সকল গরল ভেল॥
সখী হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিআ ও চাঁন্দ সেবিনু রবির কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িআ উচলে উঠিনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল মাণিক হারাইনু হেলে॥
পিয়াস লাগিআ জলদ সেবিনু বজর পড়িআ গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি মরম অধিক শেল॥

॥ রাগ [ভালো যথা] ॥

কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ সকল কয়ল বিধি॥
কুজন বচনে ছাড়িতে নারিব সে হেন গুণের নিধি॥
বন্ধুর পিরিতি শেলের ঘা পহিল সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি[১] বাড়িল এ দুখ কহিব কাথে॥
অন্য ব্যথা[২] নয় বুদ্ধে সুদ্ধে রয় হিআর মাঝারে থুইআ।
কেলি কোন ধনি কুল মজাইআ কেমনে রহিব সহিআ॥
সকল ফুলে ভোমরা বোলে কে তার আপন পর।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পিরিতি কেবল দুখের ঘর॥

সুন সুন বিনোদিনী রাই। তোহে পুন কহই বুঝাই॥
কানুক ভাব জব হোই। হিআ মাহা রাখবি গোই॥
কোই জনু লখই না পার। বেকত করবি কুলাচার॥
[১১৫খ কানু উঅব হিয় মাহ। আন ছলে বিছরবি তাহ॥
গুরু দুরজন তুয়া পাশ। দেখি দেয় বিরহ হুতাশ॥
থির করবি সদা চিৎ। ঐছন কুলবতী রিৎ॥
পুন জনি ভাবহু আন। ইহ কবিশেখর ভান॥

কি মোর ঘর দুআরের কাজ লাজ করিবারে নারি।

১ বাথাটি ২ বেথা

তিলেক বিচ্ছেদে লাগে পরমাদ ঝুরিআ ঝুরিআ মরি ॥
আপন ইচ্ছাএ বাছিআ লইনু জে মোর করমে ছিল।
এ দুখ সুনিআ জে জন বিমুখ তারে তিলাঞ্জলি দিল ॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম মন সতন্তরি নয়।
কুলবতী হুআ রসের পরাণ [কি] জানি [কি] পাছে হয় ॥
কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ অধিক হিআর পুথলি তিলেকে হইএ হারা ॥
গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন সে মোর চন্দন চুআ।
শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি তিল তুলসী দিআ ॥

নব অনুরাগ ভরে রহিতে নারিনু ঘরে চলে ধনি সখী এক সঙ্গে।
চলিতে না চলে পা ধরণে না যায় গা কুঞ্জে মিলল হেন রঙ্গে ॥
দেখিআ বিনোদ হরি আনিলেন আগুসারি বসিলেন রসের আবেসে।
ধনি অনুরাগিনী কহএ সরস বাণী তুলি নাগর প্রেমজলে ভাসে ॥
সুবদনী কহে কথা জেমন অন্তরে ব্যথা[২] ছল ছল অরুণ নয়ানে।
গব্বই সরস বেশ দন্তস্যালি মোহলেশ গদগদ মলিন বদনে ॥
আর কত ভাব তাহে শ্যামমন মোহে জাহে ঈষত বঙ্কিম তাহে মাখা।
প্রেমদাস কহে ধনি সরস পরশ বাণী রাখিতে না যায় পুনু রাখা ॥

অথ প্রেম প্রতি আক্ষেপ সমাপ্ত ॥

দেখে গোরা নীলাচলনাথ। নিজ পারিষদগণ সাঁথ ॥
বিভোর হইলা গোপীভাবে। [১১৬ক কহে পহু* করিয়া আক্ষেপে ॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি। উলটী না চাহ তুমি ফিরি ॥
করিলা পিরিতিময় ফান্দ। হাতে দিলা আকাশের চাঁন্দ ॥
এবে তোমায় দেখিতে সন্দেশ। কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান। রস রস বিরস বয়ান ॥
অপরূপ গোরাঙ্গ বিলাস। কহে কিছু নরহরি দাস ॥

১ পাপ ২ বেথা

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম। ধনি অনুরাগিনী সহজই বাম ॥
গদগদ কহে কথা নাগর পাশ। তুহু কাহে মাধব ভেলি উদাস ॥
পহিলহি জত তুহু আদর কেল। সো অব দূরহি দূরে রহি গেল ॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর। তুহু কাহে বচন না সুনলী মোর ॥
তুয়া লাগি কুলশীল তেজলি হাম। না জানি কি য়বহু আছএ পরিণাম ॥
জ্ঞানদাস কহে নাহ চতুরাই। ধনি অতি সরল কহই পুন তাই ॥

বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিএ যদি করেছি পিরীতি কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিআ খাইল আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে পাইব এতেক দুখে ॥
মো যদি জানিতাম অল্প ইঙ্গিতে তবে কি এমন করি।
জাতিকুলশীল সকলি মজিল ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার ভরসা মরুক দেখিতে করএ সাধ।
প্রথম পিরিতি তাহার নাহিক ত্রিভাগ আধের আধ ॥
জাহার লাগিআ জে জন মরএ সে জদি করএ আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরিতি করএ সুজন জনে ॥

অহে শ্যাম তু বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে বাড়াইলে কি দোষে ছারাইলে নবীন পিরিতিখানি ॥
তোমার পিরিতি আদর আরতি আর কি এমন হবে
মোর মনে ছিল এ সুখসম্পদ জনম [১১৬খ এমনি জাবে।
ভাল হইল কান দিলে সমাধান বুঝিল আপন কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গুনিলাম ভুবন ভরিল লাজে ॥
যখন আমার ছিল শুভদিন তখন বাসিতা ভালো।
এখন এ সাধে না পাইল দেখিতে কান্দিতে জনম গেল ॥
কহএ শেখর বন্ধুর পিরিতি কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে জাইতে কাটে ॥

অহে কানাই বুঝিলাম তোমার চিত।
আগে আহার দিএ মারএ বাঝিএ এমতি তোমার রিত ॥ ধ্রু ॥

জখন আমাকে সদয় আছিলা পিরিতি করিলে বড়।
এখন কি লাগি হইলে বিরাগী নিদয় হৈলে দড়॥
বুঝিল মরমে যে ছিল করমে সেই সে হৈতে চায়।
নইলে কে জানে খলের বচনে পরাণ সুপিনু তায়॥
তোমার পিরিতি দেখিতে শুনিতে যে দুখ উঠিত চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা তোমার পিরিতি রীতে॥
দেখিতে সুনিতে মানুষ আকার আছিএ না আছি ঘরে॥
হিআর ভিতরে যেমত পুড়িছে সে দুখ কহিব কারে॥
পুরুবে জানিতাম হইবে এমতি পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাসে কয় ধৈরজ ধরহ আপন সুখের কাজে॥

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
বন্ধু তুমি জদি মোরে নিদারুণ হয়। মরিব তোমার আগে দাড়াইয়া চায়॥
বাসুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

[১১৭ক সুন্দরী কাহে করসি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনু রাতি দিবস হাম না জানিএ কোনে কয়ল তাহে ভেদ॥
তুয়া মুখচাঁন্দ হেরি মঝু মানস অহর্নিশি তহি রহি গেল।
নয়ন কমল পর ভাউ মদনধনু তাহে তু মতি মতি ভেল॥
কোটী রমণী তুয়া পদে নিরমঞ্ছই তুহুঁ মঝু জীবন রাই।
তুহারি নামগুণ অবিরত জপি হাম সদয় কুদয় তুয়া ঠাই॥
এত কহি মাধব ছলছল লোচন হৃদয়ে উপরে ধনি রাখি।
চরণপরশি কহে হাম তুয়া অনুগত প্রেমদাস তাহে সাখী॥

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই। ডাকিএ শুধায় বন্ধু হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে[১] [মোরে] গঞ্জএ সকলে। নিচ্ছই ভখিব মুঞি জানিহ গরলে॥
এ ছার পরাণ নাথ কিবা আছে সুখ। মোর আগে দাড়ায় তোমার দেখি চান্দমুখ॥
খাইতে সোহাস্ত নাই নাহি টোটে ভুক। কে মোর ব্যথিত[২] আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাসে কহে রাই ইহা না জুয়ায়। পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

১ গ্রহে

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী। দারুণ সাসুড়ি মোর জ্বলন্ত আগুনি ॥
সিনান খুরের ধার স্বামী দুরজন। পাজরে পাজরে কুলবধূর গঞ্জন ॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন। যে বলু সে বলু লোক তুমি সে পরাণ ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে। লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সমুখে ॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি। মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি ॥
বলরাম কহে ভাঙ্গিল বিষাদ। সকলি নিছিআ নিল তোমা পরিবাদ ॥

দুখিনি ব্যথিত[১] বন্ধু সোন দুখের কথা। কাহারে মরম কবো কে জানিবে ব্যথা ॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদিনী তাপে।
আখির। ১১০খ লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥
বসনে মুছিএ কাআ রাখি জদি গায়। আচলে ধরিয়া গুরুজনেরে দেখায় ॥
কাল নাম লইতে না দেয় দারুণ সাসুড়ি। কাল হার কাড়ি লয় কালো পাটের সাড়ি ॥
দুখে[র] উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ। দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁন্দমুখ ॥
দেখা দিয়া জাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে। না জায় নিলজ্জ প্রাণ দাড়াই তোমার আগে
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি। জিতে পাসুরিতে নারি তোমার পিরিতি ॥

তোমার লাগিএ বন্ধু জত দুখ পাই। তাহা কি কহিতে পারি এ তোমারি ঠাই ॥
একে প্রেমজ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন। নিরবধি প্রাণ মোরে করে উচাটন ॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি। ভাবিতে ভাবিতে তাহে খিন অতি কালী ॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গুনি। তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরানি ॥
সুনিএ নাগর কহে করি নিজ করে। বুক ভাসিয়া গেল নআনের লোরে ॥
গদগদ কহে নাগর কাত[র] বয়ানে। পরাণ নিছুনু রাই তোমার চরণে ॥
তুয়া বিকাইছি কিনিয়াছ মোরে। অধীন জনেরে কেনে কহ পুনর্বারে ॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়। যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয় ॥

॥ প্রেমবিচার তদুচিত মহাপ্রভু ॥

ভাবভরে গরগর চিত। খেনে উঠে খেনে বৈসে না পায় সম্বিত ॥
অতি রসে না বান্ধয় থেহ। সোঙরি কান্দে পুরব সুনেহ ॥

১ বেথিত

নাচে পহু গোরা নটরাজ। কি লাগি গোকুলপতি সংকীর্তন মাঝ॥
নিজ পর কিছুই না জানে। উত্তম অধম নাহি মানে॥
ডগমগি প্রেম হিল্লোল। ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভকতের কোল॥
প্রিয় গদাধর কর ধরি। মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥
এবে সে [১১৮ক জগত রসময়। নাহি দ্রবে বলরাম পাষাণহৃদয়॥

॥ প্রেমবিচার॥

সো কুলবতী অতি দুলহ গতাগতি পতি দুরমতি খুরধার॥
পাপিয় পিরিতি এতহু নাহি সমঝই দোসর মদন গোঞার॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত।
গহন বিহন গ্রহ কবহু দূর নহ ইথে কি আছএ মনিমন্ত॥ ধ্রু॥
দরশনে লহত নয়ন ভরি নিরপিত পরসনে না রহে গেয়ান।
তাহে বিনে জীবন তনু মন জর জর কহ সখী কি এ সমাধান॥
বিছরত মরমে মরমে যাহা পৈঠত সপনে না হেরিএ আন।
অমিলন মিলন দোহু ভেল সমতুল গোবিন্দদাস ভালে জান॥

দোহ রসময় তনু গুণে নাহি ওর। লাগল দোহুক না ভাঙ্গল জোড়॥
কি লাগি কয়ল কতহু পরকার। দুহু জন ভেদ করই না পার॥
খোজল মহীতল সকলহি গেহ। ক্ষির নীর সম না হেরিনু লেহ॥
জো বুকোই বেঢ়ি আনল মুখখানি। খীর দগু দেই নিরসল পানি॥
তবহু* খীর উছলি পড়ু তাপে। বিরহ বিয়োগ আগি দিল ঝাপে॥
জব কোই পানি আনি তাহে দেল। বিরহ বিয়োগ তবহি দূরে গেল॥
ভনএ বিদ্যাপতি এ তিনে সুরেহ। রাধামাধব ঐছন সুনেহ॥

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি সুনি। পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপুনি॥
দোহু কোড়ে দোহু কান্দে বিছেদ ভাবিয়া। তিল আধ না দেখিঞা যায় কি মরিঞা॥
জল বিনে মীন জেন কভু নাহি জিএ। মানুসে এমন প্রেম কোথা না সুনিএ॥
ভানু কমল বলি সে হেন নয়। হিমে কমল[১] মরে[২] ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি [১১৮খ সে নহে তুলনা[৩]। সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥

১ কোমল ২ মোরে ৩ তোলনা

কুসুম মধুপ কহে সে নহে তুল। না আইলে ভ্রমর আপুনি জায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁন্দ দুহু সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাগ্রি চণ্ডীদাস কহে॥

নিতুই নতুন পিরিতি দুজন নিতি নিতি বাঢ়ি যায়।
ঠাই নাহি পায় তথাপি বাঢ়য় পরিণাম নাহি পায়॥
সখি হে অদ্ভুত দুহুক প্রেম।
এতদিন ঠাই অবধি না পাই ইথে কি কসিল হেম॥
উপমার গণ সব কৈল আন দেখিতে সুনিতে ধন্দ।
একে অপরূপ তাহার স্বরূপ সভারে করিল ধন্দ॥
চণ্ডীদাসে কহে দোহে সম হয় এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে সুনিলে দরবে[১] চিৎ॥

অথ পাশাখেলাদি রায় গোউরচন্দ॥

গদাধর গৌরাঙ্গ কুতূহলী পারিষদগণ সব মেলি॥
পাশায় আসক হইল মন। নিজগণে বৈসে দুই জন॥
কহে পহু কি পণ ইহার। হারি জিতি আছএ বেভার॥
গদাধর কহেন গোসাই। হারি জিনি পুন এই চাই॥
হাসি গোরা ধরিলেন সারি। নরহরি দূরেতে নেহারি॥

॥ অথ ব্রজলীলা ॥

ভানু ভবনে করি বহুবিধ রঙ্গে। নাগর নাগরী জায় সখীগণ সঙ্গে॥
মরকত মণিঘরে সুখদ আসনে। পাসায় আসক হঞা বসিলা দুই জনে॥
রাই কানু বেঢ়িআ বসিল সখীগণে। অতুল রসের হাট পাতিল মদনে॥
নাগর কহেন রাই সুনহ বচন। জদি বা খেলিবা পাসা আগে কর পণ॥
এই সে খেলার রিত শুধায় সভারে। তুমি আমি নহি ইহা বেদিত সংসারে॥
ধনি বলে কর পণ তোমার মুরলী[২]। আমার [১১৯ক হইল এই গলার হাঁসলি॥
কানু বলে কি পণ করিলে বিনোদিনী। খেলার এমন পণ কোথায় না সুনি॥
পাসক খেলার পণ সুন রসবতী। শতেক চুম্বন দান ইহার উচিতি॥
মো যদি হারিয়ে পণ আগে দিব তোরে। তুমি সে হারিলে দিবে এই সে বিচারে॥

১ দ্রবে ২ মুরুলি

পণ সুনি রাধিকা কহএ বারে বার। জে খেলিবে খেল মুঞি না খেলিব আর ॥
কুন্দলতা কহে ধনি না খেলিবে কেনে। উত্তম হইল পণ খেল দুই জনে ॥
ললিতা কহএ কিছু কর অবধান। হারিলে চুম্বিবে তুমি ভৃঙ্গের বয়ান ॥
রাধিকা হারিলা দিবে গজমতি হার। নহে বা আমরা তাহে করিব বিচার ॥
ললিতার কথায় হাসিআ রসবতী। খেলায় বিনোদ পাশা নাগর সঙ্গতি ॥
পাশির উপরে সারি পাতিল বিশাখা। ধরিল পাসার পাটী সুন্দর রাধিকা ॥
কহে কবিশেখর সুন সখীগণ। জয় পরাজয় দেখ হয়্যা মহাজন ॥

কর জুড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটি। পড়িল সরেস দান চালাইল গুটি ॥
সাটোপ করিআ দান ফেলিলা নাগর। পড়িল নীরস দান পড়িল ফাঁফর ॥
রাই উঠাইয়া পাটি ফেলে আর বার। জিনিল জিনিল আমি বলে আর বার ॥
রুষিআ ফেলিল পাটি রসিক সুজন। জে দান ফেলিতে চায় না পড়ে সে দান ॥
সুপটে না পড়ে পাটি না চলএ সারি। বিশাখা হাঁসিআ কহে নাগরের হারি ॥
কর বল বুন করি পাটি লএ করে। হঠে সঠে ফেলে দান জিতিবার তরে ॥
তবহু* পড়ল পাটি কপট তাহার। ধনি কহে আছে ধর্ম করিতে বিচার ॥
হাসিআ নাগর কহে খেল আর বার। ধনি কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার ॥
কুন্দ [১১৯খ লতা কহে কানু কর অবধান। ভৃঙ্গের অধররস কর তুমি পান ॥
ললিতা বিশাখা কহে সুন কুন্দলতা। প্রিয়জনে এত কেন করহ বিধাতা ॥
খেলিল বিনোদ খেলা সঙ্গে সখীগণ। শেখর লইয়া জায় বিনোদভবন ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

পুনশ্চ পাশক্রীড়া আরম্ভ তদভাবাবৃত গৌরচন্দ্র ॥

গৌরাঙ্গচান্দের মনে কি ভাব উঠিলা। পাসাসারি লয়্যা পহু খেলা আরম্ভিলা ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাসাসারি। ফেলিতে লাগিলা পাসাহারি জিনি করি ॥
দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর। পঞ্চ তিন বলি ডাকে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
দুই জন মগন হইলা পাসারসে। জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

তবে পাশাক্রীড়া ইহা হইল দোহার। সুদেবী রচিত কুঞ্জে প্রবেশ সভাকার ॥
চিত্রকোঠা আছে তার নিকটে আসন। এক দিগে কৃষ্ণ আর দিগে সখীগণ ॥

হিতদান উপদেশে বটু আর ললিতা। সুদেবী সুভল পাসা চালন অধিকা ॥

॥ কামোদ ॥

রাই কানু পাসা খেলে নিজ চিত্ত[১] কুতূহলে পণ কৈল সুরঙ্গ রঙ্গিনী।
পহিলে গোবিন্দ জিনে বটু আনন্দিত মনে বান্ধিল সে রঙ্গিণী হরিণী ॥
যুব দ্বন্দ্ব খেলে পুন মুরলি সারিকা পণ দ্বিতীয়া জিতল সুবদনী।
আনন্দে ললিতা জেঞা কৃষ্টকর হইতে লইঞা লুকায়া রাখিল বংশী আনি ॥
কৃষ্ট রাধা পুনর্বার খেলে দোহে দোঁহা হার হেনকালে বটু মিথ্যা করি।
কৃষ্টে উপদেশে দান জিতিবার অনুষ্ঠান কহে কৃষ্টে মার এই সারি ॥
কলোক্তি সারিকা সুনি ভএ কহে দৈন্য[২] বাণী বৃক্ষশাখা আগে উড়ি যায়।
রাই কানু তাহা দেখি [১২০ক সকৌতুকে হঞা সুখী হাঁসে দোহে আনন্দ হিআয় ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

নাগর নাগরী সঙ্গে সহচরী বিনোদ পাসার খেলা।
সহচরী পণে নাগর হারিলা দেখি বটু পালাইলা ॥
ললিতা বিশাখা ধাইয়া তাহারে বান্ধিআ রাখিতে চায়।
শ্রীমধুমঙ্গল হাঁসি খলখল সখা জয় বলি ধায় ॥
তোর সখা মূঢ় খেলাতে হারিল আর কি করিতে পারে।
রাধিকার নিজ পরিজন করি নিকটে রাখিব তোরে ॥
এত কহি তার করে ত ধরিয়া রাইর নিয়ড়ে আনে।
হেরি সুবদনী ঈষত হাসিআ চাহে তার মুখপানে ॥
সুদেবী কহএ দ্বিজের কুমার ইহারে ছাড়িয়া দেহ।
আর প্রিয় সখা সুবল আছএ তাহারে বান্ধিআ লহ ॥
কহিতে এ বোল দু দল কুন্দল সভে কহে মোর জয়।
বৃন্দা কুন্দলতা সমাধএ তথা এ দাস উদ্ধব কয় ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

বৃন্দা কুন্দলতা দোহে মেলি। বাঢ়াও ত দুহুজন কৌতুক কেলি ॥
সখীগণে থির করি পুন কহে বাণী। ঐছন হারি জিত কভু নাহি মানি ॥

---
১ চিত্র ২ দন্য

নিজ অঙ্গ পণ করি খেলো পুনর্বার। হারি জিত তব মোরা করব বিচার ॥
এত সুনি দুহে তব বৈঠত তাহি। দশ বা পঞ্চ দান নিল তহিঁ রাই ॥
সাত্তা দুয়া চৌ পঞ্চ দান নিল কান। তাক ততহু অঙ্ক জাক জত দান ॥
ঐছে বিচারি খেলএ দুহুঁ মেলি। মাধব আনন্দে নিমগন ভেলি ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

মনোহর বেশ রচই সব সখীগণ বৈঠই সভে এক ঠাম।
পাসক কেলি রচন বচন পুন তৈখন পুন করু নিজ নিজ কাম ॥
সজনি কানুক বড় বিপরীত।
জেই নেহারব দক্ষিণ গণ্ড নিজ দেয়ব দংশন নিত ॥ ধ্রু ॥
পহিলহি কাহ্নু জিত করি ঐছন [১২০খ কামিনী তহি ভেলি ভোর।
খেলল পুন করবলি রাই বিরচল পাসক জোড়হি জোড় ॥
বামঙ্ক দশ করি সুন্দরী ডারল নিজ জিত নিএ সোই দান।
বলে ছলে বামগণ্ড পুন দংশই হোর দেখ বিদগধ কান ॥
রাই জিতল পুন মুরুলি হরল বল কাহ্নু কহ এহো নহ রিত।
মঝু মুখচুম্বন কিএ ভুজবন্ধন করহ জো ইহ নিত ॥
এত সুনি নাগরী কহত সুন নাগর জাহক জো মন মান।
রাধামোহন পুন হাঁসি কহ তছু জানি পুন পিছে কর আন ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

রাধা মাধব পাসক খেলত করি কত বিবিধ বিধান।
দুহুঁক বচন রীতি কেবল পিরিতি দুহু বর রসিক নিধান ॥
সখী হে আজু নাহি আনন্দ ওর।
দোহ দোহা রূপ নয়ন ভরি পিবই দুহু কিএ চন্দ্র চকোর ॥ ধ্রু ॥
হাতহি হাথ লাগই জব খেলত ভাবে অবশ ভরু দেহ।
আনন্দসাগরে নিমগন দোহ জন ভুলল নিজ নিজ গেহ[১] ॥

১ গ্রহ

ঐছন সমএ নিজজিত সুক কহে জটিলা গমন অকাজ।
রাধামোহন পহু চতুর শিরোমণি সাজল দ্বিজবর রাজ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

জটিলা গমনকথা সুনি সশঙ্কিত। সূর্যের মন্দিরে সভে হইল উপনীত॥
প্রবেশিলা সভে সূর্যমন্দির ভিতরে। হেনকালে তথা আসি জটিলা উত্তরে॥
দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা। দেখে বসি আছে জুত আভীরের বালা॥
কুন্দলতা দেখি কথা কহে ব্যাজ কেনে। কুন্দলতা কহে বিপ্র না পাই এখানে॥
জটিলা কহএ কেনে কোথা গেল বটু। কুন্দলতা কহে তোমার কথায় ভেল কটু॥
আর এক বিপ্র আছে গর্গ মুনির শিষ্য। [১২১ক জটিলা কহএ তারে আনহ অবশ্য॥
সুনি কুন্দলতা গেল ব্রাহ্মণ আনিতে। মাধব চলিল তার পাছেতে পাছেতে[১]॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

জটিলা আসিএ তবে কহএ সভারে এবে পুরোহিত আনহ জাইআ।
সুনি পুন কুন্দলতা হইলাও হর্ষচিতা সেইক্ষণে চলিলা ধাইআ॥
দেখ কৃষ্ণ অপরূপ লীলা।
ধীর শান্ত কলেবর সাক্ষাৎ[২] বিপ্র বেশধর কেহো নাহি লখিতে পারিলা॥
আসি কুন্দলতা দেবী কহএ বিষ্কারে ভাবি মাথুর দেশীয় গর্গ ছাত্র।
ব্রহ্মচর্য সদা ধরে না দেখে অবলা করে আমার সাধনে আইলা মাত্র॥
সুনি সেই হর্ষমতি করএ বিবিধ স্তুতি ত্বরান্বিতা কহএ বধূরে।
এই বিপ্র বিজ্ঞবর সুশীল সর্ব গুণধর পৌরোহিত্যে বরহ ইহারে॥
সুনি রাই হর্ষ হঞা ধীরে ধীরে কহে গিআ এই মোর মিত্র পূজিবারে।
বিষ্ণুশর্ম্মা নামখ্যাত জগতমঙ্গল গোত্র পুরোহিত বরিল তোমারে॥
তবে সেই বিপ্রবর কুশাগ্রে স্পর্শিআ কর রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিঞা।
নম নম মিত্রবরে এই মন্ত্র উচ্চারে অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমর্পিলা॥
তবে বিন্দা হর্ষভরে দক্ষিণা লইতে তারে পুণ পুণ যত্নেত সাধিলা।
তিহো কহে কার্য্য নাই তোমা সভার প্রীত[৪] পাই এই মোর দক্ষিণা হইলা॥
তবে সেই তুষ্ট হঞা রতন মুদ্রা দিঞা কহে নিত্য করাবে পূজন॥
দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা রাইকে লইআ গেলা সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন॥

---

১ পাছাতে ২ সাক্ষাত ৩ গ ৪ প্রিত

সুরুজ আরাধিয়া সহচরী মেল। নিজ মন্দিরে গমন সব কেল ॥
কত ছলে ফিরি ফিরি চাহে পুনর্বার [১২১খ অন্তর গরগর বিরহ বিথার ॥
জটিলা আগুসরি করল পয়ান। বধূরে রাখিয়া সব সহচরী ঠাম ॥
মন্থরগতি চলু সুবদনী রাই। নিতি নিতি ঐছে মোহন বলি জাই ॥

॥ বস্ত্রহরণের গৌরচন্দ্র আরব্ধ তদুচিত মহাপ্রভু ॥

॥ ধানশ্রী ॥ পরিমিত তালো ॥

পুরুব আবেশে গোরা সুরধুনীতীরে। বৃন্দাবনের ভাবলীলা নদীয়ায় প্রচারে ॥
কূলেতে রাখিয়া বাস জতেক অবলা। ভাসে গঙ্গাজলে সব হেমাম্ভের মালা ॥
অলখিতে গোরাচাঁন্দ বসন হরিএ। রাখে তরুপরে প্রতি পল্লবে বান্ধিএ ॥
নদীয়া নাগরী তখন উঠিএ দেখিল। কৃষ্টদাস বলে বাস গৌরাঙ্গ হরিল ॥

॥ পদং ॥

নিরমল যমুনার বারি যে বহনি। তাথে ক্রীড়া করে সব আভীর রমণী ॥
কপট কলাগুরু নাগর চতুরিম ছলে। উপনীত ভেল সেই কালিন্দীর কূলে ॥
কূলেতে রাখিআ সব বিচিত্র বসন। আকণ্ঠ সলিলে মগ্ন জত গোপীগণ ॥
যমুনায় ভাসএ যেমন সোনার কমল। দেখি রসময় শ্যাম বড়ই চঞ্চল ॥
তরিতে বসন চুরি অপ্রকটে চলে। লইএ বান্ধিল তরু কদম্বের ডালে ॥
জলক্রীড়া সমাধিএ জতেক অঙ্গনা। অম্বর উদ্দেশে সব করএ গমনা ॥
উঠিএ রমনীগণ না হেরে বসন। প্রেমদাস বলে নিল রমণীমোহন ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

অঙ্গেবসনহীন জতহু গোপীগণ নেহারই কদম্বতরু।
নিরখএ কালিআ বসন হরিআ হাঁসএ নাটের গুরু ॥
মরমে সরম পেএ করে অঙ্গ আবরিএ কহিতেছে জতেক অবলা।
কুলের [১২২ক বহুরি[১] জত পেএ কর বিপরীত লাজহীন ওহে চিকনকালা ॥
আপনাকে চাহ হিত ছাড় হে চপল রীত[২] দেহ বাস বিনএতে বলি।

১ বহরি ২ রিত

সুনে হরি কহে কথা নিল বাস উপদেবতা উভ বাহু কর কৃতাঞ্জলি ॥
সুনি সব রসবতী অন্তরে হরিষ অতি লজ্জা ভয় বাহিরেতে করি।
জার লাগি ভূষণ করে অঙ্গে গোপীগণ সে লখিল অঙ্গের মাধুরি ॥
উর্দ্ধবাহু সভে করি দেহ বাস বংশীধারী পাছে জানে সকল দুর্জনে[১]।
দেঞ বাস পীতবাস পূরিবে হে অভিলাষ প্রেমদাস হেরঞ নয়নে ॥
॥ বস্ত্রহরণ সমাপ্ত ॥
যথারাগ রাস পূর্বক্রম বংশীধ্বনি শ্রবণেন যথা তদুচিত মহাপ্রভু ॥

॥ সুহি রাগ মণ্টক তাল ॥

নিরমল শরদ[২] পূর্ণিমা শশধর। তাহে সুরধুনীতীর অতি মনোহর ॥
ফলফুলে নম্র শাখা জত তরুবর। বিবিধ কুসুমে বুলে মত্ত মধুকর ॥
অবিরত সৌরভে আমোদিত করে। ভুলিল নদীয়ার চান্দ পুরুব স্মঙরে ॥
অতি সে নির্জন স্থান জাহ্নবীর কুলে। সুচারু বেদিকা বান্ধা আছে তরুমূলে ॥
তাহাতে বেষ্টিত[৩] মাধবী তরুলতা। স্থানে স্থানে শোভে[৪] তরু ধ্বজ জে পতাকা ॥
মনোরমণীয় স্থান নাহিক গণন। প্রেমদাস বলে সেই এই বৃন্দাবন ॥

॥ ধানশ্রী ॥

শরদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি মাতল ভ্রমরগণ ॥
তরুকুল ভাল ফল ভরি ডাল সৌরভ পূরিত তায়।
দেখিআ সে শোভা জগমনলোভা ভুলিলা নাগর রায় ॥
নিধুবনে [১২২খ আছে রতনবেদিকা মণি মানিকেতে বান্ধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু তাহাতে হীরার ছান্দা ॥
চারিপাশে সাজে প্রবাল মুকুতা গাথনি মাঠনি কত।
তাহাতে বেড়িআ কুঞ্জকুটির নিরমিল শতশত ॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল দেব অগোচর কি কহিব তার আভা ॥
মানিকের ছটা কিরণের ঘটা এমতি মণ্ডপঘর।
চণ্ডীদাসে বলে অতি অপরূপ নাহিক যাহার পর ॥

---

১ দুর্জ্জনে ২ সরদ ৩ বেষ্টত ৪ সোভে

॥ অত্র গৌরচন্দ্র রাগিণী ধানশ্রী মণ্টক তালো ॥

কীর্তনবিলাসে গোরা সব সহচরে। আকর্ষণ করে হরিনামামৃত স্বরে ॥
সুনিয়া মধুর ধ্বনি জত ভক্তগণ। জার জেই ভাবে সেই করিল গমন ॥
কুলের বহুরি তারা কুলাচার ছাড়ে। হরিনামধ্বনি সুনি ধৈরজ না ধরে ॥
ছিল দুগ্ধ আবর্তনে বরজরমনী। সুনি গোরা মুখধ্বনি বেঢ়াইল অমনি[১] ॥
শিশুরে লইআ কেহু করায় স্তনপান। সেই নামামৃত স্বরে করল পয়ান ॥
পতির ক্রোড়েতে এক ছিল যে রমণী। রায় বলে চলে সেই অগ্রগামিনী ॥

॥ কামোদ রাগ ॥ গোর তালো ॥

রমণীমোহন বিলসিতে মন হইল মরমে পুনি।
গিআ বৃন্দাবনে বসিল জতনে রমিতে বরজধনি ॥
মধুর মুরুলি পুরে বনমালী রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর বাজাএ কতেক তান ॥
অমিআ নিছনি বাজিছে সঘন মধুর মুরুলি গীত।
অবিচল কুল রমণী সকল সুনিআ হরল চিত ॥
শ্রবণে জুড়াইআ রহিল পসিআ বেকতে বাজিছে বাঁসি।
আইস আইস বলি ডাকিছে মুরুলি জেন ভেল [১২৩ক সুখরাশি ॥
আনন্দ অবশ পুলক মানস সুকুমারী ধনি রাধে।
গৃহ[৩] কর্ম জত হইল বিস্মরিত সকল করিল বাধে ॥
রাইএর অগ্রেতে জতেক রমণী কহই মধুর বাণী।
ঐ ঐ সুন কিবা বাজে তান কেমত করত প্রাণী ॥
সহিতে না পারি মুরুলির ধ্বনি পসিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী হইল বাউলি হরিল কুলের লাজে ॥
কেহু পতি সনে আছিল শয়নে তেজিআ তাহার সঙ্গ।
কেহু বা আছিল সখীর সঙ্গ করিতে রভসরঙ্গ ॥
কেহু ত আছিল দুগ্ধ আবর্তনে চুলাতে রাখিআ বেসালী।
তেজি আবর্তনে হইআ আনমনে ঐছনে সে গেল চলি ॥

১ অমনী ২ একাকি ৩ গ্রহ

কেহু শিশু লইআ ক্রোড়েতে করিআ দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে সুনিআ মুরুলির গান ॥
কেহু আছিল শয়ন করিয়া নয়নে আইল নিন্দ।
জেন কেহু আসি চুরিআ লইল মানুষে কাটিয়া সিন্ধ ॥
কেহু বা আছিল রন্ধন করিতে অমনি চলিআ গেল।
কৃষ্ণ সুখী হৈআ মুরুলি সুনিআ সব বিসরিত ভেল ॥

॥ **তত্র গৌরচন্দ্র যথা রাগ মণ্টক তাল** ॥

শরদ[১] হিমকর সুরধুনীতীর। পুঞ্জ কুসুমদলে বহত সমীর ॥
মধুপ মধুলোভে মোহিত আনন্দে। দ্বিজকুলনাদ কতহু পরবন্ধে ॥
জতহু সহচর মেলি সকলে। ধাওল জাহা গোরা ত্রিপথগা[২]কূলে ॥
কেহু নাহি নিরখএ বিছরল সব। কেহু বলে ঐ সোন কীর্তনরব ॥
জগত মোহিলে[৩] গোরা হরিগুণগানে। রায় বলে না জানিল করমবিহীনে ॥

॥ **বেহাগ রাগ দোতালি** ॥

শরদ[৪] চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী জাতি মত্ত মধুকর দূরনি।
হেরত [১২৩খ রাতি ঐছন ভাতি শ্যামমোহন মদন মাঁতি
মুরুলিগান পঞ্চম তান কুলবতীচিতচোরনি ॥
সোনহি গোপী প্রেম রোপি মনহি মনহি আপন সোপি
জাহি বোলত তাহি ভোলত মুরুলি কল্লোলনি।
বিছরি গেহ নিজহি দেহ এক নয়নে কাজররেহ
বাহু রঞ্জিত কঙ্কণ এক এক কুণ্ডল দোলনী ॥
শিথিল ছন্দ নীবিক[৩] বন্ধ বেগে ধায়ত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন বসন লোলি গলিত বেণী দোলনী।
ততহি বেরি সখিনি মেলি কেহু কাহার পথ না হেরি
ঐছনে মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দদাস বোলনি ॥

---

১ সরদ ২ তিপথগা ৩ মাইলে ৪ নিবিক

॥ তত্র গৌরচন্দ্র কামোদ রাগ ॥
॥ একতালি ॥

বিপিনে মিলিল গোপনারী হেরি হঁসত মূরুলিধারী
নিরখি বয়ান পোছত বাত প্রেমসিন্ধু[১]গাহিনি।
পুছত সকল গমনখেম কহ ত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজ কি সবহু কুশলবাত কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর তেজি তরুণী[২] পতিক ক্রোড়
কৈছে পাওল কানন ওর থোর নহি ত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরীবন্ধ কাহে ধাওতি যুবতীবৃন্দ
মন্দিরে কিএ পাতল দ্বন্দ্ব বেড়ল বিশখবাহিনী॥
কি এ শরদ[৩] চাঁন্দনি রাতি নিকুঞ্জে ভরল কুসুমপাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমরাভাঁতি বুঝি আওলি সাহনি।
এতহু কহত না কহ কোই রাখত কাহে মনহি গোই
এহই আনন হোই কোই গোবিন্দদাস গাওনি॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র রাগিনী গুঞ্জরি ॥ প্রতিমণ্টক তাল ॥

পুরবের রাস গোরা করিএ স্মরণ। সহচরে কহে হেথা কোন্ প্রয়োজন॥
ঐছে কহল জব চৈতন্যরায়। শুনি ভক্তবৃন্দ[৪] সব ব্যথিতহৃদয়॥
বাম করতলে করু [১২৪ক লম্বিতবদন। নৈরাশ বচনে ক্ষিতি করএ লিখন॥
পুরুবের এই দুখ হইল স্মরণ। মনে ভেল সেই জেন এই বৃন্দাবন॥
সুন সুন শুন প্রভু শ্রীশচীনন্দন। সুপিত এ দেহ প্রাণ তাহে এ বচন॥
হরিনামের ধ্বনিতে ভুলিল জগজন। মৃগী যেন নীরলোভে করিল গমন॥
অধম পতিত জনে কে করিবে পার। যুগধর্ম প্রচারিতে তব অবতার॥
ছাড়িয়া দুর্লভপদ কে জাবে কোথায়। রায় বলে দয়া প্রকাশিল গোরারায়॥

॥ পদং যথা রাগ একতালি ॥

ঐছে বচন কহল জব কান। ব্রজের রমণী সব সজলনয়ান॥

---

১ সিন্ধ ২ তেজতরণি ৩ সরদ ৪ ভক্তবিন্দু

টুটল সবহু মনোরথ করনি। অবনত আননে নখে লেখি ধরণী ॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই। অকরুণ বচনে বীসিত সহই ॥
শুনশুন সুকপট শ্যামরু[১]চন্দ। কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ ॥
ভাঙ্গল কুলশীল মুরুলিক সানে। কিঙ্করীগণ জেন কেশে ধরি আনে ॥
অব কাহে কপট ধরমজুত বোল। ধার্মিক হরএ কুমারিণী চোর ॥
তোহে সুপিলাম জিউ তুয়া রস পাব। তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাহা জাব ॥
এতহু কহল ব্রজযুবতীমেল। সুনি নন্দনন্দন হরসিত ভেল ॥
করি পরসাদ তহিঁ করত বিলাস। আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র মটৈ। রাগ একতালি ॥

মণ্ডলী রচিয়া সহচরে। তার মাঝে গোরা নটবরে ॥
নাচে বিশ্বম্ভর সঙ্গে গদাধর নাচে নিত্যানন্দরায়।
পুরুব কৌতুকে ভুঞ্জে প্রেমসুখ সভারে বুঝিয়া পায় ॥
পুরুষ নাচে প্রকৃতি[২]ভাবে পুরুষভাব যুবতী।
জার জেই ভাব পাইয়া স্বভাব নাচে কত শত জাতি ॥
কহে নয়নানন্দ নদীআ আনন্দ আনন্দে [১২৪খ ভুবন ভোর।
দুখিত জীবন মাধবনন্দন চরণে শরণ মোর ॥

॥ পদং বেহাগ রাগ পোরতাল ॥

ব্রজরমণীগণ হেরি হরসিত মন নাগর নটবররাজ।
নটন বিলাস উল্লাসহি নিমগণ চৌদিগে রমণীসমাজ ॥
যূথে যূথে মেলি করে ধরাধরি মণ্ডলী রচিআ সুঠাম।
বাজে বীণা উপাঙ্গ পাখোয়াজ মাঝহি রাধা কান ॥
শরদ[২] সুধাকর গগনহি নিরমল কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গায়ত সুস্বর অমল কমল পরকাস ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞানদাসে বলে নাগর রসময় করু কত কৌতুক কেলি ॥

১ স্যামরু ২ পিরুতি

॥ অত্র গৌরচন্দ্র কেদার রাগ ॥ দশকোশি তালাভ্যাং ॥

দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ।
শারদ[১] পূর্ণিমা রয়নি উজোরহি নটত কিরিতন মাঝ ॥ ধ্রু ॥
রাসরসভাব ভাবিত অন্তর ললিত মন্থর পাদ।
বরজসুন্দরী চরণ চারণ ভঙ্গি করু অনুবাদ ॥
গান সুমধুর তাল ধ্রুব আদি বাদন তৈছন ভান।
নবীন কামক বচন কৌশল ভকতগণ মনমান ॥
এ রাধামোহন চিত্তহি শোভন ও পদ নিতি নিতি জাগউ।
কলিকাল কাশর মরণ ফাঁফর শমনভয় পুন ভাগউ ॥

॥ কামোদ রাগ কর্ম্প তালো ॥

কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল রমনীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহা মরকত সম শ্যামর নটবর রাজ ॥
বৃন্দাবনে অপরূপ রাস বিহার।
স্থির বিজুরি সঁয়ে চঞ্চল জলধর রস বরিখয়ে অনিবার ॥
কতো কতো চাঁন্দ তিমির সয়ে বিলসই তিমিরহি কত কত চান্দে।
কল কল তাএ [১২৫ক তমালহু[*] কত কত দুহু[*] দুহু[*] তনু তনু বান্ধে ॥
কত কত পদ মিলি পঞ্চম গাওত মধুকর ধ্রুবশ্রুতি ভাস।
মধুকরমণী কত পদমিনি গাওত মৃগধল গোবিন্দদাস ॥

॥ অত্র গৌরচন্দ্র কামোদ রাগ গৌরতাল ॥

পুরবহি রাসে মগন গোরা নটবর প্রিয় গদাধর করি বামে।
পারিষদগণ তাহে চৌদিগে মণ্ডিত নাচত অঙ্গ বিঠামে ॥
তৈছে বিভাবিত নায়িকা নায়ক শোঙরিয়া ব্রজের মাধুরী ॥
মণ্ডলী ছোড়ি চলত প্রভু অলখিত গদাধর সঙ্গহি করি ॥

১ সারদ

হেরি অদর্শন গৌর সুন্দর সহচর চমকিত ভেল।
আকুল জীবন পুন পুন বোলত কীর্ত্তন ছোড়ি কাঁহা গেল ॥
চোয়ন্ত নিকরহি সকল ভকত মেলি তবু নাহি পাও উদ্দেশে।
বিরহ উন্মাদে তরুগণে পুছই কহতহি বৈষ্ণবদাসে ॥

॥ পদং রাগ তালো যথা ॥

রাস বেহারে মগন শ্যাম নটবর রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি রাই করে ধরি হরি চললি আন ধামে ॥
তব হরি অলখিত ভেল।
সবহু কলাবতী আকুল ভেল অতি হেরইতে বন মাহা গেল ॥
সখীগণ মেলি সকল বন ঢোরহি পুছই তরুগণ পাস।
কাহা মূঝে প্রাণনাথ ভেল অলখিত না দেখিআ জীবন নৈরাস।
কহ কহ কুসুম পুঞ্জ তহুঁ ফুল্লিত শ্যাম ভ্রমরা কাঁহা পাই।
কোন উপায় নাহ মূঝে মিলব উদ্ধব দাস বলি জাই ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র বরাড়ি রাগ মুণ্ডক তালো ॥

গৌর ভকতগণ পুছই তরুকুল দেখল নবদ্বীপচন্দ।
পুরবহি ভাবে বিরহ উন্মাদই সকলই মানই ধন্দ ॥
কুশময়[২] বল্লি জাতি যূথি মালতী তুলসী পহুঁ প্রিয় জানি।
পুছই একে একে উত্তর না পাওই তবহু বৈরী সম মানি ॥
পুন হেরি [১২৫খ তরুসব ফল ফুলে অতিশয় লম্বিত ধরণী উপর।
অনুমানে রেণু লাগিয়া মহী লোটত চলহি গৌর কিশোর ॥
এত কহি অন্তর প্রজলিত দুখানল গোরা মুখ কীর্ত্তন স্মরিয়া।
কৃষ্ণদাসানুদাস করি মনে অভিলাষ না হয় বিষয়ে লোভিয়া ॥

॥ যথা রাগ তাল পরিমিত ॥

পনস পিয়াল চূত[৩] বর চম্পক অশোক রজন বারা নীপ।

---

১ কুনাম ২ কুস ৩ চ্যুত

একে একে পুছিয়া উত্তর না পাইয়া আওল তুলসী সমীপ ॥
জাতি জুতি নব মল্লিকা মালতী পুছল সজল নয়নে।
উত্তর না পাই সঙিনী সম মানই দূরহি করল পয়ানে ॥
পুন দেখি তরুকুল অতিশয় ফল ফুল ভরে পড়িআছে মহীমাঝ।
কানুক হেরি প্রণাম করল ইহ পথে চলল ব্রজরাজ ॥
এত কহি বিরহে ব্যাকুল অতিশয় ব্রজরমণীগণ রোয়।
উদ্ধবদাস কহে শ্যাম ভেল অলখিত কতক্ষণে মিলব মোয় ॥

॥ অত্র গৌরচন্দ্র শ্রীরাগ একতালা ॥

ভক্তবৃন্দ মেলি ভূমে সুরধুনী তীরে। ব্রজের সভার ভাব হৃদয়েতে স্ফুরে ॥
আমা সভা পরিহরি গোরা নটবর। উপেখিয়া লৈয়া গেলা প্রিয় গদাধর ॥
অব জানি সেই সঙ্গে কাহা পহুঁ গেল। সভে প্রতিকূল তাহে অনুকূল ভেল ॥
কমল চরণ চের ধরণী উপরে। নাম প্রেম দিআ বুঝি তুষিলেন[১] তারে ॥
এই সংকীর্ত্তন রজ শোভে তরুপরে। লুবধল রায় তাহা ভাবিআ অনন্তরে ॥

॥ পদং যথা রাগ পরিমিত তালো ॥

যূথে যূথে রঙ্গিনী বরজ বরকামিনী যামিনী কানন মাহ।
সব জন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি করে ধরি রাইক বাহ ॥
সজনি অব হরি কোন কানন যাহা গেল।
গুণবতী গুণহি মনহি মন বাঙ্ছল নাগর অনুকূল ভেল ॥
[১২৮ক ঠামহিঠাম চরণ চিহ্ন হেরই রাই করল জাঁহা ক্রোড়।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনাওল সুরত রভসে ভেল ভোর ॥
কিশলয় সেজ ঠামহি ঠাম হেরি টুটল কতো ফুল মালা।
দোহু অঙ্গ পরিমলে কানন বাসল গুঞ্জরে মধুকর জালা ॥
ধনি ধনি রমণী শিরোমণি সুন্দরী আরাধনি মনমথ দেব।
গোপাল দাস কহয়ে সহচরী সোই রাধামাধব সেব ॥

---

১ তুশীলেন

॥ রাগ ভালো যথা ॥

পারিষদগণ ছাড়ি গৌর সুনটবর গদাধর সঙ্গহি লেল ।
নিজ রসে গরগর ভাবি পুরুষভাব ফুল তুলি বেশ করি দেল ॥
গোরার পুনভাব বুঝা নাহি যায় ।
গমনে ব্যথিত[১] পদ বলে ওহে নন্দসুত কি করিব কহনা উপায় ॥
অবোধিয়ো গর্ব্ব করি খেনে বলে হরি হরি মোরে কেনে ভেল অদর্শণ ।
আকর্ষিএ[২] আনি এবে ভাবিলে এ দুখার্ন্নবে নহে চিত ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
একে সে ভাবের অঙ্গ তাহে ভাব প্রচণ্ড ভাসে গোরা নয়ানের জলে ।
আসি ভক্তগণ মিলি তনু দহে দুখানলে কবিকর্মী কৃষ্ণদাস বলে ॥

॥ যথা রাগিণী ধানশ্রী ॥ দশকোসি তালাভ্যাং ॥

সকল রমণীগণ ছোড়ি বর নাগর রাইক করে ধরি গেল ।
বনে বনে ফিরই কুসুম কুল তোড়ই কেশ বেশ করি দেল ॥
চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন কান্ধে চড়ব মনে কেল ।
বুঝইতে ঐছন বচন বহু বল্লভ নিজ তনু অলখিত ভেল ॥
না দেখিআ নাহ তাহে ধনি রোয়ত হা প্রাণনাথ উভরোল ।
ব্রজরমণীগণ না দেখিয়া ধাওল ভাসল বিরহ হিল্লোল ॥
উদ্দেশ্যে কোই কোই বনে প্রবেশিয়া হেরল রোদতি রাধা ।
সখীগণ মেলি ধরণী পর লোটই উদ্ধবদাস চিতে বাধা ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র রাগ ভালো যথা ॥

[১২৬ খ সহচর মেলি গোরা সুরধুনী তীর । অবিরত নয়ন যুগলে বহে নীর ॥
ভাবভরে গর গর বিরহ উন্মাদ । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে করি উচ্চনাদ ॥
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরুলিবদন । সঞ্চরি জীবন পুন মারহে এখন ॥
এ দেহ চৈতন্য কর দয়া প্রকাশিয়া । এখন প্রাণের বৈরী বৈরী হৈল কি লাগিআ ॥
না দেখিআ যুগ হত করি পরিমাণ । এবে কাহা বিরজই নটবর কান ॥
মোর চিত্ত ইন্দ তোমায় আছি সমর্পিয়া । এখন নিঠুরপনা কর কি লাগিআ ॥

---

১ বেথিত ২ আকর্ষিএ

যদি দোষী জ্ঞানে তুমি ভেল অদর্শন। এ প্রাণ রাখিতে বল কোন প্রয়োজন ॥
সোঙরি তোমার গুণ রহিতে না পারি। রাই বলে গোরা রাই প্রেমাধীনকারী ॥

॥ পদং রাগ তাখো যথা ॥

সঙে মেলি বৈঠলি কালিন্দীর তীর। ঝর ঝর সবহু নয়নে বহে নীর ॥
বিরহ পয়োধি বিরামকি লাগি। গাও তছু গুণ যামিনী জাগি ॥
কাহা গেও নাথ দুখসাগরে ডারি। পহিলে জিআই পালটে পুন মারি ॥
বিসজল ব্যালব সভয়ে রাখি। অব কাহে মারসি অকরুণ আঁখি ॥
জবহু চলসি বন গোধন সাঁথ। নিমিখে মানিএ জেন যুগ শত জাত ॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ। তব চরণামৃত না করিয়া পান ॥
তুয়া পদ পঙ্কজ কমল জানি। স্তনযুগে রাখিতে ভয় অনুমানি ॥
কৈছে কণ্টক বনে করসি বিহার। সোঙরি সোঙরি জিঙ রহই না পার ॥
এঁত কহি রোয়ত গদগদ ভাস। কহে রাধামোহন দাসকো দাস ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥ বেলোআর রাগ পরিমিত তাল ॥

যত পারিষদ ব্যথিত[১] সকল ধৈরজ ধরিতে নারি।
কাহা পহু গেল অলখিত ভেল কি ভাব উদয় করি ॥
গৌরকিশোর নিজ রসে ভোর বিরাজে জাহ্নবী কূলে।
রাধাগুণ [১২৭ ক গান করে অবিশ্রাম দাড়াইয়ে তরুর মূলে ॥
সুনি নামধ্বনি সহচর মেলি তুরিতে ভেটল আসি।
মৃতদেহে জেন পাইআ জীবন অমিয়া সাগরে ভাসি ॥
গোরা প্রেম সিন্ধু হেরি ভকতবৃন্দ পুলকে পূর্ণিত তনু।
বিরহবেদন সব দূর জেন পুরুব পাওল কানু ॥
হরিধ্বনি করি পহু বেড়ি বেড়ি নাচত ভকতগণ।
কবি কৃষ্ণদাস এই অভিলাষ গোরা পদে রহে মন ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবি
ভাবিবিতং কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং
শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

১ বেথিত

॥ রাগ তালো যথা তত্র পদং ॥

যত নারীকুল বিরহে আকুল ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর দ'ড়াইলা যমুনার ধারে॥
কদম্বের তলে রসিক নাগর মৃদু মৃদু বায় বাঁসি।
সুনিআ শ্রবণে ব্রজবধূগণে তাহাই মিলিল আসি॥
মরণ শরীরে পরাণ পাইল ঐছন সবহু ভেলি।
বন দাবানলে পুড়িয়া জেমন অমিআ সায়রে কেলি॥
চাতকিনীগণ হেরি নবঘন মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর বদন সুন্দর চকোরিণী চারু পাশে॥
বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত বরিখে আমিআ রাশি।
জ্ঞানদাসে কহে শ্যামের বদনে আধ ঈষদ[১] হাঁসি॥

॥ শ্লোক ॥

অঙ্গনামঙ্গনা মন্তরামন্তরা মাধবং মাধবং চান্তরেনঙ্গনা।
ইথম্ কল্পিতে মণ্ডলে মঙ্গলে মধ্যগ সংযোগৈ: দৈবকীনন্দন।

॥ তত্র গৌরচন্দ্র সুহি রাগ ॥ দশকোশি তালাভ্যাং ॥

সুরধুনীতীরে মন্দ সমীরণ কত ফুল তাহে বিকাশ।
মধুকর মত্ত শিখিকুল নাচত পিকবর পঞ্চম ভাষ॥
ব্রজপুর নদীয়া ফুলবন নিধুবন লুবধল গৌরকিশোর।
লুবধল সখাগণ উলসিত [১২৭খ ভেল মন বিহরয়ে সঙ্গে গদাধর॥
নাচত সহচর গাও গোরা নটবর গায় ভক্ত নাচে গোরারায়।
দুর্লভ প্রেম বরিখত অবিরত বাদল অব নদীয়ায়॥
বেঢ়ি পারিষদগণ করে পহু কিরির্তন জেন বিধুমণ্ডল সাজ।
সঙ্গে তু সঙ্গ রঙ্গে কত বিলসই রাসরস মত্ত দ্বিজরাজ॥
হেরি তারাপতি তারা সঙ্গে প্রকাশল উজর অধিক উল্লাসে।
ধনি নদীয়াপুর ধনি জাহ্নবীকূল ধনিআ জাচএ কৃষ্ণদাসে॥

---
১ ইসদ

।। বিহাগ রাগ দোতালি ।।

কালিন্দীতীরে ধীর সমীরণ কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত ময়ূর ভোর মত্ত মধুকর সারি শুক পিক পঞ্চম ভাষ ।।
নিধুবন মুগ্ধ মুরারি।
মুগধ গোপবধূ অধিক লাখ সঞে রঙ্গে বিহরে বৃষভানুকুমারী ।।
নাচত নটিনী গাওয়ে নটশেখর গাওত নটিনী নাচে নটরাজ।
শ্যামরু[১] গোরি গোরি সঞে শ্যামরু নবজলধরে জনু বিজুরি বিরাজ ।।
হেরি হেরি অপরূপ রাসবিলাস কলারসে মন্মথে লাগল মন্মথ ধন্দ।
ভুলল গগনে সঘনে রজনীকর চৌদিশে ফিরত দীপধর ছন্দ ।।
তারাগণ সঞে তারাপতি হেরি লাজে লুকাওল দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ জগমনমোহন বিহরই ভেল কলপম রাতি ।।

।। নর্ত্তক রাসারম্ভ তদুচিত[২] গৌচন্দ্র রাগ তালো যথা ।।

মধুর মৃদঙ্গ বাজে অমিআ রসাল। তাহে বাজত তাল মিলি করতাল ।।
চরণে নূপুরমণি সুমধুর বোল। গোরা সঙ্গে নাচে জত ভকতমণ্ডল ।।
বাজএ মৃদঙ্গ তাল সুতাল করিয়া। তাথৈ তাথৈ বোল বলে তাত্তা থৈয়া ।।
তাগরল ধোগগা তাগরল ধোগগা বাজে তিনি তিনি নাও।
তিনাও [১২৮ক তিনাও নাও তিনাও তিনাও নাও তিল্গা তিনা কিটিতা।
ধোগ্গাতি ধোগ্গাতি ধোগ্গা তিনি তিনি তা ।।
ভাবয়ে কৃষ্ণদাস হৃদয়মন্দিরে। রাসরসে নাচে গোরা সুরধুনীতীরে ।।

॥ কেদারোবৃহদেক তালো নর্ত্তকোরাসারম্ভ ॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিনীনাঞ্চ যোসিতাং
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তু মুলো রাসমণ্ডলে ॥

বাজে বাজে বলয়া। পহিল বাজে বলয়া ।। ধ্রু ।।
নূপুর মণি কিঙ্কিণী করকঙ্কণা। নাগর সঞে নাচত কত যূথযূথ অঙ্গনা ।।
ভভহি তাল মৃদঙ্গ তাল মধুর মধুর বোলনা।

---
১ শ্যামরু ২ তদোচিত

ধোগরল ধোগ্‌গা তাঁঝেঁন্না তাঁঝি তিনি তিনি না লঘু বাজনা ॥
তাগরল ধোগ্‌গা তিনি তিনি তিনাও তিনাও না।
তিগর ধোগ্‌গা তিনি তিনি তিনাও তিনাও তিনাও নাও গুরু বাজনা ॥
ঝেন্না ঝেঝকিটি তাধি ঝিটিতা ধোগ্‌গা তিনিতা থিনিতা।
ধেনাও গরল তিন্না তাঁঝা অতি গুরু বাজনা।
ততহি জুত বোলত মত্ত অতিশয় ধ্বনি শোভন।
খোরল রগলগ ঝিগি লগ ঝিগিতা ঝিগিলগ থিগি ধা ধেন ইহ সুনহ বোলনা।
রাধামোহন রচিত রাস ততহি কতহুঁ শোভনা ॥

॥ রাগ সোহিনী একতালি গৌরচন্দ্র ॥

বাজত মৃদঙ্গ করতাল এক মেলি। নাচত সহচর পদগতি ভালি ॥
করে কর ধরি নয়নতরঙ্গ। নাচে বিশ্বম্ভর করি ভকতগণ সঙ্গ ॥
জনু বিধু মণ্ডল নিজগণ সাঁথ। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচে অখিলের নাথ ॥
লোল বাস কুণ্ডল শ্রমজলে ভাসে। সগণ পরশ[১] রসে মগন লালসে ॥
কহে কৃষ্ণদাস মুরতি মনোহর। রাস রস ভাব অতি গোরা নটবর ॥

[১২৮খ ॥ বেলোয়ার রাগ ধ্রুবতাল ॥

বাজত দম্ফ রবাব পাখাওজ করতাল তবল তাল এক মেলি।
চলত চিত্ত গতি সবহু কলাবতী করে কর নয়নে নয়নে করু খেলি ॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদপুঞ্জ জনু তড়িতলতাবলী অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥ ধ্রু ॥
নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল শ্রমজল চলচল বদনহুঁ চন্দ্র।
রসভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক নিবিশ অরু কবরীক বন্ধ ॥
দোঁহ দোঁহ সরস পরশরসলালসে রহই তনুতনু লাগি।
গোবিন্দদাস কহুঁ মুরতি[২] মনোহর কত যুবতীরতি আরতি বাড়াই ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র কেদার রাগ পরিমিত তালো ॥

তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই ঝনর ঝনর করতাল।

---

১ পরস ২ মুরুত

তন তন তন তম্বুর বীণা সুমধুর বাজত জন্ত রসাল ।।
ডমক থমক কত রবাব বাজত পদতল তাল সুমেলি ।
নাচত সহচর প্রিয় গদাধর স্মরিআ পুরুব কেলি ।।
নাচত গৌরাঙ্গ করি কত রঙ্গ জাহ্নবী যমুনা ভালে ।
কীর্তনমণ্ডল শোভা অতি ভেল চৌদিকে ভকত করু গানে ।।
নর্তন চরণ সকল ভকতগণ নাচয়ে নানা তরঙ্গে ।
এ কবিশেখর[১] হোওল কাতর[২] না বুঝিঞা চিত গৌরাঙ্গে ।।

॥ বিহাগ রাগ ধ্রুব[৩] তালো ॥

তাগর তা তা দধী দম্বা উয়ারে থুগ থুগ থুগ থুগ থুগতা ।
দৃগীতা দৃগী দৃগী মাদল বাজত অঙ্গভঙ্গে চলি জায় পা ॥
তা তা তাথৈয়া তাথৈয়া দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগিতী । ধ্রু ॥
রঙ্গিরঙ্গে সঙ্গীত ভঙ্গিম গোপীনী সঙ্গেহি নাচে ত মদনগোপালা ।
থিয়া ইয়া ইয়া আইয়া ইয়া বহুবিধ জন্ত রসালা ॥
রুনু রুনু রুনু রুনু [১২৯ক ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু করকঙ্কণ রনরনি ।
ঝমক ঝমক ঘটি ঘাঘটি কিঙ্কিনি কঙ্কণ ঝুমুরধ্বনি ॥
ডগমগ ডগমগ ডম্ফ ডমিক ডিমি পিপি বেণু নিশানে ।
চলত চিত্ত গতি নর্তন পদ অতি মাধব ইহ রসগানে ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগ অঙ্গ । কত সুরধুনী বহে নয়নতরঙ্গ ॥
গোরা নাচে পরম আনন্দ । চৌদিকে বেঢ়ি গায় নিজ বৃন্দ ॥
করে করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ । হেরত সুরধুনী উঠল তরঙ্গ ॥
ভাবে অবশ অঙ্গ গদগদ[৪] ভাষ । বাসু কহে কি মধুর ও মুখহাস ॥

॥ বেহাগড়া রাগ দোতালি ॥

শ্যামঅঙ্গ নটন ছন্দ অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গ

---

১ সিখোর ২ কাকর ৩ ধ্রুব ৪ গগ

মণি অভরণ চমক চালি তহি ফিরায়ত বাঁশিআ।
গোরিক গান অতি সুতান সঙ্গিনী মান তহি মিশান
অতিহুঁ সুভগ দেয়ত তাল নটিনীগরব নাশিআ॥
নবকিশোর নটত ভোর কত বিমর নহত ওর
তবহুঁ অঙ্গক সঙ্কোচকারী তবহি অতি বিথারিয়া।
নবীন নারী পূরত ভারি নব সুতান কত সঞ্চারি
তবহুঁ সুর মুখসে গাই তবহু উঠ চারিয়া॥
চাঁন্দনি রাতি অনূপ ভাঁতী অতিহুঁ দ্যুতি গোরিক কাঁতি
হেরি থকিতউ গিরিধারী কহত ঈষদ হাঁসিআ।
সুনহি গোরি অব সে ভোরি নটত রঙ্গ অতি বিভোরি
হুত হোয়ত গীতকারী সঙ্গহি ফিরব চাহিআ॥
ততহু বোলি সখিনি মেলি ধনিক চাঁন্দবদন হেরি
তহি পুরব ইনিক সাত শ্যাম লেয়ত জাচিয়া।
সুনত বোল সুখহি লোল রাই সাজত নিজ নিচোল
তবহি হেরব কৃষ্ণকান্ত আনন্দসাগরে ভাসিয়া॥

॥ বেহাগ রাগ ॥ একতালি ॥

[১২৯খ বাহুঁ কর সুভঙ্গি করি নাচে গদাধর। হেমাচল কাছে ফিরে জেন হিমকর॥
পুরুব আবেশে গোরা ধরে কত তাল। ভক্তবৃন্দ[১] মিলি সভে বলে ভাল ভাল॥
মধুর মধুর স্বরে হরিগুণগান। মগন গৌরাঙ্গচাঁন্দ সুনিয়া সুতান॥
উত্তরীয় বসন পড়ি জে বারে বার। হাসিআ মৃদঙ্গ বায় অতি খরতর॥
নটনবিলাস সমাধি গদাধর। রায় কহে বৈঠল পহুঁর গোচর॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

নাচত বৃষভানুকুমারী। অঙ্গে অঙ্গে বাহু জুড়ি[২]॥
মেঘ উপরে জৈছে দামিনী ফিরত ঐছন ভাঁতিআ।
তরু তমাল শ্যামলাল মাঝে রহত ধরত তাল ভাঙ্গি ভাঙ্গি
করত গমন মন্দর মন্থর পাঁতিয়া॥

১ বিন্দ ২ জুরি

নূপুর বলয়া কিঙ্কিনী সাজ কন কন কন কিঙ্কিনী
বাজত তালে রিঝিত সুপর শেখর ভুবন জলদকাঁতিআ।
বসন ভূষণ কবরীভার খোলি পরত বার বার
ঈষত হসত কোই পরত রঙ্গিনী রঙ্গে মাতিয়া॥
তাল মৃদঙ্গ ডম্বরাজ বীণা পাখোয়াজ মধুর বাজ
আনন্দে মগন বৃষভানুসুতা সব সখীগণ সঙ্গিআ।
রসভরে উহ খেল অজ রাই বৈঠলি শ্যাম সঙ্গ
মন্দমন্দ হসত কানু অঙ্গে অঙ্গ রাখিয়া॥

॥ সুহি রাগ ॥ একতালি ॥

পুন নাচ গদাধর করিয়া নিয়ম। বাজয়ে মৃদঙ্গ তাল অতি সে বিষম॥
হরিগুণগানে তুমি তুষিবে সভায়। নয়ানের প্রেমধারা নয়ানে মিশায়॥
অঙ্গের পুলক পাতি অঙ্গেতে বহিবে। হারি জিনি করি এবার নাচিতে হইবে॥
শ্রীমুখবচন জেমন নাচে গদাধর। রায় কহে সগণেতে জাচে জয়কার॥

॥ রাগ তালো যথা সমুচিত ॥

[১৩০ক চান্দবদনি পুন নাচিতে হবে। তাতা থৈ থৈ থৈ লাগ জিন ঝিনা॥
না হবে ভূষণধ্বনি না নড়িবে চীর। দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর॥
বিষম বিকট তালে বাজাইব বাঁশি। ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী[১]॥
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলি। হারিলে তোমার নিব বেসর কাঁচলি॥
জেমন বলে শ্যামচান্দ তেমনি নাচে রাই। মুরুলি লুকায়ে শ্যাম চারি পানে চায়॥
সভাই বলে রাইএর জয় নাগর হারিবে। দুখিনি কহেন শ্যামমণ্ডলী হাঁসিবে॥

॥ বিকট তাল রাগিনী বেহাগ ॥

বাজে ঝিম্র্ণারে ঝিম্র্ণারে ঝিম্র্ণা মৃদঙ্গ সুস্বর। পহুঁর আদেশে নাচে প্রিয় গদাধর॥
পুরুব আবেশে গোরা ধরু তাল ছন্দ। নর্তন পদ ইথে কর অনুবন্ধ॥
সহচরগণ সব হরিগুণ গায়। সুকঠিন তাল ধরএ গোরারায়॥
সুচারু নর্তন হেরি সহচরগণ। জয়কার করি সভে কহএ বচন॥

---
১ পিয়োসি

নিজ ফুলদাম দেই গদাধরগলে। ভালি ভালি করে পহুঁ কৃষ্ণদাস বলে ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

তাতা থৈ থৈ বাজএ মৃদঙ্গ। নাচত বিধুমুখী অঙ্গ বিভঙ্গ ॥
সুবিসম তাল জব কানু দেল। তব ললিতা সখী হরষিত ভেল ॥
কানু কহে সুন্দরি কর অবধান। ইহ পর পদগতি করহ সন্ধান ॥
রঙ্গিনী সহচরী বাওত ভাল। কানু দেওত সুবিষম তাল ॥
নাচত বিনোদিনী কতহুঁ সুছন্দ। হেরি চমকিত সব সহচরীবৃন্দ ॥
কোই কহে ধনি ধনি কোই জয়কার। কানু দেওল নিজ গুঞ্জার হার ॥
কণ্ঠে দেওল ধনি উরপর লাগ। কহে শিখর[১] সেই নব অনুরাগ ॥

॥ রাগ কামোদ দোতালি তত্র গৌরচন্দ্র ॥

অখিল ভুবনক নাথ নাচত শ্রীবাস আদি সব গুনিয়া।
[১৩০খ দাং দৃমিকি দৃমিকি মাদল বাজত কতহু তাল সুতালিয়া ॥
জানু লম্বিত বাহুযুগলকলিত কল দৈত ছানিয়া।
অরুণ অম্বরে অরুণ ডগমগী ঐছে প্রাতর ভানুআ ॥
ক্ষনহি কম্পিত ক্ষণহি পুলকিত ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উচ্চ করি বোলএ হরি হরি পুরব প্রেমক পালনা ॥
চাঁদ অবধোত ঠাকুর অদ্বৈত সঙ্গে সহচর মেলিয়া।
কহে রামানন্দ কুলিশ শবদহি দারু দবকিত কেলিয়া ॥

॥ বেহাগড়া রাগ পরিমিত তালো ॥

নাচে রে নাগরশিরোমণি। যূথে যূথে পাট আর সুঘর রমণী ॥
রঙ্গিম অধরে মধুরিম হাঁস। বঙ্ক নেহারই পিরিতি সম্ভাষ ॥
থৈ তাতা থৈ তাতা কেহো কহে কেহো বোল। কনয়া নূপুরমণি কিঙ্কিনী রোল ॥
চৌদিগে গায়ত কতো কতো রমণী। মাঝে বিরাজে শ্যাম সু[না]গরশিরোমণি ॥

---

১ সিখর

॥ কামোদ একতালি ॥

ভাল নাচিছে গোরা হরিগুণগানে। মোর সঙ্গে নাচ দেখি সাধ হয় মনে ॥
একত্রে নাচহ দেখি গোরা নটরায়। নাচিতে চরণধূলি লাগে মোর গায় ॥
সরস পরস হবে অঙ্গের মাধুরী। নটন কুণ্ডল তোমার লাগে শ্রুতি পরি ॥
সহাস্য বদন অকলঙ্ক সুধাকর। হেরি তিরপিত হবে নয়ন চকোর ॥
ভুবনবিজয়ী তুমি প্রেমদাতা গুরু। বাসনার বাসনা পুরাও বাঞ্ছাকল্পতরু ॥

॥ সুহি রাগ একতালি ॥

নাগরচান্দা ভাল নাচিছ আপন রঙ্গে। বারেক নাচহ দেখি আমাদের সঙ্গে ॥
মদনমোহন বড় নাটুয়া সে তুমি। তোমার সমান নাটু না দেখিএ আমি ॥
মোর সঙ্গে নাচ দেখি করি একসায়। নাচিতে নূপুর জেন না বাজয়ে পায় ॥
শির না না[১৩১ক চাওবী কুণ্ডল নটবি। গণ্ড না বিকাসবি হাঁসবি করবি ॥
চপল চপল করি মোহে না হেরবি। ভ্রূভঙ্গিম করি ধ্রুবপদ ধরবি ॥
মঝু করকঙ্কণ কিঙ্কিনীতানে। তাহে মিসাওবি মুরলিক গানে ॥
এসব নটন জব দেখব তোর। নটিনিসমাঝে যশ পাওব মোর ॥
তব হাম নটিনি তুহু নটরাজ। ঐছন সুনইতে নটবরসাজ ॥

॥ রাগিনী সুহই কন্দর্প তালাভ্যাং ॥

পূরব আবেশে মগন দোহে ভোর। রাসনর্তনরসো করত উজোর ॥
নিয়ম রাখিএ নাচে প্রিয় গদাধর। নটনবিলাস উল্লাস দ্বিজবর ॥
নাচে বিশ্বম্ভর গদাধর বামে করি। অঙ্গে মিলিত অঙ্গ বাহু জে অগোরি ॥
চরণমঞ্জীরমণি[১] মধুরিম বোল। নর্তন পদগতি থেও থেও বোল ॥
ঝলমল নখমণি[১] কিবা সে শোভিত। ভুলল ত্রিভুবন রায়ক চিত ॥

॥ ললিত রাগ দোতালি ॥

নাচত অঙ্ক বন্ধ করি রাই। মাধব সঙ্গে মাধবী বলি জাই ॥
রাই কানু নাচে রে নাচে ধনু অঙ্ক রাখিআ।

১-মুনি

অঙ্গে অঙ্গে দোহু বিনিহিত বাহু হাস দামিনীদম মনিয়া
মঞ্জীর মৃকইকি কৌতুক কিঙ্কিনী কিনি কিনিয়া ॥
থুঙ থুঙ থুঙতা রঙ্গে ভঙ্গে চলে পা নখমণি ঝলমৃলিয়া ।
মাধব গানে অলিকুল তানে মুনিগণমনমোহনিয়া ॥

॥ গৌরচন্দ্র শ্রীরাগ একতালি ॥

প্রিয় গদাধর মিলি নাচে বিশ্বম্ভর । পুনপুন গোরামুখ চাহে গদাধর ॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজে আর করতাল । গাওত সহচর দেই কতো ভাল ॥
চৌদিগে বেঢ়ল সব ভকতহিগণ । সভে মিলে নাচে মাঝে গৌরমোহন ॥
সুবাহু ভঙ্গি করি নাচে গদাধর । পদতলে [১৩১খ তাল ধরে ধরণি উপর ॥
পূরুব অঙ্ক ধরি নাচে গোরারায় । গদাধর পুনুপুনু নেহারই তায় ॥
সুকঠিন তালে নাচেত দ্বিজবর । রায় বলে পরিহার জাচে গদাধর ॥

॥ বেহাগড়া রাগ দোতালি ॥

নাচত নাগরী নাগর কান । রসবতী পুনপুন হেরই বয়ান ॥
বাজত কত কত জন্ত রসাল । গায়ত সহচরী দেও ত তাল ॥
চৌদিগে বেঢ়িয়া নটিনীসমাঝ । মাঝে সোহত তহি নটবররাজ ॥
নটিনী নটনগণ ভেল এক সঙ্গ । চলত চিত্তগতি অঙ্গ বিভঙ্গ ॥
করে কর জোড়ি ভোরি নাচে বালা । মদন গাঁথনি জেন চাঁদকি মালা ॥
পদতল তাল ধরণী পর ধারি । নাচত অঙ্কে নিশঙ্কে মুরারি ॥
হেরি ললিতা তব লেওল দন্ত । বিকট তাল তব করল আরম্ভ ॥
হাসি কমলমুখী কহে সোন কান । ইহ পর পদগতি করহ সন্ধান ॥
মাতি মদনমদে মদনগোপাল । বিকট তাল পর নাচত ভাল ॥
রি ঝি কমলমুখী দেওল হার । রসভরে শেখর কহএ এবার ॥

॥ অত্র গৌরচন্দ্র রাগিনী কেদার তাল দোতালি ॥

দৃমিকি দৃমিকি মাদল বাজত ঝনর ঝনর করতাল ।
তন তন তম্বুর বীণা সুমধুর বাজত জন্ত রসাল ।
ডমক ধমক কত রবাব বাজত পদতল তাল সুমেলি ।

নাচত গৌর সঙ্গে প্রিয় গদাধর স্মঙরিএ পূরব কেলি ॥
তীরে ফুলবন জেন বৃন্দাবন জাহ্নবী যমুনাস্থানে।
কুইল[1] মণ্ডলশোভা অতি ভেল চৌদিগে ভকত করু গানে ॥
পূরুব কলারস বিলাসে রাসরসা সোই সখীগণ সঙ্গে।
এ কবিশেখর[2] হোয়ল কাতর[3] না বুঝিএ গৌরাঙ্গে ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

বাজে গিরি [১৩২ক গিরি দৃমিদাং দৃমিদাং দৃমিকট দৃমিদাং ॥ ধ্রু ॥
উঘট তপট তাল তাল মৃদঙ্গরঙ্গ রভসমূল।
তাতা তুঙ্গি থোঙ্গি থোঙ্গি ননন ঝিঝি নননন ঝিক্কিত নন ঝন নননন মন্মথমনভুল ॥
হরস পরস সরস হাঁস নয়নাঞ্জন রতিবিলাস চঞ্চলপট অঞ্চলমণি কুণ্ডল তিলফুল।
তারক মণিহারক শশী ঝিলিমিলি-দপিদার কলসি
পুঞ্জপুঞ্জ মঞ্জুল অতি গুঞ্জিত অলিকুল ॥
তাথৈ তাথৈ নাদ নূপুর গান মান তান মধুর
ধ্বনি সুনি শিবরামদাস অন্তরে আনন্দ ভুল ॥

॥ গৌরচন্দ্র রাগিনী কামোদ তাল দোতালি ॥

দাং দৃমিকি দৃমি মাদল বাজত কতহু[*] তান সুতানিয়া।
নাচত কত গৌর গদাধর শ্রীবাস আদি সব গুনিয়া ॥
জানুলম্বিত যুগল কলিত কলধৌত চানিয়া।
অরুণ অম্বরে ভুবন ডগমগি জৈছে প্রাতর ভানুয়া ॥
ক্ষণহি কম্পিত ক্ষণহি নাচত ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উচ্চ করি বোলত হরি হরি পূরুব প্রেমক পালনা ॥
চাঁদ অবধৌত ঠাকুর অদ্বৈত সঙ্গে সহচর মিলিয়া।
কহে রামানন্দ কুলিশম্বর সঞ্চে দারুদরবিত[4] কেলিয়া ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

বাজে ধিনীং ধিনীং। বাজে ধিনীং ধিনীং ॥

১ কুঐল ২ সিখর ৩ কাকড় ৪ দ্রাৱদরব্রিত

খট্টা তাগর ধো নাগর ধো ধোক্কা ধন্নাজে।
বীণা উপাঙ্গ তাল স্বরমণ্ডল বাজত ডম্ফ রবাব জে॥
বাজে ধো দৃমি দৃমি ধো তাথৈ তাথৈ থৈয়ো থৈয়ো বাজত মৃদঙ্গ জে।
কনকন কঙ্কণ কিঙ্কিণী কিনিকিনি ঝনঝন মঞ্জীর রব জে॥
রাধা করে ধরি সু[না]গরশিরোমণি নাচত কহএ প্রবন্ধ জে।
কবহু তান কহ নটশেখর[১] কবহু চাঁন্দমুখী গাওয়ে জে॥
আনন্দসাগর সঘনে সুধাকর শিবরামদাস মন ভাওয়ে জে।

॥ [১৩২খ মঙ্গল রাগ পরিমিত তালো তত্র গৌরচন্দ্র ॥

দেখ দেখ গোরানটরঙ্গ। কীর্তনমঙ্গল মহারাসমণ্ডল উপজল পুরুব প্রসঙ্গ॥
নাচে পহুঁ নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
রামানন্দ বক্রেশ্বর আর জত সহচর প্রেমসিন্ধু আনন্দলহরী॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দ তায় নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দৃমিকি দৃমিকি থৈয়া তাথৈয়া তাথৈয়া থৈয়া বাজাওত মোহন মৃদঙ্গে॥
জত জত অবতারে সুখময় সুখসারে এই মোর নবদ্বীপনাথে।
জার যত নিজভাব পরতেক দেখি সব নয়াননন্দের রহু চিতে॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

নাচত নব নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে।
রবাব খবাব বিনাক পিনাক বায়ত কত রঙ্গে॥
কোই গায়ত কোই বায়ত কোই ধরত তালে।
সখীগণ মেলি নাচিছে গাইছে মোহিত নন্দলালে॥
শুক নাচিছে সারি নাচিছে বসিয়া তরুরু[২] ডালে।
কপোত কপোতী দুজনে মিলিয়া ধরিছে কতেক তালে॥
কুরঙ্গ নাচিছে কুরঙ্গী নাচিছে রাইকানু মুখ দেখি।
বিহঙ্গ নাচিছে মউর নাচিছে নাচিছে কোকিলা পাখি॥
বারস নাচিছে ক্রৌঞ্চ[৩] নাচিছে নাচিছে কুম্ভহারী।
তরুলতা যত আনন্দে নাচিছে ফলফুল সারি সারি॥
ফুলের[৪] উপরে ভ্রমরা নাচিছে ভ্রমরী নাচিছে রঙ্গে।

---

১ শিখর ২ তরুরু ৩ কঞ্চ ৪ ভূলের

মধুকর জত আনন্দে নাচিছে মধু পিয়ে তার সঙ্গে॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে।
জলচর পাখি আনন্দে নাচিছে হিয়া স্থির নাহি মানে॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিত পুলকে পূরল অঙ্গ।
বৃষের উপরে নাচে মহেশ্বর পার্বতী করি সঙ্গ॥
জত ত্রিভুবন নাচে দেবগণ নিজগণ করি সঙ্গে।
সখীগণ সহ রাই কানু দুহু [১৩৩ক অটবী ভ্রমণরঙ্গে॥

॥ গৌরচন্দ্র রাগিণী কামোদ মণ্টক তালাভ্যাং॥

সুরধুনীতীরে চারু তরু শোভিত কুঞ্জ কুসুম পরকাসে[১]।
গন্ধে আমোদিত দিগবিদিগ জত অলিকুল শোভে চারিপাসে॥
প্রিয় গদাধর কর ধরি গোরা নটবর সুভঙ্গি করিয়া চলি জায়।
মেলি সহচরগণ করে ফুল বরিসন কেহু কেহু চামর ঢুলায়॥
গদাধর কর ধরি নাচে গোরা ফিরি ফিরি পুলকে পূরিত অঙ্গ ভরে।
শ্রমজল বিন্দুবিন্দু শোভে দোঁহার মুখইন্দু হরিনাম বদনে না স্বরে॥
কিবে শোভা নবদ্বীপ তরুফুল্লিত মধুকর শোভিত পরাগে।
তাহাতে জাহ্নবীকূলতীর নহে সমতুল নরোত্তম হৃদয়েতে জাগে॥

॥ কামোদ রাগ নন্দন তালাভ্যাং॥

কদম্ব তরুর ডাল নামিয়াছে ভালে ভাল ফুল ফুটিআছে সারি সারি।
পরিমলে পূরল সকল বৃন্দাবন কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাইকানু বিলসই রঙ্গে।
কিএ দোহে লাবনি বৈদগধি ধনি ধনি মণিময় অভরণ অঙ্গে॥
রাইয়ের দক্ষিণকর ধরি প্রিয় গদাধর মধুর মধুর চলি জায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিসন কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসরস্থল চান্দ করে ঝলমল সুশীতল মণিময় বেদীর উপরে।

---
১ পরকাস

রাই কানু কর জুড়ি নিত্য করে ফিরি ফিরি পরসে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ বরিখএ ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে দোহার মুখইন্দু অধরে মুরুলি নাহি বাজে ॥
কুসুমিত বৃন্দাবন কল্পতরুর গণ পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনখচিত হেমমন্দির সুন্দর জেন নরোত্তম মনোরথপুর ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

নর্তন তেজি গদাধর গৌরাঙ্গ। বৈঠল দোহজন অবসল অঙ্গ ॥
[১৩৩খ শ্রমজলে অঙ্গ দোঁহু ভাসি জায়। সহচরগণ সব চামর ঢুলায় ॥
পৈঠল সবজন সুরধুনী মাহ। অঙ্গ মগন ভেল পানি অবগাহ ॥
ওঠল কত কত ভাবতরঙ্গ। জল সঞে খেলল বহুবিধ রঙ্গ ॥
জল সঞে ওঠল মোহন অঙ্গ। নরোত্তম মাগএ আন আন সঙ্গ ॥

॥ শ্রীরাগ তাল পরিমিত ॥

রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ। বৈঠল দোহজন রভসতরঙ্গ ॥
শ্রমভরে অঙ্গে ঘাম বহি জায়। কিঙ্করীগণ করু চামরের বায় ॥
পৈঠল সবহু যমুনার জল মাহ। পানি সমরে করু দুহু অবগাহ ॥
নাভি মগন জলে মণ্ডলি কেল। দোহু দোহু মেলি করএ জলখেল ॥
কণ্ঠ মগন জলে করল পয়ান। চুম্বএ নাহ তব সবহু বয়ান ॥
ছলে বলে কানু রাই লেই গেল। জো অভিলাস করল দুহু মেল ॥
জল সঞে উঠে সভে মোছই শরীর। জনু বিধমণ্ডিত যমুনার তীর ॥
রাসবিলাসকারী পানি বিলাস। দাস অনন্তকো পুরল আশ ॥

॥ রাগ তালো যথা গৌরচন্দ্র ॥

মোছিয়া অঙ্গ পহিরল বাস। ভোজন কওল জো অভিলাষ ॥
বহু উপহার ভুঞ্জন কেল। কীর্তন পরিশ্রম সব দূরে গেল ॥
ভোজন শেষ সহচর লেই। বৈঠল তহি পহু তাম্বুল খাই ॥
বহু বিলাসে গোরা গদাধর। রায় হৃদয়ে তুহি ভাবি বিভোর ॥

॥ কেদার তাল পরিমিত ॥

কেলি সমাধি উঠল দুহু তীরহি বসনভূষণ করু অঙ্গ।
রতনমন্দির মাহা বৈঠল নাগর করু বনভোজন রঙ্গ ॥
আনন্দ কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু বনফল ভুঞ্জই নন্দকিশোর ॥ ধ্রু ॥
নাগরশেষ সেই সব রঙ্গিণী ভোজন করু রসপুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বুল খাওই বৈঠল মঞ্জুল কুঞ্জে ॥
ললিতা নন্দকুঞ্জ যমুনাতট সুন্দর [১৩৪ক বিলসই যুগল কিশোর।
দাস নরোত্তম[১] করতহি কাকুতি হেরি নয়ন ভেল ভোর ॥

॥ সুহিনী রাগ পরিমিত তালো ॥

বিলসই গোরা গদাধর মুখ চেএগ। অন্তরে পরস সব উথলিল হিয়া ॥
দুহু মুখ নিরখিতে দুহুঁ ভেল ভোর ॥ দুহুঁ ভেল রসনিধি অমিয়া চকোর ॥
বুকে বুকে মিলি দোহে করলহি কোর। কাপি পুলক দুহে ঝাপই লোর ॥
তনু মন বাণী দোহে একুই পরান। প্রতি[১] অঙ্গে পিরিতি অমিয়া নিরমান ॥
পণ্ডিতে মণ্ডিতে ভেল গোরা নটরাজ। দূর সঞে দেখি সব নাগরীসমাজ ॥
নদীয়ানাগরীগণ বুঝিল মরমে। জার পরসাদ পাই প্রেম রতনে ॥
গদাধর প্রেমরস গৌর রসিয়া। কহএ নয়নানন্দ এ রসে ভরিয়া ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

দোহ অতি বিদগধ অপরূপ নেহা। রসের আবেশে বিভুরল নিজ দেহা ॥
হার টুটল পরিরম্ভন কেলি। মৃগমদ চন্দন দূরে সব গেলি ॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর। নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর ॥
দোঁহা দোঁহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান। জ্ঞানদাসে হেরি দুহুঁ গুণগান ॥

। রাগ তালো যথা ॥

একাসনে বৈঠল চৈতন্যরায়। গদাধর মুখ হেরি আরতি বাঢ়াই ॥

১ প্রিতি

পূরুব রভসকেলি মনেতে পড়িএ। দোঁহজন বিলসই একত্র হইএ॥
দুহুঁ ডুবল প্রেমসরোবর মাহ। নাহি সুখ ওর করই অবগাহ॥
সেজ পর সুতল গোরা গদাধর। চামর ঢুলায়ত প্রিয় সহচর॥
শ্রমজল মিটল করিএ সেবন। অলসে সুতল সব সহচরগণ॥

॥ কামোদ রাগ তাল পরিমিত ॥

কুসুম আসনে হরি বামে কিশোরী গোরি বৈঠল কুঞ্জকুটিরে।
চিকুরে দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় [১৩৪খ গিরিধর মুখানি নিছিয়া লেয় শিরে॥
দেখ সখী অপরূপ ছান্দে।
প্রেম জলধি মাহা ডুবল দুহু জন মন্মথ পড়ি গেও ফান্দে॥
রতন পালঙ্কপর সেজ বিরাজিত সুতল যুগলকিশোর।
শ্যের মধুর মুখ পঙ্কজ মনোহর মরকত কাঞ্চন জোড়॥
প্রিয় নর্ম সহচরী চামর করে ধরি বিজই মারুত মন্দ।
শ্রমজল সকল কলেবর মিটল হেরই পরম আনন্দ॥
নরোত্তমদাস আশ পদপঙ্কজ সেবল মধুরিম পানে।
নিজনিজ কুঞ্জে নিন্দ গেও সখীগণ প্রিয়জন সেবল বিধানে॥

॥ গৌরচন্দ্র রাগিণী বিভাস। তাল একতালি॥

রজনীক শেষে ঝঙ্করু মধুকর। সুনি তনু মোড়ই গৌরকিশোর॥
নিজভাব রাখি নায়িকা স্বভাব। পুরুব আবেশে ধরু দ্বিতীয় বিভাব॥
মধুর স্বরেতে পিক ফুকারে কহিল। নদীয়ার লোক সব উঠিএ বসিল॥
বনপ্রিয় রবেতে উঠিল গোরারায়। নিন্দে আকুল তনু ঢুলি পড়ু তায়॥
চিয়াইল তুরিতহি সঙ্গের সঙ্গিয়া। রায় কহে জাগল গোরা বিনোদিয়া॥

। রাগ তুড়ি প্রতিমণ্টক তালো।

ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুকরী কূজই কোকিলবৃন্দ।
সুনি তনু মোড়ি গোরি পুন সুতলি মুদি রহু নয়নরি বিন্দু॥

জাগই প্রাণপিয়ারি[১]।
রজনী পোহাওল গুরুজন জাগল ননদিনি দেওবি গারি॥ ধ্রু॥
জটিলা সাসু আসু ভরি রোয়ই খোজই যমুনাতীর।
সারিক বচনে চমক ধনি উঠইতে ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির॥
চলই চিয়াওল তুরিতহি সখীগণ জাগল অভরণ বোলে।
বলরাম হেরি [১৩৫ক জাই উঠাওল দুহুঁ তনু ঝাপি নিচোলে॥

॥ রাগিণী প্রভাতী তাল একতালি॥

অপরূপ গদাধর গৌরাঙ্গ বিলাস। নিজগৃহ গমনে নাহিক অভিলাষ॥
নিজনিজ রসে দোহে ভেল এক অঙ্গ। দোহে মনে সমরূল পুরুব প্রসঙ্গ॥
গেহ গমন লাগি সহচরগণ। কতহি উপায় করত প্রিয়জন॥
রজনী পোহায়ল করহ চেতন। ছলেতে জানায়ল বিপথি গমন॥
চমকি উঠিএ গোরা গদাধর সঙ্গে। বাহির হইল তহি মিলি সাঙ্গপাঙ্গে॥

॥ ললিত রাগিণী আরক তালো॥

দেখ সখি অপরূপ কাজ।
বিছরল গেহ গমন সব বুড়ল মোহ সরোবরমাঝ॥ ধ্রু॥
বৃন্দাদেবী সঙ্কেত বচনহি ককৃখটী হোই উন্মাদ।
জটিলা সবদ সুনাওত উচ্চস্বরে সুনতহি ভেল পরমাদ॥
সচকিত লোচনে আন আন মুখ হেরি কুঞ্জসে নিকসে বাহার।
দাস যদুনন্দন তুরিতহি লেওল তহি জত ছিল উপহার॥

॥ রাগিণী প্রভাতী তালোতয়ং॥

নিজগৃহ গমনে চলু গোরা গদাধর ছাড়িএ কীর্তনবিলাস।
সবহুঁ সহচর হেরিএ প্রাতর চলল নিজনিজ বাস॥
দেখো গোরা পুরুবহি ভাবে।
প্রিয় গদাধর মুখ হেরিতহি গরগর গমনে মগনে দুখার্নবে॥ ধ্রু॥
পুনপুন চলত খলত কত বেরিবেরি নয়নে বহত প্রেমবারি।

১ প্রয়ারি

বিরহ সন্তাপ হৃদয় ভেল জরজর কাকুতি কহে কর জুড়ি ॥
কি এ গোরাপ্রেম হেম নহে সমতুল জগত তুলহ করি মান।
গমনহি উচিত চিত তব সমরুন রায় কহে করল পয়ান ॥

॥ ললিত রাগ সমতালৈকতালি তালাভ্যাং ॥

[১৩৫খ কতহু জতনে দুহু নিজনিজ মন্দিরে বিমলহি করত পয়ান।
দুহুক নয়নগণ প্রেমবিচ্ছেদ জন দারুণ দৈব বিহান ॥
দেখ রাধামাধব প্রেম।
ঐছন ঘটন কতিহু নাহি হেরিঅা জৈছন লাখবান হেম ॥
পদ আধ চলত খলত পুন ফীরত কাতর নেহারই মুখ।
একই পরান দেহ পুন ভিন ভিন অতএ সে মানিএ দুখ ॥
তিল এক বিরহ কলপ করি মানই গাওই ও পরসঙ্গ।
ভন রাধামোহন ঐছে গানগণ জতনেহ সো রস ভঙ্গ ॥

॥ রাগিণী সুহই তাল একতালি ॥

গোরা গদাধর চলু নিজহি ভবন। অলসের ভরে নিজমন্দিরে শয়ন ॥
কীর্ত্তনের পরিশ্রম নিশি জাগরণ। না জানে নদীয়ার মূঢ় এ সব কারণ ॥
পুনহি উত্থান করি প্রাতবিধি সারি। জাহ্নবীসিনানে চলে সঙ্গে গণ করি ॥
করি অবগাহন পরিএ বসন। নিজনিজ গৃহে সব করিল গমন ॥

॥ বিভাষ রাগ প্রতি রূপক তালো ॥

নিজনিজ মন্দিরে করল পয়ান। শয়ন করল পুন কোই না জান ॥
অকপট প্রেমক বন্ধ। দুরজন সকল নয়ন করু অন্ধ ॥ ধ্রু ॥
প্রাতর উঠিত করল করু রাই। তেজল বিপরীত বসনঙ্গ নাই ॥
সুগন্ধি তৈল লাগাই করি স্নান। যশোমতী গেহবর করল পয়ান ॥
রন্ধন করি পুন ভোজন করাই। সহচরী সঙ্গে তহি অবশেষ পাই ॥
গোঠে বিজয় দরশনে ধনি গেল। রাধামোহন সঙ্গে করি লেল ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণ যথা অথো রসোদ্গার তদুচিত[1] গৌরচন্দ্র ॥
॥ বিভাষ পরিমিত তালো ॥

অপরূপ গোরাচাঁন্দে।
বিভোর [১৩৬ক হইয়া রাধার প্রেমে তার গুণ কহি কান্দে ॥
নয়নে গলএ প্রেমের ধারা পুলকে পূরল অঙ্গ।
ক্ষণে গরজয়ে ক্ষণেক কাঁপএ উথলে ভাবতরঙ্গ ॥
পারিষদগণে কহএ জতনে রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাসে কহে গৌরাঙ্গ নাগর জে লাগি আইলা হেথা ॥

॥ রাগ সুহিনী পরিমিত তালো ॥

গোঠে মিলল নাগর রায়। প্রিয় সখাগণ সঙ্গে তায় ॥
সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম। কহএ রজনীবিলাস কাম ॥
সে জে সুন্দরী সুবদনী রাই। এবে সে হিয়ার মাঝে জাগাই ॥
চুম্বন করল কতহু ছন্দ। রভসে বিহসি মন্দমন্দ ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই। সো সব সপন হোওল মোয় ॥
কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ। ভাঙ বিভঙ্গিম কুটিল দিঠ ॥
সে ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে। বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে ॥

॥ সিন্ধুয়া রাগ ছুট তাল ॥

আজুকার নিশি নিকুঞ্জেতে বসি করল বিবিধ রাস।
রসের সাওরে ডুবাইএ মোরে বিহানে চলিলা বাস ॥
সোন হে সুভল সখা।
সে হেন সুন্দরী রসের আগুরি পুন কি পাইব দেখা ॥ ধ্রু ॥
মদনে আগুলি গলে গলে মিলি চুম্বন করল জত।
কেশ বেশ আদি বিথার হইল তাহা বা কহিব কত ॥
অশেষে বিশেষে বচন কহিয়া আবেশে লইল ক্রোড়ে।
অঙ্গের পরসে হিয়া জুড়াইল কেমনে পাসুরি তারে ॥
চণ্ডীদাসে কহে সুন হে নাগর এ বড় লাগল ধন্দ।
সে রাধা রমণী রসশিরোমণি তোমারে [১৩৬খ করিল বন্ধ ॥

---
১ তদোচিত

॥ পটমঞ্জরী ॥

কি কহিব রাইয়ের গুণের কথা। সব গুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এ রাসবিলাস করিল জত। একমুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে বচন মধুর তান। অমিয়া অধিক করিনু পান॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে। দরশন লাগি পরাণ কান্দে।
সুন হে পরানবল্লভ সখা। সে ধনি পুন কি পাইব দেখা॥
নয়নবাণ সে হানল জবে। বিভোর হইয়া রহিল তবে॥
চুম্বন করল জখন ধনি। অথির তবহু কিছু না জানি॥
দৃঢ়আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান। বিপরীত কবিরঞ্জন ভান॥

॥ সুহই রাগ দোতালি ॥

রাধার প্রেমের ভরে বিনোদ নাগর। ধরি সুবলের করে কাতর অন্তর॥
দোহে চলি আওল নিকুঞ্জক মাঝ। রাইকুণ্ডতীরে সে বসিলা রসরাজ॥
বৃন্দাদেবী তহি মিলল জাই। তোহে মিনতি বহু কয়ল কানাই॥
সুনিয়া আইল সোই রাইক পাস। উদ্ধবদাস কহে মধুরিম ভাষ॥

॥ কামোদ গোর তাল পরাস্তে দশকোসি তালাভ্যাং ॥

সুন্দরি তুরিতহি করহ পয়ান।
সবহু তিরতফল শ্যাম সুমঙ্গল ভানুক কুণ্ডে সিনান॥
ঐছন বচন কহল জব সো সখী গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহুত উপহার সুকর্পূর চন্দন তাম্বুল লেয়ল ভানুক লাগী॥
সবহুঁ সখী মেলি দেওত হুলাহুলি চলতহি পন্থক মাঝ।
সে সব সুন্দরী করি পথ চুরি মিলাওল নাগররাজ॥
রাইক বদনচান্দ হেরি [১৩৭ক মাধব পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে[১] দুহু আরতি নব নব কহতহি গোবিন্দদাস॥

॥ ভুপালি রাগ একতালি ॥

দোহার দুলহ দরসনে ভেল। বিরহজনিত দুঃখ সব দূরে গেল॥

---
১ দরসনে

করে ধরি বৈসাওল বিচিত্র আসনে। রময়ে রতন শ্যাম রমণীরতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ। কমল মধুপ জেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দোহার বয়ানে বয়ান। দুহুঁ গুণে দোহুঁ গুণ দোঁহু জন গান॥
ভনএ বিদ্যাপতি নাগর ভোর। ত্রিভুবন বিজই নাগরিচোর॥

॥ রাসান্তে রসোদগার ও সম্ভোগ সমাপ্ত রাগ তালো যথা॥

পুরুব স্মঙরি গোরা মুরুলি বাজায়। অথির হইল যে নাগরী নদীয়ায়॥
কি মধুর বাজত মুরুলির ধ্বনি। স্রোতে ভাসায়ল কুল কুলজ রমণী॥
এলাইল বসন কারু না চলয়ে পা। ধরণী ডারএ তনু না ধরএ গা॥
সুরধুনী তীরে গোরা বাজায় মুরুলি। ভুলিল ত্রিবিধ লোক আর তিন পুরী॥
শম্ভু স্বয়ম্ভু আর নারদ দেবরায়। যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র[১] মুনিগণ[২] মুরুছায়॥
জগত ভুলাইলে গোরা মুরুলির গানে। রায় বলে সুনিবি কি করম বিহনে॥

॥ শ্রীরাগ গোরতাল পরাস্তে দশকোশি॥

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত অধর সুধাধরে ধরিয়া।
ধ্বনি সুনি ধরণী ধরল কুলকামিনী চন্দ্র পড়ল জগ ভরিয়া॥
নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
পঞ্চানন চতুরানন নারদ ধ্বনি সুনি সুরপতি ধন্দে।
ফল ফুলে মঙ্গল সকল বৃন্দাবন তরু সঞে ঝরে মকরন্দে॥
[১৩৭খ সুনিয়া বংশীর তান মুণিগণ ভূলে ধ্যান যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
রায়শেখরে বলে বংশী সুনি কে না ভোলে কুলবতী বাঁচিবে কিসে তায়॥

॥ মাউর রাগ দোতালি॥

নবযৌবনী ধনি জগ জিনি লাবণি মোহিনী বেশ বনাওলি তাই।
মনমথচিত ভীত নাহি মানত কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই॥

১ মণীন্দ্র ২ মণিগণ

চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জরবরগামিনী।
যুবতীযূথ মেলি গাওত বাওত চলত চিত্ত গতি বিদগধ রমণী॥
হেরই শ্যাম সুরতরণপণ্ডিত হাসি মদনমদে মাতলি বালা।
করে কর ধরি চারু মণ্ডলী করি নবঘনে বেঢ়ল চান্দকি মালা॥
কত শত যন্ত্র সুমারত সখীগণ রাগ তাল মেলি করতহি গানে।
শ্যামরু মাঝহি বামে বিধুমুখী গোবিন্দদাস তাহা হেরই নয়নে॥

॥ বেহাগড়া রাগ তাল পরিমিত ॥

দেখ রে সখী শ্যামচন্দ্র ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতীবৃন্দ গাওয়ে রাগ মালিকা॥
মন্দপবন কুঞ্জভবন কুসুমগন্ধ মাধুরী।
মদনরাজ রভস মাঝ ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরি॥
তরুণ তাল গতি দুলাল নাচে নটিনি নটন সুর।
প্রাণনাথ করত বাস রাই তাহে অধিক পুর॥
অঙ্গে অঙ্গে পরস ভোর কেহু করত কাহু কোড়।
জ্ঞানদাস কহত রাস জৈছন জলদ বিজুরি জোর॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

মত্ত মধুকর বিবিধ গুঞ্জর কোকিল পঞ্চম গায়।
নানা তরুকুল বিকশিত ফুল খসি পড়ু শ্যাম গায়॥
[১৩৮ক শ্যামগোরি গোরিশ্যাম নটনে চঞ্চলগমনী।
কনকলতাএ বেঢ়ল জৈছে ইন্দ্রনীল মণি॥
কবহু* গোরি তোরি চলত কবহু চলত কান।
রসের আবেশে অবশ অঙ্গ ওর নাহিক পান॥

॥ তথা রাগ ॥

নব নায়রি নব নায়র নৌতুন নব নেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে বিভরল সব দেহা॥
নৌতুনগণ নৌতুন বন নৌতুন সখীগণে।

ত্থাদিগ ত্থাদিগ তাদিগ দিগ থোদিগ দিগ থোদিগ থোদিগ তাল ফুকারই বামে ॥
নৌতুন রস কেলি রভস নৌতুন গতি ভালে।
দ্রিমিধো দ্রিমি দ্রিমি থোদ্রিমি থোদ্রিমি বাওত সখী ভালে ॥
চঞ্চল মণিকুণ্ডল চলচঞ্চল পটবাস।
দোহু দোহার করে ধরিএ নাচত হেরত অনন্তদাস ॥

॥ মল্লার শঙ্করাভরণ ॥

বাজত তাল রবাব পাখোআজ নাচত যুগলকিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি দোহে দোহার মুখ হেরি ভোর ॥
চৌদিকে সখী মেলি গাওত বাওত করোহি করোহি করজোড়।
নবঘনে পরে জনু তড়িতলতাবলী দোহু রূপ অতিহুঁ উজোর ॥
বীণা উপাঙ্গ মৃদঙ্গ সরমণ্ডল বাজোহি থোরহি থোর।
অনন্তদাস পহুঁ রাইমুখ নিরখই জৈছন চান্দ চকোর ॥

॥ কেদার ॥

কানন ভ্রমল নটন দুহু মেলি। অতিশয় শ্রমযুত দুহু ভৈ গেলি ॥
দুহুঁ জন বৈঠল মণিময় কুঞ্জে। কুসুম সেজপর আনন্দপুঞ্জে ॥
চামর বিজই কোই দুহুঁ অঙ্গে। কোই তাম্বুল দেই প্রেমতরঙ্গে ॥
[১৩৮খ কত কত কৌতুক হাস পরিহাস। নিরখই আনন্দ উদ্ধবদাস ॥

॥ অথ বিপরীত ॥ রতি ধানশ্রী ॥

মঝু মনে দংশল মদনভুজঙ্গ। গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥
তুহুঁ জদি সুন্দরী করই উপায়। মৃগধল জন তব জীবন উপায় ॥
পহিলহি ঝাড়বি দিঠে পসারি। করে কর পঞ্জরে ভাব সম্ভারি ॥
শ্রমজল অঙ্গ করবি বিথারি। কুচযুগ কলসে করবি পানি সারি ॥
খর নখরঞ্জনী তুয়া নখ মানি। ঝাড়বি নিরবিষ উরপর হানি ॥
জতনে অধর ধরি অধররস দেব। অধরক দংশনে অধরবিষ লেব ॥
রজনী জাগবি রহবি আগোরি। গোবিন্দদাস গুণ গায়বি তোরি ॥

॥ কামোদ ॥

রতিরঙ্গ উচিত শয়নহি নাগর জাচত বিপরীত কেলি ॥
অনুনয় কতহু করই জনু হাসি হাসি মুখহি মুখহি করি মেলি ॥
সুনি হাস শশিমুখী লাজহি কুঞ্চিত অবনত করত বয়ান।
জীবইতে উপবাসী দারিদ্র্য জৈছন মাগএ ভোজন পান ॥
দেখ দেখ বৈদগধি রঙ্গ।
কামকলাগুরু রসিকশিরোমণি না ছোড়ই সো রসভঙ্গ ॥
পাদ পরসি পুন রাই মানায়ত নিজসুখ বহুত জানাই।
ভন রাধামোহন তনুসুখে সুখী হউ[১] অতএ সে হোত বাধাই ॥

॥ গুঞ্জরী ॥

উদসল কুন্তলভারা। মুরতি শৃঙ্গার লখিমি অবতারা ॥
অতিশয় প্রেম বিকারা। কামিনী করত পুরুখ বেহারা ॥
[১৩৯ক দোলত মোতিম হারা। যমুনাজল জৈছে দুগ্ধক ধারা ॥
কুচকুম্ভ পালট নবঅনা। রস অমিঞা জনু ঢারত ময়না ॥
প্রিয় তুম করতহি দেরা। সরসিজমাঝে জনু রহল চকোরা ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে। জয় জয় ডিণ্ডিম মদনসমাঝে ॥
রসিকশিরোমণি কান। কবিরঞ্জন রস ভান ॥

॥ ভূপালি তাল পরিমিত ॥

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল ঘামে তিলক বহি গেলা ॥
সুন্দরী তুয়া মুখমণ্ডল দাতা।
রতি বিপরীত সমএ জদি রাখবি কি করবি হরিহর ধাতা ॥
কিঙ্কিণী কিনিকিনি কঙ্কণ কনকন কলরব নূপুর বাজে।
নিজমদে মদন পরাভব মানল জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে ॥
তলে এক জঘন সঘন বর করইতে হোওব সৌলক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতিপতি ও রস গাহক জনু মিলল গঙ্গতরঙ্গ ॥

---
১ উহ

॥ বিহাগড়া তালহয় ॥

গৌরদেহসুধা সুবদনী শ্যামসুন্দর না হরে।
জলদ উপরে তড়িত সঞ্চরু স্বরূপ তৈছন আচরে ॥
পিঠ পর ঘন শ্যাম বেণী দোলত নিরখই ঐছন ভান রে।
জনু অঙ্গবহাটক পাঁতি করগহি লিখন লিখ পাঁচ বাণ রে ॥
খনন থীর বহু সঘন সঞ্চরু মিলক মেঘল বার রে।
মদনরায় দোহাই কত কত সঘনজ সরস গাবরে ॥
[১৩১খ বয়নি অরুণ অবশ মানিএ কেলি নহ অবসান রে।
রসিক যদুপতি রমণী রাধা সিংহভূপতি ভান রে ॥

॥ ধানসী রাগ পরিমিত তালো ॥

মদন সোহাগল শ্রমজলবিন্দু। মদন মতি লেই পূজল ইন্দু ॥
প্রিয়মুখ সমুখই চুম্বন তুজ। চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥
রতি বিপরীত বিলম্বিত হার। কনকলতা পরি দুবক ধার ॥
কিঙ্কিণী সবদ নিতম্বিত মাঝ। মদনবিজয়ী রণে বাজল বাজ ॥
বিগলিত চিকুর মান ধরু অঙ্গ। জনু যমুনা[১] জলে গঙ্গতরঙ্গ ॥
শুক বিদ্যাপতি ইহ রস জান। জনু ঝাপল জনু চপল সুঠাম ॥

॥ রাগিনী মল্লার গৌরতাল তদন্তে ছুটা ॥

রতি অবসানে বৈঠল শ্যাম সুন্দর পোছএ নিজ করে ঘাম।
জনু দ্বিজরাজ পোজএ বর কোকনদ পরাভব মানয়ে কাম ॥
অপরূপ নাগর প্রেম।
না জানিএ কি করব তৈছন দরিদ্র পাইএ ঘট ভরি হেম ॥
বিজনে মৃদুতর পবন করএ পুন চন্দন গাএ লাগাএ।
খপ্পুর কপ্পুরজুত পন্নে [illegible] সুশোভিত মুখভরি প্রচুর জোগাই ॥
ঐছন বহুবিধ করিএ সুসেবন পুনহি কৈয়ল শয়ন।
কহো রাধামোহন কব হব শুভদিন জবহু পাওব দরসন ॥

১ যামুন

॥ কেদার তাল পরিমিত ॥

আলসে সুতল দোহে মদন সয়ানে। উরে উরু দোহে দোহার বয়ানে বয়ানে ॥
[১৪০ক দোহুক উপরে দোহ দোহ শির রাখি। কনয়াজড়িত জেন মরকত পাঁতি ॥
রতিরসে পণ্ডিত নাগর কান। রতিরসে পরাভব ভেল পাঁচবাণ ॥
ষেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়। নরোত্তমদাস করু চামর ঢুলায় ॥

॥ বিভাস একতালি ॥

হেরি দোহে নিশি অবসান। তৈখনে তেজল সয়ান ॥
সব সহচরীগণ মেলি। কর কত কৌতুক কেলি ॥
মন্দিরে করত পয়ান। করে কর ধরি ধনি কান ॥
হেরি যহু দোহক বয়ান। কি করব তাক বাখান ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

চললহি মন্দিরে নৌতুন কিশোরী।
হেরইতে হরিমুখ অলস বিলোচন রতন চোরাওলি গোরি ॥
ঝামর বদনে ঘাম ঘন চুম্বনে প্রাতর ধূসর শশধরকাঁতি।
চম্পকমাল ললিত করে বারই পরিমলে লুবধ মধুকর পাঁতি ॥
বিগলিত বেশ সবহু খণ্ডিত নখপদমণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে চমকি তনু ঝাপই রস আবেশে চলু চলই না পারি ॥
লহু লহু হাঁসি সম্ভাসই সহচরী সচকিত লোচনে দশ দিশ চাই।
গোবিন্দদাস কহু গুরুজন জানিএ চলহু তরিতে ঘরে জাই ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

নিজগৃহ গমন করল ধনি রাই। দুরজন দরশন কোই না পাই ॥
রতিরসে বেশ নিভৃত সব কেল। আদরে গুরুজন সুমুখহি ভেল ॥
নিজগৃহ কাজ করল সমাধান। মিলল সখীসঙ্গে নিরজন ঠাম ॥
সখীগণ পুছই রজনী বিলাস। লাজে [১৪০খ মলিন কহে গোবিন্দদাস ॥

॥ অথ রসোদ্গার আরব্ধ তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥
॥ বিভাস তাল পরিমিত ॥

আরে মোর গৌরকিশোর। রজনীবিলাসরসে ভাবে বিভোর।
কহইতে গদগদ কহই না পার। নিরজনে বসিএ নয়ানে জলধার॥
প্রেম লালসে ঢলু অরুণ বয়ান। কহইতে রসরস বিরস বয়ান॥
চকিত নয়ানে পুনু চৌদিকে নেহারে। চতুর ভকতগণ পুছে বারেবারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না জায়। এ রাধামোহন পুনু গোরাগুণ গায়॥

॥ বিভাস কন্দর্প তালাভ্যাং ॥

কহ কহ সখী নিকুঞ্জমন্দিরে আজু কি হইল ধন্দ।
চপলে ঝাপল জনু জলধর নীলউৎপল চন্দ॥
ফণীমণিবর উগরে নিরখি সখিনি আনত গেল।
সুমেরুশিখরে সুরতবন্দিনী কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরি জতি কহু ঐছন সকল সোহে॥
না কর গোপন নিজ পরিজন ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কহে কৃপায় তাহার কোন জন ইহ গান॥

॥ বিভাস তাল পিরিতিবশ ॥

অজুক রজনী নিধুবনে আনি কয়ল বিনোদ রাস।
রসের সাওরে ডুবাওল মোরে ভুলল আপন বাস॥
সুনহ মরম সোই। ওই সে হামারি প্রাণের দোসর তেই সে তোহারে কই॥
তাহার সাধন বচন জতেক তাহা কি কহনে জায়।
রতি বিপরীত লাগিএ [১৪১ক নাগর ধরল আমার পায়॥
তাহার পিরিতিবশ জে হইঞা করুন তাহারি মত।
না জানিএ মুঞি তাহার সুখেতে আপনি হইল রত॥
মোর শ্রমজল হইঞা বিকল মোছএ আপন করে।
বিজন লইঞা আপুনি বিজই আমার ছরম ডরে॥

সে রসকাহিনী কহিতে আপুনি অবশ হইল অঙ্গ।
এ রাধামোহন দাসকি সুনিব সে সব প্রেমতরঙ্গ॥

॥ সুহই মেক তালাভ্যাং॥

কি কহব সে সখী কেলিবিলাস। বিপরীত সুরত নায়র অভিলাষ॥
মান রতন জব দূরে রহুঁ লাজ। অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
সুনইতে ঐছন লহুঁ লহুঁ ভাষ। দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রমজল বিন্দু মুখ সুন্দর জ্যোতি। কনক কমলে জৈছে ফুটি রহুঁ মোতি।
কুচযুগ কনক ধরাধর জানি। ভাঙ্গি পড়ল জানি পহুঁ দিল পাণি॥
ভনএ বিদ্যাপতি সুন বরনারী। নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥

॥ ভাটিআরি মেক তালাভ্যাং॥

সখি হে কি কব নাহিক ওর।
সপনক পরতেক কহই না পারই কি অতি নিকট কি দূর॥ ধ্রু॥
জড়িতলতাতলে তিমির সম্ভায়ল আন্তরে সুরধুনীধারা।
তরল তিমির শশী সুর গড়ায়ল চৌদিসে খসি পড় তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল ধরণী ডগমগ ডোল।
খরতর বেগ সমীরণ সকরুণ[১] চকোরীগণ করি বোল[২]॥
প্রলয়োপয়োধিজলে জনু ঝাপল ইহ নহ যুগ অবসান।
কো পরতিত কথা পাতে আওব কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

॥ [১৪১খ রাগ তালো যথা॥

বধূর প্রসঙ্গে অঙ্গ হইল অথির। দরসন লাগি নয়নে বহে নীর॥
জানিএ ধনির মন সহচরীগণ। চল চল বলে সভে রবির ভবন॥
সুনি হরষিত ধনি করি আয়োজন। ভানু আরাধনে তখন করিলা গমন॥
উপনীত হইল গিয়া সূর্যের মন্দিরে। জরতী আইল তথা দেখিবার তরে॥

॥ পট মঞ্জরী রাগৈক তাল্সি তালাভ্যাং॥

জটিলা আসিয়া তবে কহএ সভারে এবে পুরোহিত আনহ জাইয়া।

---
১ সকরু ২ বোলে

বাণী সুনি কুন্দলতা হৈলা অতি হরষিতা সেই ক্ষণে চলিলা ধাইআ ॥
দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা।
ধীর শান্ত কলেবর সাক্ষাৎ বিপ্রবেশ ধর কেহো নাহি লখিতে পারিলা ॥ ধ্রু ॥
আসি কুন্দলতা দেবী কহএ বিন্দারে ভাবি মাথুর দেশীয় গর্গ ছাত্র।
ব্রহ্মচর্য্য বেশ ধরে না দেখে অবলা করে আমার সাধন আইলা মাত্র ॥
সুনি সেই হর্ষমতী করএ প্রণতি স্তুতি ত্বরান্বিতা কহএ বধূরে।
এই বিপ্র বিজবর সুশীল সর্ব্বগুণাকর পৌরোহিত্যে বরহ ইহারে ॥
সুনি রাই হর্ষ হইয়া ধীরে ধীরে কহে জাইয়া এই মোর মিত্র পূজিবারে।
বিষ্ণুশর্ম্মে নামখ্যাত জগৎ মঙ্গল গোত্র পৌরোহিত্য বরিনু[১] তোমারে ॥
তবে সেই বিপ্রবর কুশাগ্রে স্পর্শিয়া কর রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল।
নমো নমো মিত্রবরে এই মন্ত্র উচ্চারে অর্ঘ্য দিঞা পূজা সমাপিল ॥
তবে বিন্দা হর্ষ ভরে দক্ষিণা লইতে তারে পুন পুন যত্নেত সাধিল।
তেহো কহে কার্য্য নাই তোমা সভার প্রীত চাই এই মোর দক্ষিণা হইল ॥
তবে সেই তুষ্ট হইয়া [১৪২ক রতন মুদ্রা দিয়া কহে নিত্য করাবে পূজন।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত হৈলা রাইএরে লইয়া গেলা সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

মিত্র পূজাইয়া বিষ্ণুশর্ম্মা দ্বিজরাজ। বটুরে লইয়া সাধিলেন নিজ কাজ ॥
মুদ্রা সহিতে বটু নৈবেদ্য বান্ধিল। বিদায় হইয়া দুহে কাননে চলিল ॥
সখাগণ মাঝে কৃষ্ণ জাইবার তরে। ব্রাহ্মণের বেশ সব করিলেন দূরে ॥
চূড়া বান্ধি বেণু বাঁসি লএ নিজ হাথে। কৌতুকে মিলিলা সব সখার সহিতে ॥
বটুর অঞ্চলে বান্ধা নৈবেদ্য দেখিয়া। খোলএ রাখাল সব চৌদিগে ঘেরিয়া ॥
বলরামের ইঙ্গিতে সকল সখাগণ। নৈবেদ্য সহিত নিল তাহার বসন ॥
ক্রোধে শাপ পাড়ে বটু কৃষ্ণ করে মানা। তবে তারে বস্ত্র দিল করি বিড়ম্বনা ॥
কৃষ্ণ লইয়া সখাগণ নানা ক্রীড়া করে। অপরাহ্ন হৈল বলি মাধব ফুকারে ॥

॥ কামোদ রাগিণী ॥ সারঙ্গ তালো ॥

সুরজ আরাধি চললি সুধামুখী সখী সঞে গুরুজন সাঁথ।

---

১ করিনু

কতছলে ফিরি ফিরি নিরখই সো মুখ ভালহি দেওল হাথ ॥
সজনি দরসনে না পূরল কাম।
জো মুখ দরসনে নিমিখ যন নিন্দই তাহে কি সহ ঘটি যাম ॥ ধ্রু ॥
ঝামর বয়ান নয়ন করু ছল ছল মন দুখে পাওল গেহ।
স্নান বেশবর জো কিছু বনাওল মনহি করই তছু দেহ ॥
খির সর লড্ডুক শিখী বিনি পালক নীর অশেষ বিশেষ।
রাধামোহন পহুঁ সবহুঁ সখা মেলি নিজ পুর করত প্রবেশ[১] ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

পুলক পুরিত প্রেমে গোরা নটরায়। [১৭২ক সগণ তরুণী ভাবে সুরধুনী জায় ॥
মধু পূর্ণিমার নিশি উজরল চন্দ্র। মলয় পবন তাহে বহে অতি মন্দ্র ॥
কর্পূরি চন্দন অঙ্গে মনোহর সাজে। পদের বিলাসে পায় করীবর লাজে ॥
বাম নয়নে চাহি বামপদ চলে। আগোরই বাম ভুজ নীল নিচোলে ॥
জাহ্নবী পুলিনে মঞ্জুল ফুলবন। উপনীত ভেল তহি গৌরমোহন ॥
কোকিল ভ্রমরাগণ পঞ্চম গায়। নরোত্তমদাস ভেল সরস হৃদয় ॥

॥ রাগিণী ভূপালি ॥ মেক তালাভ্যাং ॥ বাসন্তী রাস তত্র অভিসারিকা ॥

চাঁন্দবদনি ধনি করু অভিসার। নব নব রঙ্গিণী রসের পাথার ॥
মধুঋতু রজনী উজরলচন্দ্র। সুমলয় পবন বহএ মৃদুমন্দ ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ। অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ ॥
নূপুর চরণে বাজএ ঝুনু ঝুনু। মদনবিজয়ী[২] বাণ হাথে ফুল ধনু ॥
খিন্দা বিপিনে ভেটল শ্যাম রায়। কোকিল মধুকর পঞ্চম গায় ॥
ধনি মুখ হেরিএ মুগধ ভেল কান। বৈঠল তরুতলে দোহে একঠাম ॥
পূরল দুহুক মরম অভিলাষ। আনন্দে হেরল গোবিন্দদাস ॥

॥ বসন্ত রাগ তত্র গৌরচন্দ্র ॥

মধুঋতু যামিনী সুরধুনী তীর। উজোর সুধাকর মলয় সমীর।

---

১ প্রেবেস ২ মদনোবিজই

সহচর সঙ্গে গোরা নটরাজ। বিহরএ নিরুপম[1] কীর্তন মাঝ॥
খোল করতাল ধনি নটন হিল্লোল। ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ। নাচত গায়ত কতহু বিভঙ্গ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাস। নয়নানন্দ পহুঁ করএ বিলাস॥

[১৪৩ক কামোদ ॥ গোরতাল তদন্তে দশকোসি ॥

সরস বসন্ত সময় বন শোভন মোহন মোহিনী সঙ্গ।
অপরূপ রাস বিলসই নিমগন দুহু দুহুঁ অঙ্গহি অঙ্গ॥
দেখ সখি রাস বিলাস। কত কত জগু তগু সোঙারত কতহি রাগ পরকাস॥
যূথহি যূথ মিলি সব কামিনী যামিনী বিলসই ভাল।
নাচত রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী গাওত মদনগোপাল॥
বায়এ উপাঙ্গ ডম্ফ রস মণ্ডল কিঙ্কিণী কঙ্কণবোল।
বহুবিধ তাল মান ধরু করতলে দাস আনন্ত আনন্দহিল্লোল॥

॥ রাগিণী কেদার ॥ তালমেক তালি ॥

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি। কুহরে কোকিল বিহারকেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গ। রাই নাচত শ্যামর[2] সঙ্গ॥
দেখবি সখি কুঞ্জ মাঝ। শ্যাম নায়রি নায়র সাজ॥
বিবিধ জন্ত একই তান। গায়ত বায়ত খণ্ডমান॥
তা তা থ্রিমিকি থ্রিমিকি থ্রিমিকি মৃদঙ্গ। সরস পরস অঙ্গ অঙ্গ॥
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ। তাহে কতহুঁ নটন ভঙ্গ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ। অমিয়া অধিক বোলএ মিঠ॥
হিএ হিএ হার অলসে গোল। চরণে মঞ্জীর ঘুঘুর রোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাঁস। জ্ঞানদাস চিত্তবিলাস॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥ তত্র বসন্ত রাগ ॥ পরিমিত তালো ॥

নবদ্বীপে উদয় করিল দ্বিজরাজ।

---
১ নিরোপম ২ স্যামর

কলি তিমির ঘোর গোরাচান্দ উজল পারিষদগণ তার মাঝ ॥
কীর্তনে চরচর অঙ্গ ধূলি[1] ধূসর হানত ভাব তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি বোলত হরিহরি খেনেখেনে বহুই ত্রিভঙ্গে ॥
বামে প্রিয় গদাধর কান্ধের উপরে তাল সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি [১৪৩খ বৃন্দাবন[2] আকুল অনুক্ষণ ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥
আঁখি যুগ ঝর ঝর যেন নব জলধর দশন বিজরি যেন ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে কলিযুগ উদ্ধারিতে বরিখত হরিনাম ঘটা ॥

॥ ভাটিআরি ॥

বিন্দা বিপিনে বিহরই মাধবী মাধব একই সঙ্গিয়া।
দুহু঺ঁগুণ দুহু঺ঁজন গাওত সুললিত চলত নৃত্যগীত ভাতিয়া ॥ ধ্রু ॥
শ্রবণ যুগল কুণ্ডল সোহই চুম্বই মুখশশী ঘুরিয়া।
মত্ত কোকিল মুরলী[3] তাহে বাওত নাচত সখীগণ মাঁতিয়া ॥
তেজি মকরন্দ ধাই যেড়ল মুখর মধুকর পাঁতিয়া।
সকল সখীগণ কুসুম বরিখত আনন্দে ও রসে ভরিয়া।
দাস গোবিন্দ কবহি হেরব ও রস সাওরে অবগাইয়া ॥

। বসন্ত রাগ ॥ তাল পরিমিত ॥

মধুর মধুর গৌরকিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট ॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজল মধুর মধুর তান।
মধুর রসেতে মাতল ভকত গায়ত মধুর গান ॥
মধুর হেলন মধুর দোলন মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর মধুর মধুর ভাঁতি ॥
মধুর মধুর জিনি শশধর মধুর মধুর হাঁস।
পিরিতি আরতি চরিত মধুর মধুর মধুর ভাষ ॥
মধুর মধুর চরণ রাতুল মধুর রঙ্গীতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর বঞ্চিত শেখর রায় ॥

১ ধূলি ২ বিন্দাবনো ৩ মুরুলি

॥ রাগিনী বেহাগরা ॥ মেক তালাভ্যাং ॥

মধুঋতু মধুকর পাঁতি। মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুরা যুবতীগণ সঙ্গ। মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর জন্ত রসাল। মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতি ভঙ্গ। [১৪৪ক মধুর নটিনী নট রঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান। মধুর বিদ্যাপতি ভান।

॥ কল্যাণী রাগ ॥

ঋতুপতি রভি[১]রসিক রসরাজ। রসময় রাজ রভস রস মাঝ॥
রসবতী রমণী রতন ধনি রাই। রাসরসিক সহ রস অবগাই।
রঙ্গিণীগণ রস রঙ্গহি নটই। রনরনি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি রহি রাগ রচএ রসবন্ত। রতিরণ রাগে বিমল বসন্ত॥
রটংহি রবাব মহতী কপিলাস। রাধারমণ করু রাসবিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি করি ভান। রূপনারায়ণ ভূপতি গান॥

॥ রাগিণী ॥ বেলআর ॥ তালাভ্যাং পরিমিত ॥

বাজত দিগি দিগি ধৈ দিমি দিমিয়া।
নটিতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি করে করু তাল প্রবন্ধ ধনিয়া॥
ডগমগ ডম্ফ দিমিকি দিমি মাদল। রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু মঞ্জীর বোল॥
কিঙ্কিনী রণরণি বলয়া কলয়া মণি নিধুবনে রাস উথল[২] উতরোল।
বীণা রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল সারি গমপধনি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘিটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গুরুজনি চারুন স্বর[৩]মণ্ডল একুবার।
শ্রমভরে গলিত ললিত কবরী জুত মালতী মাল বিথারল মতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণন বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি।

॥ রাগ তালো সমুচিত[৪] ॥

কীর্ত্তন বিলাসে নাচে গৌর বিশ্বম্ভর। সভা আলিঙ্গএ পহুঁ হইআ বিভোর॥

---

১ রাতি ২ ওথল ৩ সর ৪ সমচিত

তাহ দেখি গদাধর পুরব স্মরিএ[১]। রাধিকার ভাব জৈছে হৃদএ ধরিএ॥
[১৪৪খ মণ্ডলী ছাড়িএ গদাই চলু স্থানান্তর। তারে না দেখিএ পহুঁ বিরস অন্তর॥
কান্দেরে গৌরাঙ্গ রায় ভূমে লোটাইএ। গদাধর বলে কান্দে দুআঁখি মুদিএ॥
এখনি আছিলা গদাই কীর্ত্তন মাঝারে। প্রেমেতে বিভোর হএ হারাইলাম হেলে॥
বুঝি কোন[২] অভিমানে হইএ বিমন। মোরে উপেখিএ সেই করিল গমন॥
ইতস্তত ভ্রমে কাঁহা গদাই না পাইএ। বাহির হইলা গোরা গদাই বলিএ॥
কোথা গেল গদাধর প্রাণের স্বরূপ। তারে না দেখিআ মোর ফাটি জায় বুক॥
গদাধর বলি গোরা জায় ধায়া ধাই। বাসু ঘোষ কহে আগে পাইবে গদাই॥

॥ রাগিণী॥ ভূপালী তালি তালাভ্যাং যেক॥

রাস বিলাসে মুগধ নটরাজ। যূথহি যূথ রমণীগণ মাঝ॥
চুম্বএ রমএ সবহুঁ সমভাব। হেরই সুবদনী ভেল বিভাব॥
কোপে কমলমুখী করল পয়ান। বৈঠল তিমিরকুঞ্জে করি মান॥
মণ্ডলী ছোড়ি রাই জব গেল। হেরি নাগরবর চমকিত ভেল॥
আকুল গোকুল বল্লভ কান। ছোড়ি সব রঙ্গিণী করল পয়ান॥
বিলপই মনমথ ভাবে ভই খিন। ঢুরিহি সবহুঁ কুঞ্জে মতিহীন॥
রাই না পাই জাএ কুঞ্জে। রোয়ত জৈছন মধুকর গুঞ্জে॥
কাঁহা গেও বিধুমুখী কহি পুনু রোয়। পুনু কিএ সো ধনি মিলিব মোয়॥
বিলপই রোয়ই সো রস রঙ্গিয়া। আকুল উদ্ধব দাসক সঙ্গিয়া॥

॥ গুঞ্জরী রাগেণ গীয়তে॥

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূ নিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপিন বারিতাতিভয়েন॥
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব। ধ্রু॥
[১৪৫ কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সাচিরং বিরহেন।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গ্রহেণ[৩]॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিল ভ্রূ কোপভরেণ।

১ স্মরিএ ২ কুম্ন ৩ কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গ্রহেণ

শোনপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥
তামহং হৃদিসঙ্গতামনিশং ভৃসং রময়ামি।
কিং বনেদনুস্মরামি তামিহকিং বৃথা বিলপামি ॥
তন্বি খিনমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মিকুতো গতাসি ন তেন তেহ নুনয়ামি ॥
দৃশ্যসে পুরতো গতা গতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভনং দদাসি ॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরী দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥
বর্ণিতং জয়দেব কেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

হেনই সময়এ এক সখী। নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই দেখি ॥
কহে হাসি বিনোদ নাগরে। দেখ রাই কুঞ্জের ভিতরে ॥
সুনিয়া চমকি উঠি কান। সখী সঙ্গে করল পয়ান ॥
জাহা বসি রাধিকা সুন্দরী। সম্মুখে কহএ কর জোড়ি ॥
খেম ধনি মঝু অপরাধ। হেন প্রেমে না করহ বাদ ॥
হাম তুয়া অনুগত কান। কাহে করসি মুঝে মান ॥
এত কহি চরণে ধরিএ। সাধএ অবনী লোটাইএ ॥
কাতর দেখিএ ধনি রাই। করে কর ধরে মুখ চাই ॥
দূরে গেও মানিনী মান। এ যদুনন্দন গুণ গান ॥

রাই হেরল জব সো মুখ ইন্দু। উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু ॥
মান জনিত দুঃখ সব দূরে গেল। দুহুঁ মুখ দরসনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ। আনন্দ [১৪৫খ মগন ভেল দেখি দুই জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোহার কেলিবিলাস। দূরহু দূরে রহুঁ নরোত্তমদাস ॥

॥ রাগিণী বিহাগড়া তাল যথা ॥

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল পরিমল বকুল[1] রসাল।

---
১ বকুল

রসের পসার পসারল রসবতী রস গাহক মদনগোপাল ॥
বৃন্দাবনে কেলি কলানিধি কান।
হাস বিলাস গমন দিঠি মন্থর হেরি মুরছি পাচবান ॥ ধ্রু ॥
নব যুবরাজ পরসি তরুণীমণি[১] পোছই থোরকি বাত।
তরল নয়ান হাঁসিহাঁসি মুরই ঠেলহি হাথহি হাথ ॥
দুহু রস ভোর ওর নাহি পাইএ রস চাখই মদন দুলাল[২]।
দাস অনন্ত কহো ইহো রসো কৌতুক তরুকুল বলে ভালি ভাল ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

বৃন্দাবন রম্যস্থান কোটী চিন্তামণিধাম রতন মন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দী জলে রাজহংস কেলি করে কনক কমল উৎপল ॥
তার মধ্যে হেম পৃষ্ঠ অষ্টদলে বেষ্টিত অষ্ট সখী প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসন বসিআছে দুইজন শ্যাম গোরি সুন্দরী রাধিকা ॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি অমিয়া পড়িছে খসি হাস পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যানন্দ সুখময়[৩] কৃপাকরি রাখহ চরণে ॥

॥ রাগিণী কেদার ॥

রজনী উজাগরি নাগর নাগরী আখি মিলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয় রসভরে শ্যাম নাগর কোরে অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে ॥
দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম নাগর কোড়ে সুনিয়া রহল ধনি কানু নেহারে [১৪৬ক মুখ চাঁন্দে ॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তল ভালে লাগিয়াছে সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।
ফুয়ল কবরী আধ বেন পাটের জাদ বিবর খসল কর বামে ॥
নীলবাস ভীণী অঙ্গে লাগিয়াছে শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
জৈছে চাঁন্দের কলা মেঘে গরাসল নিরখই গোবিন্দদাস ॥

॥ রাগিণী ললিত ॥

দেখ সখি গৌরী সুতল শ্যাম কোর।

---

১ মুণি ২ দালাল ৩ সুকময়

লাগল নীল রতন কিয়া কাঞ্চন কুবলয় চম্পক জোড় ॥
গোরি সুনাগরী অধরে অধর ধরি ঘুমায়ল বিদগধ চোর ।
কমলা কমলে অলি মাতি রহল জনু হিমকর শ্যাম চকোর ॥
পীন পয়োধর অঙ্গ মনোহর রাতুল করযুগ সাজ ।
উলটি কমল[১] বিক কিএ ঝাপল কনয়া ধরাধর রাজ ॥
নাগরী গুরু উরে নাগর বেড়ল নাগরী ভুজ বেড়ি অঙ্গ ।
জলদে বিজুরি জৈছে বেড়ল দুহুঁ তনু গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দে ॥
চমকি কহত শুকসারিক জোড় ।
কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর মরকত কাঞ্চন গোর[২] ॥

॥ রাগিণী রামকেলি ॥

হিমকর মলিন নলিনী[৩]গণ হাঁসই অরুণ কিরণ হেরি থোর ।
কোকিল বোলে ভ্রমরগণ আকুল তেজত কুমুদিনী কোর ॥
কৈছে ঘুমাওল যুগল কিশোর ।
কিএ কুসুম করতুনু সুন ভেল কিয়া দোহে রতি রসে ভোর ॥
সহচরী ছোড়ি মন্দিরে জনু জায়ত জাগহি সুন্দরী রাধে ।
গোবিন্দদাস পহুঁ সুনইতে কাতর কোন কয়ল রস বাধে ॥

॥ ললিত পদং ॥

পদাউধ[৪] কাক কোকিল ডাক জাগিলে যামিনী শেষ ।
তুরিতে [১৪৮খ নাগর গেলা নিজ ঘর বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ ॥
অবশ আলিসে ঠেসান বালিসে ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
বসন ভূষণ হয়েছে বদল তখনি উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী সাসুড়ি ননদি মিছা তোলে পরিবাদ ।
জানিলে এখন হইবে কেমন বড় দেখি পরমাদ ॥
চণ্ডীদাসে কহে সুন লোঁ সুন্দরী তুমি সে বড়ুয়ার বহু ।
শ্যামের মোহন গুণের কারণ লখিতে নারিবে কেহুঁ ॥

১ কোমল ২ গোরি ৩ নলিন ৪ পদউধ

॥ পুনশ্চ রাসাদৌ অভিসারিকা ॥ তদ্ভাবাক্রান্ত মহাপ্রভু ॥ মাউর ॥

কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কলেবর চাহনি কুটিল সুধীর।
অতি সুখ বসনহি আবৃত সব তনু জাওত সুরধুনী তীর॥
সজনি গৌরাঙ্গ লখিতে না পারি।
চাঁদ কিরণ জনু ঝৈছে গোরি জ্যোতি[1] গজগতি চলু অনুবার ॥ ধ্রু ॥
নারীক ঝৈছন বাম চরণ আও ঐছন করত সঞ্চার।
তৈছন ভাবক রীতি[2] অন্তর কছু নাহি বুঝিতে পার॥
চকিত বিলোকনে চাহই দশদিগ অলখিত ঝিজ মুখ হাস।
সোপহুঁ চরণ স্মরণ কিএ পাওব ইহ রাধামোহন দাস॥

॥ তুপালি ॥

কাজর রুচিহর নয়ন বিশালা। তহুপর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসঞে ঝৈছন চোর। নিসবদ পথগতি চলনহে থোর॥
উনমতি চিত অতি আরতি বিথার। গুরুয়া নিতম্বিনী জৈবন ভার॥
কমলিনী মাঝ খিনে উচ কুচ জোর। ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোড়া। নব অনুরাগিণী ভাবে বিভোরা॥
অঙ্গক অভরণ [১৪৭ক বাস যে ভারা। নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হারা॥
নীলকমল উপেখলি রামা। মন্থর গতি চলু ধরি সখী বামা॥
জতনহি নিয়রু নগর তুরন্তা। শেখর অভরণ ভেল বহুন্তা॥

চলিতে না পারে জৈবনের ভরে। ধাধসে ধরলি সখীর করে॥
নবীন কামিনী কনকলতা। এ তিন ভুবনে তুলনা কোথা॥
সত্বরে[3] সবলি ধায়লি রাই। নিভৃত নিকুঞ্জে পশিলা জাই॥
কনক চাঁপার কুঞ্জের মাঝ। বিন্দা করল বিবিধ সাজ॥
বিনোদ বিছানা বিনোদ বন। দেখিতে শীতল হইল মন॥
রাধিকা বসিলা ফুলের মূলে। বিশাখা তুলিয়া দিয়ল চুলে॥
খলিত ভূষণ পরিল বালা। ললিতা দেওল গাঁথিয়া মালা॥
কোকিলা গায়ত মধুর গীত। তরল করল ধনির চিত॥

---

১ জোতি ২ রিতি ৩ সত্তরে

উন্মত্ত মদনে মাতল মন। চৌদিশে বেঢ়ল সখীরগণ॥
পরান পিয়ারে না দেখি বনে। আনল উছিলি উঠিছে মনে॥
কহএ শিখর সুনই রাই। নাগর বারতা বুঝিতে জাই॥

॥ রাগ ভাসো যথা ॥

জানল ঘর পর নিন্দ ভেল ভোর। সেজ তেজি উঠি নন্দকিশোর॥
সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি। অবধি না ছুটল উঠল রাতি॥
জলধর রুচি হর শ্যামরু[১] কাঁতি। যুবতী মোহন বেশ ধরু কত ভাঁতি॥
ধনি অনুরাগিণী জানি সুজান। ঘোর আন্ধিয়ারে তব করল পয়ান॥
পরনারী পিরিতিক ঐছন রীত। চলিল নিভৃত পথে না মানল ভীত॥
কুসুমিত কানন কালিন্দী তীর। তাহা চলি আওলি গোকুল বীর॥
শিখর পহু [১৪৭খ পর মিলল জাই। আনলি নাগর ভেঠলি রাই॥

॥ রাগিণী কেদার। তাল একতালা ॥

অপরূপ রাধামাধব মেল। দুহুঁ দোহা দরসনে উলসিত ভেল॥
আনন্দে অমিয়া সাগরে ডুবে গেলি। কো কহু দুহুঁজন নিরুপম কেলি॥
দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে[২] পূরল পুলকে দুহুঁ তনু।
চৌদিকে সখীর ঠাঠ জৈছন চাঁন্দের হাট তার মাঝে শোভে রাধাকানু॥
দোহার রূপের ফান্দে মদন পড়িয়া কান্দে সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোহার মুখের বাণী অমিয়া অধিক সুনি সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥
দোহার মাধুরী গুণে উলসিত সখীগণে নানা ফুলে দোহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বুল লঞা বিশাখিকা দোহারে জোগায়॥
ললিতা ইঙ্গিত পেএ রাইল মালিনী লঞে বিনি সুতে গাঁথি ফুল হার।
দেয় মালা দোহার গলে হিয়ার উপরে দোলে দেখি আঁখি শীতল সভার॥
শেখর মধুর করি কহে কথা ধিরি ধিরি কানন শোভন[৩] দেখিবারে।
সুনিয়া চতুর কান মনে করি অনুমান উঠিলা ধনির ধরি করে॥

১ শ্যামরু ২ শুকে ৩ সুভন

॥ তথা রাগ তালো যথা ॥

বিনোদিনী বিনোদ নাগর বর কান। সখী সঙ্গে রঙ্গে করল পয়ান॥
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোভিয়াছে ভাল। দুহুঁরূপে দশ দিগ করিআছে আল॥
নবীন যৌবনি সব চলে দুই পাসে। বনের মাধুরী দেখি হাস পরিহাসে॥
জাতী যুথী মল্লিকা মালতী নাগেশ্বর। [১৪৮ক কদম্ব বকুল সে চম্পক মনোহর॥
তমাল মাধবী বন অতি ঘোরতর। অশোক কিংশুক দোলা দেখিতে সুন্দর॥
বৃন্দাবনে ফল ফুলে আছেত ভরিয়া। মাধব মাধবী ভ্রমে সগণ লইয়া॥
ফুল বন শোভা দোহে দেখি কতক্ষণে॥
ফল বন দেখিবারে করিলা গমনে॥
আম জাম বিল্ব পিআলু গুবাক নারিকেল। বাদাম ছোহরা নেবু কপিত্থ সকল।
কোঙলা পিয়াল আর পনস খর্জ্জুর। দ্রাক্ষা দাড়িম্ব আম্রাতক সুমধুর॥
তাল কুল কলা আদি জতেক কানন। বেদি প্রফুল্লিত দোহে করএ ভ্রমণ॥
চন্দ্রসালাতে গেলা নাগরী নাগর। সে বনে বিবিধ জন্তু আনলো শেখর॥

॥ রাস বিলাস ॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥ কেদার রাগিণী ॥ তালাভ্যাং ॥

সহচর সঙ্গে গোরা নটরাজ। বিহরএ নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
সুরধুনী তীরে পুলিন মনোহর। গৌরচন্দ্র চরি গদাধর কর॥
কত জত জন্তু সুমেলি করিয়া। বায়এ করতাল তাল ধরিয়া॥
গাওত সুমধুর রাগ রসাল। হেরি হরসিত কেহ কহে ভাল ভাল॥
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি। রায়শেখর কহে জাও বলিহারি॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ কুটিল নয়নে নয়নে কত লুভাঙ অঙ্গ ভঙ্গিম সোহিনী।
ললিতা ললিত ধরত তাল মোহিত মদনমোহনলাল
কহতহি অতি ভাল ভাল রাধা গুণশালিনী॥
তরুণীগণ একুই ভেলি সকল জন্তু করএ মেলি
মুরলি [১৪৮খ খুরলি দেওত কান জমকি রাগ মানিনী।
মত্ত কোকিল গাওএ মধুর অলিকুল তাহে অতি সুস্বর

মুরুলির ধ্বনি অতি পরজনী নাচত মণ্ডুর মাঁতিয়া।
বৃন্দাবন সুখদ ধাম তহি বিহরই রাই শ্যাম
তরুণীগণ বিমল বদন গাওত কত ভাঁতিয়া।
ফুলে অনিল বহই ধীর ফুলি চলএ যমুনা নীর
ফুলি কানন ফুল মদন ফুলি রজনী সোহনী।
ললিত মধুর কহই বাত কান নাচএ রাইক সাথ
অঙ্গ ভঙ্গ সরস অঙ্গ কহত শেখর ওছনি॥

॥ রাগিণী কেদার তাল দোতালি॥

নটহি নটবর রাসমণ্ডল রমণী মণ্ডলী মাঝারে।
হেম করিন করিন নিকর অন্তর বিহরে কুঞ্জররাজরে॥
কনয় কিঙ্কিণী ঝনর ঝননন রতন মঞ্জীর বোলরে।
দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি তাল তাণ্ডব রাস রসে মন ভোররে॥
গোরি গোপিনি বাহু সুবলিনী শ্যাম তরুণ তমালরে।
ঐছে যমুনাক মাঝে বিহরই কনকময় মিলালোরে॥
সুভগ আনন ঘামময় কন মুদিত মনসিজ[১] অঙ্গ রে।
দাস অনন্ত কহে এরূপ বরনি নহে রাখরে কত কত অঙ্গরে॥

॥ রাগিণী সঙ্করাভরণ॥ পরতাল তদস্তে মেক তালাত্যাং॥

মধুর বৃন্দাবনে নাচত কিশোরী কিশোর।
দোহু অঙ্গ হেলা হেলি দোহে দোহা মুখ হেরি দুহু রসে দোহ ভেল ভোর॥
শিরে শিখণ্ডী বেণী মত্ত ময়ূর[২] ফণী উরে লম্বিত বনমাল।
চৌদিগে ব্রজবধূ পঞ্চম গাওত আনন্দে দেই করতাল॥
দোলত [১৪৯ক কুণ্ডল নীলপীত অঞ্চল নূপুর কিঙ্কিনী বোল।
ডম্ফ রবাব খমক স্বরমণ্ডল দশদিশ ভাবে অবশ দুহুঁ ভেল॥

॥ রাগিণী বিহাগড়া তাল দোতালি॥

নীরজনয়নী নিত্য নবীন মধুর মদনমোহনমোহিনী মধুর বাওত তাল।

---
১ মনোসিজ ২ মণ্ডর

ঝঙ্কত ঝঙ্কত ঝনন ঝঙ্ক চলত প্রেমহিলোল।
চোঙকি চলত ধনি উলসিত মেদিনী[1] সুরকুল হেরিয়া বিভোর।
কহ মাধবদাস পূরল মনআশ হেরি হেরি যুগলকিশোর॥

॥ জলক্রীড়া রাগিণী কামোদ তাল দশকোশি ॥

সকল কলারস সাগর নাগর নাগরী মুখশশী চাহ।
কেলিবিলাস চরম ঘরমাইত কালিন্দী করু অবগাহ॥
নীলবসন তনু নীরনিসেকেত বেকত হোত প্রতি[2] অঙ্গ।
তুরি নলিনীদল ধনি কুচমণ্ডলে ধরু কিএ কনক অনঙ্গ॥
সো অব নখর শিখর হরিকারণ মনসিজ ভেল উদাস।
ভহি পুন ভূজযুগ পাস পসারল কহ ঘনশ্যামরু দাস॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

নাহি উঠল দোহে মোছল অঙ্গ। পহিরল কোমল বসন সুরঙ্গ॥
রতনমন্দিরে মাহা দোই জন গেল। বহু উপহার ফল ভোজন কেল॥
তাম্বুল খাই শয়ন করু তাই। ঘুমল নাগর নাগরী রাই॥
অপরূপ নিতি নিতি ঐছন কেলি। মাধব হেরইতে আনন্দ ভেলি॥

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ছুটতাল ॥

ভরি নাগর কোর। বিলসই রাই সুখে নাহি ওর॥
ধনি রঙ্গিণী রাই। বিলসএ হরি সঙ্গে রস অবগাই॥
হরি মানস সাধা। বিলসই শ্যাম [১৪৯খ পরাজয় রাধা॥
হরি সুন্দর মুখে। তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥
দুহু* গুণ গায়। এক মুরলির রন্ধ্রে দুজন বাজায়॥
ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভূলল গরবে কানু করি কোর॥
কেহু কহু মৃদুভাস। নাগরী পরশে অবশ পীতবাস॥
কেহু কাড়ি লয় বেণু। রাসরসে আজু ভূলল কানু॥

---
১ মেদনি ২ প্রিতি

॥ রাগিণী বেহাগড়া তাল একং ॥

হরি কোড়ে হরিণীনয়নী ভব সোপই সখীগণ চল আন ঠাম।
অবসরে ধনি কর ধরি নবনাগর মিনতি করএ অনুপাম॥
হরিণীনয়নী ধনি বামা। কানুক সরসে পরস সম্ভাষণে মেটল লাজকো ধামা॥
সুখদ সেজপর নাগরী নাগর বৈঠল নবরতি সাধে।
প্রতি অঙ্গ চুম্বনে রস অনুমোদনে থরহরি কাঁপএ রাধে॥
মদনসিংহাসনে করলি আরোহণ মোহন রসিক সুজান।
ভয়পর ভোরল অলপে সমাধল রাখল সকল সোমান॥
কহ কবিশেখর শুরুয়া ভোখা ভর করু জনু থোর আহার।
ঐছন দুহুঁজন ভলপই পুনুপুনু উপজল অধিক বিকার॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

পুনু হরি নাগরী চুম্বই বেরিবেরি অধরসুধা করু পান।
মদন মহাবেদী উছলি উছলি পড়ু বুঝলু নাগর কান॥
উচকুচ কলস পরস করি নাগর ভাসই জৈবনি বানে।
নব রতিসুখে সুখ জনু ভাবই নাহো মিনতি নাহি মানে॥
কপট রুই ধনি পিয়া কর বারই করে কুচ রহল ছাপাই।
বিথরল কেশ বেশ নীবিবন্ধন উরু মুড়ি অঙ্গ চাপাই॥
বিকট কপট দিব করি বরনাগর নাগরি কোড়ে [১৫০ক বসাই।
ঘন কুচ হানল দৃঢ়[1] পরিরম্ভণ কপট মুরুছে ধনি রাই॥
সুরত সময় বেশে কান মন মাতল কমলিনী কাতর বালা।
সব অঙ্গ শিথিল স্বেদজলে তিতিল মরদিত চম্পকমালা॥
ধনি হেরি নাগর পড়লহি ফাঁপর ছোড়ল কেলিবিলাস।
কহ কবিশেখর কানু ভেল কাতর চীরহি করোতো বাতাস॥

॥ রাগিণী ধানশী মণ্ঠক তালো ॥

চীর পবনে ধনি শীতল ভেল। শরম ঘরম সব দূরহুঁ গেল॥

---
১ দিঢ়

বৈঠল দুহুজন সেজোক মাহ। তব অনুমানল রসিক সুনাহ ॥
রাইক ইহ স্মর কপট তরাস। বুঝিয়া রসিকবর লহু'লহু' হাস ॥
তহি পুন চুম্বই রাইক বয়ান। দুহু'জন সমরে হানল পাঁচবাণ ॥
পুনু বিলসএ দুহু' হেরইতে ধন্ধ। কহ কবিশেখর ইহ পরবন্ধ ॥

॥ রাগিণী ভৈরবী তাল দশকোশি ॥

রতিরসশ্রমজুত নাগর নাগরী মুখ ভরি তাম্বুল জোগায়।
মলয়জ পঙ্কম মৃগমদ কর্পূর মিলি তহি গাতো লাগায় ॥
অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম। নিজপ্রাণ কোটি দেই নিরমঞ্জই নহ তুল লাখবাণ হেম ॥
মনোরম মাল্য দোহ গলে অর্পই[১] বিজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধি সুশীতল করু জল অর্পণ জৈছে হোয়ত দেহু সাত ॥
দুহুক বচন পুনু মৃদু সম্ভাষই করি শ্রম করলহি দূর।
ইঙ্গিতে দুহু'জন করলহু শয়ন সবহু মনোরথ পুর ॥
কুসুমসেজে দুহু' নিদ্রিত হেরই সেবনপরাগণ সুখ।
রাধামোহনদাস কিয়া হেরব মিটব সবহু মনদুখ ॥

[১৫০খ ॥ নিদ্রাবিলাস তত্র গৌরচন্দ্র ॥

শেষরজনী মাহা সুতল শচীসুত ততহি ভাব ভেল ভোর।
সপন জাগর কিএ দুহু নাহি সমুঝিএ নয়নহি আনন্দলোর ॥
অনুমানে বুঝই রঙ্গ। জৈছন গোকুল কোরহি নাগর নাগরী শয়ন বিভঙ্গ ॥
বাম চরণ ভুজ পুনু আগরই জাতহি দক্ষিণ পাশে।
তৈছন বচন কহত পুনু আঁখি মুদি বদন রসাল সহাসে ॥
জাকর ভাবহি প্রকট নন্দসুত গৌরবরণ পরকাস।
সতত নবদ্বীপে সোই বিহরই কহ রাধামোহনদাস ॥

॥ রাগিণী বেলাবলি তাল প্রীতি মণ্টক ॥

অলসে আকুল ভেল রসবতী রাই। মদনমদালসে সুতলি জাই ॥

---

১ অপ্রই

কানু শয়ন করু রসবতী কোর। চাঁদ আগোরি জেন রহল চকোর ॥
দুহু শিরে দুহু ভুজ বয়ানে বয়ান। উরুল পটল দু নয়ানে নয়ান ॥
ঘুমি রহল তহি কিশোরা কিশোর। কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর ॥
সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান। নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান ॥
স্বেদ বিন্দু দেখি দুহুজন গায়। শেখর করতহি চামর বায় ॥

॥ রাগিণী কেদার ॥ তাল দশকোশি ॥

সুরত সমাপি সুতল বর নাগর পাণি রহল কুচ আপি।
কনক শম্ভু[১] জনু পুজকে পুজল নীল বস[ন][২] রহু ঝাঁপি ॥
মাধব কেলি বিলাসে। আরতি রতি রসে কোরে ঘুমায়ই পুনুপুনু সুরতকি আশে ॥
বদনে মিলাই রহল মুখমণ্ডল কমলে[৩] মিলএ জৈছে চন্দা।
ভ্রমর চকোর দোহে রভসে মিলাবই পিবই [১৫১ক অমিয়া মকরন্দ ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

রতি রসে অবশ অলস অতি পূর্ণিত সুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু লোভে ভ্রমর ভ্রমরী জনু ঝঙ্কর বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥
বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেড়ল জনু কনক লতাবলী দুহুঁরূপ অতি উজোর ॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী শ্যামরু কোড়ে ঘুমায়।
রতি রসে আলসে দুহু তনু চর চর প্রিয় সখী চামর ঢুলায় ॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত মন্দিরে দুহুজন পাস।
মন্দির নিকটে পদতলে সুতলি অনুচরী গোবিন্দদাস ॥

॥ রাগিণী ভৈরবী ॥ কন্দর্প তালো ॥

কুসুম সেজ পর কিশোরী কিশোর। ঘুমল দুহুজন হিএ হিএ জোর ॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ। উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ ॥

১ সম্ভু ২ সব ৩ কোমল

কুন্দনে কনকে জড়িত পিমমণি। নব মেঘে জড়াওল জেন সৌদামিনী॥
চাঁন্দে চাঁন্দে কমলে কমলে এক মেলি। চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঞি করু কেলি॥
শিখী কোড়ে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক। যমুনার জলে কিএ ডুবল কোক॥
অরুণে তিমির এক কোই নাহি ভাগ। কাম কামিনী এক কাম নাহি জাগ॥
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা। বিহি মিলায়ল বহু হইল মগনা॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল। জ্ঞানদাস কহ অদ্ভুত কেল॥

॥ রাগিণী ভৈরবী ॥ তাল পরিমিত ॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥

নিশি অবসানে শয়ন পর আলসে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
নিরুপম হেম জিনিয়া তনু মুখশশী মুদত কমল দিঠে সাজ॥
জয় জয় নদীয়ানাগর আনন্দ।
[১৫১খ সহজই বিম্বাধর তাহে শোভিত তাম্বুলরাগ সুছন্দ॥
বালিস পরশি আলিসে না সহ রহ তহি মন্দমন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর কেশ সেজপর বদনে মিসা মৃদু হাস॥
কোকিলা কপোত আদি রব সুনাইতে জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধবদাস বারি ঝারি লেই সুমুখে দেই জোগাই॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥

নিশি অবসানে বৃন্দাদেবী জাগল সকল সখীগণ মেলি।
নিভৃত নিকুঞ্জে দ্বার করি মোচন মন্দির মাহা চলি গেলি॥
রতন পালঙ্কে সুতি রহু দুহুজন অতিশয় আলস ভোর।
ঘন দামিনী কিএ মরকত কাঞ্চন ঐছন লহু লহু কোর॥
বিগলিত বেণী চারু শিখী চন্দ্রক টুটল মণিময় হার।
পহিরল বসন আধ ভেল বিচলিত চন্দন অভরণ ভার॥
অতি সুখ ভঙ্গ ভএ সব সখীগণ বিহিরে দেয়ই বর গারি।
এহু সুখ রজনী তুরিতে ভেল অবসান নিরদয় হৃদয় তোহারি॥
নিশি অবশেষে কমল আধ বিকশিত দশদিশি অরুণিম বন্ধ।
কৈছনে দুহুক জাগাওব রচইতে উদ্ধবদাস হিয়া ধন্ধ।

॥ রাগ ভালো যথা ॥

বনে বিসবদ সারি শুক[১] কুকরত ময়ূর ময়ূরী[২] ঘননাদ।
গুরুজন গমন সবহু মেলি ভাখই তবহি গণল পরমাদ ॥
বিদগধ নাগরী নাগর কান।
জাগিয়া শয়নহি দুহু উঠি বৈঠল করযুগে মোছই নয়ান ॥ ধ্রু ॥
রাইক বিচলিত বেশ বনায়ত নিকটহি জানি বিহান।
নয়নহি লোরহি শয়ন তেজাওই সঙরিতে গৃহ[৩] পয়ান ॥
রজনী প্রভাত জানি [১৫২ক হিয়া অতি চঞ্চল ভরমে বোদল ভেল বাস[৪]।
দুহুজন কুঞ্জ কুটির নেহারত সখী পাসে উদ্ধবদাস ॥

॥ রাগিণী ভৈরবী ॥

রজনীক শেষে অলস জুত দুহুঁজন বৈঠল কুসুমিত সেজে।
সকল সখীগণ চৌদিগে বেঢ়ল অঙ্গ অলস নাহি তেজে ॥
অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
স্থির বিজুরি সঞে জেন নব জলধর মোড়ই কতহুঁ বিভঙ্গ ॥
বদনহি আঁধ আঁধ বদনামৃত সুনাইতে শ্রবণ জুড়ায়।
রতন দীপ করে মঙ্গল আরতি ললিতা করতহি জায় ॥
আর সখী সময়োচিত রাগ রাগিণী সুস্বরে করতহি গান।
উদ্ধবদাস পাস রহি ইঙ্গিতে বাসিত বারি জোগান ॥

॥ রাগিণী ভৈরবী ॥

জয় জয় মঙ্গল আরতি দোহকি। শ্যাম গোরি ছোড়ি[৫] উঠত ঝলকি ॥
নবঘনে জেন স্থির বিজুরি বিরাজে। তহি মণি অভরন অঙ্গহি সাজে ॥
করে লেই দীপাবলি হেম থালি। আরতি করতহি ললিতা জালি ॥
সকল সখীগণ মঙ্গল গাওএ। কোই করতালি দেই কোই গাওএ ॥
কোই কোই সহচরী মনহি হরিষে। দুহুক উপরে কুসুম বরিখে ॥
ইহ রস কহতহি বলদেব দাসে। দুহু রূপ অপরূপ হেরইতে আশে ॥

১ সুখ ২ মউর মঙরি ৩ গ্রহ ৪ বাষ ৫ ছবি

॥ রাগ ভালো যথা ॥

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর। জয় জয় করতহি সখীগণ ভোর॥
রতন প্রদীপ করে টলমল ভোর। নিরখিত শ্যাম বিধুমুখ মুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর। করু নিরমঞ্চন দুহু দুহু ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ ভুবন উজোর। নিরুপম যুগল মুরুতি বলি ওর॥
গাওত [১৫২খ শুক পিক নাচত মোর। চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ জন্ত ঘন ঘোর। শ্যামানন্দে আনন্দে বাজায়ত ভোর॥

॥ রাগিণী ললিত ॥

রাইক বেশ বনায়ত কান। কাজরে উজর করল নয়ান॥
চিবুকহি দেয়ল মৃগমদ রেখ। চরণ যুগলে করু জাবক রেখ॥
উরুপর কয়ল মুকুমকুম সাজ। সিন্দুর দেয়ল সিথিক মাঝ॥
তাম্বুল সাজি দেয়ল ধনি মুখে। হেরই শ্যামদাস মন সুখে॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে পদে পড়ু বারহি বার।
চরচর লোর চরকি পুন লোচনে নিজতনু নহ আপনার॥
সুন্দরীকোরে আগরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম জাওব দিনকর করত পয়ান॥
কানুক চিত স্থির করু সুন্দরী কুঞ্জক বাহির ভেল।
বসনহি ঝাপি অঙ্গ মণিমন্দির নিজমন্দিরে চলি গেল॥
রতনপালঙ্কপর বৈঠল সুন্দরী সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহাওল গুরুজন জাগল গোবিন্দদাস বলি জাই॥

॥ অথো ফুলদোল তৎ আদৌ অভিসারিকা॥ তত্র ভাবাবৃত গৌরচন্দ্র॥
রাগিণী কামোদ॥ গোর তালো জদয়েক তালো বৈ॥

নবনব পল্লব তরুকুল মঞ্জুল ঋতু[১]পতি বসন্ত উজোর।

১ ঋতু

ভাবিনীভাবে বিভাবিত অন্তর সোই রসে ভেল ভোর ॥
দেখ দেখ গৌরাঙ্গচরিত।
ঐছে নায়িকা রীত[১] বেশ বনাওত প্রতি অঙ্গে করই রচিত ॥
সহচরসঙ্গে রঙ্গে করু গমনহি গজপতি চলতহি ভাগে।
বামচরণ ঘন সঞ্চরু মন্থর [১৫৩ক দশদিশ হেরই নয়ানে ॥
সুরধুনীতীর নিকটহি ভেটল পারিষদগণ মেলি সঙ্গে।
রায়ক চিত না বুঝিয়া ও রস দোহিত দহন তরঙ্গে ॥

॥ কন্দর্প তালো রাগিণী সুহই ॥

সরস বসন্তে বহে মলয় পবন। নবীন পল্লবে মঞ্জুল তরুগণ ॥
পিকবর মধুপ মধুর গীত গায়। মিলইতে কানু ধনি সরস হৃদয় ॥
কৈছে মিলব ধনি করে অনুমান। দেবী পূজিব বলি দেওল যোসোন।
সখীসঙ্গে রঙ্গে তহি করু নানা বেশ। বিনোদ নোটন করি বান্ধল কেশ ॥
সহচরী সঙ্গে চলু বৃষভানুবালা। শশধর বেড়ি জনু হেমাম্ভের মালা ॥
মিলল রসময় রসময়ী রাই। দোহোঁ উলসিত ভেল আকুতি বাঢ়াহি।
মনমাহা কেলি তহি কতহুঁ উজোর। নরোত্তমদাস হেরি ভাবে বিভোর ॥

॥ সারঙ্গ রাগ ॥ তাল তাস পাহাড়ী[২] ॥

সময় জানি তব কাননদেবী। ইঙ্গিতে বনহু বসন্তহি সেবি ॥
গন্ধচূরন বহুঁ আনল তাহি। সব সখীগণ দেখি নেওল জাহি ॥
মণিময় কত কত পিচকারি আনি। পূরল কুঙ্কুম চন্দন পানি ॥
এক এক করি সব সহচরী গেল। শতশত গন্ধ কুসুম পুন দেল ॥
কুসুমক বারি ঝারি ভরি আনি। তাহে মিসাওল মৃগমদ পানি ॥
ভরি পিচকারি কানু তাহা গেল। হেরইতে মাধব হরসিত ভেল ॥

॥ বসন্ত রাগ তালধয়ং ॥

পিচকারি খেলা সভে আরম্ভ করিলা। বহুঁ গন্ধচূর্ণ বস্ত্র অঞ্চলে বান্ধিলা ॥

[১] রিত [২] পাহারি

কিঙ্কিণী শৃঙ্খলা দৃঢ়বন্ধ কৈলা। কাম উদ্দীপনা গান আরম্ভ করিলা ॥
সভে গন্ধচূর্ণ দেই কৃষ্ণের উপরে। পুষ্পের কন্দুক [১৫৩খ পণ কেহু কেহু ডারে ॥
মণিময় পিচকা[রি] ধরি সখীগণে। পুষ্পগন্ধজলে তাহা করিয়া পূরণে ॥
সভে মেলি সিঞ্চয়ে গোবিন্দকলেবর। সুবল মঙ্গল মধু কৃষ্ণসহচর ॥
খেলিতে খেলিতে সভে হইলা বিভোর। কহয়ে মাধব অতি সুমধুর বোল ॥

॥ বসন্ত রাগ তালত্রয়ং ॥

গোবিন্দের বামঅংশে পুষ্পধনু অবতংসে তাহাতে ঘটনা পুষ্পবাণ।
বামহস্তে পদ্মতলে মণি পিচকারি ধরে ভূষা পরে সোনি দশ বাণ ॥
সূক্ষ্ম শুক্লবাস পরে উর্ধ্বরন্ধ্রে বংশী ধরে পটুকা অঞ্চলে গন্ধচূর্ণ।
পিচকারি গন্ধজল উভারএ কান্তাপর সভা সিক্ত কৈল জায়া তূর্ণ ॥
আশ্চর্য যন্ত্রের[1] কথা সুন রসময়গাঁথা একমুখে নিকসয়ে ধারা।
বাহ্যে হয় শতধার আকাশে সহস্রাধার পড়িবার কালে লক্ষ ধারা ॥
কোটি ধারা হয়ে পড়ে কান্তাগণ উপরে সিঞ্চয়ে সভারে হেন মতে।
জত শিশি[2] ভরা গন্ধ চূর্ণ বহু পরবন্ধ তাহে কৃষ্ট ডারে পৃথিবীতে ॥
কুপি ভাঙ্গে গুণী পড়ে গোপাঙ্গনা অঙ্গভরে সেই গুণী হয়্যা লক্ষগুণ।
কুঙ্কুমের কর্ণা মাঝে মৃগমদ বিন্দু সাজে সভাকার অঙ্গে নহে উন ॥

॥ বসন্ত রাগ পরিমিত তালো ॥

সহচরীগণ করে ধরি পিচকারি। কানুঅঙ্গে দেই কুঙ্কুমবারি ॥
বহুবিধ গন্ধ চুরন করি লেল। শ্যামঅঙ্গে সব সখীগণ দেল ॥
অনঙ্গ তরঙ্গিম গায়ত গীত। বাওত ডম্ফ কানু মনোনীত ॥
কত কত রাগ তব করয়ে আলাপ। গন্ধহি দশদিগ সকল বেয়াপ ॥
সুবল সখা লেই নাগর কান। ঘন চুরন দেই সবহুঁ নয়ান ॥
সুবদনী হেরইতে গোকুল বীর। মৃগমদে সিঞ্চই [১৫৪ক সকল শরীর ॥
ঐছন নিতি নিতি করএ বিলাস। হেরি মাধব সুখসায়রে ভাস ॥

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
ঋতু[3] বসন্তে সকল প্রিয়গণ মেলি জহ্নুনিধিতীরে করু খেলা ॥

---
[1] যন্ত [2] সিসি [3] রিতু

একদিগে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ[1] দামোদর বাসু ঘোষ গোবিন্দাদি মেলি।
গৌরীদাস আদি করি চন্দনে পিচকারি ভরি গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি॥
স্বরূপ নিজগণ সাথে পিচকারি লয়া হাথে সঘনে মারয়ে গোরা গায়।
গৌরীদাস খেলা খেলি গৌরাঙ্গ জিতিল বলি করতালি দিয়া আগে ধায়॥
হাসিয়া স্বরূপ কয় হারিলা গৌরাঙ্গ রায় জিতিল আমার গদাধর।
করতালি দেয় কেহুঁ নাচে গায় উর্দ্ধবাহু এ দাস মোহন মনোহর॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

জত সহচরী লয়া পিচকারি বটুরে মণ্ডলে বেঢ়ি।
উভারএ ধারা শ্রাবণের পারা জেনহি বাদর করি॥
বিনোদিনী শ্যাম খেলে অনুপাম চন্দন গোলাপ ভরি।
সুগন্ধি চুরন দেই পুনপুন দোঁহে দোহা অঙ্গ ভারি॥
চতুরিম কান পুরিয়া সন্ধান মণি পিচকারি ধরি।
তাক করি মারে পীন পয়োধরে বেকত কাঁচলি কারি॥
অব দরসন বটুয়া মণ্ডল দিয়া নাচে কাঁকতালি।
হারি বলে বোল করে উচ্চরোল[2] জিতল জিতল বলি॥
পুনহি বসনে করি আবরণে রাধিকা কমলমুখী।
যূথসহ করি অষ্ট সহচরী বলে সহ সহ দেখি॥
ডারে পিচকারি চৌদিগেতে বেঢ়ি নয়নে গতি না ভেল।
সহিতে নারিয়া সুভল মিলিয়া বটুয়া পলাএ গেল॥
তবে কৃষ্ট পরে কত ধারা গেরে তাহার [১৫৪খ নাহিক ওর।
ঘন বলে ডাকি রাধ চন্দ্রামুখী শরণ[3] লইনু তোর॥
সুনি ইহ প্যারি সভারে নিবারি বন্ধুর সমুখে জাই।
দেই অঞ্চল মুখখানি মোছল কৃষ্ণদাস গুণ গাই॥

জতনে নাগরী লেই নাগরকোড়ে। মোছল প্রতি অঙ্গে আপনক চীরে॥
বহুত সেবনে শ্রম[4] করি দূরে। সভে মেলে পৈঠল কালিন্দীনীরে॥
জল সঞে খেলল কতহু তরঙ্গে। তীর উঠল সভে মোছল অঙ্গে॥

---

১ স্বরূপ ২ উচরোল ৩ স্মরণ ৪ শ্ররম

পহিরহি বাস চলতহি কুঞ্জে। কত উপহারই আনন্দে ভুঞ্জে॥
দুহুজনে নিরজনে করল শয়ান। মনমথ কেলি করল সমাধান॥
নিজগৃহ গমন করল আন ছলে। সঙ্কোচ না ভৈ মোহন বলে॥

অথ ফাগুখেলা তদুচিত[১] মহাপ্রভু॥ রাগিণী বসন্ত॥ তাল পরিমিত॥

ফাগুয়া সময় গোরার মনেতে পড়িএ। সহচরগণে সব কহেন ডাকিএ॥
খেলিব ফাগুয়া আজ জাহ্নবীর কূলে। সুনি ভক্তবৃন্দ[২] সব আনন্দ সকলে॥
কুমকুম চন্দন মিলি ভরি পিচকারি। সুরঙ্গ ফাগুয়া কেহু লেই থালিপুরি॥
সুরধুনীর তীরে সব আসীআ মিলিলা। কৃষ্টদাস কহে এই পূরুবের লীলা॥

॥ রাগ তালো যথা॥

রাধে বলে চল জাব শ্রীবৃন্দাবনে। খেলিব ফাগুয়া শ্যামনাগরের সনে॥
আবীর গোলাপ কেহু লেহ সঙ্গে ভরি। বৃন্দাবনে আনন্দে ভেটীব শ্রীহরি॥
হাসিয়া বলেন তখন প্রিয় সহচরী। কিনি বেশে কেমতে জাইবে গো কিশোরী॥
দুথারি মুকুতার মালা প্যারীর[৩] গলে দিল।
চন্দনের বিন্দু দিয়ে ইন্দু শোভা [১৫৫ক কৈল॥
নাসায় বেশর দিল শ্রবণে কুণ্ডল। মণি মতিহার গলে করে ঝলমল॥

॥ রাগ তালো যথা॥

ষড়ঋতু বৃন্দাবনে বসন্ত প্রকাশ। মধুকর কোকিল ডাকএ চারি[৪]পাশ॥
ফলফুলে প্রফুল্লিত[৫] জত তরুগণে। ফাগু সমরি সাজল নিধুবনে॥
আগুআনি হইল রাই ললিতার সাঁথে। জনে জনে সঙ্গিগণে ফুলধনু হাতে॥
কারু হাতে শর[৬] ধনু ফুলের গাড়ুয়া। খেলিতে লাগিলা রঙ্গে বিনোদ ফাগুয়া॥
ফাগু পিচকারি সখী হাতেতে লইয়া। বেড়িল নাগর শ্যাম জয় জয় দিয়া॥

॥ রাগ তালো যথা॥

মদনমঞ্জরী সখী হইল আগুআন। তার কর ধরি রাই করল পয়ান॥

১ তদচিৎ ২ ভক্তবিন্দ ৩ প্রেরির ৪ চারু ৫ প্রভল্লিত ৬ স্বর

জাইয়া যমুনার তীরে হইল সারিসারি গোবিন্দ বেড়িল গিয়া জত গোপনারী ॥
ভ্রুকতি করিয়া রাই সখীগণ সঙ্গে। সভে মারে ফাগুবাণ শ্যামচান্দের অঙ্গে ॥
চারিদিগে ফাগু ওড়ে[১] দেখিতে সুন্দর। বংশী কহে ফাগু খেলে কিশোরী কিশোর ॥

॥ বসন্ত রাগ তাল পরিমিত ॥

ফাগুআ খেলেরে গোরা নদিআ নগরে। যুবতীর চিৎ হরে নয়নের শরে[২] ॥
সহচর মেলি ফাগু মারে গোরাগায়। চন্দন পিচকারি লঞা কেহুঁ কেহুঁ ধায় ॥
নানা জন্ত সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস। গদাধর আদি সঙ্গে করিয়া বিলাস ॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস। বাসুদেব ঘোষ রসে করএ বিলাস।'

ফাগু খেলে বনমালী[৩] সখীগণ সঙ্গে। সভে মেলি ফাগুধূলি দেই শ্যাম অঙ্গে ॥
অঞ্জলি করিয়া ফাগু দেই গোপী ভাগে।
সুধামুখী বলে জেন [১৫৫খ নয়নে না লাগে ॥
লাল ফাগু অঙ্গ লাল বসনভূষণ। ফাগুধূলি উড়ি উড়ি ভেদিল গগন ॥
শ্যামলাল লাল আর বৃষভানুসুতা। কুঞ্জকুটির লাল নানা তরুলতা ॥
কোকিল কোকিলী লাল লাল শুকসারি। ভ্রমরা ভ্রমরী লাল ময়ুর ময়ূরী[৪] ॥
লাল বরণ হইল সকল বৃন্দাবনে। বংশী কহেন রূপ না দেখি নয়ানে ॥

ফাগু খেলে নানা রঙ্গে রাধা দামোদর। চৌদিগেতে সখী সব খেলাউ সর্বতর ॥
ললিতা বিশাখা দোহে ঠারিয়া দেখায়। নির্ঘাত করিয়া ফাগু মারে শ্যাম গায় ॥
রাধাকে কহএ শ্যাম কাতর হইয়া। রাধিকা ধিক্ক করি ফাগু মারে ফেলাইয়া ॥
না দেহ না দেহ ফাগু ক্ষেম সখীগণ। মিলিতে না পারি আখি সুনহ বচন ॥
নয়ান কচলে হাথে বাশি কক্ষে দাবলি[৪]। হাসি হাসি সুধামুখী লইল মুরলী[৫] ॥
ফাগুযুদ্ধে জরজর হইল শ্যাম অঙ্গ। প্রথম সমরেতে নাগর দিল ভঙ্গ ॥
বংশীদাস কহে পহুঁ রসিক নাগর। হারিলা গোপিনি ঠাই হইলা কাতর ॥

॥ রাগিণী যথা ॥

ফাগুশরে[৬] হারি শ্যাম পালাইলা দূরে। জাতেক গোপিনিগণ বেড়িলা নাগরে ॥

১ ওরে ২ ষরে ৩ বেনেমালি ৪ মউম মউরি ৫ মরালি ৬ সরে

বেঢ়িয়া কহিল কৃষ্ণে কি হবে উপায়। হারিলা রাধিকা ঠাই সুন শ্যামরায়॥
গোপীগণ বলে কৃষ্ণ সুনহ বচন। ভরমে খসায়া দাও[১] নিজ অভরণ॥
খসাও বিনোদ চূড়া দেহ পীতবাস। বনমালা[২] নিতে কেহু করে অভিলাষ॥
কোন গোপী নিতে চাহে জত অভরণ। কোন গোপী নিতে চাহে ও পীতবসন॥
কোন গোপী নিতে [চাহে] [১৫৬ক কঙ্কণ বলয়া।
করতালি দিয়া নাচে জতেক অবলা॥
সভে ভয় করে করে শ্যামচূড়ায়[৩] দিতে হাত।
আপুনি খসায়া দেহ সুন প্রাণনাথ॥
বংশী কহে সুন শ্যাম করি নিবেদন।
ভাঙ্গেন গৌরব জত নাগরালি পোন॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

নিবার গোপিকা রাই নিবার গোপীরে। জরজর হইল শ্যাম মোর ফাগুশরে[৪]॥
রাধার বদন হেরি হইল বিভোর। নীল বসন মাঝে লুকাইলে নাগর॥
একবার মোরে রাই দেহত ছাড়িয়া। শরণ লইলাম রাই কাতর হইয়া॥
এইবার রাখ মোরে সুন চন্দ্রামুখী। আইস রাই তব পায় শ্যামনাম লেখি॥
তোমা বিনে কেহু নাই এ তিন ভুবনে। বিনয় করি নিবারণ কর গোপীগণে॥
রাই বলে প্র[া]নাথ কি বলিব আর। রাধা আদি জত গোপী সকলি তোমার॥
জাতিকুল জীবন জৈবন গোপিকার। উ রাঙ্গা চরণ গোপী করিবারে সার॥
বংশীদাস কহে পহু বলিহারি জাই। রসিক নাগর তাহে বিদগধ রাই॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

ললিতা গো গাড়ুয়া ভরিয়া আন জল।
দোল পরিশ্রমে নন্দের নন্দনে সুখায়াছে বদন কমল[৫]॥
সুবাসিত[৬] নীরে গোপী অভিষেক[৭] করে পঞ্চগব্য[৮] তাহা মিসাইয়া।
শ্যামঅঙ্গে ঢালি জল করি কতো কোলাহল চৌদিগেতে জয় জয় দিয়া॥
রাই নীল সাড়ি দিয়া শ্যাম অঙ্গ মোছাইয়া অলকা তিলকা করি মানে।
করে ধরি রাধা নিল পীতবাস পরাইল বসাইল রত্নসিংহাসনে॥

---

১ দায় ২ বোনমালা ৩ চুড়ায় ৪ ঝরে ৫ কোমল ৬ সুভাসিত ৭ অভিসাখ ৮ গর্ব্ব

বিবিধ মিঠাই [১৫৬খ আর নানা দিব্য উপহার ভোজন করাইল যোড়শে[১]।
থালিপর জে রহিল ব্রজগোপী শেষ নিল নেহারই দীন বংশীদাসে॥

ইতি শ্রীপদমেরু গ্রন্থে শ্রীসংকীর্তন সঙ্গীতানুসারে রসপর্যায় গীত[২] সম্পূর্ণ॥
অথ হোরিখেলা॥ তত্বচিত[৩] শ্রীমহাপ্রভু॥

॥ বসন্ত রাগ। তাল পরিমিত॥

ফাগুরণরঙ্গ গোরার পড়ে গেল মনে। পুরুব আবেশে কহে সহচরগণে॥
চলো হোরি খেলিব জগন্নাথসনে। আবীর পিচকারি লহ ভরি সচন্দনে॥
স্বরূপ দামোদর পহুঁর সুনিয়া বচন। সুজত্ত ফাগুয়া নিল করিয়া জতন॥
পহুঁ সঙ্গে চলিল সকল ভক্তগণ। জগন্নাথ আগে গিয়া দিল দরসন॥
সহাসত কমল আঁখে উল্লাসিত মন। নরোত্তম বলে হোরি খেলহ এখন॥

॥ রাগ তালো পরিমিত॥

কি করব এ সখি মন্দির মাহ।
ইহ মধ্য যামিনী সব ব্রজকামিনী বিন্দাবিপিনহি জাহ॥
হোরি তরঙ্গেত রঙ্গেত শ্যামরু বিহরই কালিন্দীতীর।
স্মঙরি[৪] স্মঙরি মন রহই না পারই সব সখী ভেল বাহির॥
কানু সঙ্গে খেলল হোরি[৫]।
কেহু লহ গোলাপ চন্দন পিচকারি আবীরহি থারহি পুরি॥
ডম্ফ রবাব বীণা পাখআজ কতশত জন্ত রসাল।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী মেলি চলল ধনি জাহা সেই মদনগোপাল॥
মিলল কুঞ্জে পুঞ্জে সব গোপনারী নাগর সুমুখহি ভেল।
গোবিন্দদাস কহে কানু হরসিত যূথেযূথে পাত্তল খেল॥

॥ রাগিণী মাউর তাল তেউট॥

বৃন্দাবনে ধুম পড়ল রঙ্গ হোরি।
নৌতুন কিশোর ফাগু রঙ্গে রঙ্গিয়া রঙ্গিম নৌতুন কিশোরী॥
রাধাসঙ্গে সবহুঁ সখীগণ করে লেই ভরি পিচকারি।
সমুখহি শ্যাম [১৫৭ক সুন্দরী মুই হেরি হেরি পুন পুন দেয়ত ডারি॥

---

১ সোরসে ২ পর্য্যাংক্তিত ৩ তত্বচিৎ ৪ স্মঙরি ৫ হরি

সুবল সখাগণে রোখি শ্যাম পুন হেরি সুন্দর মুখ গোরি।
পিচকা রঙ্গে অঙ্গে ঘন বরিখত মুছত আখি মুখ মোড়ি॥
সহচর সহচরী মুটকী মুটকী ভরি বিবিধ গন্ধ রঙ্গ থোরি।
দেই জোগাই রাই শ্যামে খেলত উদ্ধবদাস মন ভোরি॥

॥ রাগ তালো যথা ॥ বসন্ত রাগ ॥

নীলাচলে কনকাচল গোরা। গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গ। পুলক কদম্ব করম্বিত অঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত গৌর তনু। প্রেমসুধাসিন্ধু মুরতি জনু॥
ফাগু অরুণ তনু অরু[ণ]হি চীর। অরুণ নয়ানে বহে অরুণহি নীর॥
কণ্ঠহি দোলত অরুণিত মাল। অরুণ ভকত সব গাওএ রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ। নয়ন দোলায়ত প্রেমতরঙ্গ॥
হেরি গদাধর লহুঁ লহুঁ হাস। সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস॥

॥ বসন্ত রাগ তাল পরিমিত ॥

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর। ফাগুরঙ্গে আজ হইআছে বিভোর॥
চুয়া চন্দন পিচকারি ভরি। শ্যামনাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি। রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে। নাগর খেলত রাইক সঙ্গে॥
বীণা রবাব মুরুজ[১] কপিনাস। বিবিধ জন্ত্র লেই করএ বিলাস॥
কোই কোই গায়ত নব নব তান। জ্ঞানদাস[২] হেরি জুড়ায় নয়ান॥

॥ রাগ তথা তাল পরিমিত ॥

খেলত ফাগু বৃন্দাবনচান্দ। ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছান্দ॥
সুন্দরীগণ করি মণ্ডলী মাঝ। রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী সাজ॥
[১৫৭খ আগু ফাগু দেই নাগরী নয়নে। অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে॥
চকিত চন্দমুখী সহচরী গহনে। ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে॥

১ মরুজ ২ গ্রানদাস

তরলনয়ানি তুরিতে এক জাই। কর সঞে কাড়ি মুরুলি লেই ধাই ॥
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল। হো হো হোরিত ঘন উতরোল ॥
অরুণ অরুণ তনু অরুণহি ধরণী। স্থলজলচর শোভে ভেল একবরণী ॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ। অরুণহৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ ॥

॥ রাগিণী মাউর ॥ তাল পরিমিত ॥

রঙ্গে হো হো হোরি। খেলত নৌতুন কিশোরী ॥
বাজত রবাব পাখআজ সখীগণ দেই করতালি।
কুঙ্কুম চন্দন আবীর উরত ঘন বরিখল জনু পিচকারি ॥
দুহুঁ দুঁহু খেলল সমর প্রবন্ধহি দুহুঁ পর দুহুঁ পর ভোরি।
জীতল জীতল ঘন সখীগণ গরজন সখীগণ ঘন রব জোড়ি ॥
খেনে খেনে স্থকিত বদন দুহুঁ নিরখত জৈছন চাঁন্দ চকোরী।
তহি শিবরামদাস মন আনন্দে হেরি হাসে থোরি থোরি ॥

॥ অথ মহাপ্রভু ॥

হোরি খেলত গোরা ত্রিদশের নাথ। জৈছে খেলল রাই কানুক সাঁথ ॥
সেই ভাব করে গোরা ভকতমাঝারে। আবীরে অরুণ অঙ্গ নিজ ছায়া হেরে ॥
নিজ ছায়া হেরি বলে শঠ বনমালী। মোরে উপেখিএ করে আন সনে কেলি ॥
মানে মলিন মুখ না কহএ বাত। পুন আনভাবে কহে করি জোড়হাত ॥
সহচর ভাব বুঝি করু আসোআস। সো নাহি সমুঝল নরোত্তমদাস ॥

বসন্ত রাগ ॥ তাল পরিমিত ॥

ঋতুপতি রাধামাধব সঙ্গ।
বিবিধ বিলাসে হোরি [১৫৮ক রসরঞ্জিত আবীরে অরুণ দোহুঁ অঙ্গ ॥
অরুণিত শ্যাম কোলে বড় দরপন রাইক প্রতিবিম্ব[১] লাগি।
ভরমহি আন রমণী মনে মানিয়ে মানিনী ভেল বিরাগী ॥
রসিক সুনাগর রাই বিমুখ হেরি মিনতি করত কর জোড়ি।

১ প্রিতিবিম্ব

পীত বসন গলে সাধই পদতলে রাই রহল মুখ মোড়ি ॥
প্রিয় সহচরী জত কতএ বুঝাঅত সুখ সঞে কাহে বিপরীত।
দ্বিজ হরিদাস কহত কাহে রোখলি প্রেমক ঐছে চরিত ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

এ ধনি মানিনী মান নিবারো।
আবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মুকুর পর নিজ প্রতিবিম্ব[1] নেহারো ॥
তুহুঁ একে রমণী শিরোমণি রসবতী[2] কোন ঐছে জগমাহো।
তোহারি সম্মুখে[3] শ্যাম সঞে বিলসব কৈছন রসনিরমাহ ॥
ঐছন সহচরী বচনে শ্রবণে সুনি ভরমে সরমে মুখ কোরি।
ঈষদ হাসি মনে মান তেয়াগিলু উলসিত দোহ দোহায় হেরি ॥
পুন সব জন মেলি করএ বিনোদ কেলি পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ হরিদাস আবীর জোগাঅত সকল সখীগণ সাথে ॥

॥ রাগিণী বসন্ত ॥ তাল পরিমিত ॥

ফাগু খেলত বরনাগর রায়। রাধা রঙ্গিণী বহুঁবিধ গায় ॥
হাসি হাসি সুন্দরী মনমথরঙ্গে। ফাগু লেই ডারই নাগর অঙ্গে ॥
রসে ধসধস তনু আধআধ হেরি। চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি ॥
চপল নাগর কুচ পরসল থোরি। চমকি চমকি মুখ রহলহি গোরি ॥
ফাগু দেওল হরি লোচনে জোড়। মদন ধনি দুহুঁ লোচন চকোর ॥
অধরই চুম্বন করু তব কান। গোবিন্দদাস দুহুক গুণ গান ॥

।১৫৮খ ॥ রাগ তালো যথা ॥

রাধাপ্যারি[4]সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মরকত অরুণ হেমযূথ ঐছন মুরতি রসাল ॥
অরুণাম্বর ধর সোহে কলেবর অরুণ মতি মণিমাল।
লটপট পাগ উপরে শিখীচন্দক ওঢ়নি রঙ্গ গুলাল ॥

---

১ পতিবিম্ব ২ রসমতি ৩ সম্মুখে ৪ পারি

দুহুঁ করে আবীর দুহুঁ অঙ্গে ডারত পিচকা রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনাপুলিন কুঞ্জবন অরুণিত যুবতীক জাল॥
অরুণিত তরুকুল অরুণ তরুফুল অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত সারি শুক শিখী কোকিল উদ্ধব ভনিত রসাল॥

॥ রাগিণী ধানসী তাল পরিমিত॥

খেলত রাধাশ্যাম রঙ্গ ভরি বৃন্দাবিপিন সমাজ।
চুয়া চন্দন বন্ধন কুঙ্কুম রঙ্গ মটুকি ভরি সাজ॥
বৈঠল শ্যাম সঙ্গে মধুমঙ্গল সুবল সখাদিক সঙ্গে।
বিশাখাদি সহচরী রাধা ললিতা পিচকারি দেই রঙ্গে॥
কানুক পিচকারি জব বরিখত এতকহি শতশত ধারে।
সহচরী মেলি রাই জব ডারত কতকত শতশত একবারে॥
বহুঁবিধ রঙ্গ অঙ্গ সব ভিগত আচরে মুছত মুখ।
জীতনু ভাবি[১] হাসি দেই করতালি খেনেখেনে বাড়ত সুখ॥
গাওত বাওত আবীর উড়াওত কোই নাচত মনরঙ্গে।
ডম্ফ রবাব সবহুঁ মে সুলভ[২] উদ্ধবদাস তছু সঙ্গে॥

॥ রাগিণী বসন্ত ॥ তাল পরিমিত॥

বিহরতি সহ রাধিকায়া রঙ্গী। মধু মধুরে বৃন্দাবন রোধসি হরিরিহ ঈষত রঙ্গী॥
বিকিরতি যন্ত্রেরিত মঘবৈরিনি রাধা কুঙ্কুমপঙ্কম।
দয়িতা ময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদ বসরাশিভিরবি শঙ্কম॥
ক্ষিপতিমিথো যুব মিথুনমিদং নবমরুণতর পটবাসম্॥
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভি জল্পতি [১৫৮খ] [১৫৯ক কল্পয়দ তনুবিলাসং॥
সুবলো রণয়তি ঘনকরতালীং জীতবানতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতন বল্লভ মজয়ত পশ্যম্ শালি॥

---

১ ভাসি ২ সুলব

॥ রাগ তালো যথা ॥

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়। চৌদিকে সহচরী পথ নাহি পায়॥
আবীরে অরুণ আঁখি মিলিতে না পারে। হারিল হারিল শ্যাম বলে বারে বারে॥
করে সঞে মুরুলি ভূমিতে পড়ে খসি। করতালি দিএ সব সখীগণ হাঁসি॥
শিখীপুচ্ছ এলাইএ পড়ে ভূমিতলে। অরুণিত বসন ভিগিল শ্রমজলে॥
শ্যামের বিভোর দেখি রসবতী রাই। অরুণ বসন দিএ ও মুখ মোছাই॥
সিংহাসনে বৈসে রাই কোড়ে করি শ্যাম। শ্রমভরে পরিপূর্ণ দোহু অঙ্গ ঘাম॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দোহে চামর ঢুলায়। শ্রীরূপমঞ্জরী দোহে তাম্বুল জোগাই॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দেয় সুবাসিত[১] জল। এ রাধামোহন হেরি নয়ন সফল॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

প্রাণবল্লভ গৌরসুন্দর আমার। খেলহ ফাগুয়া পুন জানিব এইবার॥
আপনা খেলুআ লেহ সঙ্গেতে করিয়া। ফাগু পিচকারি রঙ্গ দিব জোগাইঞা॥
জদি যূথে খেলু নাই বল গোরারায়। লেহ গৌরীদাস আর রামানন্দ রায়॥
পহুর আবেশে কহে প্রিয় গদাধর। পুরুবের ফাগ রোল করএ প্রচার॥

॥ নর্ত্তক হোলি আরম্ভ ॥ বসন্ত রাগ তালোচিত ॥

এসো বন্ধু আরবার খেলিব ফাগুয়া।
এবার হারিবে জদি ফাগুহারা নিরবধি জগভরি গাইব এই ধুয়া॥
গিরিধারী নাম ধর লোকে বলে বীর বড় হেন নাম হইল [১৫৯খ হারুয়া।
তেই বলি খেল শ্যাম জিতিয়া রেখহ নাম বটু জেন না বলে হারুয়া॥
যদি বল রং নাই দিব রং জত চাই বোলাইহ আপন খেলুআ।
পিচকারি নাহি থাকে দিব আমি লাখে লাখে জা চাবে তা পাবে হে বন্ধুয়া॥
জদি বল একা আঁমি বহু সঙ্গ সহ তুমি তবে যূথে বিশাখা হউক তুয়া।
ললিতা আমার সখী এসো বন্ধু খেল দেখি জানা জাবে জে জেমন খেলুয়া॥

১ সুভাসিত

॥ রাগিণী বসন্ত ॥ পরিমিত তালো ॥

পুন রঙ্গে হোরি খেলতো শ্যাম গোরি।
সখীগণ মেলি গাওত বাওত নাচত কিশোর কিশোরী॥
নাচি নাচাওত আনন্দে মন ভোরি।
বিবিধ জন্ত তাল মৃদঙ্গ কোই মোচঙ্গ বাওএ উপাঙ্গ তন নন নন তোরি॥
তথ তথ তথ তথৈয়া দৃগতি দৃগতি দৃমি ধৈয়া চউন গুন গুন নোরি।
গুরু গুরু গুরু দাং দ্রিমি কিটি কিটি কিটি ধাং তৃগধাং শিবরাম গাওএ হোরি॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

রাধামাধব নাচত হোরি আনন্দে।
অরুণ ডম্ফ করে অরুণ তাল ধরে বাওত কতহু প্রবন্ধে॥
থোদৃ দৃধো তথৈ তথৈ তত থো থো বোলত মৃদঙ্গ।
কন কন কন ধ্বনি রং লোলদি সুনি স্বরমণ্ডল স্বরে মুরুছে[১] অনঙ্গ॥
চঞ্চল চরণ খঞ্জন গতি ভঙ্গিম ঝননন মঞ্জীর বোলে।
ঝন ঝন ঝুমুরি ঝুমুরি ঝুমুরা কোই বাওই ডম্ফ উতরোলে।
অরুণ মেঘের কাছে অরুণচন্দ্র নাচে নখতর অরুণ আকাশে।
অরুণ কোকিল গায় অরুণ ময়ুর[২] ধায় ইহ শিবরাম রস ভাসে॥

[১৬০ক ॥ রাগিণী ভুড়ি বসন্ত ॥ পরিমিত তালো ॥

হোরি হো রঙ্গে মাতি। আবীরে অরুণ গোরি শ্যামরু কাঁতি ॥ ধ্রু ॥
নিপতিত জন্তে সুরঙ্গে কুঙ্কুম চুয়া চন্দন কেশর সাথি।
চৌদিগে আবীর উড়াওত ব্রজবধূ অরুণ তিমির কিএ ভেল দিনরাতি॥
বীণা উপাঙ্গ মুরজ স্বরমণ্ডল ডম্ফ রবাব বাওএ কত ভাঁতি।
কোই মাউর সুরট কোই সারঙ্গে কোই বসন্ত গাওএ সরজিতি॥
নাচত ময়ূর ঘোর ঘন কোকিল বোল বলে মত্ত মধুকর পাঁতি।
ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন হেরি শিবরাম হরিখ ভরু ঝাতি॥

---

১ মুড়ুছে ২ মউর

॥ বসন্ত মাউর ॥ রাগ সমতালো ॥

হোরি রঙ্গে ভেল ভোর। গদাধর গৌরকিশোর॥
অরুণ বসন দোঁহ অঙ্গে। নাচত প্রেমতরঙ্গে॥
সহচর গাওএ সুতাল। কত শত জন্ত মিসাল॥
ফাগু রঙ্গ ঘন ডারি। বোলত হো হো হোরি॥
নৃত্যতি কতহুঁ সুরঙ্গে। শ্রমজল বিথরই অঙ্গে॥
নিজগণ মাঝে গোরারায়। সো রস রুদ্র দলে ভাবএ রায়॥

॥ রাগিণী বিহাগড়া ॥ বিকট তালো ॥

বাজে দৃগ দৃগ থৈয়া থৈয়া হোরি রঙ্গে।
কিশোরী কিশোর সখী মেলি তপন তনয়া তীরে কেলি
সুখময় অতি মধু ঋতুপতি রতিপতি তথি সঙ্গে।
মসৃণ মসৃণ জুবক চন্দন যন্ত্রবন্ধে বরিখে সঘন
অরুণ বসন লুলিত রসন শ্রমজল গল অঙ্গে।
বীণা মুরুজ স্বর[১] উপাঙ্গ দৃমিকি দৃমিকি দৃমি মৃদঙ্গ
চঞ্চলগতি খঞ্জন জিতি নৃত্যতি অতি ভঙ্গে॥
গাওএ গমকে গোপী মেলি গৌরী গুঞ্জরি রামকেলি
সুভগা সোহিনী সুহই সাহিনী সঙ্গীত রঙ্গে।
যূথে যূথে যুবতীবৃন্দ মাঝে সোহত
[১৬০খ গোকুলচন্দ্র গোবর্দ্ধন হৃদি বন্দন অনঙ্গে॥

॥ রাগিণী বসন্ত ॥ পরিমিত তালো ॥

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম। রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিণী বাম॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুমকুম ফাগু রঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ যুবতী যূথ শত গাওত ঝুমরি॥
কোই অম্বর ধর কোই হার হর কোই তনু পরসিয়া রহই বিভোরি।
কেহু লহে মুরুলি কেহু লএ মুদির দূরহি দূরে রহি গাওত হোরি॥

---

১ সর

ডমরু রবাব উপাঙ্গ পাখআজ করতলে সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শিখর নাচত তাল ধরি ॥

॥ রাগিণী ॥ জয়জয়ন্তী তালাড্যাং ॥

বৃষভানু কুমারী নন্দকুমার।
হোরি রঙ্গে অঙ্গে অরুণাম্বর মলয়ানন্দ অপার ॥ ধ্রু ॥
নিরখত বয়ন নয়ন পিচকারি প্রেম গোলাপ মনহি মন পাগ।
দোহ অঙ্গ পরিমল চুয়া চন্দন ফাগু রঙ্গ তহি নব অনুরাগ ॥
খেলত তনুমন জোরি বিভোরি দোহ কতএ রঙ্গ রস ভাঁতি।
তনু তনু সরস পরস মন মাতল দোহ পর দোহ পহু মাতি ॥
ব্রজবনিতা জত ধ্রুবি ধ্রিঝায়ত রস গারি মৃদু ভাষ ॥
শ্রম জল কলেবর হেরিয়া চামর ঢুলায়ত উদ্ধবদাস ॥

॥ কামোদ ॥ একতালি ॥

সময় সুজানিএ জত সখীগণ। তৈখনে দূরহি করল গমন ॥
রাধামাধব মনমথ রঙ্গে। দুহুঁ মুখে চুম্বই মদন তরঙ্গে ॥
হিয়া হিয়া লাগল বদনে বদন। ভুজলতা বেড়ি দুহু করল বন্ধন ॥
হট পরিরম্ভণে নহে অনিবার। বহুঁক্ষণে কিঙ্কিণী করত ফুকার ॥
দুহুঁ পুলকাইত অবসর ভেল। শ্রমজল বিথরই অঙ্গহি [১৬১ক কেল ॥
রতিরণ সমাধিয়ে রাধাশ্যাম। বৈঠল দুহুজন কহে বলরাম ॥

॥ রাগিণী কামোদ ॥ গোড়তাল অন্তে ছুট ॥

নাগরী নাগর অরুণ বসন বড় শ্রম ভরে ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ মুখ ইন্দু বিন্দু বিন্দু চুয়ত অরুণিত মুকুতার দাম ॥
দোহ মন আনন্দ পুঞ্জ।
বহুঁবিধ কেলি হেলি দোহ দোহ তনু বৈঠল নিরজন কুঞ্জে ॥
রতন সিংহাসন আসন মণিময় ফুলচয় রচিত সুঠান।
সকল সখীগণ করতহি সেবন সময় উচিত জত জান ॥
ঝারি ঝারি ভরি দেই গুণমঞ্জরি কোন সখী চামর ঢুলায়।
সুরঙ্গ অধরে কোই তাম্বুল জোগায়ই উদ্ধবদাস তহি বলি যাই ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

সভে মেলি চললহি কালিন্দী তীর। রভসে গমন করু গোকুল বীর॥
কূলেতে রাখিয়া সভে নিরমিল চীর। লাগি অবগাহন পৈঠল নীর॥
বিমল সুশীতল যমুনাক পানি। করে কর মণ্ডলী করিএ রচনি॥
মাঝে বিহরহি দোহ রাধা কান। করে জল উছলল বহি উজান॥
ফাগু রঙ্গে বারি রঙ্গিম কেল। জলচরগণ সব অরুণিম ভেল॥
ফেন লাল লালহিন নাহি যব কেউ। রঙ্গিম স্রোতে বহে রঙ্গিম ঢেউ॥
যমুনা আনন্দ মনে উথলে তরঙ্গে। ভাসল রাধাশ্যাম মনমথ রঙ্গে॥
কত পরবন্ধ করু মনসিজ কেলি। জল সঞে উঠল সখীগণ মেলি॥
পহিরল বাস সভে কুঞ্জে পয়ান। কৃষ্ণদাস তহি ইহ গুণ গান॥

॥ শ্রীরাগ ॥ পরিমিত ভালো ॥

বৃন্দার রচিত কতেক প্রকার। সখীগণ আনল বহু উপহার॥
রতন থারি পরি[১] রাখল তাই। বারি [১৬১খ ঝারি ভরি দেওল রাই॥
রতন আসন পর বৈঠল কান। ভোজন কয়ল আপন মন মান॥
আচমন সারি তলপে মুখ বাস। ভোজন করু ধনি সখীগণ পাস॥
জো কিছু শেষে ভোজন সখী সাঁত। আচমন কয়ল মোছল পদ হাত॥
শ্যাম বামে ধনি বৈঠল জাই। প্রিয় সহচরী কেহ তাম্বুল জোগায়॥
সুতল সেজে রাই ঘনশ্যাম। চামর বিজন করু দাস বলরাম॥

॥ রাগিণী গোড় ভালো ॥

হোরিক রঙ্গে ছরমে ঘুমাওল রসময় রসময়ী গোরি।
যামিনীক শেষে কোকিলা সব কুহরহি ঘন ফুকরই শুকসারি॥
দ্বিজকুল নাদ সুনিয়া ধনি রাই।
চমকিএ শশিমুখী বিঘটন মানিএ তুরিতহি[২] বন্ধুরে জাগাই॥
উঠ উঠ নাগর যামিনী শেষ ভেল অলস কর পরিহার।
কি জানিয়া পাপ লোকে তোমা সনে জদি দেখে তবে ঘরে রহই না পার॥

১ পড়ি ২ তুড়িতহি

তখন উঠল বিনোদ রায় ধনি মুখ পানে চায় দুটি আঁখি করেতে কচালি।
তহি কৃষ্ণদাসে কয় থাকা সমুচিত নয় পাছে নঠ হইবে সকলি॥

॥ প্রভাতী ॥ একতালি ॥

বিদায় মাগিয়া ধনি চলু নিজ গৃহ[১]। গমনহি সঙ্কোচ কম্পিত দেহ॥
চলইতে ক্ষেণে ক্ষেণে পদ পালটায়। চকিত বিলোকনে দশদিশ চায়॥
বহু পরকারে নিজ মন্দিরে গেল। শয়ন ভবনে পুন শয়নহি কেল॥
রজনী প্রভাত হেরি জাগে গুরুজন। তৈছে উঠল ধনি কহে বৃন্দাবন॥

॥ অত্র রসোদ্গার ॥ তত্ত্বাবিত [১৬২ক শ্রীমহাপ্রভু ॥ রাগিণী বিভাষ তাল ॥

গৌরবরণ হিরণ কিরণ অরুণ বসন তায়।
রাতা উতপল নয়ন যুগল প্রেমধারা বহি যায়॥
দেখ নবদ্বীপ রাজ।
ভাবে বিভোর সদা গরগর মধুর ভকত মাঝ॥
কহএ আবেশে পুরুব বিলাস মধুর রজনী কথা।
অমিঞা ঝরল ঐছন বচন হরস মনের ব্যথা[২]॥
সুনি হরসিত সকল ভকত প্রেমের সাগরে ভাসে।
সে সব সঙরি কান্দয়ে গুমরি দীন গোবর্দ্ধনদাসে॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

ঋতুপতি রজনী বিলসই কামিনী অবশে ঢুলুঢুলু আঁখি।
কাঞ্চন হরণ বরণ তনু অরুণিত মধুর মধুর মৃদু ভাখি॥
সব সহচরীগণ আওল তৈখন একজন করএ পুছারি।
কহ সখী কৈছনে গিরিবরধর সনে কালি খেললি পীচকারি॥
পদ্মা সহচরী কৈছনে বাঁচলি আওল শুনি সংগ্রাম।
গৃহপতি সেবন কালে রহলি তব জাইনা পেখলু হাম॥
সুনি তব রসবতী হরিসে ভরল মতি কহো সই কৌতুক ভাষ।
সো বচনামৃতে শ্রবণ জুড়ায়ই ইহ গোবর্দ্ধনদাস॥

---
১ গেহ ২ ব্যথা

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ॥ তাল সমুচিত ॥

সুন সুন সখী তোমারে কহিএ আজুক রভস কেলি।
প্রিয়ের সহিত খেলিতে খেলিতে ভৈ গেল একই মেলি॥
আবীর লইয়া নয়নে দেওল করে কচালিআ আঁখি।
হেনই সমএ বয়ন চুম্বই তারে কেহো নাহি দেখি॥
পীচকারি জল বরিখএ ঘন অরুণ [১৬২খ বরণ নীর।
পুরুষ কি নারী চিনিতে না পারি ঐছন ভেল গভীর॥
হেন বেলে প্রিএ নিয়ড়ে আসিএ হাসিএ কয়ল কোর।
উদ্ধবগীতি পিরিতি আরতি বন্ধুয়া জানএ তোর॥

॥ রাগিণী বসন্ত তাল পরিমিত ॥

নিপততি পরিতো বন্দনপালী। তং দোলয়তি মুদা সুহৃদালী॥
বিলসত দোলোপরি বনমালী। তরল সরোরুহ শিরসি যথালী॥
জনয়তি গোপীজন করতালী। কাপি পুরো নৃত্যতি পশুপালী॥
অয়মারণ্যকমণ্ডন শালী। জয়তি সনাতন রস পরিপালী॥

॥ তথাহি রাগ তালাভ্যাং ॥

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে। ব্রজবনিতা ফাগু দেয়ত রঙ্গে॥
কানু ফাগু দেওল সুন্দরী অঙ্গে। মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেঢ়িয়া। শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উড়িল গগনে। বৃন্দাবনের[১] তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ুর[২] নাচে কাছে রাঙা কোকিল গায়। রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা রাএ রাঙ্গা হইল কালিন্দীর পানী। গগন ভুবন দিক্ বিদিক্ না জানি॥
রতি রতি জয় জয় দ্বিজকুল গায়। জ্ঞানদাস চিত নয়ান জুড়ায়॥

॥ তথা রাগ তাল পরিমিত ॥

দোলত রাধামাধব সঙ্গে। দোলায়ত সব সখীগণ রঙ্গে॥

---

১ বিন্দাবনের ২ মউর

তায়ত কাগু দুহুঁ জন অঙ্গে। হেরইতে দুহুঁজন মুরুছি অনঙ্গে॥
বাওত কত কত জন্ত সুতান। কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি। দুহুঁ অঙ্গে কোই দেয়ত ডারি॥
[১৬৩ক বিগলিত অরুণ বসন দোহ গায়। শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পণ্ডায়। তাহে বেড়ল গজমতিম হার॥
দোল পরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস। জ্ঞানদাস হেরি পূরও আশ॥

॥ রাগিণী আশাবরী তাল পরিমিত ॥

অঞ্জলি ভরিয়া ফাগু লেই সখীগণে। রাই কানু অঙ্গে দেই ঘনে ঘনে॥
দোলাপরি দোহ দোলত ভাল। গায়ত কৈ সখী ধরি করে তাল॥
বায়ত কত কত জন্ত সুরঙ্গ। বীণা রবাব ষড়মণ্ডল[১] উপাঙ্গ॥
শোভিত তরুকুল বিকশিত ফুল। ঝঙ্করু মধুমদে সব অলিকুল॥
মলয় পবন বহে যমুনাক তীর। নাচত শিখীকুল কুঞ্জকুটির॥
বিলসই তাহে দোলাপরি কান। এই নরকান্ত দুহুক গুণ গান॥

॥ রাগ তাল যথা ॥

শ্রমজলে বিথারল দোহ বয়ান। দোলাপরি মুরুছি রাধাকান॥
কুসুম সেজ পরে বৈঠল জাই। সখীগণে তৈখন বিজন বিজাই॥
শরম[২] দূর করি সব জন মেলি। কালিন্দী জলে গিয়া করল জলকেলি॥
সুরজ যমুনার জল রঙ্গে বহি জায়। রসময়ী সঞে বিলসই রসময়॥
করি অবগাহন উঠল তীর। মুছিএ অঙ্গ সভে পহিরল চীর॥
নিরজনে মধুবনে করল পয়ান। ভোজন দোহ কত রস পান॥
সখীগণ সেবন করল সমুচিত[৩]। কৃষ্ণদাস অব হৃদয় বেদিত॥

॥ অলস ॥ রাগ তালো যথা ॥

অলসে অবশ অঙ্গ রাধা কান। কুসুম সেজপর করল সমান॥
অবসর পাই সখী সব জাই। নিজ নিজ ঠামহি সেজ বিছাই॥

---
১ সরমণ্ডল ২ স্বরম ৩ সমচিত

মধুবনে নিন্দল সো বহু জন। [১৬৩খ দুজন লাগী জাগী বনচরগণ ॥
রতন দীপে জ্বলে[১] কত শত বাতি। যামিনী শেষ ভেল মলিনহি জ্যোতি ॥
কোকিল কুহরব কপোতহি ডাক। কুঞ্জ অঙ্গনে উড়ি বোলত কাক ॥
ক্ষণবহি শুকসারী দেই ফুকার। যামিনী শেষ রাই জাহ নিজ ঘর ॥
চমকি উঠি ধনি বন্ধুরে জাগাই। বিদায় মাগি গৃহ তুরিতহি জাই ॥
নিজ মন্দিরে গিএ নিজ কর্ম করে। কৃষ্ণদাস তাহা ভাব ঐ অন্তরে ॥

॥ অথ ফুলদোলে আরম্ভ ॥ রাগিণী বসন্ত ॥ তুহি দোতালি ॥

পুরুষের ফুলদোল মনেতে পড়িএ। সুরধুনী জায় গোরা ভক্তবৃন্দ লএ ॥
সুষম সুগন্ধি ফুলে গেণ্ডু সাজি পুরি। চলে সহচরগণ হরিধ্বনি করি ॥
চাঁন্দের মণ্ডলে চলে ধরণী উপরে। হরিনাম সুধারস অবিরত ঝরে ॥
উপনীত গোরাচাঁন্দ জাহ্নবীর কূলে। ফুল বনে মেলে সভে রায়কৃষ্ণ বলে ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

চল চল চল সখী জাইব বিপিনে। সমর করিব ফুল নাগরের সনে ॥
ললিতাদি সখীগণ সাজে নিজ যূথে। ফুল পুঞ্জ গেন্দু নিল ফুলধনু হাথে ॥
শশধর বেড়ি জেমন বিজুরি কমলা। রাই বেড়ি চলে জত আভিরির বালা ॥
ভেটল শ্যাম সঙ্গে নিধুবন মাঝ। রায় বলে ফুল বন কর রসরাজ ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥ রাগিণী তুড়ি ॥ তাল পরিমিত ॥

ফুলবন গোরাচাঁন্দ দেখিয়া নয়ানে। ফুলের সমর গোরার পড়ে গেল মনে[২] ॥
ঘন জয় জয় দিএ পরিষদগণে। গোরা গায় ফুলকেলি মারে জনে জনে ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ। ফুলের সমরে [১৬৪ক গোরা হইল আনন্দ ॥
গদাধর সঙ্গে পহুঁ করএ বিলাস। বাসুদেব ঘোষ এই রস পরকাশ ॥

॥ রাগিণী কল্যাণী ॥ তাল দশকোশী ॥

ফুল গেণ্ডু লেই সব সখীগণ ডারতএ শ্যামকো অঙ্গে।

১ জোতি ২ মোনে

আয়ত শ্যাম সুরত[১] রণপণ্ডিত বটু সুবল করি সঙ্গে ॥
অপরূপ রাইক কেলি।
দূরহি তাকি গেন্দু ফেলি মারয় শ্যাম অঙ্গে সখী মেলি ॥ ধ্রু ॥
রোখলি তহি রণ রসিক শিরোমণি ফুলধনুক লেই হাথে।
শত শত গেন্দু একবারে ডারই সবহুঁ সখীগণ মাথে ॥
যূথহি সমূহ রমণী ভেল এক যূথ শ্যামক অঙ্গে পড়এ ফুলরাশি।
ফুলধনু ছোড়ি করহি কর বারই গৌরদাস হোই পরকাশী ॥

॥ রাগিণী বড়ারি ॥ গোরতালি তদন্তেমেকতাল ॥

বনমাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ সরস সমর করু তাহি।
মারত বদন নেহারি কুসুমশর সহিত সমরক মাহি ॥
কো কহু মরম কেলি।
নৌতুন কিশোর নৌতুন বরনাগরী ললিতা সখী তহি মেলি ॥ ধ্রু ॥
মণিময় ভূষণ তনু তনু সোহন ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে রমণীর শিরোমণি জিতল বিদগধরাজে ॥

॥ রাগিণী ভূপালী ॥ তাল পরিমিত ॥

নিধুবনে রাধামাধব কেলি। কুসুম সমর করু সহচরী মেলি ॥
বিন্দাদেবী জোগাওত ফুল। বহুবিধ তোড়ক চরিত বকুল ॥
সহচরী কুসুম বরিখে শ্যামঅঙ্গ। তোড়ল পিঙ্ক মুকুট বহুরঙ্গ ॥
লাখ লাখ গেন্দু পড়এ শ্যামগায়। মধুমঙ্গল সহ সুবল পলায় ॥
[১৬৪খ সখীগণ মেলি দেই করতালি। ফুলধনুক লেই ফেরই বনমালী ॥
রাইক সঙ্গে করএ ফুলরণ। কোই না জিতিএ সমান দুই জন ॥
অদ্ভুত দুহুঁ জন কুসুমবিলাস। হেরি যদুনন্দন আনন্দে ভাস ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

সমর সমাধিএ যুগল কিশোর। আওল দুহুঁ জাহা কুসুম হিণ্ডোর ॥

১ সুমর

বিন্দাদেবী রচিত ফুলদোলা। ঝুলএ দুহুঁ জন আনন্দে বিভোলা॥
কুসুম বরিখে সব সহচরী মেলি। গাওত বহুবিধ মনসিজ কেলি॥
কত কত জন্ত সুমেলি করি। নাচত গাওত তাল ধরি[১]॥
দোলত দুহুঁজন কুসুম হিণ্ডোর। দুইদিকে দুই সখী দেই ঝকোর॥
তড়িতে জড়িত জেন জলধর কাঁতি। পরিমলে ধাওত মধুকরপাঁতি॥
অপরূপ দোলত কেলিনিকুঞ্জে। দুহুঁ পর কুসুম পড়ই পুন পুঞ্জে॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ মৃদুমৃদু হাস। হেরি মুগধ যদুনন্দনদাস॥

॥ রাগিণী পটমঞ্জরী তালোচিত॥

ফুলবনে দোলত ফুলময় তনু। ফুলময় অভরণ করে ফুলধনু॥
ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ। ফুলময় সখী বরিখএ ফুলপুঞ্জ॥
ফুলতনু হেরি মুগদ ফুলবাণ। ফুলশরে[২] হানল ফুলময় কান॥
ফুলে উঅল বনফুল বায়ু[৩] মন্দ। ফুলশরে গুঞ্জএ মধুকরবৃন্দ॥
অপরূপ ফুলদোল ফুলবিলাস। ফুল করে রহএ যদুনন্দনদাস॥

॥ সুহই দশকোশী॥

কুসুম হিণ্ডর মঝহি দোলন রসময় রসময়ী গোরি।
রাই করে ধরি লম্বিত মহীতল ছরম ধরমে দোহ ভোরি॥
কুসময় সেজ বিথানে।
রাধা [১৬৫ক মোহন বৈঠল দুহু জন সখীগণ করই সেবনে॥
সুবাসিত বারি কোই জোগাঅত কোই কোই বিজন বিজাই।
কত উপহার থারি পুরি দেওত সরস কতহুঁ ভুঞ্জাই॥
ভোজন শেষ তাম্বুল দেই মৃগমদ চন্দন অঙ্গে।
দোহ সুখসিন্ধু অবতহি নিমগন ভাসই মদনতরঙ্গে॥
কত কত কেলি কলারস নিরবাহ অতনু পরাভব কেল।
রায়ক হৃদয় পঙ্কজে সব জাগই মনোরথ হরসিত ভেল॥

॥ কামোদ তালোচিত॥ ঝুলনযাত্রা॥ তদুচিত মহাপ্রভু॥

দেখ ঝোলত গৌর কিশোর। সুরধুনীতীরে গদাধর সঙ্গহি চাঁন্দনি রজনী উজোর॥

১ ধরী ২ মরে ৩ বাউ

সায়ন সঘন গগন ঘন গরজন নলপিত দামিনী মাল।
বরিসত বারি পবন মৃদু, মন্দহি গঙ্গতরঙ্গ বিশাল॥
বিবিধ সুরঙ্গ রচিতহি দোলা খচিত কুসুমচয় দাম।
বটতরু ডাল ডোর করি বন্ধন মালতীগুচ্ছ সুঠাম॥
বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর ঝুলন রঙ্গরসে ভাস।
সহচরী মেলি ঝুলাওত মৃদুমৃদু দোলা ধরি দো পাস।
বাজত মৃদঙ্গ পুরব রস গাওত সংকীর্তন সুখে রঙ্গে।
নিত্যানন্দ শান্তিপুরনায়ক হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গে॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরিখত কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধবদাস নয়ানে কবে হেরব গৌর হোয়ব অনুকূল॥

॥ মল্লার রাগ ॥ তাল যথা ॥

নব ঘন কানন শোভন পুঞ্জ। বিকশিত কুসময় মধুকর গুঞ্জ।
নবনব পল্লব শোভিত ডাল। সারি শুক পিক গাওএ রসাল।
তহি বোল অপরূপ রতন হিণ্ডোর। তা পরি বৈঠল কিশোরী [১৬৫খ কিশোর॥
ব্রজ রমণীগণ দেও ঝঙ্কার। গিরব জানি ধনি করতহি কোর।
কতকত উপজল রস পরসঙ্গ। গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ॥

॥ রাগিণী মাউর তালোচিত রাগিণী॥

বিপিনে বিহার করত নন্দনন্দন সুবদনি ধনি করি সঙ্গ।
সকল কলাবতী দোহু প্রেমে আরতি মন মাহা উছলল রঙ্গ॥
রতন হিণ্ডোর পর বৈঠল দুহুঁ জন সখী দেওত ঝংকারি।
গগনহি মগন সঘন রজনীকর আনন্দে করত নেহারি॥
দেখ দেখ অপরূপ ছান্দে।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ কানু নেহারে মুখচাঁন্দে॥
বারিজ গরজে গরজে সব ঘেরল বিন্দুবিন্দু করু পাত।
কহে শিবরাম মলয়াচল দুহু পর মৃদুমৃদু করতহি বাত॥

॥ মল্লার রাগ তালোচিত ॥

দেখ দেখ সখী ঝুলত যুগল কিশোর। নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন জোর॥
ললিতা বিশাখা আদি ঝুলাওত সুখে। আনন্দে মগন হেরি দোহে দোহা মুখে॥
গরজিত গগনে সঘনে ঘন ঘোর। রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘোর চৌতুর॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচিআ হিন্দোলা। দোলাঅ যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥
ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া। সুবদনী কহে পাছে গীরএ বন্ধুয়া॥
বিগলিত দুকুল উদিত সুবৃন্দু। অমিয়া ঝরএ জেন দুহু মুখ ইন্দু॥
হেরি সব সখীগণ দোহাকার শ্রম। চামর বিজন লেই করএ সেবন॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে। রতিজয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে॥
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে। সখী সঞ্চে [১৬৬ক দোহাকারে হেরিব নয়ানে॥

॥ রাগ তালো যথা তত্র গৌরচন্দ্র ॥

ঝুলয়ে সুন্দর রসময় গোরা না জানি কি রসে মাতিয়া গো।
হেরি হেরি গদাধর মুখ আঁখি ভঙ্গি করে কত ভাঁতিয়া গো॥
নরহরি মুকুন্দাদি সঙ্গীগণে মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো।
সুরচিত নবহী দোলা জতনে ঝুলায়ত সুখে ভাসিয়া গো॥
মধুর স্বরে গাওত কেহু কেহু কে ধরে ধৈরজ সুনিয়া গো।
সে শোভা দেখিয়া আখি কে ফেরাবে মনো মনো মনে সুনিয়া গো॥
এতদিনে কুলে লাজ জাবে সব্বলি উপপথ খাইয়া গো।
নরহরি নাথে নেহারো বারেক সুরধুনী তীরে জাইয়া গো॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

ঝুলত শ্যাম গৌরী বাম আনন্দে রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত বরজ কেলি ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি গাওত কত ভাতিয়া॥
হেমমণি জুত বরহি ডোর রচিত কুসুমে গন্ধে ভোর পড়ল ভ্রমর পাতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল বিন্দা বিপিনে সুভি ভাল চাঁদ উজর রাতিয়া॥
নবঘন তনু দোলএ শ্যাম রাই সঙ্গে ঝুলত বাম তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার ঝুলিতে দুলিছে গলে দোহার হিল্লোল দুহুঁক পাঁতিয়া॥

ধিকত ধিয়া তথয়া বোল বাজে মোহন মৃদঙ্গ রোল তিনি নাঙ নাঙ তাঁতিয়া।
ভেদ পবন গ্রাম পুর ঘোর মদ জিনি সুর বরনি নাহিক জাতিয়া॥
ঝুলনে বাজই ঝন ঝঙ্কার ঝন নন ঝানি ঝাতিয়া।
রাধামোহন চরণে আশ কেবল ভরসা উদ্ধবদাস রচিত পুরিত ছাতিয়া॥

॥ [১৬৬খ রাগিণী সুহই॥ দশকোষি॥

তখন সুচিত্রে বিশখা ভ্রুকতি করিঞা দোলা দোলাইতে জায়।
কতহুঁ জন্ত সুতান ধরিঞ রঙ্গিনীগণ সব গায়॥
দোহ আনি দাড়ায় দুদিগে। রঙ্গম ডোর করে ধরি চালন দোলন মৃদু পুন বেগে॥
কোকিল[১]নাদ শিখীকুল ঝঙ্কর কুসুম গন্ধে অলি ধায়।
মৃদু মৃদু জলধর অবিরত বরিখত রাই কানু দোলএ দোলায়॥
ললিতা ইঙ্গিতে ঠারি দরসায়ল বিশাখিকা বুঝল বাত।
শৃঙ্খলা বান্ধি বসন তহি আবরহ ডোলন ভুরি করি হাত॥
ধামালি বাও রঙ্গে দোলা চলল খরতর কতহুঁ সুছন্দে।
হেরি নিমিখে কত শত বেঢ়ি জাওত গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দে॥

॥ রাগিণী বেহাগড়া॥ একতালি॥

বেগে ঝুলা আনি রতন হিন্দোলা। পবন সম গতি করহু চালনা॥
তাহে রজনী কর ঘন সঞে ঝাপি। মৃদু বরিখত সবদিগে বেআপি॥
শ্যাম সঙ্গে ঝুলে বৃষভানুবালা। তরল জলধরে অথির চপলা॥
বিগলিত কুন্তল গলিত নিচোল। কুন্তল গিরতহি অঙ্গহি দোল॥
নিসধএ রাধা বিনোদিনী কান। ততহি ঝুলায়ত বচন না মান॥
ঝুকি ঝুলাওত কতহুঁ তরঙ্গে। নাগর পিঞ্ছ মুকুট পরে ভঙ্গে॥
বিপরীত ঝুলন নহে অনিবার। দোহরূপ নিরখিতে দোহ না পার॥
আকুল বিধুমুখী না ধরএ দেহ। নিবার নিবার বলি ফুকারই নাহ॥
ললিতা চতুরিণী তুরিতহি জাই। অলখে উতারিঞ লেওল রাই॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে ধনি করল গোপন। কোই হেরল জোই প্রিয় সখীগণ॥
না জানল মাধব এ সব রঙ্গ। কৃষ্ণ [১৬৭ক দাস কবে হবে সঙ্গ॥

---

১ কখিল

॥ রাগ তাল যথা ॥

তবহুঁ ঝুলাঅ মারতহি মানে। দশদিশ নাহ না হেরই নয়ানে॥
কতহুঁ কাকুতি শ্যাম করু বারে বার। প্রবল ঝুলনে প্রাণ কাঁপএ আমার॥
সুনি ললিতা সখী স্থির কর দোলা। চকিত না হেরিএ বৃষভানুবালা॥
পুছই সখীগণে পিরতহি রাই। সখী বলে ওহে গোচর সব তাই॥
দোলাপরি মঞ্চ ক্ষিতি লোটে শ্যামরায়। কোথা গেই বিধুমুখী করে হায় হায়।
কান্দি কান্দি নাগর চেতন বিহরে। নরোত্তম কহে ধনি রহী না পারে॥

॥ সুহই রাগ ॥ দশকোশি তালো ॥

কি হোল কি হোল বলি তুরিতে ধনি আওলি ভুজ বেড়ি বক্ষ করি কোড়।
অঙ্গ পরিমলে সঞ্চারি জগত ভুলে সে অঙ্গ কি ধুলায় ধূসর॥
শীতল সলিল লেই নয়ানে বয়ানে দেই নীল অঞ্চলে মৃদু বায়।
চেতন পাইএ হরি উঠই অঙ্গ মোড়ি অনিমিখে ধনি মুখ চায়॥
বিরহ বেদনা জত সব অব দূরগত ধনি কত আরতি বাড়ায়।
সগনের লালস না পুরএ অভিলাষ পুনু ঝুলন রস চায়॥
বুঝি রাধাদামোদর উঠিলা দোলা পর দোহু আনিয়া কর সঞে ডুরি।
মৃদু মৃদু ঝুলন করত সখীগণ নরোত্তম দূরেতে নেহারি॥

॥ রাগিণী কামোদ তালোচিত ॥

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়া॥
বিধির অবধি রূপ নিরুপম কসিল কাঞ্চন জিনিয়া
ঝুলায়ত কত ভকতবৃন্দ গৌর গদাধর বেড়িয়া।
আনন্দে সঘনে জয় জয় রব উথলে নগর [১৬৭খ নদীয়া॥
নয়ান কমল[1] মুখ নিরমল শরদ চাঁন্দ জিনিয়া।
ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার সুরধুনী ধনি ধ্বনিয়া।
গোরাচান্দ বিনে আন নাহি মনে বাসু ঘোষ কহে জানিয়া॥

---
১ কোমল

॥ বেলোয়ার তালোচিত ॥

ঝুলত সুখময় শ্যাম গোরি।
বৃন্দা বিপিন কুঞ্জ মাঝ মিলি প্রিয় ললিতাদি ঝুলাওত থোরি॥
সুললিত তরলহি ডোর মাঝ অতি ঝুল কত যুগল রূপ রুচি ধাম।
মৃগমদ অঞ্জন পুঞ্জ জলদ তনু কেশর বিনোদিত দামিনী দাম॥
শোভা ভুবন বিজয় মহ সমতুল দুহুঁ মুখ চাঁন্দ বিমল পরকাস।
হেরি দোহ গুণ গাওত চৌদিসে শুক[১] পিককুল হিয়া অধিক উল্লাস।
ঝঙ্কর ভ্রমর জন্ত জনু বাওত নৃত্য তথি শিখীকুল উমগয় ভঙ্গ।
নরহরি কহে কবি কৈ রব নব ইহ বৃন্দাবন মাধ বিবিধ রঙ্গ॥

॥ রাগিণী বেলোয়ার ॥

আজু রচিত নব ললিত হিণ্ডোর।
সুরধুনী তীর তুঙ্গ তরুতল ঝুলত গদাধর গৌরকিশোর॥
পরিকর সুখন ঝুলাওত লহুঁ লহুঁ গাওত তাল সর সরস মাতি।
উঘটত থোঙ্গ থোঙ্গতক থৈ থৈ নাচত মধুর বাওত বহু ভাতি॥
নদিয়া নগর না রহ কোই ঘর তেজি চলত চৌদিসে নরনারী।
অধিক অধিক উৎসাহ[২] হোয়ত হিয়ায় পহুঁ রহসি মিলিত মুখ চান্দ নেহারী॥
সুরগণ গগনে মগন গণ সমুখে বরিখত কুসুম করত জয়কার।
নরহরি ভণিত ভুবন[৩] উমাতল কো কহু অদ্ভুত রঙ্গ অপার॥

॥ কেদার রাগ তালোচিত ॥

আজু ললিত হিণ্ডোর মাঝে। রঙ্গে ঝুলত নাগর রাজে॥
[১৬৮ক রাই সুবদনী বাম পাস। কতহু আনন্দ সাওরে ভাস॥
কিবা অদ্ভুত দোহক শোভা। নাহিক উপমা ভুবনে লোভা॥
দুহুঁ দুহুঁ মুখ দোহ সে হেরি। হাসি চুম্ব দেই বেরি বেরি॥
আখি ভঙ্গি করি কতক ভাঁতি। কহে গদ গদ রভসে মাতি॥
ললিতাদি সখী সে সুখে ভাসি। নেহারি দোহার বদন শশী॥

১সুখ ২ উগ্রাহ ৩ ভোবন

রঙ্গে ঝুলাওত মন্দ মন্দ। মেলিএ গাওত গীত সুছন্দ॥
বাজত বেণু সুবীণা উপাঙ্গ। মধুর মৃদঙ্গ মুরজ চন্দ্র॥
কেহু নাচে কত ভঙ্গি করি। অতি মোহিতা[১] দোহে হেরি॥
সুর নর নিজগণ সঙ্গে। প্রফুল্লিঙ্কি করে কত রঙ্গে॥
জয় শব্দ বৃন্দাবন ভরি। সুনি রঙ্গে মাতে নরহরি॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

কুসুমচয় বর হার নটত কত ভ্রমর গুন গুন বোল।
হংস শিখী সারস সুসরতি দাদুরি ঘন ঘন করতহি রোল॥
দোহে ভালে চন্দন চান্দ চমকিত তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট সুচারু শিখী চান্দক পীঠ উপরে বেণী দোল॥
দোহু শ্রবণে কুণ্ডল চপল ঝলমল হৃদএ শশী মণিহার।
ঝলকে অভরণ ঝঙ্কিত ঝনঝন ঝঙ্কিত ঝুলন বিহার॥
কোই খসল মুসল সুগন্ধি ভিরকত শ্যাম গোরি অঙ্গ হেরি।
সখী ভাবে ইঙ্গিতাহি দাস উদ্ধব করতহি কুসুমক ঠেরি॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

দেখ সখী ঝুলত বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলন উপরে শোভে হেম নীলমণি॥
ঝুলি ঝুলি ঝুলাই সকল সখীগণ হেরি আনন্দে মাতিয়া।
দোহক গুণ সভে গাওত বাওত হেম পুথলি পাঁতিয়া॥
কপোত কির শুক সরি কোকিল ভ্রমর মাতিয়া।
দোহ কোমল মাহা উয়ল মনসিজ হেরত আনহি মাতিয়া॥
[১৬৮খ বয়ানে বয়ানে মৃদু হাস উপজিতহি দোহ দোহা গাঁতিয়া।
রতি রভসে ভরে হৃদয় গরগর বিহবল প্রেম সাঙ্গাতিয়া॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

সুরধুনী তীরে আজু গোরাঙ্গকিশোর। ঝুলল রঙ্গে রসে পহু ভেল ভোর।

[১] মোহীতা

বিবিধ কুসুমে শোভে রচিয়ে হিণ্ডোলা। সব সহচরগণ আনন্দে বিভোলা॥
ঝুলএ গৌর পহুঁ গদাধর সঙ্গ। তাহে কত উপজয় প্রেমতরঙ্গ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি। গাওত পুরব রভসরস কেলি॥
নদিআ নগরে নিতি ঐছে বেহার। রামানন্দদাস করত সেই আস॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

আজু রাধাশ্যাম সঙ্গেতে ঝোলে।
মণিময় নব হিণ্ডোল সাজায়া বংশী বট তট কালিন্দীকূলে॥
ললিতাদি রঙ্গে ভঙ্গি করি বেগে ঝুলায়ই দোহু বদন চাহিয়া।
রসবতী ভুজ পসারি নাগর ধরে ভএ অতি আকুল হইয়া॥
শ্যাম অঙ্গে চারু শ্রীবুক পরসি চুম্ব দেই ঘন মনের সুখে।
তাহা দেখি সখী রসে ভাসী বসন অঞ্চল ঝাপিয়া মুখে॥
কৌতুক বচন কহি বৃন্দা দেবী ঝুলাএ পুন জতনে ধীরে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দাবনে নর হরি জয় জয় দিয়া তরঙ্গেতে ফেরে॥

॥ মল্লার রাগ তালোচিত ॥

কালিন্দীর কূল বিকশিত ফুল মত্ত অলিকুল পরলহি পাতিয়া।
নাচেত মোর করতহি সোর আনন্দে আগর ফিরতহি মাতিয়া॥
কানন ওর হেরইতে ভোর কিশোরী[1] কিশোর প্রেম রসে ভাসিয়া।
ঝুলন কেলি দুহুঁ জন মেলি অঙ্গে অঙ্গে হেলি হৃদয় উল্লাসিয়া॥
কতই সুতান করতহি গান রাখত মান [১৬৯ক জন্ত সুরঙ্গিয়া।
কত রস ভাস কমল বিকাশ মৃদু হাস হাস দোঁহু চন্দ্রাননে।
উদ্ধব দাস চিত মন আশ দোহক বিলাস দরসনে কাননে॥

॥ যন্ত্রোচিত নর্ত্তন মাউর তালোচিত ॥

নর্ত্তন নর্ত্তন নর্ত্ত রঙ্গমে। সুখ সোহানিয়া সব সঙ্গমে॥
রস মাধুরী ধুরি অনঙ্গ মে। দুহুঁ নৃত্যতি প্রেম তরঙ্গে।

১ কিসরি

উহ সঙ্গে ভামিনী মধুর যামিনী দমকে দামিনী অতি বলি।
সুরক সাঁওন বরিখে ভাঙন বিন্দু সুন্দর ননী ননী ॥
বদত মোর চাতক চকোর ফিরে কোই নঅন গুণি ॥
বটত্তা বদতা তোয়ে দাগুরি অম্বুদাম্বরে গরজনি।
গাওএ শিখরে জোরি জোরি। রস হেরি হাসউ থোরি থোরি ॥
থোরি থোরি চন্দ্র উপাঙ্গ আওজ বাজে পাঁখেআজ ঝি ঝি ঝিনা।
ঝনন ঝননন ঝাগর নানা তাগরধি নাগরধি দিমি দিমি দিনাং ॥
ইহ দৃষ্টে[১] ঠেরল পহিরল ভূখল ঝলকে রাই ঝলমল।
উঘট ঘট ঘট থৈ দিগ্দি থৈ দিগ্দি দিগ জঙ্গ থুঙ্গ নিধি ধি ধিনা।
বাজে ধু ধু ধিনা যড়মগুল[২] বাসি বি বীণা বরবি না।
তান প্রবিসি পুরল প্রেমভরে হিয়া তরখনি মান বৃন্দ শরদ ইন্দু[৩] করত অমৃত বরিখনি
হংস সারস বদত পারস চারু চাতক রস আনি।
বিহরে বিহরয়ে জল শিবরামকে প্রভু পরম সুঘর শিরোমণি ॥

॥ কেদারিকা তালোচিত ॥

উথলই কালিন্দী নীর তহি অতি সুখময় ধীর সমীর।
শ্রীবৃন্দাবন মাঝ। কলপ তরুণ তরু সাজ ॥
তাহে বলি রতন হিণ্ডোর। পরিমলে ভ্রমরা[৪] ভ্রমরীগণ ভোর ॥
বিবিধ কুসুম শোভে তায়। মৃদু মৃদু মলয় পবন করু বায় ॥
বলে বিনোদিনী বিনোদিয়া। বোলাও ত সখী দোহু বদন [১৬৯খ চাহিয়া ॥
ছরমে ঘরমে দোহ ভোর। রিঝি স্থির করল হিণ্ডোর ॥
স্বেদ বিন্দু পড়ত অঝোর। হেরি শিবরাম রহু ভোর।

॥ ধানশ্রী তালোচিত ॥

ঝুলনা হইতে নাম্বিলা ত্বরিতে রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে বসিলা যতনে রতন মন্দির মাঝ ॥
সুচামর লেই বিজন বিজই সেবাপরায়ন সখী।
সুবাসিত জলে বদন পাখালে বসনে মুছাএ দেখি ॥

---

১ দিষ্টে ২ সরমগুল ৩ ইন্দ ৪ ভুমরা

থারি ভরি কোই বিবিধ মিঠাই ধরি দুহু সনমুখে।
সখীগণ সঙ্গে কতহুঁ কৌতুক ভোজন করিলা সুখে ॥
তাম্বুল সাজাআ কোন সখী লঞা দোহার বদনে দিল।
একে সুখ সমে আপাদ বদনে নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥
কুসুম তলপে অলপে অলপে বসিলা রাধিকা শ্যাম।
আলসে ঈষত নয়ান মুদিত হেরিএ মুদিত কান ॥
দেখি সখীগণে কতহু জতনে সুতাঅল দুহু তায়।
সখীর ইঙ্গিতে চরণ সেবিতে এ দাস বৈষ্ণব জায় ॥
তদনন্তে কুঞ্জভঙ্গএ গৃহাগমন চলিত চোত পর্য্যায় গীয়তে ও জলকেলি আদি হিন্দোলায় পরন্তু উক্তি ইতি। দিবায়াং রাধা কুণ্ড হিণ্ডোলা।

॥ রাগিণী সারঙ্গ ॥ গৌরচন্দ্র ॥

সুরধুনী তীরে আজু গৌর কিশোর। ঝুলন রঙ্গ রসে পহুঁ ভেল ভোর ॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচই হিণ্ডোর। সব সহচরগণ আনন্দে বিভোল।
ঝুলএ গৌর পহু গদাধর সঙ্গ। তাহে কত উপজএ প্রেমতরঙ্গ ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাসে মেলি। গাওত পুরব রভস রসকেলি।
নদীয়া নগরে কত ঐছে বিলাস। রামানন্দ দাস করত সোই আশ ॥

কামোদ তালো [১৭০ক চিত ॥

দেখি সখী গৌরচন্দ্রবর রঙ্গি।
ঝুলত যুগল কিশোর জৈছন চলত সো করি ভঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
রচহি শৃঙ্গার ঝুলন সুখ চোঅব মনহি ভেল উপনীত।
জৈছন সহচর গাওত আনন্দ গৌর প্রভুক মনোনীত ॥
হেরি গদাধর লহু লহু বলত মন মাহা কিএ ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুহু সনে ঝুলন বিলসব সহচরগণ করি সঙ্গ ॥
ঐছে বিলাস গৌর পহু বিলসই পুরব প্রেমরসে ভোর।
কহে শিবরাম মনহি সুখ ঐছন কোই করব অব ওর ॥

॥ কামোদ তালোচিত ॥

রাধা কুণ্ড সদনে হর্ষ বদনে বকুল কদম্ব তরু শ্রেণী।
বান্ধিয়া দুই ডালে রক্ত বর্ণ ডুরি ডালে মাঝে মাঝে মুকুতা খেচনি ॥

পুষ্পদল চূর্ণ করি শুক্ল বস্ত্র মাঝে ভরি সুকোমল তুলি নিরমিঞা।
পাটের উপরি মুড়ি ডুরি বন্ধ কৈলা চারি কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥
রাই কর আকর্ষণ করি অতি হর্ষ মন তুলিলেন হিণ্ডোল উপরি।
কর মুটে আটি ডুরি দোলা পাতি পদ ধরি সমুখা সমুখি মুখ হেরি॥
হেন কালে সখীগণে করি রাগ নানা গানে পুষ্পের আরতি দুহে কৈল।
এ উদ্ধব দাসে ভনে সভে কৈল নির্মঞ্ছনে অতিশয় আনন্দ বাঢ়িল॥

॥ কামোদ রাগ তালো চিত ॥

জত সেবাপরা সখী চতুরা কি দিব উপমা তার।
অতি অনুরাগে মাথে বান্ধে পাগে সাজায়ে বিবিধ হার॥
আনন্দ অতুল কর্পূর তাম্বুল দিয়া মুখ পানে চায়।
হরসিত চিতে দোলা দোলাইতে ললিতা বিশাখা জায়॥
সাড়ির অঞ্চল কটিতে বান্ধিল সুছান্দে কিঙ্কিণী দিয়া।
বক্র হয়া কাছে রহে আগে পাছে দুই পদ [.৭০খ আরোপিয়া॥
আর দুই সখী সময় নিরখি হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে।
তাম্বুল সম্পুটে লয়া করপুটে এ দাস উদ্ধব ভণে॥

॥ জয়জয়ন্তী ॥

মনের আনন্দ সখী মন্দ মন্দ ঝুলায়েত দুহু সুখে।
বেগে অবশেষে পেয়্যা অবকাশে তাম্বুল দেওল মুখে॥
আর সখীগণ সুগন্ধি চন্দন পরাগাদি লঞে করে।
নাগর নাগরী অঙ্গের উপরি বরিখে আনন্দ ভরে।
কোন সখীগণ করএ নর্ত্তন মোহন মৃদঙ্গ বায়।
বিবিধ জন্তেতে রাগগণ তাথে আলাপি সুস্বরে গায়॥
হেরী বিভোল দেব নারীকুল উর্দ্ধ পথে সভে রহে।
পুষ্প বরিসন করে অনুক্ষণ এ দাস উদ্ধব কহে॥

॥ সুরট রাগ তালোচিত ॥

হোর দেখনা ঝুলন রঙ্গ।
মন্দ বেগেতে দোলিতে দোলিতে অলস দুহুক অঙ্গ॥

ঈষত মুদিত আধ উদিত দোহ ঢুলু [ঢুলু] আঁখি।
আধ বিকশিত কমল জৈছন মিলল ভ্রমর পাখী॥
জিস্তা উদিগতি সৌরভে উমতি অলিকুল তহি আসি।
হেরি মুখ ভ্রম ভেল নীল হেম কমল বিমল শশী॥
হিন্দোলা উপরি সুগীত মাধুরী উর্ধ্ব পথে আচ্ছাদিয়া।
ঝুলনার ঝাকে অলি লাখে লাখে সুস্বরে ফেরএ ঘুরিয়া॥
রাই শ্যাম অঙ্গ পরিমল সঙ্গ মত্ত ভৃঙ্গ ভুলি গেল।
এ উদ্ধব ভনে দেখি দুই জনে আনন্দ অন্তরে ভেল॥

॥ মাউর ॥

রাধারাণী শ্যাম রসরাজ।
বৃন্দাদেবী রচিত রাজাসন রঙ্গহি হিণ্ডোরক মাঝ॥ ধ্রু॥
বাজে কিঙ্কিণী নূপুর সুমধুর লটত হার মণিমাল।
মধুকর নিকর রাগজনু গাওত গুনুগুনু শবদ[1] রসাল॥
সামাজিকবর হেরই পরস্পর দুহুঁজন হসিত বয়ান।
দোলা লম্বিত [১৭১ক কুস্কুম পত্রজুত শাখা বিজন ভাঁন॥

॥ সিন্ধুরা ॥

দোলা অতিশয়[2] বেগ লাগি দুহুঁ নিজ নিজ পদযুগ চাঁপি।
দোহ করে ডোর হিণ্ডোর ঝুলাওত গাওত মধুর আলাপী॥
এক বেঢ়ি উধ উঠতহি পুন অধ খরতর চালএ দোল।
দুহু রূপ মাধুরী হেরইতে সহচরী পরমানন্দে বিভোল॥
শ্যামরু গোরি গোরী পুন শ্যামরু কবহি উপর কভু হেট।
অনুপম কান্তি কৌতুক সুবিথারল দুহুঁক হার দুহুঁ ভেট॥
রাইক মোতিক হার শ্যাম উরে নিত্য কয়ল পরতেক।
কানু বনমাল রাই কুচ কঞ্চুকে আলিঙ্গন অভিষেক॥
ঝুলইতে ঐছন শোভন সখীগণ হেরইতে আনন্দ হোই।
উদ্ধবদাস ভন কোকরু বিজন চামর ঢুলাওত কোই॥

---

১ সরদ ২ অতিসএ

॥ মল্লার তাল সমুচিত পুন[১] উক্তি ॥

জব দুহু নিজ করে চালে হিণ্ডোর। সখী না ঝুলাওই তেজলি ডোর॥
হেরইতে দুহু দোহা নয়ন বিভঙ্গ। দুহুঁ তনু মুকুরে হেরই নিজ অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ হেরি দুহুঁ হেরই না পায়। দরসন ভঙ্গে ভেদ জনমায়॥
তৈখনে ছোড়ত দীর্ঘ নিশ্বাস। দুহুঁ তনু মিলন রূপ পরকাস॥
পুনু ধনি হরিসে কানু মুখ হেরি। উলসি হিণ্ডোর চালায় পুনু বেরী॥
তরল দোলে চমকই ধনি রাই জানী। সখী নিষেধই হরি নিসধ না মানি॥
পুন কহে কি করহ চপল কানাই। মন্দ ঝুলাহ আকুল ভেল রাই॥
সুনিআ না সোনে অতি বেগে ঝুলায়। উদ্ধবদাস মিনতি করু তায়॥

॥ জয়জয়ন্তী ॥ তাল সমুচিত ॥ পুন উক্তি ॥

নাগর অতিশয় বেগে ঝুলাঅ। অথির রাই সখী নিষেধই তাই॥
ধনি বিগলিত বেণী। শিথিল রাই কুচ কঞ্চুক [১৭১ক উড়নি ॥
মণিময় অভরণ খসই। উড়এ বসন হেরি নাগর হসই॥
শ্রমজলে তনু ভরই। কলয়া কমলে কিএ মকরন্দ ঝরই॥
এ অতি অপরূপ শোভা। উদ্ধবদাস ভন কানু মনলোভা॥

॥ কখড়া পুন উক্তি ॥

বিচলিত বেশ কেশ কুচ কাঁচলি উড়তহি পহিরল বাস।
কবহি গোরি তনু রোখই ঝাপই কবহুঁ হোএত পরকাস॥
অপরূব ঝুলন রঙ্গ।
রাইক প্রতি[২] তনু হেরইতে মোহন মনমাহা মদনতরঙ্গ॥ ধ্রু।
অতিশয় বেগ বাঢ়ায়ল তৈখনে অলখিতে ভেল হিণ্ডোর।
রাধা চপল ডোর করে তেজল কত কত কাকুতি বোল॥
করগহি কানু কণ্ঠ ধরি কামিনী ঝুলত জনু হিয়া হার।
নবঘন মাঝে বিজুরি জনু ডোলত রস বরিখত অনিবার॥
মনভব মঙ্গল কাহ্ন কয়ল পুন অলখিতে দোলাক মাঝ।
উদ্ধবদাস কহ চতুর শিরোমণি পুরল নিজ মন কাজ॥

---
১ সমচিত পুন্ন ২ প্রিতি

॥ তুড়িতাল সমুচিত পুনু উক্তি ॥

কিএ অপরূপ ঝুলন কেলি শ্যাম হৃদয় হৃদয় মেলি রাধা রহু লাগী।
অপরূপ রূপ কি দিব তুল ইন্দিবর মাঝে চম্পক ফুল নব নব অনুরাগী॥
দুহুঁ তনু তনু সঘন লাগ উঠত দোহক অঙ্গ পরাগ সরস মদন জাগী।
অখিল রমণী উমতি গন্ধে উঠলি লছিমি নাসিকা রন্ধ্রে ব্রজভয় দূরে ভাগী॥
রতি রসময় রসিক সঙ্গ রমণীমণি[১] রমএ রঙ্গ কেলি রভস লাগী।
ঝুকিত ঝুলত তাল লাজে অভরণ কিঙ্কিণী জান কোকিলকুল রাগী॥
ক্ষণহি চপল ক্ষণহি ধীর পুলকিত অতিশয় শরীর রাই শ্যাম সোহাগী।
ললিত বদনে ঈষত হাঁস হেরত আনন্দে উদ্ধবদাস সখিনী পাস লাগী॥

॥ [১৭২ক সুহই ॥

অতিশয় হরমে ঘরমে জুত দুহুঁজন দোলা করল সুথির।
শ্রীরতিমঞ্জরী চামর করে ধরি মৃদু মৃদু করত সমীর॥
ললিতাদিক সখি হেরি সুধামুখী কুসুমহি করল নিছাই।
দোলা সঞে তব রাই উতারল কুসুমাসন পর নাই॥
রাই বামে করি বৈঠল নাগর দাসীগণ করু সেবা।
বাসিত জল উপহার আদি জত জাকর সেবন জেবা॥
কর্পূর তাম্বুল বদনহি দেওল তৈখনে সময় জোগাই।
উদ্ধবদাস করত পদ সেবন সখীগণ ইঙ্গিত পাই॥

॥ বন ভ্রমণ গৌরচন্দ্র ॥ সারঙ্গ ॥

কাঞ্চন কমল কান্তি কলেবর বিহরহি সুরধুনী তীর।
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই কুন্দকুসুম করবীর॥
সমবয় সকল সখাগণ সঙহি সরস রভস রসে ভোর[২]।
গজবর গমন গঞ্জি অতি মন্থর গোপতে গদাধর ক্রোড়॥
অপরূপ গৌরক রঙ্গ।
পূরব প্রেম পরমানন্দ পূর্ণিত পুলক পটলময় অঙ্গ॥ ধ্রু॥
নিরুপম নদিয়া নগরপরি নিতি নিতি নব করত বিলাস॥
দীনে দয়া করু তুরিতে মুখ হেরু কহতহি গোবিন্দদাস॥

১ রমনিমণি ২ ভোরি

॥ রাগ ভালো যথা ॥

ঝুলন হইতে সেবএ উঠিতে গগনে নিরখি বেলা।
ফুল তুলিবারে চলিলা সত্বরে সকল আভীরবালা॥
ভরি ফলফুলে শাখা সব লোলে আসিঞা পরশে মূল।
সখিগণ মেলি করিয়া চামালি তোলএ বিবিধ ফুল॥
সকল কানন মণিতে[১] বান্ধান পরাগে পুরিত বাট।
করি মধু পান অলি করে গান মউর মউরি নাট॥
সুগন্ধি করবী তোলএ [১৭২খ গরবি অশোক কিংশুক জবা।
এখন কমল তোলএ সকল দিনমণি জিনি আভা॥
জাতি যূথী তথি তোলল যুবতী মল্লিকা মালতী চাঁপা।
পুন্নাগকেশর তোলএ টগর গড়ল বিনোদ ঝাপা॥
রসিক নাগর গুণের সাগর কুসুম রচনা করি।
হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইয়া রাইরে দিবার তরি॥
ভুজ যুগ তুলি রাই সুবদনী তোলএ লবঙ্গ ফুল।
রসিক শেখর[২] হইলা বিভোর দেখিয়া ভুজের মূল॥
ফুল ঝাপা লইয়া জতন করিয়া রেয়ের নিকটে আসী।
ধনির অঞ্চলে দিলেন বিভোলে ফুলের সহিত বাসী॥
পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি রাখিল বিশাখা পাসে।
বিশাখা জতনে করিল গোপনে শেখর দেখিয়া হাসে॥
সখীগণ মেলি লইয়া মুরলী চলিল নিভৃত ঘরে।
নাগর শেখর হইলা ফাঁফর মুরলী নাহিক করে॥
লাজে লাজায়লি না দেখি মুরলী রাধিকা বদন চায়।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরি বিশাখা নিকটে জায়॥
মদনমোহন পাইয়া চেতন সুথির করল চিত।
মুরলী হরল রাইর করল গমনে বুঝিল রিং॥
রাইসে সংপ্রীতি সখীর সংহতি মুরলী করিল চুরি।
রঙ্গ বাঢ়াইতে শেখর গোপতে নাগরে কহিল ঠারি॥

---

১ মুণি ২ সিখর

॥ রাগ ভালো যথা ॥

নাগর আসিয়া ইঙ্গিতে বুঝিয়া ধরল রাইর করে।
সে সব আটব দেখিয়া সাটব রাই ডরাইল ডরে ॥
ভএ ভীত বালা গেল সব কলা মুখে না নিশ্বরে রা।
হিয়া দুরুদুরু চাহে ঢুলুঢুলু এলাইল সব গা ॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন ধনিরে ধরল চোর।
[১৭৩ক মাগএ মুরলী উকটি কাঁচলি মদনে হইআ ভোর ॥
ধনি কহে কান কর অবধান ললিতা লইল বাশি।
তোমাকে চঞ্চল দেখিয়া সকল রমণী করএ হাসি ॥
রাইর বচনে চলিলা তখনে মদনমোহন রায়।
ললিতা জানিয়া কহএ ঠারিয়া মুরলী বিশাখা ঠায় ॥
ললিতা বচন বুঝিআ তখন বিশাখা সাপটে বলে।
মুই বিশাখিকা জানহ অধিকা মুরলী চম্পক কোলে ॥
সুনিয়া বচন তরাসে তখন কহএ চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যা পাশে মুরলী রাখিয়া ইন্দুরেখা গেল কোথা ॥
চিত্রা সচকিতা ললিতা তুরিতা দেখিআ এ সব রঙ্গ।
রঙ্গদেবী পাশে বসিলা তরাসে সুদেবী করিয়া সঙ্গ ॥
নাগরশেখর[১] না পায় ঠাহর সভারে ধরিয়া বলে।
সকল যুবতী করিয়া জুগতি বসিলা মাধবীমূলে ॥
হাসিয়া ললিতা রুষি কহে কথা সুন হে নাগররাজ।
তরল বাঁশের সুখান কাঠের তাহে বা কাহার কাজ ॥
ফোঁড়া কাটি খান কি তার বাখান কহিতে না বাস লাজ।
মাগিহ আমারে দিব জে তোমারে জদি বা থাকয়ে কাজ ॥
তাহার বচন সুনিয়া তখন কহএ শেখর রায়।
সোনহ নাগর না হয়ো কাতর মুরলী ধনিরে চাও ॥

---

১ সিখর

॥ গান্ধার ॥

সখীগণে কানু পোছত বারবার। কোনে চোরাওল মুরলী হামার ॥
মধুর মধুর কহি বিনোদিনী রাই। কাহা পত্র ছোরি কাহা পত্র ঠাই ॥
অব তোহে কৈছনে করব উপায়। সরবস ধন তুয়া কোন চোরায় ॥
কাতর নয়নে নেহারই কান। সখীগণ[১] মোহে মুরলী দেহ দান ॥
করগহি মুরলী কুঞ্জগৃহ[২]মাঝ। গোবিন্দদাস [১৭৩খ কহে যুবতীসমাঝ ॥

॥ পটমঞ্জরী ॥

এ ধনি সুন্দরী কহো পুন তোয়। দেহ মুরলী ধনি রাখহ মোয় ॥
জীবন অবধি ধনি তুয়া বশ হাম। গাইএ মুরলীতে তুয়া যশ নাম ॥
মুরলী বিহনে মঝু তনু ভেল ভোর। জিতল মনমথ মুরলিক তোর ॥
সো সব গুণময় মুরলী মঝু গেল। হা হা হত বিধি এত দুখ দেল ॥
হেরইতে কানু কহই অনুতাপ। সখী মুখ হৃদএ হরিসে পুন কাঁপ ॥
ধাধসে ধরি ধনি নাগরপাণি। ইঙ্গিতে শেখর[৩] বাঁশী দিল আনি ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

মুরলী পাওল জব রাইক পাশ। নাগরশেখর মনহি উল্লাস ॥
পুন সব সখীসহ করল পয়ান। নাগরী করে ধরি নাগর কান ॥
বনদেবতি বনে কয়ল সুসাজ। সেবএ সতত সকল ঋতুরাজ ॥
নিতিনিতি নবনব শোভন হয়। কহো মাধব দোহুজন মনোময় ॥

॥ তত্র মাত্রিক পানং তত্তাবাবৃত শ্রীগৌরচন্দ্র ॥ রাগ তালো যথা ॥

সহচর সঙ্গহি গৌরকিশোর। আজু মধুপান রভসরসে ভোর ॥
কি কহিতে কি কহই কিছু নাহি থেহ। আন আনমত্ত হেরি গৌর সুদেহ ॥
ঢুলুঢুলু আলসে অরুণ নয়ান। গদগদ আধই কহই বয়ান ॥
খেনে চমকিত খেনে রহই বিভোর। হেরি গদাধর করু নিজ ক্রোড় ॥
কহো মাধব ইহ অপরূব ভাব। নদিয়ানাগরে নিতি ঐছে বিলাস।

[১] সখীগণো [২] গ্রহ [৩] শীখর

॥ বড়ারি ॥

রতনমন্দিরে দুহু নাগর নাগরী বৈঠল সখীক সমাজ।
নাগর ইঙ্গিত করল বৃন্দা সখী [১৭৪ক তুরিতহি ঝুলন কাজ॥
জোই নিন্দই সিধুবাসিত বড় মধু তবহুঁ আগে আনি দেল।
আপে ভোজন করি সকলে ভুঞ্জায়েত জতনহি কৌতুক কেল॥
কো কহুঁ প্রেমতরঙ্গ।
সহজই প্রেম মধুর মধু রাধিকে তাহে পুন মধুপানরঙ্গ॥
ঢুলিঢুলি পড়ত খলত অবলাগন ঘুরি ঘুরি বরাঠ না পারি।
এত কহি নিজ নিজ কুঞ্জক মন্দিরে শয়ন করত সব নারী॥
বৃন্দাদেবী নিজ পরিজন সঙ্গহি গাগরি ভরি মধু লেই।
সখী সঞে রাই কানু জাহা বিরাজহি তাহি জাগাই সব দেই॥
ইহ অপরূব মধুপানকে রিং।
রাধাশ্যাম সবহুঁ সখীগণ সঞে পিবইতে মাতল চিত॥
কাহুক গলিত চিকুর কোই চিরই কোই পড়ল মহি মঁাতী।
কানুক মোর মুকুট মুরলী খসি[১] মুখ সঞে ক্ষিতি গড়ি জাতি॥
রাইক বেণী গলিত কুচ অম্বর শ্যাম উপরে পড়ু ঢোরি।
উদ্ধবদাস পাসরহি হেরইতে তনু মন ভৈ গেল ভোরি॥

॥ বড়ারি ॥

নবীন কিশোরী সখী নবমধুপানে। মদান্ধকে ভ্রান্তনেত্র প্রলপে তখনে॥
ল ল ললিতে পাপ পস্য রাধাক্রান্তে। স স সকল মণ্ডল সমাইতে॥
বি বি বিপিন মম মহীর[২] সহিতে। গ গ গগন কেনে ল ল লম্বিতে॥
বিকচ অম্ভোজ জিনি মুখ পদ্মগণ। তারপর মত্ত ভৃঙ্গ করে আকর্ষণ॥
মধুপানে মত্ত হইলা রাধা নিতম্বিনী। মদনস্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি॥
সেবাপরা সখী তারা লীলাসেবা করে। দোহাকে লইআ গেলা শয়নের ঘরে॥
কুসুমশয্যাতে দুহে করিলা শয়ন। নিজনিজ কুঞ্জে সুইলা সখীগণ॥

॥ ধানশ্রী ॥

নাগর নাগরী কেলিবিলাস। [১৭৪খ হেরইতে মনমথে লাগল তরাস॥

১ খশী ২ মহির

বিনোদিনী চুম্বই নাহ বয়ান। মদন মহোদধি ভরি পাঁচ বাণ ॥
উনমত মনমথ গেও সব লাজ। নূপুর কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ ॥
বিলসই মাধব মাধবী সাথে। অখণ্ড পীযূষ রস না পড়য়ে বাথে ॥
শ্রমজল পূরল দুহুজন গায়। বিজন বিজই শেখর[১] রায় ॥

॥ বড়ারি ॥

মকর কুণ্ডল রণে নাচত অদ্ভুত মঞ্জীর করুতহি গান।
ললিত বাদন বর তৌর্যাতিক সুন্দর ধীর আদি হোত সুঠান ॥
অপরূব প্রেমবিলাস।
রকত কমল[২] নীল উতপল বারত লহি লহি গদগদ ভাষ ॥
কবহু কাকু বলি চকিত নাচায়ত কুণ্ডল করত বিশ্রাম।
রাইক ইঙ্গিতে কুঞ্জেকুঞ্জে তব হোওল তৈছন কাম ॥
নিজ মহাভাব প্রকট করত জব তহি বিলখ সূত্রধার।
রাধামোহন দাস কব দেখব উহ সব প্রেম বেহার ॥

॥ গান্ধার ॥

শ্রমজলে ভীগল নীল পীতবাস। দোহু শ্রীঅঙ্গ[৩] সে ভেলি উদাস ॥
দুহুজন পূরল মন অভিলাষ। বৈঠলি রাই শ্যাম বামপাশ।
সেবনপরায়ণ সহচরী জাই। চামর বিজন বিজই তাই ॥
বাসিত বারি কোই সখী দেল। বদনক চরবণ তাম্বুল লেল ॥
পুন দোহু আলসে সুতল শ্যামরাই। রতি রণ শ্রমে[৪] ভোরি নিদ জাই ॥
খনএক জাগী উঠল কান। সখীগণ কুঞ্জহি করল পয়ান ॥
সব সখীগণ সঞে রতিরণ কেল। ইহ অপরূপ কোই বুঝল না ভেল ॥
আওল কানু পুন রাইক পাশ। মাধব হেরইতে অধিক উল্লাস ॥

॥ অথ জলকেলি ॥ তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥ একতালি বড়ারি ॥

[১৭৫ক জলকেলি গোরাচান্দের মনেতে পড়িল।

১ সীখর ২ কোমল ৩ শ্রীরিঅঙ্গ ৪ শ্ররমে

সঙ্গে পারিষদ লঞা জলেতে নামিল ॥
কেহুঁ অঙ্গে কেহু কেহু জল ফেলি মারে।
গোরা কূপে নিয়া জল মারে গদাধরে ॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরসিত মনে।
হুড়াহুড়ি বোলাবলি করে জনে জনে ॥
গৌরাঙ্গচান্দের লীলা কহনে না জায়।
মনের হরিসে বাসুদেব ঘোষ গায় ॥

॥ বড়ারি একতালি ॥

সব সখী মেলি করল পয়ান। কৌতুক কেলি কুণ্ড অব গান ॥
জলমাহা পৈঠল সখীগণ মেলি। দুহুজন সমর করত জলকেলি ॥
বিথারল কুন্তল জর জর অঙ্গ। গহর সমরে দেই নাগর ভঙ্গ ॥
সখীগণ বেঢ়ল নাগরচন্দ্র। গোবিন্দদাস হেরি রহুঁ ধন্দ ॥

রাগ তালো যথা

জলকেলি সাধে। চলু ধনি রাধে ॥
উতরল তীরে। পহিরল চীরে ॥
সরস সলিলা। পৈঠলী শিলা ॥
করিণীর সঙ্গে। করিবর রঙ্গে ॥
দুহু দুহু মেলি। করু জলকেলি ॥
সখীগণ নিপুণা। বেঢ়লহ হাঠিনা ॥
কেহো দেই নীরে। কেহো দেই চীরে ॥
কেহু দেই তালি। কেহু বলে ভালি ॥
কানু মুখ মোড়ি। জল দেই জোড়ি ॥
কেহো কেহো হারি। কেহু দেই গারি ॥
ভাগত দূরে। চমক নেহারে ॥
কানুক বেড়ি। ধাওল কিশোরী ॥
সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা ॥

কানুক অঙ্গে। ভাসত সঙ্গে ॥
পাতল চীরে। বেকত শরীরে ॥
নিরখিতে কান। হানে পাঁচ বাণ ॥
ধনি করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে ॥
ধনি কুচ জোড়া[১]। হাসি দেই মোড়া ॥
হরিসার সাধা। আনিল রাধা ॥
রাখিলি তীরে। অলপহি নীরে ॥
পদমিনি চারে। চলিলি বিহারে ॥
[১৭৫খ কমলিনী ঠামে। মিলল শ্যামে ॥
সখীগণ মেলি। করু কত কেলি ॥
নাগর সঙ্গে। কত রসরঙ্গে ॥
কিয়ে ভেল শোভা। শেখর[২] মনলোভা ॥

॥ সুহই একতালি ॥

রাধা সখি সঞে ও বর নাহ। কৌতুক কেলিকুণ্ডে অবগাহ ॥
অপরূপ সুরচন করু জলকেলি। সখীগণ সঙ্গে নাগর একমেলি ॥
দৈবত যুবতী জৈছন বীর। তৈছন জলসেক দুহুক শরীর ॥
রাধামোহন পহুঁ কুঞ্জক চাহ। অবসরে রাই করু জল অভিবাহ ॥

॥ বড়ারি রাগ দশকোশি ॥

নাহি উঠল তীরে সবহুঁ সখীগণ নাগরী নাগর রায়।
বসন নিচোরি মুছই সব তনু নব নব বেশ বনায় ॥
বিনোদিনী বেশ করত বর কান।
চিকুরি সোঙারি কবরী পুন বান্ধত অলকা তিলকা নিরমাণ।
সিঁতি বনাওই উরপর লেখই মৃগমদ চিত্র নিশান[৩] ॥
রতিজয়লেখ চরণযুগে লেখই আর কত বেশ বনান ॥
কতহুঁ জতন করি বেশ বনাওল নূপুর দেওল রঙ্গে।

১ জোর ২ সিখর ৩ নিশান

গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরত মুরছই কতহু' অনঙ্গে[1] ॥

॥ সুহই দশকোষি ॥

বেশ বনাইএ নাগরী নাগর সহগণ কুঞ্জেহি জাই।
কত উপহার লেই থারি পুরি সহচরী[2]দেই জোগাই ॥
কত সুখে ভুঞ্জই কান।
বিবিধা মিঠাই গোরস সতকর পিআস ভরি সমপান ॥
ভোজন সারি তাম্বুল লেওল তবে ধনি শেষ ভুঞ্জাই।
সমমাহ বুঝিই রহই না পারই চতুরি হেরি দায় মাগি রাই ॥
আপনহি মন্দিরে চলল বিধুমুখী শ্যাম করু বিপিন পয়ান ॥
সখীগণ মেলি আয়ল ধনি নিজবাস কৃষ্ণদাস গুণগান।

॥ [১৭৬ক অথ ভাবী বিরহ ॥ সুদূর প্রবাস ॥
॥ শ্লোক ॥

প্রোষিতভর্তৃকা কশ্চিৎ কারণত্তস্য বিদূরস্য ভবেৎ পত্তে
তদসঙ্গমতুস্মাত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা
দূরোদেশে গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা
ভারি ভবন ভূতেহত্র ত্রিবিধা সংপ্রকীর্তিকা।
ভাবী বিরহ তৎ ভারাক্রান্তো মহাপ্রভু।

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল কন্দর্প ॥ তালো ॥

আজি কেনে গোরাচান্দের বিরস বয়ান। কে আইল কে আইল ঝরএ নয়ান ॥
চৌদিগে ভকতগণ কান্দি অচেতন। গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝিনু মন ॥
সো মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে। কত সুরধুনী ধারা আখিজুগে ঝরে ॥
হরিহরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস। শিরে করে হানে বাসু গদগদ ভাষ ॥

---

১ অনঙ্গ ২ সহচারি

॥ রাগিণী কামোদ ॥
॥ মণ্টক তালাভ্যাং ॥ গৌরচন্দ্র ॥

সাজহি শচীসুত হেরি বয়ান মত কি কহত কছু নাহি জানি।
নগর গমন লাগী বোলত রাজদূত বড় ইহ দারুণ বাণী॥
কান্দি কহত পুন রোই।
লাখেলাখে বিঘিনি মুঝপর গীরতউ পাছে জানি বিছহাদ হোই।
কাহে মুঝ দক্ষিণ নয়ান ইহ ফুকরই কাহে মঝু হৃদয় কাঁপ॥ ধ্রু॥
কাহে মঝু চিত করত উচাটন এত কহি করত বিলাপ॥
ঐছন হেরি পরাণ মঝু রোয়ত কি করিব নাহিক থেহ।
এ রাধামোহন কহ ইহ আনমত নহ কাঠ কঠিন মঝু দেহ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

না জানিয়ে কো মথুরা বসএ আওল তাহে হেরি কাহে জিউ ক॑াপ।
তব ধরি দক্ষিণ পয়োধরী স্ফুরই লোরে নয়ানযুগ ঝাপ॥
সজনি অমঙ্গল শত নাহি মানী।
বিপদক লাখ তৃণহু করি না গুনিএ কানুবিচ্ছেদ হোয়ে জানি॥
কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহে থির জাগরে নিন্দ নাহি ভায়।
গঠন মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল কিয়ে হাম করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমরা নাহি গুঞ্জয়ে সঘনে রোঅত শুকসারী।
গোবিন্দদাস আনি সখী পুছত কাহে এতহি বিঘিন বিথারি॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ প্রিতি[১] মণ্টক তালো ॥

ঝাপল উতপল লোরে নয়ান। কৈছে করত হিআ কিছুই না জান॥
তুহু পুন কি করবি গুপতহি রাখি। তনুমন দুহু মোঝে দেওত সাখি॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়। বজরক বারক বারণ করতলে হোয়॥
জান হে য়ে সখি মন কি তোরি। পিআ পরদেশে চলব মঝু ছোড়ি॥ ধ্রু॥

১ প্রিতি

গমন সময়ে বিরোধ জনি কোয়। প্রিআক অমঙ্গল জানি পাছে হোয়॥
সময় সমাপন কি ফল আর। প্রেমক সমচিত অবহু নিবার॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান। পিআ পরদেশী কাহে রহু প্রাণ॥

॥ রাগিণী কামোদ ॥ তাল মণ্ঠক ॥

হের দেখ সাজহি গোরাঙ্গ বেআকুল নদী জনু রচএ নআন।
কো ইহ ভাব বিভাবিত অন্তর হেরি হেরি ঝুরয়ে পরাণ॥
সজনি ক্ষণে ক্ষণে কহ ইহ বাত।
ঐছন তন্ত [১৭৬খ মন্ত পরচারহ জৈছন নহ পরভাত॥ ধ্রু॥
তাক বিচ্ছেদ হাম সহই না পারই নিকসউ পাপ পরাণ।
কি করব কৈছনে ইহ দুখ মেটব সো রীতি করহ বিধান॥
এত সুনি মধুর ভকতগণ কান্দই ততহি করত অনুবাদ।
রাধামোহন দীন কিছুই না জানল অতএ সে করত বিবাদ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ ধ্রুবতালো ॥

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি জা সম সো আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোসই শ্রবণ অমঙ্গল কালি কালিহু সাজ॥
সজনি রজনী পোহাইল কালি।
রচহ উপায় জৈছে নহ প্রাতর[১] মন্দিরে রহু বনমালী॥ ধ্রু॥
যোগিনীচরণ স্মরণ করি মাধব বান্ধিব যামিনীনাথে[২]।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বর জৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দীদেবী সেবিতাহে ভাখব সো রাখউ নিজ তাতে।
কিয়ে শমন আনি ভুয়িতে মিলায়ব গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

॥ বড়ারি রাগ ॥
॥ তাল দশকোশি ॥

জাহি লাগি গুরু গঞ্জনে মনোরঞ্জন দুরজন কি কি নাহি কেল।

১ প্রাম্বব ২ লাখে

জাহে লাগী কুলবতী বরত সমাপলু লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি জানলো কঠিন পরাণ।
ব্রজ পরিহরি হরি সো অব জাওব সুনইতে নাহি বাহিরান ॥ ধ্রু ॥
জো মঝু অঙ্গ পরসে রসে লালসে মণিময় মন্দির ছোরি।
কণ্টকি কুঞ্জে জাগি নিশি বাদর পন্থ নেহারই মোরি ॥
জাহে লাগি চলই চরণে বেঢ়ল ফণী মণি মন্দির করি মান।
গোবিন্দদাস ভন [১৭৭ক সো দিন কৈছন বিদূরহ ইহ অনুমান ॥

॥ রাগিণী দেশপড়া ॥
॥ মন্দন তালো ॥

কি করিব কোথা জাব সোআথ না হয়।
না জাঅ কঠিন প্রাণ কিবা লাগী রয় ॥
পিআর লাগিআ হাম কোন্ দেশে জাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥
বন্ধু জাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ জেন নাহি দেখে লোকে ॥
নহেত পিআরে গলার মালাত করিআ।
দেশে দেশে ভরমিব জোগিনি হইআ ॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমি পরমান ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

আজি পরভাতে দেখিল কার মুখ। কোন নিদারুণ বিহি দিল এত দুখ ॥
কোন্ দুরাচারে এত ঘোষণা ঘুসিল। কেমনে বজর হিআ প্রিআ লইতে আইল ॥
কার পূর্ণঘট হাম ভাঙ্গিল বাম পাঅ। পদাঘাতো কৈল কোন ভুজঙ্গ মাথাঅ ॥
না জানিএ আমি কোন্ দেবেরে নিন্দিল। কে মোর হিআর ধন[১] লইতে আইল ॥
এত কহি সুবদনী ভেল মুরুছিত। জ্ঞানদাস কহে সখী করাহ সম্বিত ॥

১ ধোন

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তাল সমোচিত ॥

মুরুছিত রাই হেরি সব সখীগণ হোওল বিকল পরাণ।
উরু পর কতশত করাঘাত হানই নিঝরে ঝরএ নআন ॥
হরি হরি কি আজু দৈবকি খেলি।
রাইক শ্রবণে শ্যাম দুই আখর উচ্চস্বরে সব জন কেলি ॥
বহুক্ষণে চেতন পাই সুধামুখী কাতরে চৌদিগে চাহ।
বেরি [১৭৭খ সব সহচরী করে আশ্বাসল কানু কাহে জাবে পুরমাহ ॥
তুরিতহি সঙ্কেত কুঞ্জে তুহি মিলব হোঅব অধিক উল্লাস।
তাক সম্বাদ জানাইতে তৈখনে চলু যদুনন্দনদাস ॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

রাই প্রবোধিআ[১] চলল সহচরী মিলল জঁহা সে মুরারি।
সজল নআনে কহত কত মন দুখ রাইক বিরহ বিথারি ॥
প্রাতরে তুহু চলব মথুরাপুরী জবহু সুনল ব্রজনারী ॥
বিরহক ধুমে ঘুম নাহি লোচনে মোছত উতপত বারি।
মাধব ভালে তুহু ব্রজঅনুরাগী।
অবসর বল্লরী জনু বিরহানলে কো পুন ইহ বধভাগী ॥
গিরিবর কুঞ্জে কুসুমময় কানন কালিন্দী কেলিকদম্ব।
মন্দির গোপুর নাগর সরোবর কো কাহা করু অবলম্ব ॥
দূতী [……] বিদগধ শিরোমণি কুঞ্জে মিলল ধনি পাসে।
রাধা বদনচান্দ হেরি পুলকিত ভাবসন্ধি পরকাসে ॥
সুন্দরী কি কহব বচন না স্ফুর।
আওল রাজদূত হাম জাওব কালি নিশ্চয়ে মধুপুর ॥
পুন আগমনে কতএ ঘটি হোওব না জানিয়ে তাহে বিলম্ব।
হৃদয়ে খেদ বড় প্রকৃত কঠিন বড় রাজকাজ অবলম্ব ॥
ধনি কহে গিরিধর তোহারি সঙ্গে মোর প্রাণ চলতু সব সাজে।
কহে শিবরাম দাস অব সমচিত ভেজব নিজ কোন কাজে ॥

---
১ প্রবোধিআ।

॥ রাগিণী মল্লার ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী ফুকরই রোয়ত ঝরঝর নয়নী।
অনুমতি মাগিতে বর বিধুবদনী হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী ॥
আকুল কত পরবোধই কান। অব নাহি মাথুর করব পআন ॥
ইহ বর সবদ পসিল জব শ্রবণে। তব বিরহিনী ধনি পাওল চেতনে ॥
নিজ করে ধরি দুই কানুক হাত। জতনে ধরল ধনি আপন মাথ ॥
বুঝিয়া কহয়ে বড় নাগর কান। হাম নাহি মাথুর করব পআন ॥
জব ধনি পাওল ইহ বিসোআস। বৈঠল দুহু তব ছোড়ি নিশ্বাস ॥
রাই পরবোধয়ে চলল [১৭৮ক মুরারি। বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি ॥

॥ ইতি শ্রীপদমেরু গ্রন্থে শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারে শৃঙ্গে ভাবী বিরহ ও মিলন খেদোক্তি সমাপ্ত ॥

॥ অথ চিত্র গীত লিখ্যতে ॥ তদুচিত গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু ॥
॥ রাগিণী কালোচিত ভাবিজুক্তা ॥

হেরি গোরার মুখশশী মাহান্ত সকলে। হৃদয়ে বেথিত ভাসে নআনের জলে ॥
সকরুণে বলে শোন শ্রীশচীনন্দন। অন্তরে প্রবল দুখ না সরে বচন ॥
লোকমুখে শোনি প্রভু না রহিবে ঘরে। সন্ন্যাস করিআ তোমি জাবে দেশান্তরে ॥
কেমনে তেজিবে সব প্রিয় ভক্তগণে। নিছয়ে মরিবে তব না হেরি বদনে ॥
শোকসিন্ধু মাঝেতে ডুবিবে নদেবাসী। বাসুদেব ঘোষ বলে হেন চিতে বাসি ॥

॥ রাগিণী কানড়া ॥ তালো সমুচিত ॥

শ্রীমুখ পঙ্কজ চাহি গোপীগণ নয়নে বহএ লোর।
জেন সুরধুনী তরঙ্গ তেমনি ভিঙ্গল বসন জোর ॥
গাগরী গাগরী জেন বারি চারি লোচন কমল তায়।
চিত্তের পুথলি সেবন কিশোরী কাঠের পুথলি প্রায় ॥
সপনে না জানি লোকমুখে সুনি ছাড়িব গোকুল পুরী[১]।

১ গোকুলপুরী

মনমথ কাম ভেল সেই ঠাম এসক করিআ দুরে ॥
তুমি কি জাইবে মধুপুর দূর কেমনে জিবই মোরা।
কেবল রাধার পরাণ পুথলি কেবল নআন তারা ॥
এখনি মরিব গরল ভখিআ সাওরে তেজিব প্রাণ।
রাধার মিনতি আরতি সুনিতে দ্বিজ চণ্ডীদাসে গান ॥

[১৭৮খ ॥ রাগোভালো যথা ॥

কেন তোমি জাবে কামিনী তেজিআ কাতর করিআ কান।
কেমনে বাঁচিব কহ কহ সুনি কাতর হইল প্রাণ ॥
করমের ফল কি করল বিধি কোন কোন ফল মানি।
কার কত কাল করি অপরাধ[১] কখন নাহিক জানি ॥
কেন বা করিলে কামিনী সহিত কঠিন পিরিতি[২] নেহা।
কামনা রতিক কখন হারাব কাতর কঠিন দেহা ॥
কুলে দিল কালী করিলে কুটনি কলঙ্ক হইন সারা।
কেমন করিআ কামিনী বঞ্চীব কুলশীল হল হারা ॥
কানন নিকুঞ্জে করিলে কালিআ কামিনী করিতে রাস।
কামে মত্ত হআ কালিন্দীর তীরে করিলে কঠিন বাস ॥
কত কত ভেল কানন বিরহ করিলে কপটপোনা।
কুলবতী শত করিলে বেকত ছারিআ কুলের বামা।
কহিল তোমারে কাজে করিবারে কোথা রে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি কঠিন পাইল জ্বালা ॥
কহে চণ্ডীদাসে কাতর হইআ কানুর চরণে বাণী।
করে কর ভরি না জানি কখন বিষপান করে ধনি ॥

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

খলপোনা ছাড় খল খল কহ খেনেক খসাহ বোল।
খলসনে খল খরতর দুখ খানিক খেমহ[৩] ওর ॥

---

১ অকরাধ ২ প্রিরিতি ৩ হেমহ

খেমা তব নাহি খিন তনু ভেল খসল নআন তারা।
খেনেক খেনেক বিষম খেনেক খেনেক পরাণ সারা॥
খাইতে না রোচে খঞ্জন নঅনি খোজত সে নব লেহ।
খল খল খল সে মৃদু হাসিআ খেনে কি ডাগাহ সেহ॥
খুজিতে এমন [১৭৯ক নাগর সুন্দর খোআলি খঞ্জনি রাই।
খেতিতলে খিন খিনহি অন্তর পড়িআ রহল তাই॥
খসল কবরী খিন চান্দমুখ খেমা সে নাহিক চিত।
খেপন জতেক খিন তনুখানি চণ্ডীদাস সে দুখিত॥

॥ রাগিণী কানড়া ॥
॥ তালো সমুচিত ॥

গুনিত গোপত গোপত পিরিতি গাইত তোমার গুণে।
গুমুরি গুমুরি সুনিতে সুনিতে পঞ্জর জারিল ঘুনে॥
গরবিত গুরু গঞ্জনা জে দিল গৌরব গরিমাপনা।
গাখানি গরজি জরজি জারল গুরু পরিবার পনা॥
গোকুলে গোপের গরিমা জতেক গেল সে গাইলে গুণে।
গোপবালাগণে জত সখাগণ তা সভা পাসর কেনে॥
গোধন লইআ গভীর কাননে গোচার করিবে কে।
গোকুল হইআ গোধন লইআ গাইআ জুড়াবে সে॥
গৌরী আরাধিআ গোবিন্দ পাইআ গোপিনীরসের নেহ।
গোপত পিরিতি গাইতে গাইতে কালিআ হইল দেহ॥
গৃহে[১] জত কাজ গহন সমান গরল সদৃশ ভেল।
গোধন দহন গহন কানন গোরস বাধক দেল॥
গোপীগণ জত মথুরা গমন মাথাএ পসার গুরি।
গাইতে গাইতে সে গুণ মাধুরী চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

॥ রাগ নটনারায়ণ ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

ঘেরল আপদ ঘুটিল বিবাদ ঘরের ঘোষণা জাতি।

১ গ্রহে

ঘুসিতে ঘুসিতে ঘোষণা সেচনা ঘনআ ঘোষণা মতি ॥
ঘুনে জেন ঘর সদা করে জর ঘেরিআ ঘেরিআ কাটে ।
ঘুসিতে ঘুসিতে গুণ ঘর মর ঘন কাটা উটে ॥
ঘোস নন্দঘোষ ঘরের [১৭৯খ বাহির ঘন ঘনশ্যাম করে ।
ঘোষ ঘটী করি ঘৃত দুগ্ধ ঘটে পুরিআ ধরে ॥
ঘোষণা নগরে এ ঘৃত পসারে ঘরেরে হইআ আনে ।
ঘন ঘটে পুরি ঘেসাঘেসি করি রাখএ ঘট পানে ॥
ঘোরতর ঘন নন্দঘোষ মন ঘন বেশ করি দেই ।
ঘরে নন্দরাণী ঘোষে গুণমণি ঘরেতে লইআ জাই ॥
ঘৃত ঘোল সর রাখি করপুর ঘুচল ঘেরল বিধি ।
ঘন নবঘন ঘন ঘন ঘন ঘুনায়ে হেরব নিধি ॥
ঘর ছাড়ি জবে অক্রূর ঘেরল জানিল এ ঘর ঘানা ।
ঘোষণা ঘুনাঅ ঘটার ঘনআ ঘরেরে আইল তারা ॥
ঘর সে আন্ধার ঘর সে দিঘল অক্রূর আইল জবে ।
সোন নবঘন আগুন হইল ঘরের বাহির এবে ॥
ঘটগণে বান্ধি তোমার অবধি মরিলে তবে সে জেও ।
ঘোষণা রহিল এই ঘোরতর চণ্ডীদাসে বলে রও ॥

॥ রাগিণী সুহই : বড়ারি ॥
॥ ভালো সমুচিত[১] ॥

উকি যে তোমার উনমত চিত উচিত তোমার নয় ।
উ সব আচার বিচার না লয়ে উচিত কহিতে হয় ।
উ রাঙ্গা চরণে উ সব নাগরী উনমত হআ মন ।
উজর উপরে উ দুটি চরণ রাখল করি আপন ॥
উজাগর নিশি উদিত এ রাশি উপরে সুনিআ তান ।
উনমত হআ আইল ধাইআ উঠালি গোপীর প্রাণ ॥
উপরে দুগ্ধের খুরি আবর্তন উনানে রহিল তাহা ।
উনমত বালা প্রেমে কেলি গেলা উমা উমা রবে রহা ॥

১ সমোচিৎ

ঙ মুখ চলল বরজনাগরী ঙপরে নাহিক মন।
ঙনমত্ত হইআ ভুজঙ্গ দংশন কিছুই নাহিক কন॥
ঙরজ উপরে [১৮০ক নিজ পতি কার বসিআ আছিল সুখে।
ঙ ধনি মধুর ঘরনি সুনিয়া ঙপুটি ফেলিল তাখে॥
ঙ গুণ গাইতে ঙ সব নাগরী বেশের ঙ নহে চিত।
ঙচিন্ত কহেন চণ্ডীদাস তাহে ঙটল বিরহ চিত॥

॥ রাগিণী কানাড়ি॥
॥ তাল সমুচিত॥

চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া কহিতে পরাণ ফাটে।
চিত বেয়াকুল চমকে অন্তর চান্দ ছাড়ে কোন্ নাটে॥
চান্দ সে বয়ানে চন্দ্রমুখী রাই না সুন আমার বাণী।
চাচর চিকুর চূড়া না বান্ধব চাপার ফুলে সে আনি॥
চন্দন চর্চিত সে অঙ্গ লেপিত চুয়ার সঙ্গেতে মিসা।
চপল রমণী সে চান্দবদনী চলিব করিয়া দিসা।
চান্দমাল চান্দমুখ নিরখিয়া চড়াইব উরু পরে।
চিনি চাপাকলা ছেনা চাহি সব দিব সে আনন্দে কারে॥
চান্দমুখ পর চর্চিত কর্পূর চাহিয়া মাগিব ঠারে।
চপল রমণী চেতন করিআ চলিআ আপন রসে।
চাহিব কা পানে চামর ঢুলার দিব সে শ্রীঅঙ্গে বা॥
চিত্তের রসন করিব শয়ন চর্চিত সোনার গা॥
চারিদিকে দিব চাঁপা নাগেশ্বর চামেলি চম্পকলতা॥
এ চন্দ্রমল্লিকা চুআ মিসাইআ আসন করিব হেথা॥
চণ্ডীদাসে কহে চেতন হরিআ চাহিলা গোপিনী পানে।
চিরকাল রহ চান্দমুখ দেখি জুড়াক সভারে প্রাণে॥

॥ রাগিণীশ্রী॥
॥ তাল সমুচিত॥

ছটফট করে ছাআ ঘরে গেল ছাপিতে নাহিক ঠাই।
ছলা করি ছট বেশ না করির ছলা সে করিব নাই॥

ছেনা ননী ঘৃত দধির পসরা ছান্দিব পসার পরে।
[১৮০খ ছন্দবন্ধ ছান্দে ছলাক্ষে করিব সাসুড়ি ননদি বোলে ॥
ছান্দিয়া চরণ ছান্দে দান সাধি ছেনা দধি নিব ছলে।
ছল ছল ছল গোপিনি সকল ছি ছি ছি লো বলি বলে ॥
ছলা করি তবে বড়াই জাইয়া ছন্দ করি কথা কয়।
ছাপীয়া রাধারে বসনের ছায়ে সে নব কিশোরী লয়ে ॥
ছটা বেশ দেখি ছটার উপমা ছাড়িতে করিয়া ঠাই।
ছলা দান ঘাটে শিব জীব কেবা চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

॥ রাগ বড়ারি ॥

জর জর জর জারিল অন্তর জবে সে সুনিল ইহা।
জাইব মথুরা নাগর চতুরা জারল রাধার দেহা ॥
জার লাগি জাই নিকুঞ্জভবনে জ্বালাতে জাইব ভালে।
জমুনাকিনারে জসদানন্দন রাইর কদম্বতলে ॥
জাচিয়া জাচিয়া জতন করিয়া কে দিবে কদম্ব ফুল।
জাহা না দেখিলে জিউ নাহি রহে জাতনা হইল মূল ॥
জবে সে জানল জবে আইল রথ জবে সে পড়ল সাড়া।
জাই এক জন বুঝল কারণ জারল বিরহ গাড়া ॥
জে জন জাইব তোমারে লইয়া জমুনা হইলে পার।
জীবন তেজিব জতন করিয়া জানিবে বিচার তার ॥
জানে চণ্ডীদাস জাইব মথুরা জবে সে সুনিল কানে।
জরজর তনু জারল অন্তর ধৈরজ নাহিক মানে ॥

॥ রাগ নটনারায়ণ ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি ঝমরু নয়ন দুটি।
ঝলকে ঝলকে ঝর ঝর ঝর বিরহের বারি উঠি ॥

ঝর ঝর পাঁজর ঝর ঝর ভেল ঝটকে পরাণ জায়।
ঝট করি জিউ ঝামুরু ঝামুরু ঝটকে বেথাটি পায়॥
ঝন ঝন করে কঙ্কণ ঝটকি করমে হানয়ে ধনি।
ঝিএর করুণা ঝট করি আসি[১] বৃষ [১৮১ক ভানু রাজরাণী[২]॥
ঝক ঝক পাটে ঝলক আয়াটে ঝরে ঝর ঝর আঁখি।
ঝন ঝন ঝন ঝনক ঝনক ঝনক রথের ঠাটি॥
ঝাঝরি মহুরি ঝট ঝট বাজে ঝটকে নাচএ নাট।
ঝলমল করে ঝলকে কুন্তল ঝাপটি ঘরনি করে।
ঝাঝর হিয়ায়ে ঝট ঝট হেদে কান্দএ করুণাস্বরে॥
ঝামরি উলায়ে ঝটকি পরিল সে হেন সুন্দরী রাধা।
ঝাঝরি করিল গোপীগণ জত ঝাট সে করল বাধা॥
ঝাট চণ্ডীদাস ঝামরু হইআ পড়িআ রহএ পাএ।
ঝট করি চেদে ঝট ঝট করি লইএ জাইতে চাহে॥

॥ রাগ নটনারায়ণ ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

এ কি মথুরা এ কি চতুরা এ কি পরের বশে।
এ কি নিদান এ কি পাষাণ এ কি ছাড়িব বাসে॥
এ কি গোধন তেজিয়া সদন এ কি ছাড়িব মায়ে।
এ কি বালক তেজিব সকল এ কি মথুরা জায়ে॥
এ কি গোপিনি তেজিব এখনি এ কি নিদয়া হআ।
এ কি গোকুল তেজিবে সকল এ কি শোক দিআ॥
এ কি পাষাণ হৃদয় নিদান এ কি মথুরা জাব।
এহার কারণে ইঙ্গিতে আকারে এখনি পরাণ দিব॥
এ কি মথুরা নাগরী বিলাসে এ কি বঞ্চিব তথা।
এ কি সেখানে বঞ্চিব সঘনে এ কি ছারিব হেথা॥
এ কি রাধার মরণ দেখিআ জাইবে মথুরা দেশ।
এ কি অক্রূর সঙ্গেতে জাইব দিয়ে অতি বড় ক্লেশ[৩]॥

---

১ আশী ২ রাজারানি ৩ ক্লেশে

এ কি সুখের লালস ভেজিআ গোপিনী ছারিবে পারা।
এ কি বঞ্চিব করব সকল চণ্ডীদাস [১৮১খ বোঝে ধারা॥

॥ রাগিণী ষষ্ঠি ॥
॥ তাল সম্মুচিত ॥

টলবল করে টলটল দেহে টেরা সে বিষম গাসী।
টানিলে না টলে বুকে টেরা টেরা হয়া হৃদএ রহল পসি॥
টাটক হইআ সুধামুখী ধনি টেরাসে নআনে চেয়া।
টারিআ জাইবে তটস্থ রমণী টুটিল বিরহ দিয়া॥
টানাটানী করে টেরেতে লইআ মরিতে টাকর দিআ।
টালটোল করি টকাই তা সনে টের দূরদিগে রআ॥
টিপটাপ করে টেটানির পারা টিকাদিনি পারা রাধা।
টলটল করে অবলাপরাণ সকল করিল রাধা॥
টাটক হইআ টানিআ রাখিব আপনার নিজ পতি।
টেরেতে থাকিআ টিটকারি দিআ অক্রূর মহা সে মতি॥
চণ্ডীদাস রহে টাটক হইআ টারল গোকুলনাথ।
টিপনে জানিল টেরা হইআ নাথ ছাড়ব গোপীর সাঁথ॥

॥ রাগিণী আসোআর ॥
॥ তাল সম্মুচিত ॥

ঠানল রমণ ঠমকে বৈঠল ঠারাঠারি করে তারা।
ঠাটক বিরথ ঠেলাঠেলি জত ঠানিল রমণ সারা॥
ঠান বেশ ধরি ঠমকে জাইবে রথে।......
ঠকের ঠাকুর ঠকমকি সারা ঠাকুর বলি যে তারে।
ঠাকুর হইলে ঠাকুরালিপোনা ঠমক সে জন করে॥
ঠেকাইয়ে য়েবে ঠমকে যাইবে জানিল গোপের রামা।
ঠোর নাহি চিতে অবলা বধিতে ঠারে ঠেলিব তোমা॥
ঠানিল মরণ ঠাকুর তখন ঠারে জোগাইব রথ।

ঠারে চণ্ডীদাস হুআ এক মন ঠারে জোগাইব রথ ॥

॥ [১৮২ক রাগিণী খেলোআর ॥
॥ তালো সমুচিত ॥

ডাহিনে শৃগালী ডাকে এক জনা ডাহিনে কাটিআ জাব ।
ডর পেএ মনে অশুভ দেখিয়া ডরে ডরাইয়া রব ॥
ডোর দিলে ঘরে ডোর দিলে পরে ডাগর হইল রানি ।
ডরে ডরাইআ ডরেতে ডরিআ ডাহিন নাহিক শুণি ॥
ডারিল পড়িয়া ডহর দেখিআ পড়িল সকল জনে ।
ডোর দিলে বড়ি অতীত ডাবরি এমন কে জন জানে ॥
ডাগর দেখিআ বামেতে ডারিআ ডাগর কদম্বফুল ।
ডগমগ ডগ উড়ে শিখিচূড়া বান্ধিআ চাঁচর চুল ॥
ডাহে চণ্ডীদাস পড়িল চরণে ডারিল সাগরজলে ।
ডহ ডহ ডহ ডহএ অন্তরে হৃদএ আনল জ্বালে ॥

॥ রাগিণী বড়ারি ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার ঢরকি ঢরকি লোর ।
ঢলিআ পড়এ ঢাকিলে না রহে নাহি ডোর দিলে ওর ॥
ঢারিলে অমিআ বন্ধু ঢারি দিলে ঢল ঢল করে অঙ্গ ।
ঢাকি পুন দিলে ঢারি আগর ঢারে ঢারিল সঙ্গ ॥
ঢোল পরিবসে ঢাকিব ঢোর সে ঢাপন বিরহ কোর ।
ঢাকল ঢারিলে ঢারিব ঢাপনে ঢিবর ঢঙ্গ সুঢোর ॥
ঢর ঢর ঢর গোপ সুনাগরী ঢরল বিরহশরে ।
ঢাবিলে বিরহ আনল দ্বিগুণ ঢালি চণ্ডীদাস ঝুরে ॥

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

আনন্দ ছারিআ আপন জারল আণ কি পরাণে সহে ।
আনহ গরল হইআ সরল আণ কি পরাণে সহে ॥

আণ আণ [১৮২খ ছলে আণ কুতূহলে করিত্ব আণহি খেলা।
আণ জনা কত কহিল বেকত আণ দিল অতি জ্বালা॥
আণ পালা সব আণ কি দিআছে তোর।
আণ সত করি তোমার কারণে আণ করি জাহ ভোর॥
আনল জ্বালিলে আনন্দের ঘরে আণ জানিআ ইহা।
আণ আণ জত আণ আণমত আণহ বায়ন ভালে।
আণ আণ লাগী এত পরমাদ চণ্ডীদাস আণ বলে॥

॥ রাগ ভ্যাটীলি মঙ্গল ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

তুমি কি নিদান তাহা সে নিদান তাহা সে না জানি তবে কি এমন করি।
তার তর তম তখন করিথু অখলা কুলের নারী॥
তরল তো বিনু গরল তখনি খাইব আমি।
তবে তাপ জাবে তখনি মরিব তবে সে জানিবে তুমি॥
তোমার কারণে তেজি গুরুজনে তাহা সে সকলি জান।
তুমি নিদারুণ তাহে কর হেন তাহা তোমি জদি জান॥
তোমার পিরিতি হৃদয় পূরিত তাহা না কহিব কত।
তাপেতে তাপিত তাহা কব কত তোমার কারণে জত॥
তাপেতে তাপিত গঞএ সতত তাপিনী বরই আমি।
তোমার চরণে সকল গোচর তাহে নিদারুণ তোমি॥
তাহে চণ্ডীদাস তাপিত হৃদয় তনু জর জর ভেল।
তাপে জত সখী তাহা মুখ দেখি হৃদএ বাজল শেল॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত।

থাকি থাকি থাকি বেথিত অন্তর কান্দিআ কান্দিআ উঠে।
থির নাহি চিতে থাকিআ বেথেত [১৮৩ক জেমন আনল ছোটে॥
থোর দরসন থাকিত থোকিত থির থির নাহি মান।
থাপিল তোমার যুগল চরণ থল সে নাহিক জান॥
থির করি চিত থর থর করে থাকি থাকি কেন কান্দে।

থাকুক থাকুক তোমার পিরিতে থির আর নাহি বান্ধে ॥
থল না রাখিলে থুইবে খেআতি থাকুক তোমার লেহা।
থির থির তাথে কহে বিনোদিনী থাহি না রহিল দেহা ॥
থির কর চিত থাকহ গোকুলে থাই সে হইআ থাক।
চণ্ডীদাস বলে থল রাখ নাথ গোপীর গুমান রাখ ॥

॥ রাগ সুহই ॥
॥ সিন্ধুরা ॥

দক্ষিণ নয়ন নাচল জখন দেখিল বিপদ দশা।
দেয়া সে দেবতা দেবীরে পূজিতে দেখল আপদ ভাষা ॥
দেবতা উপরে দিয়া ফুল দল দেয়াসি জুরল কর।
দেহ মাতা দেবী দরিআ হইআ ঘরে রহে দামোদর[১] ॥
দেবী সে না দিল মাথার সে ফুল তাহাতে জানিল মনে।
দিব বহু দুখ দুখের সাগরে ফেলাব নাগর কানে ॥
দেখিআ দয়াল গুণের সাগর দর দর দুটি আঁখি।
দয়াতে মোহিত দেবের দেবতা শ্রীমুখ বঙ্কিমে রাখি ॥
দোষগুণ জদি দেখিয়া রাধার ছাড়িয়া জাইতে চাহ।
দেখি বল ও দোসর নাহিক চণ্ডীদাস গুণ গাহ ॥

॥ রাগিণী কানড়া ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

ধরম করম সকল মজিল ধাধসে পরাণ রাখি।
ধেআন তোমার ধনি সে আকার সুধা দেহ আছে সাখি ॥
ধনজন জত সে সব বেকত ধরম ভরম তুমি।
ধরিআ চরণ [১৮৩খ লইনু শরণ তোমা না ছাড়িব আমি ॥
ধরিব জেমন ধরে মীনগণ ধাধসে সফরী জত।
ধনি বিনোদিনী ধাধসে তেমনি ধৈরজ ধরিব কত ॥
ধক ধক ধকি পরমাদ দেখি ধরিতে না পারি হিআ।
চণ্ডীদাস কহে ধরিআছ লএ বচন চরণ সেয়া

---

১ দামুদর

॥ রাগ শ্রীনট ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

নবীন নাগরী নবীন নোরেতে দেখিতে নাহিক পায় ।
নীরস বচন নাহিক কথন সতীকে কেমন ভায় ॥
নব নব রামা না ফেল পাথারে নাহিক আপন কেহ ।
না জানি পিরিতি না জানি কি রীতি কেবল সুপিলে দেহ ॥
নয়নে নয়ন মিলিল জে দিন সে দিন আছিল ভালে ।
নাগরী আগরি যমুনা নাগর সেই জে কদম্বতলে ॥
নানা রঙ্গ তথা নানা রসকথা আন আন ছলে কয়া ।
নীর আনি ছলে নানা বেশ ধরি রহিথু বদন চেয়া ॥
নাগরীর প্রেম পাসর কেমন কেমন তোমার প্রীতি ।
নাহি গণ এবে সে সব আরতি চণ্ডীদাস কহে রীতি ॥

॥ রাগিণী বড়ারি ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

পরবসে তুমি পরের কথাএ পহিলে এমন কর ।
প্রেম বাড়াইআ পরসরতন গালয়ে গাঁথয়ে পর ॥
পরে দিয়া জ্বালা পরঘন ঘালা পলাহ পরের বোলে ।
পতি দূরমতি তাহার পিরিতি তেজিল অবহি হেলে ॥
পাথারে ফেলাহ পরিহরি জাহ পাসর পরম লেহা
পাতি জাতি কুল পহিলে সকল পরিহার দিল গৃহা[১] ॥
পথে কত শত পাওল বেদনা পহিলে বিকের ছলে ।
পরিআ কদম্ব মালা মনোহর পাইথে কদম্বতলে ॥
পরিহাস রসে প্রেমের হাইসে পাইআ পসরা জতি ।
পথে [১৮৪ক লুটি নিতে দধি দুগ্ধ জত সে সব তেজিলে কতি ॥
পরেস রতন পাইআ সঘন পরাণে মিসিয়াছিল ।
প্রেমে দেয়াইরে ছাড়ি কার বোলে চণ্ডীদাস[২] দুখি ভেল ॥

---

১ গ্রহা ২ দণ্ডী দাষ

॥ রাগ তালো যথা ॥

ফিরিআ না চাহ ফিরি কথা কহ ফের দিয়া কোথা জাবে।
ফসল পাইআ ফাফর করিআ ফিরিআ চলহ ঘরে॥
ফিরাইথে জবে ফিরিআ ফিরিআ সাঙলি ধবলি গাই।
ফেলাতে চাহিলে ফাফর হইলে ফিরিয়া কান্দএ মাই॥
ফুটল জখন ফণী বিষধর ফুয়ল শ্রীঅঙ্গখানি।
ফের ফিরি ফিরি গোপীনি ঘসারি ফুয়ল অনেক বাণী॥
ফাটএ পরাণ ফাটএ হৃদয় ফেলাহ দরিআ মাঝে।
ফুয়ল সকল ফাফর গোকুল চণ্ডীদাস সঙ্গে সাজে॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তালোচিত ॥

বল বল দেখি বিকল পরাণ বুক বিদরিআ মরি।
বেদনা জানব বরজরমণী বিকল হইআ বড়ি॥
বলরাম হইতে বড় সে জানয়ে বড় সে করিয়া প্রেম।
বিস্মর জেমন বহু রত্নধন লাখে লাখে পায় হেম॥
বড় জেন সুখ বড় জেন দুখ বড়ই আনন্দ তার।
বহুমূল্য ধন তোমি সে তেমন ভুবন করিল সার॥
বটে কিবা নয় বুঝ রসময় বলিল গোচর পায়।
বিনি কাল জদি বসিআ বিরলে রূপ নিরখিআ তায়॥
বেশ পরিপাটি বেশের বন্ধান সঙ্কেত মুরুলি শ্রবণে সুনিএ জবে
বেকত কামিনী কুলের রমণী[১] পরাণ না ধরে তবে।
বিকল হইআ সঙ্কেত পাইআ কনক গাগরি কাঁখে।
বলে চণ্ডীদাস বেদনা পাইআ জেন ধন পেয়া রাখে॥

॥ ১৮৪খ রাগ কাঁকি ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

ভালের রঙ ও ভাবিনীর প্রিয় ভালে সে জানল তোরে।
ভরম সরম ভাসল সকল ভাসাইলা দরিআ পরে॥

১ রমুনি

ভাল মন্দ মোরা কিছুই না জানি ভরসা কেবল পায়।
ভরসা অন্তরে ভাবি [ভাবি] তাহে ভস্ম হইল গায়॥
ভরসা করিল ভরম সরম ভালে সে জানিল মোরা।
ভাল মন্দ কেবা জানে ভাল মতে এমন তোমার ধারা॥
ভৈ গেল ভাবের ভরসা সকল ভেল সে গরল পারা।
ভাঙ্গল সকল সুখের বৈভব ভাবিতে গুনিতে সারা॥
ভিগল মরমে তোমার ভাবনা ভালে সে পসিআ গেল।
ভাবিতে গণিতে ভাসল সায়রে বলে চণ্ডীদাস ভাল॥

॥ রাগিনী শ্রীসুহা ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

মনের মরম মনেতে জানহ্ মানসে মরমে জাত।
মন সুখ স্বত মানসে জানিয়ে মদন তরঙ্গে মাতি॥
মদনমোহন রমণীর মন মোহিলে[১] মনের সুখে।
মধুপুর দূর মথুরা নাগরী মন সে পড়ল তাকে॥
মরমে লাগিল মনোহর রূপ মগন হইআ চিতে।
মনে নাহি ভায় গোকুল নগরী কিরূপ আছই এথে॥
মনমথ হাতি মারিআ কিশোরী শৃগাল মারিতে চায়।
মাণিকের কাছে তুলনা থাকএ কাঁচের ফলের প্রায়॥
পরঙ্গে জরিআ মনজে মজিআ রাঙ্গ ভেল অতি ভোরা।
মতিম তেজিআ কোনি সে পাওব চণ্ডীদাস ভেল ভোরা॥

॥ রাগ দক্ষিণা ॥
॥ তালো সমুচিত ॥

যাহার কারণে জগজন[২] ভরি যত বড় ভেল রাজ[৩]।
জানহ সকল যদুনাথ তুমি ভুবনমণ্ডল মাঝ॥

---

১ মহিলে ২ যগযন ৩ রায়

যদি নাকি [১৮৫ক যাবে সে হেন শ্রীমুখ···যব করে দেহা।
যাইয়া যমুনা যল ভরি ছলে দেখিএ বাঢ়এ নেহা॥
যদি যাহ নাথ যমুনা উপরে যগন ধেনুর পাল।
যবে নাহি দেখি দেখিলে জুড়াই বিকিবে ছলাএ ভাল॥
যাহার বেদনা যানে কোন জনা যাহার হৃদএ পসি।
যানে সেই জনা বিরহ বেদনা যেমন রসের রসি॥
যাবে মধুপুর যবহি সুনল তবে কি পরাণে জিব।
যমুনার জলে যেয়ে কুতূহলে তখনি পরাণ দিব॥
যদি না হইবে স্ত্রীবধ পাতকী তবহি তেজব গৃহ[১]।
যতনে যাইআ যমুনা মরিতে তেজিব আপন দেহ॥
যর যর ভেল জারল অন্তর চণ্ডীদাস গুণ ঝুরে।
এতদিন ছিল যতেক আনন্দ ঘুচল গোকুলপুরে॥

॥ রাগিণী ভালো যথা॥

রসে রসাইআ রমণী তেজিআ রভস রসের কেলি।
রসিক হইআ রস তেয়াগিআ যে বেশে জানিল ভালি॥
রাতুল চরণ রঞ্জিআ নাগরী রসায় রসান ছিল।
রসের ঘরেতে রস ভাঙ্গাইআ বিহি নিকরুণ ভেল॥
রাত্তি দিন ঝুরি বিরহে সুন্দরী রহই তুহারি ধ্যান।
রব সুনি জব মুরুতি কৈসর রঙ্গিআ মুরুলি গান॥
রাধা রাধা রবে অঙ্গ পুলকিত মঞ্জরে তরুর ডাল।
রহে সে যমুনা বহে নিরমল উজান হইআ ভাল॥
রাগ অনুরাগ বহুত অনন্তর রমণী এতেক সয়।
রাগ অনুরাগে যে জনা রহল তার কি পরাণ রয়॥
রাগরসে মাতি রাগ উঠে জব রাগ সে বিসুম বড়ি।
রাগে অনুমত রাগে সে বেকত রাগে সে পরাণ ছাড়ি॥
রাগে সে মগন রহই ধেয়ান্ রাগে সে স্মরণ গাঢ়া।
[১৮৫খ রাগিণী অন্তরে রাগ বহু পেলে পরাণ তেজব সারা॥

---

১ গ্রেহা

রাতুল চরণ লয়াছি শরণ[1] রহিব ওপদ সেবা।
রহিল বিরহে বেকত পড়িয়া চণ্ডীদাস পুছে কেবা॥

॥ শ্রীরাগিণী ॥
॥ তালোচিত ॥

লহ লিদারুণ লবল লাগর ললিত ত্রিভঙ্গধারী।
লব লব বেশ লট মনোহর লহু মৃদু [মৃদু] বোলি॥
লালসে লালসে লবীন লাগরি লটন ঘটন বেশে।
লব অনুরাগ লব লব রসে লব রামা জিয়ে কিসে॥
ললিনী লভুয়া সেজ বিছাইআ লভুন সুগন্ধি তাথে।
লভুন বিচিত্র চামর চারণ লইব সুখের জুথে॥
লাগাইব অঙ্গে এছয় রসাল মিসাল কুঙ্কুম তায়।
লবীন কিশোরী রসাল সে গোপী লেপব শ্যামের গায়॥
লাবণ্য লহরী[2] লেহনা করব লে চলু অক্রূর রায়।
লব লব গোপী লাজ পরিহরি চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

॥ রাগ বড়ারি ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

বল বল দেখি বিরস হইলে বাঁচিব কেমন করি।
বিনোদ বিনোদ বিনোদ আমোদ একিয়ে তেজিতে পারি॥
বিনোদ বেশের বিনোদ মাধুরী বিনোদ কেশের চূড়া।
বিনোদ কুসুম হার বনাইআ বিনোদ দিআছে বেড়া॥
বিনোদ মউর পাখা ত[া]হে দিআ বিনোদ বিনোদ উরে।
বিনোদ নাগরী বিনোদ মরম পরান রহে সে ছাড়ে॥
বিনোদ বিপিনে বাস জাগরণে বিনোদ গোপের রামা।
আর না করিব বিনোদ চাতুরি বিনোদ বিনোদ প্রেমা॥
বিনোদ মুরলী বিনোদ বোলব সুনিব শ্রবণ ভঙ্গি।
বিনোদ বেশের বেশ না করিব বিনোদ জাইব চলি॥

১ মরন ২ লাহারি

বিনোদ সৌরভ হার মনোহর সুগন্ধি চন্দন করে।
বিনোদ আকৃত বিনোদ [১৮৬ক নাগরী লেপিত শ্রীঅঙ্গ করে॥
বিকাওল পাএ...বিনি মূল চণ্ডীদাস গুণ গায়।
বিনোদ নাগরি কি কহিব গতি হেন মন[১] মোর ভায়॥

॥ রাগ কামড়া ॥
॥ তালো সমুচিত ॥

সুনহ নাগর স্বরণ যে লয়ে তারে সে এমন কর।
সরল হৃদয় সরল স্বভাবে করিল জড়॥
স্যাম স্যাম বলি স্যামরি সকল স্যামল হইয়া গেল।
সঘনে সঘনে সে গুণ ভাবিতে কুলে তিলাঞ্জলি দিল॥
সুজন পিরিতি সুখের আরতি সে ভেল গরলময়।
সুখ দূরে গেল দুখ অবশেষ মরণ হইল ভয়॥
সময় হইল দশমী দশার এই সে সফল মোয়।
স্বরণ যে লয়ে সে জন ভেজহ জনম অবধি রোয়॥
সহজে অবলা সামুড়ি তাপিনী সকল জানহ তুমি।
সহিতে সহিতে সে যে করে চিতে বিষ খেঅে মরি আম্হি।
ধাধসে সব গোপীগণ কাষ্ঠের পুথলি প্রায়।
স্যাম পদে পরি করে নিবেদন চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

॥ রাগ সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

শ্যাম সুনাগর রায়।
সকল তেজিআ শরণ লয়াছি সহজে না ঠেল পায়॥
শোনিল জখন শ্রবণ ভরিয়া সকল কুলের নারী।
সকল হৃদয় সম্মুখ হইয়া শুনহে মুরলীধারী॥
শূন্ত করি জাবে সব গোপীগণে সবাই মরিব শোকে।
সব গোপীগণ শমন স্বরূপে শেল দিয়া গেল বুকে॥

---
[১] মোন

শাসুড়ি ননদী সভাই সভাই শাসিল সভার আগে।
সেদিন পাসর দেখি মনে কর স্বরূপে লইব লাগে॥
সব পাসরিআ সমুদ্রে ভারিআ শেষেতে করিল হেন।
সহজে [১৮৬খ অবলা হইয়া অখলা তাহে নিদারুণ কেন[১]॥
সুখের ঘরেতে দুখ সার হৈল শোচনা রহিল বড়ি।
চণ্ডীদাস বলে আশপাস গেল এবে হল বড় ভেড়ি॥

॥ রাগিণী পঠমঞ্জরী ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

ষাম ষাম বলি ষদা ষাম হেরি সকল ষোপিল ষামে।
ষাম পরিবাদ সকল গোকুল এতনু ষোপিল ষামে॥
সব তেয়াগিনু ষামের কারণে ষভাই করিল সারা।
ষাম কিঙ্কিণী[২] ষবদ উঠিল তাহার এমন ধারা॥
ষহিতে ষহিতে সে সব কারণ বুনিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খবণিকের করত জৈছন ইদিগ উদিগ কাটে॥
শরণ[৩] জে লয়ে শীতল চরণে জে জন জেমন দশা।
সাধ ছিল মনে সদা নিরখিব ঘুচিল সে সব আশা॥
সে সব আরতি সুখের পিরিতি কে জেন ভাঙ্গিআ দিল।
চণ্ডীদাস বলে সেজন অক্রূর শমন সমান ভেল॥

। রাগিণী সুহই ॥
। তাল সমুচিত ।

হা হরি হা হরি হরি হরি হরি হব সে হুতাশে সারা।
হরি কি হিয়ায়ে হানি বাণ সরে[৪] হরিবা কেমন পারা॥
হের দেখি হরি হরস পরস তেজহ কিসের লাগি।
হিআতে হুতাস হএ নহে হরি বিদায় দেখহ আগি॥
হাস পরিহাস রভস হাবাস হরি নিদারুণ হও।
হরসে গোপিনী যমুনাতে গিআ মরিলে তবে সে জেও॥

১ কেনে ২ কঙ্কিণী ৩ স্বরণ ৪ স্বরে

হরিণী জেমন হানে ব্যাধগণ হিয়াতে বান্ধয়ে শর।
হোর গিয়ে জেন পড়এ হুতাশে বানেতে হইআ জর॥
হরিণী হুতাশে হরির বিরহ তেমনি সমান বাণ।
হিয়াতে বাজল হরিণী সমান চণ্ডী [১৮৭ক দাস গুণ গান॥

॥ রাগিণী নটনারায়ণ॥

ক্ষেণে কত শত ক্ষেমা নাহি চিত ক্ষত উঠে কত বেরি।
ক্ষেআতি রহল ক্ষিতি মহীতল ক্ষেমা কর যদু হরি॥
ক্ষেণেক ক্ষেমহ দোষ অপবাদ ক্ষেমা সে করিতে চাহ।
ক্ষেপণ সকল গোপিনী জতেক ক্ষেমা চিতে নাহি নয়।
ক্ষেণেক ক্ষেণেক বিরহ আগুনি ক্ষেণে ক্ষীণ করি দেয়।
ক্ষুধাও আকুল পিরিতি বিহনে ক্ষেনেকে ভাঙ্গিয়া গেল॥
ক্ষেতি তলে লুটি রাধা সুধামুখী ক্ষেণেকে বদন চাই।
ক্ষেণেকে বোধত ক্ষীণ তনু হয়া চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

॥ রাগিণী॥
॥ তাল সমুচিত॥

সুনিয়া আভিরিনি চিত্রগীত বোল। মাধব কহে কেন এত উতরোল॥
হাম মাথুর নাহি করব পয়ান। দৃঢ়তর বচন বিচল নাহি জান॥
তাবহু বিরহ দুখ দূরে দেহ ডারি। কবহু না জায়ব তুয়া গণ ছোড়ি॥
কত পরবোধই রসময় কান। জৈছে অবলাকুল প্রবধই মান॥
সকল সমাধিএ চলল মুরারি। চণ্ডীদাস তহি হৃদয়ে বিচারি॥

॥ ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে শ্রীচিত্রগীত সমাপ্ত॥

॥ তদন্তে ভবনবিরহ বর্ণনং লিখ্যতে॥

॥ অথ ভবনবিরহ বর্ণন॥
॥ তত্রাবাচিত —গৌরচন্দ্র॥
॥ রাগিণী তিরোতা॥ ॥ তাল সমুচিত॥

হরি হরি কি কহব গৌর চরিত।
অক্রুর বলি বলি পুন পুন ধাবই ভাবই পূরব পিরিত॥

কাহা মঝু প্রাণনাথ লেই জাওত ডারত শোক কি কূপে ॥
[১৮৭খ কো পুন বচন বলে নাহি ঐছন সবজন রহল নিচুপে ॥
রোই ভকতগণ বোলই পুন পুন তুহু সব না কহসি ভাব।
ঐছন হেরি ভকতগণ রোয়ত না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

॥ পুনশ্চ গৌরচন্দ্র ॥
॥ রাগিণী সুহই ॥ ॥ তাল সমুচিত ॥

আজুক প্রাতর কান্দি শচীনন্দন কহতহি গদ গদ বাত।
হেরি দেখ প্রাণপতি লেই চলু অক্রূর অবোধ[১] গোপ চলু সাথ ॥
সজনি কঠিন প্রাণ নাহি জায়।
হেরইতে জো মুখ নিমিখে দেই দুখ সো অব রহু অন্তরায় ॥
কি কহব গুরুজন আর জত দুরজন বাবোহ নহে আগোরি।
ঐছন ভাঁতি কহই গৌরাঙ্গ পহু তৈখনে পবনহু ভোরি ॥
নয়নক নীর বহই জনু সুরধুনী ঐছন হোয়ত ভাল।
রাধামোহন কাচ কঠিন মতি এই রস জতি করু গান ॥

॥ অথ নবদ্বীপবাসী নাগরীণাং সোক্তি ॥
॥ গৌরচন্দ্র রাগিণী সুহই তালোচিত ॥

হেদেরে নদিয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিআ গোরা চাঁন্দেরে ফিরাও ॥
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে দেখিআ দিবে প্রেম জাচিআ কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ পুথলি নবদ্বীপ ছাড়ি জায় ॥
আর না জাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাস।
আর না করিব মোরা কীর্তন বিলাস।
কান্দএ ভকতগণ বুক বিদরিআ।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না জায় মিলিআ ॥

---
১ অবুধ

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল কন্দর্প তালো ॥

অস্তমিত যামিনীকান্ত বিফল [১৮৮ক ভেল মণিমন্ত।
উদয়াচল বরুণারুণ উদয়ল দিনমণি দারুণ ॥
দেখ সখী পাপ অক্রূর হরি লেই চলু মধুপুর।
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার চলু সব গোপ গোঁআর
কোই না কহ অছু বাত হরি জনু মাথুর জাত ॥
ব্রজপতি দম্পতি চিতে কোন কয়ল বিপরীতে।
তেই বুঝি নিকরুণ ধাতা গোবিন্দদাস দুখদাতা ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ দশক্রোশী তালাভ্যাং ॥

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ। ছোড়ি চলল কৈছে নবীন সিনেহ ॥
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান। সব সুখ বারি লেই চলু কান ॥
এ সখি কানুক জনি মুখ চাহ। আঁচর গহি রহু বারহ নাহ ॥
জতিখনে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই। জতিখনে রথপর কোই না চঢ়ই ॥
জতিখনে গোকুলে তিমির না গিরই। করইতে জতন দৈবে জব ফিরই ॥
এতহি বিপদে জিউ রহই একান্ত[১]। বুঝলো নেহারত লাজক পন্থ ॥
অত সে কি ফল দারুণ লাজ। গোবিন্দদাস কহ না সই বেআজ ॥

॥ শ্রীগান্ধার রাগ ॥
॥ নন্দন তালাভ্যাং গীয়তে ॥

কানু নহ নিঠুর চলতহি মধুপুর মঝু মনে য়ে বড় সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া[২] পিরিতে পূরিত হিআ কাহে ভেল শিথিল সুনেহ ॥
সুন সুন সহচরী অক্রূরচরণে ধরি তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা ক্রন্দন সুনইতে ঐছন জানি ফিরয়ে বর নাহ ॥ ধ্রু ॥
পরিহর গুরুজন হসউব দুরজন কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনু জীবন জলতহি [১৮৮খ অনুক্ষণ কো সহ য়ে হেন সন্তাপ ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ান অঞ্জলি ভরি পিবইতে জিউ করে সাধ।
গোবিন্দদাস ভন সো বিহি নিকরুণ জো করু ইহ রসবাদ ॥

১ য়েকান্ত ২ প্রিআ

॥ রাগিণী গান্ধার ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

খেনে ধনি রোই রোই খিতি লুটত খেনে গীরত রথো আগে।
খেনে ধনি সজল নয়নে হেরি হরিমুখ মানই করম অভাগে॥
দেখ দেখ প্রেম কি রিত।
করুণাসাগরে বিরহ বেআধিনি ডুবায়ল সব জনাচিত॥
খেনে ধনি দশনহি তৃণ ধরি কাতরে পড়লহি রাম সমুখে।
শিবরাম দাস ভাস নাহি স্ফুরে ভেল সকল মনদুখে॥

॥ শ্রীরাগ ॥ দশক্রোশী তাল ॥

খেনে খেনে কান্দি লুটই রাই রথ আগে খেনে খেনে হরিমুখ চাহ।
খেনে খেনে মনহি করত জানি ঐছন গোকুল হেরইতে গোপসমাজ॥ ধ্রু॥
খেনে তৃণ[১] মুখে ধরি রামক আগুসারি আছাড়ি পড়য়ে নিজ অঙ্গে।
খেনে পুন মুরছই খেনে পুন উঠই ডুবল বিরহতরঙ্গে॥
রাধামোহন পহু আগমনসঙ্কেত করি অছু হরল গেআন।
হরি অক্রূর পুন সময়হি ঐছন রথ লেই কবল পআন॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

কোথা জাহ পরাণ রাধার। মুখ তুলি চাহ একবার॥
কি কহিলে নিকুঞ্জকুটিরে। দুটি হাথ দিয়ে মোর শিরে॥
ডড়াইতে নাহি গাছের তলা। সাগরে ভাসাইলে ব্রজবালা॥
তোহারি সোহাগে মজি গেনু। [১৮৯ক গুরু গরবিত না মানিনু॥
উভহাত শঙ্কর বোলে। রথ রাখি যমুনার কূলে॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

না দেখিআ রথ আর না দেখি ধুল। নিছএ জানিল মোহে বিহি প্রতিকূল॥

---
১ তৃন্ন

কহি ভেল মূরছিত রাই ভূমিতলে। শ্বাস[১] রহিত দেখি সখী করু কোলে॥
উচ্চস্বরে কান্দে কহে ওহে রাইপ্রাণ। কানহি ঐছে কোই কহে ঘনশ্যাম॥
কোই কোই করতহি হৃদি শিরঘাত। কোই কোই কহু ইহ বজর নিপাত॥
ঐছন নিরখিতে রাই মুখচান্দে। পাওল জীবন প্রেমক ফান্দে॥
তৈখনে ঐছন বিরহসম্বাদ। রাধামোহন পহুঁ রস মরিজাদ॥

॥ রাগিণী ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

রাইক শেষ দশা দেখি নাগর অলখিত রথছে উতারি।
ধাই আই রাই কোরে লয়ে বৈঠল সজল নয়নে রহু হেরি॥
উঠ মেরি রাই হাম তুয়া হোওত তুহু কাহে তেজবি পরাণ।
তুহু বিনু তিল আধ রহই না পারই সো কাঁহা করব পআন॥
সঙ্গের সঙ্গিনী চৌদিগে বেঢ়ল আনন্দের কি কহিব ওর।
গোবিন্দদাস কহে সমাধি সকল চিত সুখময় নন্দকিশোর॥
ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্তনানুসারে শূন্যে ভবন বিরহ ও মিলন সমাপ্ত।

॥ অথ ভূত বিরহ বর্ণনং ॥

তত শ্রীনবদ্বীপবাসী নাগরীণা ভক্তগণস্থ শ্রীগৌরচন্দ্রবিরহেন বিলাপং যথা।

॥ রাগিণী সুহই তালোচিত ॥

হরি হরি গোরা কোথা [১৮৯খ গেল। কোন্ নিদারুণ বিধি এত দুখ দিল॥
হিআ মোর জরজর পাঁজর সে ধসে। পরাণ গেল জদি পিরিতি সে কিসে॥
ফুকুরে কান্দিতে নারে চোরের রমণী। অনুখন পড়ে মনে গোরা মুখখানি॥
ঘরের বাহির নহি কুলের ঝি। সপনে না হয় দেখা করিব সে কি॥
সে রূপ মাধুরীলীলা কাহারে কহিব। গোরা পহু বিনে আমি আনলে পসিব॥
গোরা বিনে প্রাণ রয় য়েই বড় লাজ। বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥ তাল সমুচিত।

হরি কি মথুরাপুরী গেল। আজু গোকুল শূন্য ভেল॥

১ শ্বাস

রোদিতি কুঞ্জের শুকে। ধেনু ধায়ই মাথুরমুখে ॥
অব সই যমুনার কূলে। গোপ গোপী নাহি কিছু বোলে ॥
ইত্যাদিং পদং ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

অব মথুরাপুর মাধব গেল। গোকুল মানিক কো হরি লেল ॥
গোকুল উছলল করুণার রোল। নয়নের জলে দেখ বহএ হিল্লোল ॥
শূন্য ভেল মন্দির শূন্য ভেল সাগরি। শূন্য ভেল দশদিগ শূন্য ভেল নগরী ॥
কৈছনে জাওব যমুনার তীর। কৈছনে হেরব কুঞ্জকুটির ॥
সহচরী সনে জাহা কয়ল ফুলধারী। কৈছনে জায়ব তাহা নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। কৌতুকে ছাপিত তহি রহু কান ॥

॥ শ্লোক ॥ ॥ বড়ারি রাগ ॥
॥ অপি রূপক তালাভ্যাং ॥

ক্বনন্দকুলচন্দ্রমা ক্বসিখি চন্দ্র কালঙ্কিতিব ক্বমন্দ মুরলী রব ওক্ব সুরেন্দ্র [১৯০ক নীলদ্যুতি। ক্বরাসরসতাণ্ডবিঃ ক্বসখি জীব রক্ষৌসধি নিধিমুশ সুদ্রিত্তমঃ ক্বতরহন্ত হাধিক বিধি॥ তথাহি শ্লোক। জথা রাগ। তাল দশক্রোশী। অমূল্যধনানি দিনান্তরাণি হরেন্বদা লোকনমন্তরেণ। অনাথো বন্ধো করুণৌক সিন্ধো হাহন্ত হাহন্ত কথং নমামি। তথা হি শ্লোকম্।

॥ বড়ারি রাগ ॥ ॥ রূপক তালাভ্যাং ॥

অয়ি দীন দয়াদ্র্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে হৃদয় ত্বদলোক কাতর দ্রয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥

হে হরি মাধুর্য্য গুণে হরিলে সে নেত্র মনে মোহন মূরুতি দরসাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দ ধাম হাহা আকর্ষক ঠাম তুয়া বিনে দেখিতে না পাই ॥

হে হরি ধৈরজ হরি গুরুভয় আদি করি কুলের রমণী কৈলে চুর।
হে কৃষ্ণ বংশীর সনে আকর্ষিয়া আন বনে দেহ গৃহস্মৃতি কৈলে দূর॥
হে কৃষ্ণ কশিতা আনি কঞ্চুলি কর্ষহ[১] তুমি তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিশেষ ছলে উরজ কর্ষহ বলে স্থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরি আমারে লয়া পুষ্প তল্পোপরি বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গোপত বস্তু হরি আশে ক্ষণমাত্র ব্যক্ত কর মনের কাকুতি॥
হে হরে বসন হর তাহা তেজে হেন কর অন্তরের হর জত বাধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ নানা বৈদগধি রঙ্গ প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা॥
হে হরে হরিতে বলি নাহি জেন কুতুহলী স্বভাবে বাম্য না রখিলা।
হে রাম রমণরত তাহা প্রকটিআ কত কিনা রস [১৯০খ আবেশ ভাসাইলা॥
হে রাম রমণ প্রেষ্ঠ মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ তুয়া সুখে আপনা না জানি।
হে রাম রমণ ভাবে ভাবিতে মরম জাগে সে সব মুরুতি তনুখানি॥
হে হরে রমণ ভোর তার হরে নাহি জোর চৈতন্য হরিআ কর ভোরা।
হে হরে আমারে লক্ষ হর শিশু প্রায় দক্ষ তোমা বিনু কেহ নাহি মোরা॥
তোসিতে আমার প্রাণ তোমা বিনে নাহি জান অনেক কল্প শত জায়।
সে তোমি অন্ততে গিয়া রহ উদাসিনী হঞা কহ দেখি কি করি উপায়॥
তুমি নবঘন শ্যাম কেবল রসের ধাম কৈছে বহু করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বলয়ে জায় হেন অনুরাগ পায় তাহে বন্ধু মিলয়ে অদূরে॥

॥ রাগিণী সুহই ॥

॥ চঞ্চুপুট তালাভ্যাং ॥

ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধ সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু জন্মি কৈলে জগত উজোর।
কান্তামৃত[২] জেবা পিয়ে নিরন্তর পিয়ে জিয়ে ব্রজজন নয়ন চকোর॥
সখী হে কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
তিলেক জাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ধ্রু॥
এই ব্রজের রমণী কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী নিজ করামৃত দিআ দান।
প্রফুল্লিত করে জেই কাহা মোর চন্দ্র সেই দেখাও সখী রাখ মোর প্রাণ॥
কিবা সে চূড়ার ঠান শিখিপুচ্ছ উড়ান নবমেঘে জেন ইন্দ্র ধনু।
পীতাম্বর তড়ি দ্যুতি[৩] মুক্তমালা বকপাঁতি নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥

১ কর্ষহ ২ কান্ত্যামৃত ৩ দ্যুতি

একবার জার হৃদএ লাগে সদা তার হৃদয়ে জাগে [১৯১ক কৃষ্ণতনু জেন আম্বের আঠা।
নারীর মনে পৈসে জায় যত্নে নাহি বাহিরায় তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তামালদ্যুতি ইন্দ্রনীল সম কান্তি জে কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গাররস ছানি তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না শ্রেণী জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাঁহাসে মুরলিধ্বনি নবাভ্র গর্জ্জিত জিনি জগদাকর্ষে শ্রবণে জাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন স্তিমিত চাতকগণ আসি পিয়ে কান্ত্যামৃত ধার॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষা মহৌষধি সখী তোর সেহ সুহৃত্তম।
জেই জিয়ে তাহা বিনে ধিক্ সেই জীবনে বিধি করে এত বিড়ম্বন॥

॥ রাগিণী পটমঞ্জরী ॥

॥ তাল রূপক ॥

নবঘন শ্যাম অহে প্রাণ আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদনশশী অমিআ মধুর হাসি তিল আধ না দেখিলে মরি॥
তোমার নামের আদি হৃদএ লিখিতু জদি তবে তোমা দেখিতু সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিআ লইল বিধি এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমত বেথিত হয় পিআরে আনিয়ে দেয় তবে মোর পরাণ জুড়াঅ।
মরম কহিল তোরে পরাণ কেমন করে কি কহব কহনে না জায়॥
এবে সে বুঝিল সখী জীবন সংশয় দেখি মনে মোর কিছুই না ভায়।
জে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিল বাদ নরোত্তম জীবন আপায়॥

॥ ভাটিআরি রাগ ॥

॥ মধ্যম তালাভ্যাং ॥

মথুরার নাম সুনি প্রাণ কেমন করে। বড় মনে সাধ লাগে কানু দেখিবারে॥
আরতো গোকুলচান্দা না করিব কোলে। পাইআ পরসমণি হারাইনু হেলে॥
[১৯১খ ওপারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি। পাখি হয়া উড়ে জাঙ পাখা না দেয় বিধি॥
পাষাণেতে দিয়া কোল পাষাণ মিলায়। আগুনেতে দিয়া ঝাপ আগুনি নিভায়॥
যমুনাতে দিয়া ঝাপ না জানি সাঁতার। কলসে কলসে সিচি না টোটে পাথার॥
কতদূরে প্রাণনাথ আছে কোন্ দেশে। চম্পতিপতি বিনু তনু ভেল শেষে॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥

॥ তাল সমুচিত ॥

ওহে পরাণ গিরিধর। কেমনে দেখিব তোমার মুখসুধাকর ॥
ওহে রসশেখর[১] রায়। কেমনে পাইব তোমা কহ সে উপায় ॥
ও নব জলধর শ্যাম। আর কি দেখিব তোমার ত্রিভঙ্গিমা ঠাম ॥
আর কি আমারে তোমি দিবে দরশন। আর কি দেখিব তোমার ও রাঙ্গা চরণ ॥
আর কি মালতির মালা গাথি দিব গলে। আর কি অধরে দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥
মরিব মরিব বন্ধু নিশ্চয় মরিব। তোমার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
ছটফট করিআ বাহির হএ প্রাণ। এ রাধাবল্লভ দাস তেল সমাধান ॥

॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥ ॥ তাল সমুচিত ॥

সিংহদ্বার ছাড়ি গোরা সমুদ্রআড়ে ধায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায় ॥
চৌদিগে ভকতগণ হরিগুণ গায়। মাঝে কনয়া গিরি ধূলায় লোটায় ॥
আছাড়িআ পড়ে অঙ্গ ভোমে গড়ি যায়। দিঘল শরীর গোরার পড়ি মুরুছায় ॥
উথান[২] সময়ে মুখে ফেন বাহিরায়। বাসুদেব ঘোষ হিয়া বিদরিআ জায় ॥

॥ রাগিণী পটমঞ্জরী ॥

॥ তালো সমুচিত ॥

তখন ধাওল বিরহিনী [১৯২ক কালিন্দীরোধ।
সহচরীবচনে না মানে পররোধ ॥
মত্তিনী[৩] করিণী ঐছে গতিধার।
ঐছে চলই কোই লাগী না পার ॥
অতি দূর বন পুন পড়শোই ঠাম।
মুরুছিত[৪] হোই তহি হরল গেআন ॥
শ্রবণে বদনে দেই কহে শ্যাম-নাম।
চেতন পাইআ কহে কাঁহা ঘনশ্যাম ॥

১ শিখর ২ উথ্যান ৩ মত্তিনী ৪ মুরুশ্রিত

সখীগণ লেই করু কুঞ্জে পরবেশ।
চম্পাতিপতি হেরি তনু ভেল শেষ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

কুঞ্জে প্রবেশিয়ে ধনি করে উতরোল। শ্রবণে না সোনই সহচরীবোল॥
কেহু কেহু চন্দন করই লেপন। কেহু ঘন দেওই চামর ব্যজন[১]॥
দারুণ বিরহে ধনি নাহি সমাধান। পুন পুন বোলত কাহা মোর কান॥
কোথা আছ প্রাণেশ্বর দেহ দরশন। না দেখি তোমার মুখ অথির জীবন॥

॥ অথ দিব্য উন্মাদ ॥
॥ শ্লোক দক্ষিণার্ধ তোড়ি রাগ তাল রূপক ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনলোকবন্ধু হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

॥ রাগিণী ॥
॥ তালো যথা ॥
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাহা মোর গুণনিধি উ চান্দবদন॥
কাহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘন শ্যাম। কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি[২] কাম॥
কাহা মোর মৃগমদ কঠিন[৩] শীতল। কাহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥
ঐছন প্রলাপিতে[৪] ভেল মুরুছিত। এ রাধামোহন পহুঁ বিরহ চরিত॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

পুনু জব মুরুছল গোরি। সখীগণ ভেল বিভোরি॥
ধনিমুখচান্দ নেহারি। রোয়ত [১৯২খ কুন্তল ফারি॥
হা বৃষভানুকুমারী। হা হা কুসুম সুকুমারী॥
চৌদিগে বেঢ়িয়া রাই। রোয়ত ধরণী লোটাই॥

---
১ ব্রজন ২ ক্রোটি ক্রোটি ৩ কটিন্দ ৪ প্রেলাপিতে

সখীগণে ভেল উন্মাদ। ছোড়ল কুলমরিজাদ॥
বাউরি সম কোই ধায়। কোই ভূমে গাড়ি মুরুছায়॥
কো কহ প্রাণপিআরি। নিছয়ে জীবন হামারি॥
সহচরী বাউরি ভেল। বিন্দু পরবোধিতে গেল॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

মুরুছল সহচরী মুরুছল গোরি। কো পরবোধব সবহু বিভোরি॥
তুরিতে মিলল তাহা নন্দকুমার। সবহু গোপীগণ নয়নে নেহার[১]॥
চেতন পাই উঠয়ে সচকিত। পাওল জীবন ভেল সংবিত[২]॥
পুনু না দেখিআ রাই আকুল ভেল। ইহ যদুনন্দন হৃদি ম[া]হা শেল॥

॥ রাগিণী তালো যথা ॥

তিল আধ প্রকট অপ্রকট পুন হোয়ই অথির জাই মধুপুর।
বিরহিণী তাপিত জানি মনমানসে পুন আসি গোকুলপুর॥
মাধব উপনীত রাই নিয়ড়ে।
ধনিমুখ হেরইতে কাতর নাগর তুরিতে আগোরল কোরে॥
সুশীতল সলিল নয়ানে বয়ানে দেই পুন মুখ মুছই চীরে॥
কতহু প্রিয়ম্বদ বোলত পুনুপুনু আর না জাইব মধুপুরে॥
হরিবচনামৃত পরসরস পাইআ বন্ধুমুখ হেরই রাই।
গোবিন্দদাস কহে বিরহ অব দূরগত চাতকিনী নবঘন পাই॥

॥ রাগিণী তালো যথা॥

সেই সে পরাণনাথ পেলাম দুখ দূরে গেল।
ডাক রে কোকিলাগণে লাকম্বরে করুক গানে॥
একবার ডাক রে কোকিল উচ্চস্বরে। রাধাবল্লভ রেলো ঘরে॥
কে লুকায়ে রেখেছিল [১৯৩ক আমার দুখ দেখে রেনে দিল॥
কুঞ্জেকুঞ্জে ইহাই বল। ব্রজনাথ ব্রজে রেলো॥

---

১ নেহারি ২ সম্বীত

শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে একরূপ ভূতবিরহ সমাপ্ত।

এতাদি একাদশ গৌরচন্দ্র ভূতবিরহ পদমাহ পরিমাণে মধ্যরোচিত গীয়তে।
। একত্রে লিখ্যতে।

। রাগিণী তোড়ি।
। মল্লক তালো।

আজু কহত ভাবে শচীর কোঙর। হরিক বিচ্ছেদদুখ দহয়ে অন্তর।
বড় ভেল হামারি অভাগি। ততোধিক মঝু আশা কি না ভেল আগী। ধ্রু।
দাবদহন শতাধিক অনুমান। কত না সহিব দুখ এ পাপ পরাণ॥
এত শুনি মধুর ভকত পায় দুখ। পাপী রাধামোহন পাথর বুক।

। রাগিণী সুহই।
। তাল সমুচিত।

রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণনাম মধু। অমিআ ঝরয়ে জেন বিমল বিধু।
শিব বিহি নাহি পায় জার পদ ভজি[1]। তরুতলে বসিলেন সব সঙ্গ তেজি।
ছাড়িআ সকল সুখ ভেল অসকতি। সাতকুম্ভ কলেবর ভাব বিভূতি।
দেখিআ সকল লোক অনুক্ষণ কান্দে। বাসুদেব ঘোষ হিয়া থির নাহি বান্ধে।

॥ রাগিণী সুহই॥
॥ তাল সমুচিত॥

বিরলে বসিআ একেশ্বরে[2]। হরিনাম জপে নিরন্তরে॥
সুগন্ধি চন্দন সখাগায়। ধুলা বিনু আন নাহি ভায়।
ছাড়ি পহু লছিমি বিলাস। অব ভেল তরুতলে বাস।
ছাড়িআ মোহন করে বাঁসি। দণ্ডধারী হইলা সন্ন্যাসী।
রাতি দিবস নাহি জান। বাসু কহে বিদরয়ে প্রাণ।

---

১ ভক্তি ২ য়েকেশ্বরে

॥ চিন্তা দশা জাগর দশা ॥ ॥ রাগিণী গান্ধার ॥
॥ তালো সমুচিত ॥

গম্ভীরা ভিতরে গোরা [১৯৩খ রায়। জাগিআ রজনী পোহাঅ[১] ।
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ। খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ ॥
ক্ষণে ক্ষণে মুখ[২]শির ঘসে। কোই না রহে পহু পাসে ॥
ক্ষণে কান্দে তুলি দুই হাথ। কোথায় আমার প্রাণনাথ ।
নরহরি কহে মোর গোরা। রাইপ্রেমে হইআ বিভোরা ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

কহ সখী জীবন উপায়। ছাড়ি গেলা গোরা নটরায় ।
ভাবি ভাবি তনু ভেল খিন। বিচ্ছেদে বাঁচিব কতদিন ॥
নিরমল গৌরাঙ্গ বদন। কোথা গেলে পাব দরশন ॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে। চিরে দেখি কি আছে কপালে ॥
হিআ জরজর অনুরাগে[৩]। এ দুখ কহিব কার আগে ।
কহে বাসুঘোষ নিদান। গোরা বিনু তেজিব পরাণ।

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তালোচিত ॥

হরি হরি গোরা কোথা গেল। মরমে রহিল শেল বাহির না হইল ॥
কাহারে কহিব দুখ নাহি স্বরে বাণী। অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি ॥
মো যদি জানিতাম প্রিয়া যাবে রে ছাড়িয়ে। পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়ে ॥
গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে। এত দিনে বাসুঘোষ পরাণে মরিবে[৪] ॥

॥ শ্রীরাগ ॥ তালোচিত ॥

চেতন পাইআ গোরারায়। ভূমে[৫] পড়ি ইতিউতি চায় ॥
সম্মুখে[৬] স্বরূপ রাম রায়। দেখি পহু করে হায় হায় ॥

---

[১] পোহাঅ [২] মুক [৩] অনুরাগ [৪] মড়িবে [৫] ভোমে [৬] সম্মুখে

কাহা মোর মুরলী বয়ান। এখনি পাইল দরশন॥
অহে নাথ শরণ করুণ। কৃপা করি দেহ দরশন।
এত বিলপএ গোরাচান্দে। দেখিআ ভকতগণ কান্দে॥

[১২৪ক॥ রাগ ভালো যথা॥

আহা মরি কোথা গেল গোরা কাঁচা সোনা। কহইতে লাজ নাহি বাসিয়ে আপনা॥
কি সুনইতে বাণীর সাথে পরাণ না গেল। কি সুখ লাগিয়া প্রাণ অবহু রহিল॥
নয়ানের তারা গেল কি কাজ নয়ানে। আর না হেরব গোরা সুচান্দ বয়ানে॥
বিধুমুখের সুধামাখা বাণী না সুনিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কান্দে বিষ্ণুপ্রিয়া[১] ধুলায়ে পড়িআ। বাসু ঘোষ বলে কেন না গেল মরিয়া॥

॥ রাগিণী ভালো যথা॥

গোরাগুণে প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব। সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে মোর করিবে দয়া পতিত দেখিআ। দুর্লভ হরির নাম কে দিবে জাচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখিয়া কে বা উঠিবে কান্দিয়া। গোরা বিনে শূন্য হইল নগর নদিয়া॥
মলাম মলাম গোরার গুণ সঙরিয়া। কেন বা আছয়ে প্রাণ গোরা না দেখিআ॥

॥ রাগিণী ভাল উদিত॥

সন্ন্যাসী হইআ গেলা পুনু নাহি বাহুড়িলা না আইলা নদিআ নগরে।
হৃদয় বিদরি মরি নিজ পর একুই করি তোমা মুখ দেখিবার তরে॥
হরি হরি গোরা কেনে এমন হইলা।
সভারে সদয় হয়া নারীরে বঞ্চিআ এ দুখসাগরে ভাসাইলা॥
এ নব যৌবনকালে মুড়াইলা চাঁচর চুলে সাধি লেহ আপনার সিদ্ধি।
কি ছার পামর সে পশুবৎ পণ্ডিত জে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস দিল বিধি।
অক্রূর আছিল ভাল রাজবলে লইআ গেল থুইলে লয়া মথুরা নগরে।
নিতি লোক আইসে জায় তাহাতে [১২৬খ সংবাদ পায় ভারতী করিল দেশান্তরী॥

[১] বিষ্ণুপিয়া

এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া[১] মরমে বেদনা পেআ ধরণীরে মাগয়ে বিদায় ৮
বাসুদেব ঘোষ কয় মো সোমান কি পাষাণ-হয় তনু হিয়া বিদরে আমার।

॥ রাগ তালো যথা ॥

হেদেরে পরাণ নিল ফিরে। এখন গেলি তনু তেজিএে॥
সন্ন্যাসী হইআ পহু গেল। এ জনমের মতন ফুরাইল॥
আর কি গৌরাঙ্গ চাঁন্দে পাবি। মিছা প্রতিআশে[২] কেন রবি॥
সুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ বাণী। বাসু কহে উড়ু পড়ু প্রাণি॥

ভূতবিরহে একাদশ গৌরচন্দ্র।' সমাপ্ত ॥ তথা দিনান্তে ভূত বিরহ আরম্ভ অর্থাৎ মাথুর দূরদেশ প্রবাস বিরহ গীয়ন্তি গৌরচন্দ্র।

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তদোচিত ॥

বৃন্দাবন হেরি গোরা পূরব সঙরে। জেন মন্দাকিনী ধারা নয়নেতে ঝরে॥
হৃদয়ে প্রবল গোরা বিরহ উন্মাদ। অথির হইল চিত্ত করমে বিষাদ॥
কৃষ্ণদাস দেখি পহু ভাবের লক্ষণ। নিত্যলীলার স্থান সব করায় দরশন॥
নিকুঞ্জ কানন কেশর কুঞ্জ মধুবন। যমুনা পুলিন আর গিরি গোবর্দ্ধন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল মাধবী তলায়। হেরিয়া বিরহ ব্যাধি বাড়ে অতিশয়॥
কনক কোমল তনু ধূলায় লোটায়। বাসুদেব ঘোষ হিআ বিদরিআ জায়॥

॥ রাগিণী ॥ ॥ তালো সমুচিত ॥

হরি গেও মধুপুর আকুল সুকুমারী দারুণ বিরহ হুতাশ।
খেনে খেনে রোই বোলত কাঁহা প্রাণনাথ খেনে খেনে দিঘনিশ্বাস[৩]॥
সহচরী রচয়ে উপায়।
বিরহক দূর করিতে [১৯৫ক সব সখীগণ সেঅই লীলার স্থান দেখাঅ॥
কেশর কুঞ্জ বেহুলাবন মধুবন শ্রীবন শোভন কুঞ্জ।
যমুনাক তীর নীর অতি সুশীতল দান ঘাট নিভৃত নিকুঞ্জ॥

১ বিষ্ণুপ্রিআ ২ প্রিতিআসে ৩ নিশ্বাস

পুন চলল জাহা মাধবী কানন আসী করাহ দরশন।
গোবিন্দ দাস কহে মাধবী হেরিয়ে ধনি ভেল তাপিত জীবন॥

॥ রাগিণী বড়ারি ॥ ॥ তালোচিত ॥

এই ত মাধবীতলে আমারি লাগিআ প্রিয়ে যোগী জেন সদাই ধেআয়।
প্রিয়া বিনে হিয়া মোর ফাটিআ না পড়ে কেন নিলজ পরাণ নাহি জায়॥
সখী হে বড় দুখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া প্রিয়া রহল মথুরা গিয়া এই বিহি লিখিল করমে॥ ধ্রু ॥
আমারে লইআ সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে ফুল তুলি বিহরই বোলে।
নব কিশলয় তোলি সেজ বিছায়ই রস পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইআ কোড়ে শয়ন মন্দির ঘরে যামিনী জাগিআ পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়ে কোনখানে কার সনে কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হইল প্রাণনাথ না আইল কারু মুখে না পাই সংবাদ।
গোবিন্দদাস হেরি জীবন সংশয় বাঢ়ল বিরহ বিষাদ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

সখীগণ হেরি কাতর ভেল সুকুমারী মন্দিরে লেই চলি গেল।
সরসিজ তলপে রাখি পুন সরসিজে বিজন বহুতর কেল॥
তহি ধনি না ধরয়ে দেহা।
রোদতি বিরহ জ্বরে তাপে তনু জরজর কানু অব বিছুরল নেহা॥
নবঘন বিনে[১] চাতকিনী সংশয় বারিজ বারি বিহনে।
ন জীবন মীনে [১৯৫খ জীবনে কি জীবই হামে লাগল সোই দিনে॥
প্রাণো অপিয়াস প্রিয়া বিনে তেজল আশ দেখি সব সহচরী।
গোবিন্দদাসে কয় ধৈরজ ধর চিতে তুরিতহি মিলিবে মুরারী॥

॥ রাগিণী তাল উচিত ॥

অঙ্কুর তাপ তপনে জদি জারল কি কর বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙাওব কি করিবে সো প্রিয়া লেহে॥

১ বীনে

হরি হরি কি মোর করম দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে জব কণ্ঠ সুখাওল কি দূর করিব পিপাসা।
চন্দন তরু জব সৌরভ ছোড়ল শশধর বরিখয়ে আগী।
চিন্তামণি জদি নিজগুণ বিসরল সো মোর[১] করম অভাগী॥
গিরিবর সেবি জদি ঠাম নাহি পাওল সুরতরু বাঞ্ছি কি কাজে।
শ্রাবণ মাসে জদি বিন্দু না বরিসয়ে বিদ্যাপতি রহে ধন্দে॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ দশকোশী তালাভ্যাং ॥

মো জদি জানিতাম প্রিয়া জাবে রে ছাড়িয়া।
হিয়ার ভিতর পরাণ দিআ রাখিতে বেড়িআ॥
কেমন দারুণ বিধি মোর প্রিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহু রহিল॥
মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ।
নিশ্চয়ে মরিব প্রিয়ার না দেখিলে মুখ॥
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ॥
কে বা নিল কিবা হইল কে পাড়িল বাজ॥
সো প্রিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে আছে নিলাজ পরানী॥
চরণে ধরিআ কান্দে গোবিন্দদাসীআ।
মুই অভাগিনী আগে জাইও মরিয়া॥

॥ রাগিণী গান্ধার তালো যথা॥

[১৯৬ক সজল নয়ন বারি প্রিয়া পথ হেরি হেরি তিল এক হয় যুগ[২] চারি।
বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন দূরহি করল মুরারি॥
সজনী কিএ করব পরকার।
কি মোর করম ফলে প্রিয়া গেল দেশান্তরে নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার॥
নারীর দিঘ নিশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ মোর প্রিয়া জার পাশে বৈসে।
পাখি জাতি জদি হও প্রিয়া পাসে উড়ে জাও সব দুখ কহো তভু পাসে॥

১ মোড় ২ যুউ

আনি দেই পিউ রাখহ আমার জিউ কো ইহ দারুণ বাণ।
বিদ্যাপতি কহে ধৈরজ ধরহ চিতে তুরিতহি মীলব কান॥

॥ রাগিণী তাল সমুচিত॥

চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আন্তর ভেলা॥
পিয়া কা গরবে হাম কেহু কে না গুনলা।
সো পিয়া বিনে হাম কেহু কে না কহলা॥
পরাণ প্রিয়া মোর গুণের প্রিয়া।
অব নাহি মিলল কোন সহিআ॥
নখর খোওায়ল দিবস লেখি লেখি।
নয়ান আন্ধুআ করি প্রিয়া পথ পেখি॥
অব হামবালা প্রিয়া পরিহরি গেল।
কি এ দোষ কি এ গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম তরুণী বুঝিল রসাভাস।
হেন কেহু নাহি জে বোঝয়ে পিয়াপাস॥
ভনএ বিদ্যাপতি সোন বরনারী।
ধৈরজ ধরিতে মিলিবে মুরারী॥

রাগিণী তিরতা॥ধানশ্রী॥তাল সমুচিত॥

না হো দরস সুখ বিহি কৈলে বাধ। অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ॥
সুধময় সায়র মরুভূমি ভেল। জলদ নেহারী চাতক মরি গেল॥
আন কওল হিয়া বিহি কৈলে আন। অব নাহি নিকসই কঠিন পরাণ॥
এখনি বহুত কথন হিয়ে মাহ। দরশন না ভেল সো পুরুখ নাহ॥
সুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ। শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সপুরুখ নারী। মরণ সমাপল [১৯৬খ প্রেম বিথারি॥

॥ রাগিণী তালো যথা॥

গরবিনি গো হাম গরবিনি গো হাম গরবিনি।

উর বিনে সেজ পরস নাহি জানি ॥
করে ধরি ফিরাইত নিকুঞ্জ কুটিরে গো প্রিয়া নিকুঞ্জ কুটিরে।
সো প্রিয়া বিনে হাম নাছের বাহিরে॥
হরিমুখ সোঙরিতে অধরই সু[চা]রা।
চিত্ত চমকই কত অনিবারা ॥
অঞ্জনের রঞ্জই নাহ করে।
সো দুখনীর দুখি নয়ানেতে ঝোরে ॥
প্রিয়া অঙ্গ মুঝে মুঝে অঙ্গ জোড়হি থোড়।
সো অঙ্গ বিনে অঙ্গ ধুলায় ধূসর ॥

। রাগিনী ভালো যথা ।

সখী রে জেদিন মাধব পয়ান করল উয়ল সে সব দিন রে।
দোহকি হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল নয়ানে গলতহি লোর রে ॥
করে কর ধরি শিরে ঠেকাওল নীয়রে আসিআ কান।
সপতি করি আমি পতি করল সে সব ভৈগেল আন ॥
পথ নিরখিতে শচ্‌ৢতমা জোরল ফোটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে গুঞ্জরে ভ্রমরমাতা ॥

। রাগিনী ভালো সমুচিত ।

মদন শর জাল এ তনু জর জর প্রিয়ার কুশল সুনিতে সন্দেশ রে।
হামারি নাগর গুণ কি সাগর কেমন নাগরী পাওল রে ॥
নাগরী পাইআ নাগর সুখ[১] ভেল হামারি বুকে দিয়া শেল রে।
শঙ্খহি কর চুর বসন কর দূর তোড়হি গজমতি হার রে ॥
সিতাক সিন্দুর মুছিয়া কর দূর প্রিয়াবিনে সব উপহাস রে।
ভনএ বিদ্যাপতি সুন বরযুবতী ধৈরজ কর অনুমান রে ॥
তোমার নাগর তুরিতে আওব নিকটে মিলিবে কানুরে ॥

---

১ শুক

॥ রাগিণী তালো সমুচিত ॥

[১৯৭ক ধিকস্তু মাম্ ধিকস্তু মাম্ ধিকস্তু মাম্ সখি।
মধুনগরে গতং হরি বৃথাই জীবন রাখি॥
ইয়ং তনু সদাই ভরা চন্দনে চর্চিত।
এখন ক্ষিতিতলে শয়নে ধূলিতে লুণ্ঠিত॥
সপানিআ হরিপ্রিয়া করতেন জাতে বেণী।
তেমন কেশে এমন দশা জটানিরঙ্গিনী[১]॥
কেহু ত না বোলে রে আওব তব প্রিয়া।
মিছাই রাখিব প্রাণ কতো প্রবোধিয়া॥
উঠি বসি করি[২] কত পোহাইব রাতী।
অবহু না জায় প্রাণ ছার নারী জাতি॥

॥ রাগিণী তালো সমুচিত ॥

মনের দুখ সই মনেতে রহিল। পসিল যে শ্যামশেল বাহির না হইল॥
তাহার লাগিয়া মুই সব তেয়াগিল। সে জদি নিঠুর হয়া মথুরা রহিল॥
পুনু জদি চান্দমুখ দেখিতে না পাব। বিরহ আনল জ্বালি[৩] দেহ তেআগিব॥
তোমরা ফিরিয়া জাও আপনার ঘরে। মরিব আনল পসি যমুনার তীরে॥
ভনএ বিদ্যাপতি কেন হেন কথা। শরীর ছাড়িয়া বল প্রাণ রবে কোথা॥

॥ রাগিণী তালো সমুচিত ॥

নিজ গৃহ[৪] তেজী চলল ধনি বিরহিনী দারুণ বিরহ হুতাশ।
কালিন্দী পৈঠ পরাণ হাম তেজব এই মরমে অভিলাষ॥
হরি হরি কি কহব এ দুখ ওর।
ধাই সব সখীগণ কাননে আওল ললিতা লেওল কোর॥
ঐছন বচন বৃন্দামুখে শুনইতে ভগবতী দ্রুত[৫] চলি গেল।
আপন কুটির কুঞ্জ মাহা আওল সবহু সখীগণ মেল॥
সরসিজ সেজ সুতাওলি সখীগণ চৌদিগে রহু মুখ চাহি।

---

১ নিরঙ্গিনি ২ কাড়ি ৩ জ্বাল ৪ গ্রহ ৫ দ্রুত

অনুকূল প্রতিকূল[১] সবহু সখীগণ সুনইতে আওল ধাই ॥
রাইক শেষ [১৯৭খ দশা সুনি সখীগণ রোয়ত অবনী লোটাই।
আতুর বচনে কোই পরবোধসি পুরুষোত্তম মুখ চাই ॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

রাইক কুঞ্জে রোদন বহু কলরব সখীগণ করয়ে অপার।
সুনিয়া চন্দ্রাবলী হৃদয়ে চমকিত পদ্মারে[২] পোছএ বারবার ॥
পদ্মা বলে না জানি বারতা।
পুনপুন কহে ধনি ত্বরায়[৩] জানহ তুমি চলে পদ্মা প্রসন্ন সহিতা ॥
বিরহিণী কুঞ্জে দ্রুতগতি প্রবেশিল[৪] দেখে রাই সরসিজদলে।
দশমীক শেষ দসায়ে ধনি শ্বাসহীন ভাষহীন বদনকমলে ॥
চন্দ্রাবলী দূতী নেহারি পুন আওল প্রসন্ন বলয়ে শুভোদয়।
পদ্মা কহেন বাণী না সোনয়ে চন্দ্রাবলী দুখিত হইবে অতিশয় ॥
কহিতে কহিতে দোহে উপনীত চন্দ্রাগৃহে[৫] পোছে ধনি কছু সমাচার।
রায়ক বাণী প্রসন্ন সখী বোলত রাইক জীবন অসার ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

রাইক শেষদশা হেরি নিজসখীমুখে সুনি চন্দ্রাবলী রোই ॥
নিজতনু ডারি ধরণীতলে লোটই ভূতলে কুন্তল থোই ॥
রাইক প্রেমে শোঙরি নন্দন আয়ব করিছিল আশ।
সো সব মনোরথ বিহি কৈলে আনমত যেত দিনে ভেল নৈরাশ।
এত কহি পুনপুন শিরে কর হানই মুরুছিত হরল গেয়ান।
পদ্মা[৬]দেবী তব কোরপর লেওত ঢরঢর সজল নয়ান ॥
বহুক্ষণে চেতন পাইল ননীমুখী ছোড়ত দিঘনিশ্বাস।
রাইক নিয়ড়ে লই চলু সহচরী কহে পুরুষোত্তম দাস ॥

আহা গোরা পুনু মুরুছাই। সদা [১৯৮ক শিব কবিরাজ তাঁহা জাই ॥
হেরি গোরার সো চাঁন্দ বয়ান। তটিনী নয়নে নিরমান ॥
স্বরূপ পুছয়ে সেই ভাব। কহে হরি দরসনে পাব ॥

---

১ প্রিতিকূল ২ পদ্মারে ৩ ত্বরায় ৪ প্রবাসল ৫ গ্রহে ৬ পদ্মা

দেখি গোরার ভাবের অবধি। হরিনাম কহে নিরবধি ॥
ভক্তগণ কান্দে উচ্চস্বরে। বাসু ঘোষ হৃদয় বিদরে ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

জেখানে পড়িআ আছে রাই। ধাই চন্দ্রাবলী তাহা জাই ॥
চেরইতে সো চান্দ বয়ান। চরচর সজল নয়ান ॥
ললিতা সমাধি কহে বাত। পুনহি পাওব প্রাণনাথ ॥
জৈছনে জিয়ব রাই। ঐছনে করত উপায় ॥
কোই জদি কহে তছু ঠাম। সুনইতে আওব শ্যাম ॥
এত কহি কহই না পারি। মুরুছি পড়ল তছু ডারি ॥
ঐছন জত ব্রজনারী। রোয়ত কুন্তলভারি ॥
পুরুষোত্তম অনুরোধে। ভগবতী দেই পরবোধে ॥

॥ রাগিণী তালো সমুচিত ॥

জৈছে উপায় জিবই সুকুমারী তৈছে করয়ে সখী মেলি।
শ্যাম নামক শ্রবণে ঘন দেওত বোলত আওয়ে বনমালী ॥
তবু ধনি চেতন না ভেল।
শ্যাম উড়ে মাল আছিল কুঞ্জেমাহা আনি রাইকণ্ঠহি দেল ॥
শ্যামতনু পরিমল সে মালে রহএ কত প্রবেশিল নাসিকার রন্ধে।
আর শ্যামনাম শ্রবণে শোনি সচেতন তাহে রাই কতহু প্রবন্ধে ॥
কাঁহা প্রকট হরি হেরই দশদিশ সমুখেতে[1] নিরখি তামাল।
নবঘন শ্যাম তামাল পরমানয় বিরহিণী হৃদয় রসাল।

[১৯৮খ ॥ রাগ তালো যথা ॥

শ্যাম বলি তামালেরে সমাদরে রাই। আইস আইস প্রাণনাথ চাঁন্দমুখ চাই ॥
জুড়াও তাপিত প্রাণ তোরে পরসিআ। উচিত নহে হোথা আছ হে ভাবিআ ॥
আসিতে বিলম্ব লাজ বাস জদি মনে। সে দোষ কেবল মোর করমবিহীনে ॥
বোধল বিরহিণী উত্তর না পাই। মানী ভেল নাগরী পরবাস জাই ॥

১ সমখেতে

অথির উন্মাদিনী ধাইআ সত্তরে। শ্যাম ভ্রমে তামালেরে আলিঙ্গন করে॥
জানিল তামাল এই নহে শ্যামরায়। হা হরি বলিয়া ধনি তহি মুরুছাই॥
সহচরী মেলী প্রবোধে অনুদিন। রায় বর্ণয়ে হিআ কাঠ কঠিন॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

তখন ললিতা কহেন সুকুমারী। আর দুখ সহিতে না পারি॥
হাম জাইব মধুপুর। জাহা সেই গোকুলসুর॥
জৈছে মিলব শ্যামরায়। তৈছে করব উপায়॥
নিছয়ে আনব কান। ইথে কিছু না ভাবিহ আন॥
বৈঠহি কুঞ্জকুটিরে। রোদন কর অব দূরে॥
সুনি ধনি সখীমুখ চাই। রাঅ দুখিত অতিশয়॥

॥ রাগিণী ভালো যথা ॥

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে। একবার প্রিয়া জেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিল যেই মোর হিয়ার হার। প্রিয়া জেন গলায়ে পরয়ে একবার॥
এই তরুশাখায় রহিল সারী শুকে। এই দশা প্রিয়ে জেন সুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী। প্রিয়া জেন ইহারে পোছেন সব বাণী॥
শ্রীদাম [১৯৯ক সুবল আদি জত তার সখা। ইহা সভে সনে তার না হইল দেখা॥
তাহারে আসিআ জেন দেয় দরশন। কহিয় প্রিয়ারে মোর এই নিবেদন॥
সুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর। কি কহব শেখর[১] বচন না স্ফুর॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

নীলাদ্রি[২] গমন জব করে গোরারায়। দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ সঙ্গে নাহি জায়॥
চৈতন্ত বিহনে নিতাই দুখিত অন্তরে। প্রিয়ভক্ত পাঠাইলেন তত্ত্ব জানিবারে॥
প্রবেশিয়া সেই ভক্ত ক্ষেত্রবাসীজনে। পোছেন দেখেছ মোদের গৌর ভগবানে॥
নীলাচলবাসী[৩] বলে না দেখি নয়নে। নবীন সন্ন্যাসী এক দেখিছি এখানে॥
কাশীমিশ্র ঘরে তিহোঁ করি আছেন বাস। ভক্ত বলে তাহারে দর্শনে মম আশ॥

১ শীখর ২ নিলাদ্রি ৩ নীলাচলেবাসি

॥ রাগ ভালোচিত ॥

নবদ্বীপবাসী এক নীলাচলে পোছে। জগন্নাথমিশ্রপুত্র কার ঘরে আছে॥
সুনিআ কহএ সেই নীলাচলবাসী। কাশীনাথ মিশ্র ঘরে আছে এক সন্ন্যাসী॥
জগন্নাথ মিশ্র পুত্র হয় কি না হয়। নিমাই পণ্ডিত নাম সর্বলোকে কয়॥
এই পথে জাহ এই উচ্চ বাসাঘর। নবদ্বীপদাসের সুনে উল্লাস অন্তর॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

ধৈর্যং করু ধৈর্যং করু গচ্ছয়ে মথুরায়ে।
ঢুড়ব আম্মি প্রতি ঘরেঘরে। জাহা দরশন পায়ে॥
অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাভুবনে প্রতি ঘরে করি ভ্রমণা॥
মথুরাবাসী এক রমণী দূতী তাকে পোছে।
নন্দসুত কৃষ্ণখ্যাত কাহার ভবনে আছে॥
সুনি সুনি [১৯৯খ বাণী কহে সো ধনি সো কাঁহা হিয়া আওব।
বসুদেবকি সুত [কৃ]ষ্ণ খ্যাত কংসবাদী মাধব।
দূতী কহে সোই কোই দরশন মম আশা।
যদুনন্দন কহে জাও ঐ উচ্চবাসা॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

মধুপুরনাগরী হাস কহত ফেরি ব্রজপুর গোপ গোঞারি।
সপ্তম দ্বার পার তাহা বৈঠসি তুঁহু কাহে জাওবি নারী॥
মধুপুরনাগরী তুঁহু কিয়া জানসি সোই ভকত ভগবান।
রাইক নাম শ্রবণে জব সোনব তেজব রাজবিধান॥
রাই রাই করি ফুকরই সহচরী সুনি চমকিত শ্যামরায়।
হৃদয়ক নাথ বাত সুনি কাতর তুরিতুহি দূতীরে বোলাই॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

তব দূতী রাজদ্বারমাহা প্রবেসই ভেটল জঁহাসে মাধাই।
মথুরানাথ পোছত কাঁহা নিবসই কহতহি হাম বুঝাই॥

দূতী কহে কি লেখন করম বিভাগে ।
ব্রজরাখআল হইয়ে ভূপতি নব এই পুন পরিচয় মাগে ॥
সুন সুন নিঠুর তোহে অব কি বোলব যোই রাই ধ্যান করি মান ।
দেখ সে চরণতলে মানে লোটাঅলি তাহারি অনুচরী জান ॥
তোহারি সম্পদ দেখিতে মোরে ভেজল তেই আওল মধুপুরে ।
গোবিন্দদাস কহএ হরি কাতর রাইনামে নয়নহি ঝোরে ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

বরজক কুশল সুনিতে হরি আকুল পুছই দূতীমুখ চাই ।
জনকজননী মোর কৈছনে আছএ কৈছনে বঞ্চই রাই ॥
কহ দূতী স্বরূপহি বাণী ।
কৈছে সখাগণ কাননে ফেরতহি কৈছে তাপিনী বহে পানি ॥
[২০০ক কৈছন ধেনু বেণুরবে ধাবই কৈছে গুল্ময়ে তৃণবারি ।
শিখি পিক কৈছে মধুর বোল বোলই কৈছে আছয়ে শুকসারি ॥
অনুকূল প্রতিকূল[১] কৈছে আছয়ে সব কৈছে আহিরিকুলচয় ।
গোবিন্দদাসে কয় অব হিয়া ভাটি জায় তবে কতি কঠিন হৃদয় ॥

তথাহি শ্লোকঃ ।
শান্তা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পান্ন চ স্পৃশতে,
মূকাঃ কোকিলকাকলিঃ শিখিকুলং নব্যাকুলমঞ্চাতি ।
সর্ব্বেত্বদ্বিরহানলেন দহনাদ্‌গোবিন্দ দৈন্যংগতাঃ ।
কিন্তেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না নেত্রাম্বুভি বর্দ্ধতে ॥
অথ গৌরচন্দ্র ॥

কি করিলা গোরাচান্দ নদিআ ছাড়িআ । মরমে ভকতগণ তোমা না দেখিআ ॥
কীর্তনবিলাস আদি জে করিলা সুখ[২] । সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয়ে বুক ॥
মুরারি মুকুন্দ আজি আর শ্রীনিবাস । আচার্য অদ্বৈত ভেল জীবন নৈরাশ ॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইআ । ছটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিআ ॥
কহএ পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি । একবার নদিআয় চল প্রভু গৌরহরি ॥

---

১ প্রিতিকূল ২ সুক

॥ রাগ তালো যথা ॥

মাধব তোহ রহিলি মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল দুকুল কলেবর কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতীনন্দ অন্ধসম বৈঠত সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ ধেনু বেনু নাহি পূরতহি বিসরল নগর বাজার॥
সারী শুক পিক মুখ ভরি আছয়ে বিসরল পঞ্চম গান।
কুসুম তেজি অলি মহীপর লোটই তরুকুসুম সমৈলান[১]॥
কমলিনী বিরহ কি কহিব মাধব অনুক্ষণ [২০০থ বিরহ হুতাস।
সোই যমুনার জল মলিন সমান ভেল কহতহি গোবিন্দদাস॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

নিশি দিশি জাগরি ব্রজকুল নাগরী বেশ পসারল অঙ্গে।
তুঁহু অতি লম্পট সোমায়ে গোয়াওলি নবনব রসবতী সঙ্গে॥
মাধব তোহে অতি নিকরুণ ভেল।
মিছই অবধি কত দিন গনি রাখব ব্রজবধূ জীবনশেস॥
কেহু ধরণীতলে কেহু যমুনার জলে কেহু লোটাঅল কুঞ্জে।
এতদিনে হেরি বিরহ মরমপথ স্ত্রীবধ লাগীবে পুঞ্জে॥
তপত সরোবরে থোরি সলিল জেন আকুল সফরীপরাণ।
জিবইতে জীবন থেহ নাহি পাওল গোবিন্দদাস পরমাণ॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

কি আর পিরিতি কৈলে পরাণে বধিআ এলে সোন সোন নিঠুর মাধাই।
সফরী সলিল বিনে জোগাইব কতদিনে জিবইতে সংশয় রাই॥
মাধব ঝাট চল রাখহ পরাণ।
ঘৃত দিআ এক রতি জ্বেলে দিলে যুগবাতি সে কেমনে রহিবে জোগান॥
জখন পিরিতি কৈলে আনি চাঁন্দ হাতে দিলে আপুনি বনিয়ে দিথে বেশ।
আঁখি আড় না করিতে হিআর মাঝারে থুতে এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
বুঝিলাম সেই দেশে সাক্ষাৎ পিরিতি আছে স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাখি পদ্ম[২]ভানু জলছাড়া না রয় তনু সুখাইলে পিরিতি না রয়॥

---
১ সম্মলনে ২ পদ্ম ৩ সুক

জত সুখ[৩] বাড়াইলে তত দুখে পোড়াইলে করিলে কুমুদবন্ধু ভাঁতি।
গোপ্ত কহে য়েক মাসে দুই পক্ষ তার শেষে নিদান হইল কুহুরাতি॥

॥ [২০১ক রাগ ভালো যথা ॥

নিরদয় হে আর কি ব্রজে জাবে না বজর হিয়া হিয়াহে আর কি ব্রজে জাবে না।
চাঁন্দের হাট কি ভেঙ্গে অেলে হে তোমি আর কি ব্রজে জাবে না॥
কি সুখে সুতিয়া আছ য়ে রতন পালঙ্কে।
তোমার চাঁন্দবদনী পড়ে আছে হে যমুনার পাস্তে॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী কুন্তল তালাভ্যাং ॥

কুঞ্জভবনে ধনি তুয়া গুণ গণিগণি অতিশয় দুরবি ভেল।
দশমীক পহিলে দশা দেখি সখীগণ ধরি সভে বাহির কেল॥
সুন সুন মাধব কি বলব তোয়।
গোকুল তরুণী নিছয় মরণ জানি রাই রাই করি রোয়॥ ধ্রু॥
তহি এক সুচতুরী তাক শ্রবণ ভরি পুনপুন লয়ে তুয়া নাম।
বহুক্ষণে সুন্দরী পাইল পরাণ ফেরি গদগদি কহে শ্যামশ্যাম॥
নামক অছুগণ না সুনিয়ে ত্রিভুবনে মৃতজনে পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আনলহ জাই দেখহ মঝু সাথ॥

॥ রাগ ভালো যথা ॥

বিরহে ব্যাকুল রাই শ্বাসহীন ক্ষিতিতলে দূতীমুখে সুনি শ্যামরায়।
নয়নক লোরে সিঞ্চই সব কলেবর ধৈরজ না ধরে হিয়ায়॥
বলে ধিক মথুরার সুখ মোর।
সে হেন সুকুমারী কৈছনে বঞ্চই সোঙরি সোঙরি মন[১] ঝোর॥
না জানিয়ে নন্দ পিতা মোরে আনলো হেথা গৌরব এই মধুপুর।
বিচার না করি পুনহি পাঠাওল কহিয়া বচন নিঠুর॥
জননী যশোমতী জৈছন আরতি পুলকেতে যুগ হারায়।
অব বিরহানলে না জানি কিআ ভেল ভাবি ভাবি জীবন সংশয়।
শ্রীদাম সুদাম সুবল[২] প্রিয়তমা জাগই সো বড় নেহা।
রায়ক বাণী জাইতে সেই ব্রজধাম নাগর উছলল দেহা॥

---

১ মোন ২ ছিদাম ছুদাম সুভল

॥ [২০১খ রাগ তালো যথা ॥

বাদ্ধিতে লাগীল চূড়া তিলক হইল অবসর নাহি বাঁশি নিতে।
নূপুর বিহনে পায় অমনি চলিয়া যায় পীতধড়া পরিতে পরিতে॥
ননী জিনি সুকোমল[1] দুখানি চরণতল কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর।
দয়া করি[2] চাতকিনীর পিপাসা[3] করিতে দুর ধায়ল নব জলধর॥
জেখানে রেয়ের ধাম উপনীত হয় শ্যাম বিরহিনী জিয়ে হেন বাসে।
গোবিন্দদাসে কয় জেন তরু মঞ্জরয় বসন্ত ঋতু বাতাসেতে॥

॥ রাগ তালো যথা ॥ পদং পুন উক্তি ॥

সেই সে পরাণনাথ পেলাম গো দুখ দূরে গেল।
ডাক রেঁ কোকিলাগণে লাক স্বরে করুক গানে একবার ডাকরে কোকিলা উচ্চস্বরে।
রাধারমণ য়েলো ঘরে॥
কে লুকায়ে রেখেছিল আমার দুখ দেখে য়েনে দিল।
কুঞ্জে কুঞ্জে ইহাই বল ব্রজনাথ ব্রজে য়েলো॥
ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তন সঙ্গীতানুসারে শৃঙ্গে দ্বিতীয় ভূতবিরহ সমাপ্ত॥
সম্ভোগ রসোদ্গার পরান্তে লিখ্যতে॥

অথ দিনান্তে ভূতবিরহ লিখ্যতে তদুচিত মহাপ্রভু॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥ অত্র হংসদূতপূর্ব্বক সূত্র সম্প্রদানান্তর ॥

দিন মাস গণি গণি রবি[4] খসে গেল। নদিআর চান্দ আর নদিয়া না আইল॥
বিরহ তপনে মোর শরীর জারিল। জলনিধি বিনে হৃদি সরোজ সুখাইল॥
কি কাজ আছয়ে আর জীবন ধরিআ। গোরা বিনে শূন্য হেরি নগর নদিআ॥
হৃদয় ভাবিআ গোরার সে মুখকমলে। তেজিব পরাণ ঝাপ দিব গঙ্গার জলে॥
বাসুঘোষ বলে জদি গোরা [২০২ক নাহি দেখি। নিছয় মরিব আমি গরল সে ভখি॥

১ সুকুমল ২ কড়ি ৩ পিবাসা ৪ ববি

॥ রাগ তালো যথা ॥

যদি কানু রহল মধুপুরে।
অব বিরহানলে তাপে তনু জর জর কি করব কহ সখী মোরে॥
এখন তখন করি দিবস গোয়াঅল দিবস দিবস করি মাসা।
মাসা মাসা করি বরিস গোয়ায়ল ছাড়ল জীবনক আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় সমগত[১] আশ পিয়াস বি গেল।
সলিল বিহনে যদি নলিনী সুখাওল সো মোর করমহি ভেল॥
প্রিয়াবিনে প্রাণ কৈছনে রাখব সে সুখ পাসরিতে নারি।
গোবিন্দদাস কহে ধৈরজ ধর চিতে পুনু অপি মিলিবে মুরারি॥

॥ শ্লোকো লিখ্যতে॥ হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন। মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবে॥ ইত্যনুসারে নাত্র পূর্বোক্ত নিজোক্তিগীত শ্লোকানি গেয়ানি॥ ইতি।

॥ রাগ তাল যথা ॥

পুন নাহি হেরব সো চাঁন্দবয়ান। দিনে দিনে খিন তনু না রবে পরাণ॥
আর কত প্রিয়াগুণ কহিব কান্দিয়া। জীবন সংশয় হইল প্রিয়া না দেখিআ॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক সকতি। জাগিআ জাগিআ কত পোহাইব রাতি॥
সে সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল। পরাণ পুথুলি মোর কে হরিয়ে নিল॥
আর না জাইব মুই যমুনার জলে। আর না হেরিব শ্যাম কদম্বের তলে।
নিলজ পরাণ মোর রহে কি লাগিআ। জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি জায় হিআ॥

॥ রাগ সুহই ॥ সমতালো।

প্রিয়া জত কয়ল সোহাগ সো। মঝু হৃদি মাহা[২] জাগ।
সখি সো যদি নিকরুণ ভেল। মানিয়ে জীবন শেল॥
কহ পুন কি করব কাজ। খনয়েক জিবইতে লাজ॥
কৈছনে প্রাণ বাহিরায়। তুখি রাধামোহন গায়॥

১ সমোগত ২ মহা

॥ রাগিণী সুহই তাল দশকোষি ॥

দারুণ বিরহানলে বিরহিনী কাতর ব্যাকুল[১] [২০২খ সখীগণ হেরি।
কৈছে প্রবোধি[২] রাখিব ইহ দুবরি সবহু বিচার অবধারি॥
ললিতা বিশাখা প্রিয়ভাষে।
রাই বাহুদণ্ডে ধরি চলু দরশনে জাহা স্থান কেলিবিলাসে॥
কত কত লীলা নির্জন[৩] স্থান নেহারই বিহারই তাহা শ্যাম সঙ্গে।
পুন আসি রাস রভস হি তাণ্ডবী বহুবিধ তালতরঙ্গে॥
যমুনাক তীর তরুতল সুশীতল নিবসল সহচরী মেলি।
রায়ক দুখ হৃদয়ে মাহা পৈঠহ জব না আওব বনমালী॥

॥ রাগিণী গুজরী তাল সমুচিত ॥ হংসদূত ॥

কানু জাহা কেলি কয়ল জত কৌতুক সো পুন কুঞ্জ নেহারি।
ভাবে ভরল মন[৪] নবমীদশা পুন হোওল তুহু সুকুমারী॥
সখি হে অনুভব মরমক শেল।
তৈখনে কান্দি সখীগণ ঘেরল রাখি কোই হৃদয়পর লেল॥
তৈখনে কৈছনে চলিত কণ্ঠ হেরি নলিনীক সেজহি দেখি।
যমুনা তীর নীরজ বনে চলুতহি দেখি এক বর পাখি।
মাথুর দূত করি প্রেমহি মানল নিবেদয়ে সব দুখ ভাখি।
অদ্ভুত বচন রচন উহ জৈছন রাধামোহন পহু সাখি॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তাল সমুচিত ॥ হংসদূত ॥

সজনি অদ্ভুত প্রেমক রিং।
তিরজক জনম, ইহ নাহি জানত কহতহি কত বিপরীত॥
তুহু অতি নিরমল অন্তর কোমল পরমহংস দয়াশীল।
হাম সব দুখিনি তাহে অবলা গণি প্রিয়াক বিরহ হৃদি কিল॥
জো হরি গোপীগণ বিসরি রহল পুন মথুরা নগরহি ভোর।
এসবে আঁখি পয়োধি বরত বিনু কো জনু অব করু ওর॥

---

১ বেকুল ২ প্রবধি ৩ নিৰ্জ্জন ৪ মোন

জো কিছু বচন হৃদয় অবধারল করি অব করহ পয়ান।
রাধামোহন পহু আগে জাই তোহু পুনু করু তৈছন গান॥

॥ [২০৩ক রাগিণী সুহই ॥ তাল সমুচিত ॥

কি ফল পরিচয় কথন অনেক জানবি তব জব হব পরতেক॥
জো দরশন হোয়ে পরম আনন্দ। সো অব ধারবি যদুকুলচন্দ্র॥
সুন তভু কহি কিছু নিরুপম রূপ। জগজন লোচন অমিআ স্বরূপ॥
লাবণিলহরী লভিত সব অঙ্গ। ভ্রূধনু লটন মদনধনু ভঙ্গ॥
দাড়িম দশন হসন সুধাকেলি। বদন তুলনা নহ চাঁন্দ শত মেলি॥
কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড। গোপী পটন হরণ হঠচন্দ্র॥
পরিসর উরু কিয়ে মরকত ঠাট। বিধি নিরমিল জনু কামকপাট।
ততোহি আন বোল মান বিটঙ্ক। হেরইতে সতীগণ মদন আতঙ্ক॥
নাভিসরোবর সরোজ নিধান। রমণীক নয়ন সফরী জল জান॥
উরুযুগ কাম কদলী অনুমান। কিয়ে রমণী মন করিলি আলান॥
পাদ পদুম কত পদুমিনি মান। নারীমন মধুকরী করতহি আন॥
ততহি বিরাজিত দশনখচান্দ। যুবতীক তৈছন মনশশ[১] ফান্দ॥
তাকর কি কহব অবলা বাখান। রাধামোহন পহু রূপনিধান॥

॥ রাগিণী তাল সমুচিত ॥

হামারি বচন জত বিবিধ বিধান। কহবি কানুর পায় করি অবধান॥
জব তুহু বিরাজলি গোকুলমাঝ। তহি প্রিয়তমা জই রমণীসমাজ।
তছু সখী কোই করিআ পরনাম। নিজগণ বচন কহয়ে তুয়া ঠাম॥
নিচল চিত করি সুন অছু অন্ত। রাধামোহন পহু তহু গুণবন্ত॥

॥ রাগিণী গান্ধার তাল সমুচিত[২] ।

এত বিলাপ করল ললিতা সখী উঠি চলল বরহংস।
কানুক পাস চলল অনুমানিয়ে তবহু বহুত পরশংস॥

---

১ মনসস ২ সমুচিৎ

আওল পুন জাহা কিসলহি সেজহি সুতি আছয়ে ধনি রাই।
চৌদিকে সহচরীগণ তাকা বেড়িআ রোয়ত আনল চাই॥
[২০৩খ হেরি ললিতা তব সব পরবোধই কহতহি মৃদুমৃদু ভাষ।
এত দুখ কহিতে বরদূত পাঠাঅনু মধুপুর কানুক পাস॥
এত সুনি বিরহিনী চেতন পাওল হোওল জীবনক আশ।
এ সব প্রলাপ বচন কিয়ে বোলব দুখি রাধামোহনদাস॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে দূতমধ্যে হংসদূতপর্যায় সমাপ্ত॥
তদন্তে ভ্রমরদূত লিখ্যতে। অথ ভূতবিরহ মধ্যে ভ্রমরদূত সূত্রারম্ভ। তদ্ভাবাক্রান্ত শ্রীমহাপ্রভু।

॥ রাগিনী তালো সমুচিত ॥

পূরব সোঙরিয়া গোরারায়। স্বরূপেরে প্রলাপিআ কয়॥
অবহু না আওল কান। জানল কঠিন পরাণ॥
দিন গনি নখরহি গেল। পথ হেরি আকুয়া ভেল॥
তরল বয়েসে গেও ছোড়ি। দোষগুণ কিছু না বিচারি॥
কেহু না পোছয়ে তার পাস। এ ছার জীবনে কিবা আশ॥
অরুণ নয়নে গলে লোর। বিরহ তাপে ত ভেল ভোর॥
দেখি গোরার ভাবের প্রকাশ। ঝুরত নরোত্তম দাস॥

॥ রাগিণী তালো যথা ॥

পরাণ পিয়া সখি হামারি পিয়া। অবহু না আওল কুলিশ হিয়া॥
নখর খয়ায়লু দিবস লেখি লেখি। নয়ান আন্ধল ভেল প্রিয়াপথ পেখি॥
জবহাম বালা পিয়ে পরিহরি গেল। কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম তরুণী বুঝল রসভাস। হেন জন নাহি জে কহয়ে প্রিয়াপাস॥
বিদ্যাপতি কহে কৈছন প্রীত। গোবিন্দদাস কহে ঐছন রীত॥

॥ রাগিণী সুহই। তাল সমুচিত ॥

কালিক অবধি করিআ প্রিয়া গেল। লিখইতে কালি ভিত ভরি গেল।
ভেল পরভাতে পুছিএ সবহু। কহ কহ রে সখী কালি কবহু॥

কালি কালি [২০৪ক করিতে জনু আশ। কান্ত নিতান্ত না মিলল পাস।
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরনারী। পুররমণীগণ রাখল বারি॥

॥ রাগিণী গান্ধার ভ্রমরদূত॥

জোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপই সোই নিকুঞ্জসমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে সব মন রঞ্জনে মিলল মধুকররাজ॥
রাইক চরণ নিওড়ে উড়ি জাওত হেরইতে বিরহিণী রাই।
সখী অবলম্বনে সচকিত লোচনে বৈঠল চেতন পাই॥
অলি হে না পরস চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ জৈছন সবহু নেহারি তোহারি॥ ধ্রু॥
পুররমণীকুচ কুঙ্কুমে রঞ্জিত কানু কণ্ঠে বনমাল।
তাকর সে সব দলে তুয়া লাগল জ্ঞানদাস হিয়া কাল।

রাগিণী সুহই॥ তাল সমুচিত॥

আরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ।
জাও তুমি মধুপুরী জাহা নিদারুণ হরি আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥
ব্রজবাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আখি তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ আনল একে তনু ঘনশ্যাম শোকে নিভান আনল দিলে জ্বালি॥
মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাস চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি হেথা কেনে দুখ দিতে মোর প্রাণে মন্দির ছাড়িয়া ঝাট জাও॥
সে সুখ সম্পদ মোর সব জান মধুকর এবে সে আমার দুখ দেখ।
কহিও শ্যামের ঠাম ইহ বিরহিণীর নাম জ্ঞানদাস কহো না উপেখ॥

॥ রাগিণী গান্ধার॥ তাল সমুচিত॥

ভ্রমরদূত করি কি তোহে সম্বাদব মধুপুরে সে মাতআরা।
মলয় পবন দেই কি তোহে সম্বাদব সো অতি মন্দ সুচারা॥
মাধব কা দেই সম্বাদব তোয়।
জব তুহু পাওব সবহু নিবেদব মদন রাখয়ে জদি মোয়॥ ধ্রু॥

অহুনা ঐছন [২০৪খ চতুর সখীগণ জা দেই সম্বাদ পাঠাই।
গরুআ লাজবর এ দেশদেশান্তর তে হাম একলি না জাই॥
তো বিনু দুখ জত তাহা বা কহিব কত দারুণ বিরহ বিষাদ।
চম্পতিপতি প্রতি কহইতে ঐছন বাঢ়ল প্রেম উন্মাদ॥ ৬॥

॥ প্রভু উক্তি রাগিণী পটমঞ্জরী তাল সমুচিত॥

তখন ধায়ল বিরহিণী কালিন্দীরোধ। সহচরীবচনে না মানে পরবোধ॥
মাতল করিণী ঐছে গতি ধাব। ঐছে চলই কোই লাগি না পাব॥
অতিদূর বন পুন পড়সোই ঠাম। মুরুছিত হোই তহি হরল গেয়ান॥
শ্রবণে বদনে দেই কহে শ্যামনাম। চেতন পাইআ কহে কাঁহা ঘনশ্যাম॥
সখীগণ লেই কর কুঞ্জে পরবেস। চম্পতিপতি হেরি তনু ভেল শেষ॥ ৭॥

॥ রাগিণী সুহই॥ তাল সমুচিত॥

মরিব মরিব সই নিশ্চয়ে[১] মরিব। প্রিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সো প্রিয়া আমার। বিধি পায়ে মাগো মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ। মরণসময় প্রিয়ার না দেখিলাম মুখ॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেতে ধরি। পরাণ না তেজহ মিনতি হামারি॥ ৮॥

॥ রাগিণী গান্ধার॥ তাল সমুচিত॥

বিরহ আনলে জদি দেহ খোওয়রবি খোয়াওবি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী জত কোই না জিয়ব সবহু করব সমাধান॥
সুন্দরী মাধব আওব গৃহ[২]।
তোহারি সংবাদ সো জদি পাওব তব কি রাখব নিজ দেহ॥ ধ্রু॥
আপন ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি ঘাতবি শ্যামরু চন্দ্র।
জগভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব দোষব কর রণিবন্ধ॥
আমার বচন হৃদয়ে দৃঢ় মানসি মাথুর ভেজহ কোই।
ধরণীক বাণী ব্রজেন্দ্র নন্দন আনি তুরিতে মিলাওব সোই॥ ৯॥

---
১ নিশ্চয়ে ২ গ্রেহ

॥ [২০৫ক রাগিণী পটমঞ্জরী ॥ তালোচিত ॥

কে মোরে মিলায়ে দিবে সো চান্দবয়ান। আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ ॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিআ। গুণ সুনি প্রাণ কান্দে না জায় ফাটিআ ॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। না জায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি ॥
ধনজনযৌবন দেশ বন্ধুজন। প্রিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন ॥
কত দূরে প্রিয়া মোর করে পরবাস। বিরহে ম্লান[১] ভেল গোবিন্দদাস ॥ ১০ ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তাল সমুচিত ॥

বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছু নাহি জানে। আন আন বরণ হইল দিনে দিনে ॥
কম্প পুলক স্বেদ নয়নহি ধারা। প্রণয়জড়িমা বহু ভাবের বিথারা ॥
যোগিনী জৈছে ধ্যানী আকার। ডাকিলে সমতি নাহি দেই দশবার ॥
উনমতি ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে। জড়িমা ভরল হাথ পদ নাহি চলে ॥
আধআধ বচন কহিছে কারু সনে। পুন পুন পোছয়ে সকল তরুগণে ॥
ত্রিভঙ্গ[২] হইআ খেলে বাজায় মুরলী। দেখিআ কান্দয়ে সখী করিএ বিকুলি ॥
মথুরা মথুরা করি উঠে সে কাঁপিআ। ললিতার গলা ধরি পড়ে মুরুছিআ ॥
হেনমতে বিরহিণী বিরহে বিভোর। কি কহব রসময় না পাওল ওর ॥ ১১ ॥

॥ রাগিণী তালো যথা ॥

কথা কহিতে কহিতে মুরুছিত হরল গেয়ান। দশনে দশন লাগি মুদিল নয়ান ॥
কোই কোই চন্দন লেপই অঙ্গে। কোই কোই রোয়ত বিরহতরঙ্গে ॥
সজলে কমলে[৩] কোই করএ ব্যজন[৪]। কোই ঘনশ্যাম নাম সুনায় তখন ॥
বহয়ে নাসার বায়ু[৫] লখই না পারি। হারাই বলিআ কেহু পড়ে খেতি ডারি ॥
দশমী দশা সব হেরি সখীবৃন্দ। খসিআ পড়ল জেন পুনমিক ইন্দু ॥
রাই কুঞ্জে ভেল রোদন অপার। [২০৫খ নরোত্তমদাস বলে প্রাণ জাউক আমার ॥ ১২ ॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥ তাল সমুচিত ॥

রাইক শেষদশা মধুমঙ্গল হেরি কহে সুবলকি পাসে।
সুনইতে তবহি মুরুছি পড়ু ভূতলে রাইক বিরহ হুতাশে ॥

---
১ ম্লান ২ বিভঙ্গ ৩ কোমলে ৪ ব্রজন ৫ বাউ

হরি হরি কিয়ে ইহ দারুণ বাধা।
সুবলক শ্রবণে ততহি মধুমঙ্গল ফুকরই রাধা রাধা॥ ধ্রু॥
ঐছন সবদ শ্রবণে জব পৈঠল তৈখনে চেতন পাই।
দোহে দোহ চলু কণ্ঠ ধরি রোয়ত কো পরবোধই তাই॥
কতিখনে ধৈরজ ধরি দোঁহে আওল মুরুছিত বিরহিণী পাস।
হেরই দুরোজন অতি খিন জীবন মরু পুরুষোত্তমদাস॥

॥ রাগ পাহাড়ী॥

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম বিরহ দহন দহি জাহ॥ ধ্রু॥
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর[১] পৈঠ ধরণীপর স্থলজল কমল[২] হুতাশ॥
শুক পিক পাখি সখী পরবোধই রোয়এ কাননে হরিণী।
জাম্বকি সহ অহি হরি হরি রোয়ই লোরহি পঙ্কহি ধরণী॥
রাইক বিরহে বিরহে ব্রজমণ্ডল দাবদহন সমতুল।
এহো পুরুষোত্তম কৈছনে জীয়ব টুটল প্রেমক মূল॥

॥ রাগিণী সুহই॥ তাল দশক্রোশী॥

রাইক চেতন করিতে মধুমঙ্গল সুবলেরে[৩] উপদেশ কেল।
তৈখনে সুবল শ্যাম নামো ঘন রাইক শ্রুতিমূলে দেল॥
দেখ দেখ অদ্ভুত প্রেম হিমানী।
প্রিয় সখা বচনে চেতন ভেল বিরহিণী শ্যামনাম শ্রবণহি সুনি॥
সুবল বদন হেরি ধনি আকুল সোঙরিয়ে পুরবহি কেলি।
নয়নক লোরে বহয়ে শৈবলিনী[৪] পোছত কাহা বনমালী॥
দেখিত সুবল সখাগণ প্রবোধই[৫] [২০৬ক তুরিতে মিলাওব কান
রায়ক বাণী আনি চলু মাথুর সব দুখ ভেল সমাধান॥

---

১ সৈলবর ২ কোমল ৩ সভলেরে ৪ সৈষলিনি ৫ প্রবধই

॥ রাগ ভালো যথা ॥

তৈখনে সাজল সখী দুই চারি। তুরিতহি মিলল রসিক মুরারি॥
দূতীক পোছত ব্রজ কুশলক বাত। কৈছনে আছত নন্দ যশোমতী[১] মাত॥
কৈছনে সখাগণ পুরতহি বেণু। কৈছনে কাননে চরতহি ধেনু॥
কৈছনে কালিন্দী যমুনার নীর। কৈছনে শুক পিক বৈঠত থীর॥
কৈছনে আছত কুঞ্জের শুকসারী। কৈছনে আছত প্রাণের কিশোরী হামারি॥
একসল কহইতে গদগদ ভাষ। মুরুছিত পড়ল তহি গোবিন্দদাস॥

॥ রাগিণী দেশ বড়ারি ॥

গোকুল ছাড়ি জবহু আওলি তুহু তব বিহি প্রতিকূল ভেল।
বরজ বাসী কিএ স্থাবর জঙ্গমে বিরহ দহনে দহি গেল॥
তুয়া প্রিয় জতহু সুরভি কুল আকুল তৃণ করল করি মুখে।
হেরি মথুরাপুর লোচন ঝর ঝর পানি না পিয়ে তব দুখে॥
কোকিল ভ্রমর সারী শুকবর রোয়ত তরুপর বৈঠি।
তোহারি মউর মৃগিকুল লোটয়ে সকতি নাহি বলে পৈঠি॥
তরুকুল বল্লভ সবহু সুখাওল তেজল কুসুম বিকাশে।
এ তোহোরি পদ তোহে কতহু নিবেদব দুখি পুরুষোত্তমদাসে॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥

রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতী[২] নবনী লইআ করে।
কানাই বলাই বলিআ ডাকই নিঝরে নয়ান ঝোরে॥
তবে মনে পড়ে তারা মধুপুরে তবহি হরয়ে জ্ঞান।
ফুয়ল কুন্তলে লোটায় ভূতলে ক্ষণে রহি মুরুছান॥
শ্রীদাম সুবলে আসিআ সেবেলে শ্রবণে বদন দিয়া[৩]।
তুয়া নাম করি উঠয়ে ফুকরি তবে স্থির বান্ধে হিয়া॥
চেতন পাইআ সুবলে লইআ ঝতেক বিলাপ করে।
সে কথা সুনিতে [২০৬খ পশুজ মনুজ পরাণ নাহিক ধরে॥
তিল আধ তোরে না দেখিলে মরে বনে পাঠাইআ জেহ।

১ জশমতি ২ জশোমতি ৩ দিয়ে

এ পুরুষোত্তম কহএ সে জন কেমনে ধরিবে দেহ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥

গোকুল নগরে ভ্রময়ে জনু বাউরি উদসল কুন্তল ভার।
কাহা মঝু প্রাণ তনয় ব্রজনন্দন কহইতে বহে জলধার॥
মাধব সো জননী নন্দরাণী।
তুয়া বিরহানলে উমতি পাগলিনি জনু কাহারে পুছএ বাণী॥ ধ্রু॥
অব কাহে বেণু সবদ নাহি সুনিয়ে কোন কানন মাহা গেল।
বুঝি বলরাম সঙ্গে বোল নাহি গেও কিএ পরমাদ আজু ভেল॥
ঐছে বিলাপ সুনি ব্রজ সহচরী রোই আওত পাস।
বহু পরবোধ বচনে ইহে আনত কহো পুরুষোত্তমদাস॥

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ॥

সোই জনক ব্রজরাজ। না জাওত ধেনু সমাজ॥
বসিআ রহত নিশিদিন। দিনে দিনে হোওত ক্ষীণ॥
কেহুকে না কহু কিছু বাত। অবনত করি রহু মাথ॥
ব্রজ বালকগণ জাই। কত পরবোধই তাই॥
বহুত জতনে ব্রজরাজ। ফুকরি কহত কছু বাত॥
কহ কহ রে ব্রজবাল। কাঁহা মঝু প্রাণগোপাল॥
সহচর ভীগ কাহে ভেল। লালন কাঁহা মঝু গেল॥
সুনি বালকগণ রোয়। সো দুখ কি কহব তোয়॥
ছিদাম করয়ে নিজ কোরে। সিচয়ে নয়নকো লোরে॥
তুয়া অভিলাষে অগেয়ান। চুম্বয়ে তাকর আন॥
ঐছন বিরহ হুতাশ। কহে পুরুষোত্তমদাস॥

॥ রাগিণী বালা ধানশ্রী ॥

প্রভাতে উঠিআ শ্রীদাম সুবল আদি সখাগণ মেলি।
নন্দের মন্দিরে চলু ধীরে ধীরে যশোদা[১] বিলাপ বেলি॥

১ জশদা

জাইআ তাহারে কতেক প্রকারে প্রবোধ বচনে কহে।
আসিবার কালে হেরি ধেনুশালে পড় মুরুছিত[১] হুআ॥
অনেক জতনে চেতন পাইআ ধেনুগণ সব লয়া।
যমুনা কাননে চলে গোচারণে বিরহে বিভোর হুআ॥
তুয়া প্রিয় সেই কদম্বের তলে বসিআ রাখাল মেলি।
দুহু দোঁহা গলা ধরিএ কান্দএ সোঙরি পুরুব কেলি॥
চূড়া নাহি বান্ধে নটবর ছান্দে বসন নাহিক পরে।
ভোজন তেজল দেহ দুরবল সতত[২] প্রলাপ করে॥
ধেনুগণ আর না করে আহার না পিয়ে যমুনার নীর।
স্তনে ক্ষীর ঝরে এেখে জলধারে হিআ না বান্ধয়ে স্থির॥
দেখি সখাগণ কান্দিআ সঘন লইআ চলএ ঘরে।
এ পুরুষোত্তম কহএ এমতি সকল গোকুলপুরে॥

॥ রাগিণী শ্রীরাগ তাল সমুচিত ॥

সুন মাধব কি কহব রাইক তাপ।
কত বেরি মুরুছি কত বেরি বিলপই কতবিধ করত প্রলাপ॥
ক্ষেণে অছু কহই দেখই ইহ শ্যামর মথুরা নাগর ধৃত।
উঠে বেগে বান্ধহ মুকুতা ললিতা পাশে নাহি জায় করিআ কৃত॥
ঐছন কত বিধ করুতুয়া অনুভব প্রেমহি কত উনমাদ।
রাধামোহন পহু দীনদয়াল তুহু সকল মনোরথপুর॥

॥ রাগিণী তিরতা ॥ ॥ তালোচিত ॥

রাইক ব্যাধি বিরহ সোন কান। জাহা সুনি গলি জায় দারুণ পাষাণ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বাজিছে দশনা। কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল কি আর ভাবনা॥
কণ্টকির ফল জেন পুলক মণ্ডলী। ফুটিয়া পড়িল সব মুকুতার গুলি॥
নয়ানের জলে বহে নদী শতধারা। নাগুর বরণ দেহ জড়িমার পারা॥
তুয়া নাম শ্রবণে বলয়ে কোন সখী। সুনিতে বিকল হিয়া না মিলয়ে আঁখি॥
ক্ষীণ তনু দেখিআ বাঢ়ল মনোব্যথা[৩]। ভাঙ্গিলে মুরুছা খানি কি আর বা কথা॥

---

১ মুড়ছিত ২ সদত ৩ ব্রথা

সখীগণ বেঢ়িআ ভারিআ চারু পাসে। কহইতে [২০৭খ কি করব রসময়দাসে॥

॥ রাগিণী গুর্জ্জরী ॥ একতালি ॥

মাধব জাই না পেখসি বালা।
আজিহু কালি পরাণ পরিতেজব কত সহু বিরহক জ্বালা॥ ধ্রু॥
শীতল সলিল কমলদল সেজহু লেপহু চন্দনপঙ্কা।
সে সব জতহু আনল ভেলহু দশগুণ দহই মৃগাঙ্কা॥
সকতি গেলহু ধনি উঠই ধরণী ধরি খেপহু নিশিদিসি জাগি।
চমকি চমকি ধনি বোলত শিব শিব জগত ভরল তছু আগি॥
কাহে উপচারু বুঝই না পারই কবি বিদ্যাপতি ভানে।
কেবল দশমীদশা বিধি সিরজল অবহু কবহু অবধানে॥

॥ রাগিণী তিরতা ধানশ্রী ॥
॥ জয়জয়ন্তী তালো ॥

সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর অব সঞে বাহির হোই।
বিনি অবলম্বনে উঠই না পারই এতয়ে নিবেদল তোয়॥
মাধব কত পরবোধব তোয়।
দেহ দিপতি গেল হার ভার ভেল জনম গোঙওলি রোয়॥ ধ্রু॥
অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পেঙ্গাওল দারুণ তব নব নেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই তন্তুক দোসর দেহা।
নবমীদশা গেলি দেখি আওল চলি কালি রজনী অবসানে॥
আজুক এতখনে গেল সকল দিন ভালমন্দ বিহি পায়ে জানে।
কেলি কল্পতরু সুপুরুখ অবতরু নাগর গুরুবর রতনে॥
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমি দেবী পরমাণে॥

॥ রাগিণী সুহিনী ॥ তাল সমুচিত ॥

রাইক দশা সখীর মুখে। সুনিআ নাগর মনের দুখে।
নয়নের জলে বহয়ে নদী। চাহিতে চাহিতে হরল বুধি॥

অনেক জতনে ধৈরজ ধরি বরজ গমন ইছিল হরি।
আশু আগুআনে করিআ তার।
সখী পাঠাওল করিআ সার॥
এখনি আসিছে মথুরা হইতে।
ইথে আনমত [২০৮ক না ভাব চিতে॥
অধিক উল্লাস সখিনি ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে তাহাই গায়॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তাল সমুচিত ॥

নাগরী শেষ দশা সুনি নাগর ছল ছল লোচনে পানি।
অবনত মাথ করহি অবলম্বন বয়ানে না নিকসএ বাণী॥
ধৈরজ ধরি হরি দূতীর বদন হেরি গদগদ কহে আধবাত।
দুই এক দিবস মাঝে হাম জাওব তোহ পরবোধব তাথ॥
ঐছে আদেশ পাই দূতী আওল ধাই কুঞ্জহি বিরহিণী পাসে।
তোহারি সংবাদ কহিতে ভেল গদ আওব দুই এক দিবসে॥
আওব কানু পুনহি ব্রজমণ্ডল পুরব মনমথ সাধে।
গোবিন্দদাস কহ ধনি তুহু বিরমহ কানু না করব প্রেম বাধে॥

অগ্র ভাব উল্লাস ॥ শ্রীরাগ ॥ তাল সমুচিত ॥

উলসিত মঝু হিআ আজু আওব প্রিয়া দূতী কহল শুভবাণী।
শুভ সূচক জত প্রতি[১] অঙ্গ পরতিত অতএ নিচ্ছয়ে করি মানি॥
সজনি হামারি বিপদ দূরে গেলা।
সুখ সম্বাদ বিহি আনি মিলাওল ঐছন মতিগতি ভেলা॥ ধ্রু॥
মঙ্গল কলসপর দেই নব পল্লব রোপহি পিমহি পিম।
গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত ভুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম॥
হাড়িদ দাড়িম কাজর দরপণ দধি ঘৃত রতন প্রদীপে[২]।
সুবরণ ভাজন লাজহি ভরি ভরি রাখহ নয়ন সমীপে॥

---

১ প্রিতি ২ প্রিদিপে

নব নব রঙ্গিণী দেহি হুলাহুলি বসন ভূষণ করি শোভা।
প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘর আওব গোবিন্দদাস মনলোভা॥

শ্রীকৃষ্ণস্য মিলনম্ ॥ ভূপালী ॥ তালোচিত ॥

জোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই। তুরিতহি নাগরে মিলিলহু জাই।
হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল। শ্যামরু [২০৮খ ধনি নিজ কোরপর লেল॥
পুলকিত সব তনু ঝরঝর ঘাম। দুহু বিরলে কাঁপে অবিরাম।
আনন্দ লোরই স্রোত বহি জায়। বয়নে বয়নে দুহু হিআয় হিয়ায়॥
দূরে গেও জতহু বিরহ হুতাশ। কিছু নাহি বুঝল বলরামদাস॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে
ভূতবিরহ ভ্রমরদূত মাথুর মিলন সমাপ্ত।

॥ অথ ষড় ঋতু বর্ণনা ॥ আদৌ হিমশিশির বর্ণনা ॥
॥ তদুচিত মহাপ্রভু ॥ রাগিণী পাহাড়ী ॥ তালো সমুচিত ॥

আরে মোর গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবা নিশি কারণে বিচনে হাঁসি মনের ভরমে পহু ভোর॥ ধ্রু॥
খেনে উচ্চস্বরে গায় কারে পহু কি সুধায় কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষনে শীতে[১] অঙ্গকম্প ক্ষনে ক্ষনে দেই লম্ফ কাহা পড়ি জাও কার সাথ॥
ক্ষনে উর্দ্ধবাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ।
মানে আখিজুগ ঝরে হা নাথ বলিয়ে কান্দে ক্ষনে ক্ষনে করএ সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি রাধার পিরিতে হইল হেন।
ঐছন করিআ চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে বঞ্চিত হইল মুই কেন॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

শিশির দুরন্ত অন্ত অবহু সখি কান্ত না মিলল পাস।
প্রাণোপি জান্ত শান্ত না হোঅল নিতান্ত ভেল নৈরাশ॥

---

১ সিতে

শীত তুহিনে তনু দলই।
তাহে প্রিয়ার বিরহে কায় জরজর কৈছনে জীবনে জীবই
দিনে দিনে ক্ষীণ খেতিতলে খনতহি খরতর লোর নয়ান॥
দেহ দীপতি গেল হার ভার ভেল অব ভেল কণ্ঠ পরাণ।
আসাসো আস কানু পাসে নাসল বিসরল এহেন নেহো।
রায়ক বাণী [২০৯ক মানি রহু ভাপিনী হরি আগমনে না সন্দেহ॥

॥ রাগিণী ভালোচিত ॥

হিমঋতু হিমাচলে হিম বহে বাত।
হিমাংসে হিময় তনু হিমে কাঁপে গাত॥
কান্ত দুরান্ত শান্ত কে করে আমায়।
শীতল গরল স্থূল সহনে না জায়॥
তাহে বিরল দহে প্রিয়ার বিচ্ছেদ।......
জরজর পাঁজোর বজর জনু ভেল কায় ইন্দ্রিয়চয় দিনে দিনে গেলো।
হেমন্তে নিতান্ত প্রাণ অন্ত হৈইল॥
জীবন জীবইতে জদি করহ জতন।
সো প্রিয়া আনিআ দিয়া রাখহ জীবন॥
তৈখনে বচনে সগণে দেই আস।
চলু আনি মাথুর কহে কৃষ্ণদাস॥

॥ রাগিণী ভালোচিত॥

বরজ তেজিআ দূতী মাথুর জায়। ভেটল জাহা সেই ভূপতি মাধাই॥
দূতী বদন হেরি নাগর রায়। সুমুখী[১] কুশল সব পোছই তায়॥
সোন সোন কি বলিব নিঠুর কান। দুখক হইতে গলে দারুণ পাষাণ।
একে হিমে ঋতু হিমে দহে কলেবর। তাহে বিরহ তব সহই না পার।
কাপই শীতল তুহিনে ঘন অঙ্গ। ততহি দেলয়ে তনু পাপ অনঙ্গ॥
তুহু সুখে মধুপুরে কর পরবাস। কতহু নিবেদব গোবিন্দদাস॥

[১] সমুখি

॥ রাগিণী তুপালী ॥ তালোচিত ॥

হিমঋতু হিমকর বাত। তাহে বিরহজর থরথর গাত॥
এ হরি কত শত অবলা নারী। বিরহক বেদনা সহই না পারি।
দিঘল রজনী তুরিতে না পোহায়। ছটফট করি নিশি জাগিয়া পোহায়॥
পূরব রভস মনে হোয় উপনীত। উচ্চস্বরে তবু রোয়ে বিপরীত॥
জীবন না ধরয়ে তুয়া প্রতিআশে[১]। তোহারি চরণে কহে উদ্ধবদাসে।

॥ রাগিণী গান্ধার। তালোচিত।

আঘন মাসে আশ আবহু অছিল মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনোরথ দূরহি দূরে রহু জীবইতে সংশয় জানি॥
সুন সুন নিরদয় কান ইহ দুখ সুন [২০৯খ তব চিত না দরবয়ে কৈছনে হৃদয় পাষাণ॥ ধ্রু॥
পৌর রমণীগণ বহুগুণ জানত তাহে বুঝি বারণ চিত।
রসময় সদয় হৃদয়গুণ বিহরলি ভুললি সো হেন পিরিতি॥
আগমন সময়ে জতেক আশআসোলি সো কিছু আছয়ে চিতে।
সুনইতে তোহারি নিঠুরপোনা গুণগণ জ্ঞানদাসচিতে ভিতে॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

তোহারি সঙ্কেতনিকুঞ্জে বসিআ কত করু পরলাপ।
তুহিন পবনে বিরহবেদনে সঘনহৃদয়ে কাঁপ॥
পূরব বাসক সগুন সোঙরি রচই বিবিধ সেজ।
সহচরীগণে করিআ রোদনে দূরহু সবহু তেজ॥
কবহু সুমুখী বিমুখী হইআ মানিনী সমান রহে।
জাহ জাহ কান না হেরি বআন সতত এমনি কহে॥
কবহু বদন দশন বিথারি খলখল করি হাসে।
দারুণ বিরহে ভৈ গেল বাউলি কহই অনন্তদাসে।

১ প্রিতি আশে

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

রাইবিরহ সুনি নাগর কান। অবিরত ঝরঝর সজল নয়ান॥
ধৈরজ ধরি হরি রহই না পার। বরজ গমন তহি চলু অনিবার॥
উপনীত বিরহিণী কুঞ্জক মাহ। হেরি উলসিত ধনি পুলকিত দেহ॥
তৈখনে বিদগদ কোরহি লেল। বিরহ বেদন সব দূরহি গেল॥
চুম্বয়ে বদন অধররস পান। পরাভব পাওল সেই পাঁচবাণ॥
ব্রজকুল সখীকুল ভেল আনন্দ। সুখে ভাসল দাস গোবিন্দ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্ত্তানানুসারে শৃঙ্গে শীত শিশির
ঋতু দূতবিরহ ও মাথুর মিলনং সমাপ্ত॥

॥ অত্র বসন্তবর্ণন ॥ তদুচিত মহাপ্রভু ॥
॥ রাগিণী সুহই তালোচিত ॥

পাপী মাঘে পহু কয়ল সন্ন্যাস। তবহু গেওয়লু জীবন আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে [২১০ক নয়ান। গোরা বিনে কতদিন ধরব পরাণ॥
অবহু বসন্ত অবহু সুখময়। এ ছার পরাণ মোর বাহির না হয়॥
জতজত পিরিতি করল পহু মোর। সোঙরিতে জিউ অব কণ্ঠহি ভোর॥
কহে রামানন্দ সেই মোর প্রাণনাথ। কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥

॥ রাগিণী কড়ুখা ॥ তালোচিত ॥

হিম হিম কর কর তাপে তাপাওল ইহ ভেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নাহি সম্বাদই কি এক মদন দুরন্ত॥
জানলু রে সখি কিয়ে মোর হৃদিরস ভেল।
কি খেনে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে পালটী দিঠি নাহি দেল॥
এতদিনে মোর সাধে সাধাওলু বুঝল আপন নিদান।
অবধি আশে ভেল অব কাহিনী কত সহ পাপ পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভন নিকরুণ মাধব কাহে সমুঝাওব খেদ।
ইহ বাড়বানল তাপ অধিক ভেল দারুণ প্রিয়াক বিচ্ছেদ॥ ১০॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটির বনকোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয় অনিল হিম শিখরে সিধায়ল প্রিয়া নিজ দেশ না আওই রে॥
চান্দ চন্দন তনু অধিক উত্তাপই উপবনে অধিক নিয়ত বোল।
সময় বসন্ত কান্ত বহু দূর দেশে জানলু বিহি প্রতিকূল[১]॥
অনিমেখ নয়নে নাহমুখ নিরখিতে তিরপিত না হয় নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে খিন তনু হিমে কমলিনি জনু না জানি কি হই পরজন্ত।
বিদ্যাপতি কহো ধিক ধিক জীবন মাধব নিকরুণ অন্ত॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

হাম অবলা দুখ সহনে না জায়। বিরহ দারুণ দুজে মদন সোহায়॥
কোকিল কলরবে [২১০খ মতি অতি ভোরা। কহ জানি সজনি কোন গতি মোরা॥
পহিল বয়েস মোর না পূরল সাধে। পরিহরি গেল প্রিয়ে কোন অপরাধে[২]॥
ঐছন সখীরে করম কিএ ভেল। বিদ্যাপতি কহে হরি পুন মেল॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

ফুটল কুসুম মুকুল[৩] বন অন্ত। মিলল অব সখী সময় বসন্ত॥
কোকিলকুল কলরবহি বিথার। প্রিয়া পরদেশ হাম সহই না পার॥
অব জদি জাই সম্বাদহ কান। আওব ঐছে হামারি মন[৪] মান॥
কহে দূতী হাম জাইব মধুপুর। আনি মিলাইব গোকুল সুর॥
এসব দুখ জানাব তছু ঠাম। বিদ্যাপতি কহে পুরব কাম॥

॥ রাগিণী কানড়া ॥ তালোচিত ॥

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সাগুর দৈবে সুখায়ল পিয়াসে পরাণ জায়॥

১ প্রিতিকুল ২ অন্তরোধে ৩ মকল ৪ মোন

সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা করিআ বোল না তেজবি মাগিআ লইবি বর ॥
সখি অনেক মনের সাধ।
শয়নে সপনে করিনু ভাবনে বিহি সে করল বাদ ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহে শতগুণ সহন নাহিক জায় ॥
সখি বুঝিআ কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সেজন দ্বিজ চণ্ডীদাস ভন ॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

রাইক বচন শ্রবণে অবধারই চলু দূতী মধুপুর মাহ।
দ্রুতগতি বাট ঘাট জাই প্রবেশিল ভেটল জাহা সেই নাহ ॥
দূতীরে কহএ ব্রজনাথ।
সুখময় বৃন্দাবন অব সখী ভেল কহতহি সুনি ইহ বাত ॥
শুন শুন কঠিন বরজ হিয়া নিঠুর কুশলকি পোছই মোরে।
তব বিরহানলে দাব দহনসম জারল সকল শরীরে ॥
একে বলবন্ত বসন্ত ঋতু সমুদিত[১] [১১১ক তাহে রাই বিরহ ব্যাকুল।
ফুটল কুসুম পিড়ই তনু পরিমলে মনমথ তোহে প্রতিকূল[২] ॥
দ্বিজকুল সবদে বরজ মানি শ্রুতিযুগে কর দেই জয় মিলি রোল।
মলয়া পবন পাবন সম কহতহি রায় রচিত এই বোল।

॥ মাথুর দূত্যোক্তি ॥ রাগিণী তালোচিত ॥ কামোদ ॥

শিশিরক শীত সোমাপলি সুন্দরী সে হেন সুরতসন্দেশে।
সসর সসর সমসর শশিবর শীকর সহই সুতনু তনুশেষে ॥
সুন সুন শ্যাম সকল গুণবন্ত সুধই সম্বাদে কি সুমুখী সম্বোধব সুখময় সময় বসন্ত ॥ ধ্রু ॥
শীতল সুরভিত সরস সমীরণে সতত সন্তাপই শান্তে।
সপন সমাগমে সাধে সুধামুখী সুতল সরসিজ পাতে ॥
সখিনিসমাজ সাঝ সঞে সো ধনি সগরিহ শরবরি[৩] জাগে।
সোঙরি সুনেহ সোহাগিনি সংশয় গোবিন্দদাস দিঠি আগে ॥

১ সমদিত ২ প্রিতিকূল ৩ সয়বরি

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

টারল হৈবন শিশিরক অন্ত। টৌয়ত অব ধনি সময় বসন্ত॥
টুটল তুয়া লব খিক পরথার। টলমল জীবন রহু কিয়ে জাব॥
ঠামহি ইহ যদুপতি রহু ভোরি। ঠৈরত কৈছে সময় উহু গোরি॥
ডহডহ বিরহ সহই না পার। ডারল আভরণ মণিময় হার॥
ডরে নাহি ছোড়ল সহচরী অঙ্গ। ডুরত ধনি জানি মদনতরঙ্গ॥
ঢরঢর লোচন সরসিজ জোর। ঢরকত অহর্নিশি[১] উতপত লোর॥
ঢিট কানু তুহু কপট বিলাস। ঢিটকি বোলব গোবিন্দদাস॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

কি কহব মাধব রাইক খেদ। কহইতে হৃদয়ে হোঅত মঝু খেদ॥
অতি দুরবল তনু ধরি নাহি পার[২]। কোকিলসবদে বহই জলধার॥
ইহ মধু সোময়ে পুরব রসখেল। সোঙরি সোঙরি ধনি ঝামরি ভেল॥
বিরহে আনলে দহি [২১১খ বিবরল অঙ্গ। বিষম বসন্ত তাহে মদনতরঙ্গ॥
রোই রোই কি কহয়ে কছু নাহি জান। জনু পরলাপ কবিশেখর ভান॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

আও রে মধুঋতু মধুর যামিনী কামিনীচিতচোর।
কুসুমশায়ক জীবনগাহক তুহু সে মধুরে ভোর॥
সোনহ নিরদয় হৃদয়মাধব সে জে সুন্দরী রাই।
বিরহজ্বরে[৩] জরি কনআমঞ্জরী রহল রূপ ছাই॥
অঙ্গ ছটফটি কোই মিটব তপত সহচরী অঙ্গ।
নয়নপঙ্কজ ঝোরে ঝরঝর লোরে মহী করে পঙ্ক॥
তো বিন কিশলয় জীবন বিকল বিফল ভেল মণিমন্ত।
দাস গোবিন্দ এ রস গাহক ভাও রে রাস বসন্ত॥

১ অহর্ন্নিসি ২ পাব ৩ জরে

॥ রাগিণী ভিরভা ॥ তালোচিত ॥

ফাল্গুনে গনইতে গুণগণ তোর। ফুটে কুসুমিত ভেল কানন ওর ॥
ফুল ধনু লেই কুসুমশর সাজ। ফুকরি রোই ধনি পরিহরি লাজ ॥
ফুকরি কহই হরি ইথে নাহি দ্বন্দ্ব। ফিরি না হেরবি রাই মুখচন্দ্র ॥
কো বল দোহ কর মরকত বলই। ফারল নয়ন সঘনে জল গলই ॥
ফুঅল কবরী সম্বরি নাহি বান্ধে। ফণিপতি দমন বলি ঘন কান্দে ॥
ফুটল হৃদয় নিদারুণ নেহ। ফুতকারই ধনি তেজব দেহ ॥
ফেরি না হেরবি সহচরীবৃন্দ। ফলবিকি না বুঝবি দাসগোবিন্দ ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥ তালোচিত ॥

মদনমোহন মুরুতি মাধব মধুর মধুর তোই।
মুগধ মাধবী মানিমানদ মিছই মারগ জোই ॥
মিলিল মধুঋতু মল্লিমুকুলিত মুঞ্জ মাধবীকুঞ্জ ॥
মেলি মধুকর মুখর মধুকর মাতী মধুপিবি গুঞ্জ ॥
মিহিরজা মৃদ মন্দ মারুত মনইল মুখ অরবিন্দ।
মরমে মুগ অতি মদির মনোহর মোহিত দাসগোবিন্দ ॥

[২১১ক ॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

একে বিরহানল সহজে দুরন্ত। দোসর ভেল তাহে কালবসন্ত ॥
এ হরি কহলু তুয়াপদ লাগী। সে অব জীয়বে রহু পুনভাগি ॥
কি ঘর বাহির নাহিক সম্বিত। জত উপহার ততহি বিপরীত ॥
হিমকর হেরি হুতাশন ভান। ভয়ে পৈঠত ঘরে মুদিল নয়ান ॥
কোকিল কলরবে কুলিশ সমান[১]। হরি হরি বলিতে তোহি মুরছান ॥
গরল কিয়ে জনু তীল অভভাস। কি করব অব ঘনশ্যামরুদাস ॥

১ সোমান

॥ রাগ ভালো যথা ॥

রাই বিরহ সুনি কান। ঝোরেতে লোরে নয়ান॥
সোঙরিয়া বরজক কেলি। অন্তরে দগদগী ভেলি॥
অতয়ে গমন ব্রজানন্দ। হেরইতে রাইমুখচন্দ্র॥
মিলল বিরহিণী পাসে। হেরি ধনি জিউ হেন বাসে॥
তহি হরি ভুজলতা বেঢ়ি। রাইতনু কোরে আগোরি॥
চুম্বন করু কতবার। সব দুখ দূরে পরিহার॥
মনসিজ রসনিরবাহ। ছোটল মরকত দাহ॥
বঞ্চই দোহ একবাসে। শুণইতে গোবিন্দদাসে[১]॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে বসন্ত ঋতু বিরহ ভাবী ও মাথুর ও মিলন সমাপ্ত॥

॥ অথ উষ্মা কালোচিত। তদুচিত মহাপ্রভু ॥

কোথা পহু গুণনিধি করু অব বাস।
দারুণ গিরিস ঋতু ভেল পরকাস॥
সুকোমল[২] তনু গোরার নবনী জিনিএ।
কেমনে তপন তাপ আছে পরসিএ॥
সোঙরি সোঙরি মোর জীবন সংশয়।
কৈছে ধরব হিআ থির[৩] নাহি হয়॥
নিদাঘে গলএ কায় সহনে না পার।
তাহে বিরহে গোরার দহে কলেবর॥
কি করিব কোথা জাব না পাই উপায়।
না দেখিআ চাঁদমুখ প্রাণ বাহিরায়॥
দিনে দিনে খিন এই দেহেন্দ্রিয়গণ।
নিশ্চয়[৪] জানিলাম মুঞি হইল মরণ॥
এ ছার পরাণ আর রাখিব কি আসে।
এ প্রাণ থাকিতে গোরা না আসিবে দেশে॥

---

১ গোবিন্দদাস ২ সুকমল ৩ দির ৪ নিশ্রয়

কান্দি বিন্ধু কান্দি [২১২খ পিআ এই কহতহি বাণী।
প্রেমদাস বলে মোর দহএ পরানি॥

॥ রাগিণী তালোচিত॥

সখী হে গিরিষ ঋতু পরবেস।
ধৈরজ ধরব কৈছে রহব ধরি হরি রহল দূরদেশ॥
নগতি মারুত গলিত গাত ঘামত অবিরত বিরহ সন্তাপ।
তাহে তপন কতো তাপে তাপাওল ষাবত মনোমথ পাপ॥
টুটল নিন্দ নিমিখ নাহি নলপিত নিরবধি লোরে নয়ান।
হা হরি করি ঝুরি দিন শরবরী[১] মীনবারি ছোড়ি তাহা জান॥
দিবস দিবস অবশ তনু সরবস আশাসে[২] আশ পরিহার।
জীবন জীবন জগজনমোহন জিবইতে না আওল আর॥
জতমন সাধ বাদ করল বিধি নিদয় কাল কালান্ত।
রায়ক বচন সুচন কয় মোচন মিলন পুন হবে কান্ত॥

॥ রাগিণী তালোচিত॥

তপঋতু তপন তাপিত তপময় তামরসে তলপে তরখে তরকায়
তাপিনী নারিপিত তীর তরুতল তিলে তিলে উঠে প্রিয়ার জীবন অনল।
তাহে গলিত গাত গিরিষ দুরন্ত।
গুমরি জীবন গত[৩] আগত না কান্ত॥
গিরিধর গরব গরিমা গিরি তোরি।
প্রাণ পয়ান গতি করপেই মোরি॥
জড়িমা জারল জত দেহাদি সকল।
জতনে কি জিউ জিবই আর বল॥
মরণ এখন জান লিখন কপালে।
সুনি বোল অলিকুল ব্যাকুল সকলে॥
প্রবোধই[৪] কতই না বোধই রাই।
রায় হিয়ায় ভায় দুখই তাই॥

১ ষড়বড়ি ২ আসাসে ৩ গতো ৪ প্রেবধই

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

বাঢ়ল বিরহিণীর বিরহ হুতাশ।
বোধল বচন সঘনে বহে শ্বাস॥
ধাই ললিতা জাই ক্রোরহি লেল।
শ্যামনাম শ্রবণে চেতন তহি কেল॥
তবহু ধৈরজ ধনি না ধরএ দেহ।
ললিতা কহেন আনি মিলাওব নাহ॥
অবহু সুথির ভেল রহ এক বেরি।
হাম চলিব জাহা আছয়ে মুরারী॥
এতহি বলিয়ে দূতী করল পআন।
ভেটল তুরিতে নৃপতি [২১৩ক সোই কান॥
হরিমুখ হেরি দূতী কহই নিঠুর।
ভাল সুখে বঞ্চই দহি ব্রজপুর॥
ব্রজনাম সুনি ব্রজনাথ দিঠে বারি।
কৈছে আছএ পোছে পোছে প্রাণের কিশোরী॥
কি বলব নিকরুণ টুটয়ে ছাতি।
রাই দুখেতে ঝোরে স্থিরতর জানি॥
এ হেন তপ ঋতু কৈছে গোঞায়।
রায় সঞরি হিয়া বিদুরিআ জায়॥ ৪৯।৫৬ ॥

॥ উষাকালোচিত মাথুর ॥
॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

এবে বিরহানলে দহই কলেবর তাহে পুন তপনক তাপ।
ঘামে গলয়ে তনু নুনিক পুথলি জনু হেরি সখী কর পরলাপ॥
মাধব পেখল সো বর রমণী দিনে দিনে ক্ষীণ হীন তনু অভরণ গলনি নিমিত ধরণী॥ ধ্রু॥
ঋতু বসন্ত অন্ত করি আওল গিরিস কাল বলবন্ত।
দারুণ জীবন আশ নাহি জাওত হেরতএ তুয়া পন্থ॥

কত পরবোধি গোঙাওব সহচরি চৌঠমাস বহি গেল।
গোবিন্দদাস কতএ পরবোধব অগতিগতি কর মঝু ভেল ॥ ২০।৫৭ ॥

॥ রাগিণী তিরোতা ॥ তালোচিত ॥

তাপে তাপিত তনু জেঠহ মাহ। কতোএ সহব আর বিরহক দাহ ॥
জতনে মিলয়ে জব মলয়জ পঙ্ক। জলি জাওত তাহে বিরহা আতঙ্ক ॥
কতএ কহব দুখ নিঠুর মাধাই। তুয়া আসোআসে খোওল ধনি রাই ॥
কিশলয় তলপে সুতাঅল কই। হা হরি সবদে উঠই কেহু রোই ॥
ভসম সমান জবো হোয়ত সোই। কালিন্দী নীরে সিনাওই কোই ॥
কত কত পরকাসিল করু অঙ্গ। বাঢ়ল দ্বিগুণ দহন অনঙ্গ ॥
মলয়ানিল বিষ পবন সমান। হিমকর দরসনে হরয়ে গেআন ॥
এতহু বচনে তুয়া নাহি বিসোআস। কি কহব রাধাবল্লভ দাস ॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥ তালোচিত ॥

সুন সুন নিঠুর কানাই। জাই না পেখই রাই ॥
[২১৩খ কিশলয় রচিত কুটিরে। শয়নে না বান্ধই থিরে ॥
সো অবলা কুলবালা। কত সহ বিরহক জ্বালা ॥
ঘামে ঘরমাইত দেহ। গলি গলি জাওত সেহ ॥
ননিক পুথলি তনু তায়। আতপো তাপে মিলায় ॥
হেরি সখি হরয়ে গেআন। কণ্ঠহি আওত প্রাণ ॥
দিঘল দিবস না জায়। কান্দিআ রজনী পোহায় ॥
কবহু ঐছে মুরুছান। যামিনী দিবস না জান ॥
ভূপতি কহবে কি তোয়। পুন নাহি হেরব মোয় ॥

॥ রাগিণী বড়ারি ॥ তালোচিত ॥

করতলে বদনে চান্দ রহু থির। অহর্নিশি[১] লোচনে গলতহি নীর ॥
বিগলিত চিকুর বহই ঘনশ্বাস। দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাস ॥

---
১ অহন্নিসি

এ হরি অবধি অবহু রহি জাই। পেখহ শরীর হিনি ধনি রাই॥
কমলিনী কিশলয় সেজ বিছাই। সহচারি মেলি সুতাওলি তাই॥
শতগুণ মদন দহন তহি ভেল। সো তনু পরসে ভসম ভৈ গেল॥
চন্দন পরসে চমকি ধনি উঠই। হিমকর কিরণে মুরুছি মহী লুটই॥
গোবিন্দদাস কহে নিরদয় কান। অত পরমাদে তহু জানি না জান॥

॥ রাগিণী দেশগড়া ॥ তালোচিত ॥

কাননে কামিনী কোই না জায়। কালিন্দীকূল কলপ তরুছায়॥
কুঞ্জকুটিরে মাহা কান্দয়ে কোই। করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নবনী নিন্দিত নব নব বালা। লাগল বিরহ হুতাশন জ্বালা॥
গলত গাত গৌরত মহী মাহ। গুরুতর গিরিশ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুল গোপ রমণী তছু ভেল। গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥

॥ রাগ তালো যথা ॥

বিরহ বেদনা সুনি দূতীমুখে ধৈরজ না ধরে কান।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন বিপিনে কেলি ভাসয়ে লোরে বআন॥
অথির হরি রহই না পার।
পুরসুখ সম্পদ ছোড়ি [২১৪ক বরজ মাহা গমন করল অনিবার॥
বিরহিণী কুঞ্জে উপনীত মাধব হেরি রাই ধরণী শয়ান।
তৈখনে নাগরী কোরে আগোরল চিরদুখ দূরে পয়ান॥
বিধুমুখী নাহ বদনধন নিরখই পুলক পূরিত সব কায়।
মনসিজ মদে মাতল অতি তনু তনু দেহি তৃষিত অতিশয়॥
চুম্বই বয়নে বআনে কত রভস নিমগন অমিয়া পীনান।
কত কত কেলি বিলাস রসে নিবসই গোবিন্দদাস গুণ গান॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে
উষাকালোচিত বিরহ মিলন সমাপ্ত

॥ অথ বরষা বিরহ মাহ ॥ রাগিণী সুহই ॥ গৌরচন্দ্র ॥

সোনাশত বাণ জিনি গৌরাঙ্গ আমার। কি হয় চামর সোনা কুন্তলের ভার ॥
কি লাগিয়া মুড়াইলে গেলা কোন দেশে। কার ঘরে রহিলেন ইহ চতুর্মাসে ॥
শোঙরি শোঙরি হিয়া বিদরিয়া জায়। প্রাবৃট[১] সময়ে কোথা গেলা গোরারায় ॥
কান্দয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস। ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরিদাস ॥

॥ তত্র বর্ষাঋতু বিরহবর্ণন । রাগিণী পাহাড়ি তালোচিত ॥

হাম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী দোষর জন নাহি সঙ্গে।
বরিসা পরবেস প্রিয়া গেল দূরদেশ রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গে ॥
সজনী আজি শমন দিন হোয়।
নবনব জলধর চৌদিসে ঝাপল হেরি জিউ নিকসই মোয় ॥
ঘনঘন গরজিত সুনি জিউ চমকিত কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুণ পুনু পুনু শোঙরব ভূমিতে দেই তছু কোর ॥
বরিখয়ে পুনুপুনু আগী দহয়ে জনু জানুলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ সুন রমণীবর মিলব পুহু গুণবন্ত ॥

॥ [২১৪খ রাগিণী সুহই ॥ তালোচিত ॥

উঅল নবনব মেহ। দূরে রহু শ্যামরু দেহ ॥
তহি ঘন বিজরি উজোর। হরি রহু নাগরী কোর ॥
চাতক পিউপিউ বোল। সুনইতে জিউ উতরোল ॥
দাদরি উনমত ভাষ। বিরহিণী জীবন নৈরাস ॥
ঐছন ভেল দুরদিন। অম্বরে রবিশশী হীন ॥
কো কহে কানুক পাস। চলতহি গোবিন্দদাস ॥

॥ রাগিণী তিরতা ॥ ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

গগনে গরজে ঘন ফুকরে মউর। একলা মন্দিরে হাম প্রিয়া মধুপুর ॥
সুন সুন সখী হে হামারি নিবেদন। বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন ॥

১ প্রাবিট

হামারি দুখ সখি কো পাতিআও রে। মিলল রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়েরে॥
হরি গেও মধুপুরী হাম একাকিনী। ঝুরিয়ে ঝুরিয়ে মরি দিবস রজনী॥
নিন্দ না আওয়ে শয়নে নাহি ভাওয়ে। বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহাওয়ে॥

॥ রাগিণী ভিরতা ॥ ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

দেখ সখি বরিসাতরঙ্গ।
কোন অপরাধে আনাইল মনমথে কাটিতে বিরহিনী অঙ্গ॥ ধ্রু ॥
চড়ি রহু কুম্ভ কদম্ব গজেন্দ্রহি বান্ধল কেতুকেতন।
ধরি ধনুরাজ সাজ করি নীরদ গরজনে সমরে নিপুণ॥
ধরি খরসান তড়িত অসি চঞ্চল চমকহি বারহি বার।
চাতক চয়রণ সংহ সরদ করু দেখি সুখী শিখী পরিবাদ॥
গণ্ডুকগণ ঘন করু রণবাজন সারস হংস বিষাণ[১]।
বিপনক অঙ্গ অঙ্গ করি উড়ত নববকপাতি নিসান॥
নো কহি নীর নিরতির জনু বরিখত মূরুছিত বিরহিণীবৃন্দ।
নাসাপবনে কেমনে ধনি বারব অপোসো সোই দ্বিজ নন্দ॥

॥ [২১৫ক রাগিণী তালোচিত ॥

দারুণ বিরহ জীও ভেল অন্তর নাহ রহল পরবাস।……
বাদর দরদর নাহি দিল অবসর গরগর গরজে ঘটা।
অনিল হিলোল ঘন ঘোর য়ে যামিনী ঝলকত তড়িত ছটা॥
ঘনঘন নিস্বর ডাহুকডাহুকীগণ চাতক পিউপিউ নীরে।
শিখণ্ড মন কামে কামাকুল নিরঘাত সবদ করে॥

॥ রাগিণী জয়জয়ন্তী ॥ তালোচিত ॥

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মহা ভাদর শূন্ত[২] মন্দির মোর॥ ধ্রু ॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিআ।

---

১ বিসান ২ সুন্ন

কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিআ ॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত মউর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি ফাটি জায়ত ছাতিআ ॥
তিমির ভরি ভরি ভোর যামিনী থির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কেমনে গোঙাব হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

॥ রাগিণী সুরট মল্লার ॥ তালোচিত ॥

মোর নবনব সোর সুনত বাঢ়ত মনমথপীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আওল অবহু গগন গম্ভীর ॥
দিবস রজনী য়ে অবি সখী কৈছে মোহন বিনা জাওয়ে ॥ধ্রু ॥
আওয়ে শাঙন বরিখে ভাঙন ঘন শোহায়ল বারি।
পঞ্চশর শর ছুট তব কৈছে জীএ বিরহিণী নারী ॥
আওয়ে ভাদোঁ বেগর মাধোঁ ক্যাক কহি ইহ দুখ।
নিয়ড়ে ডরডর ডাকে ডাহুকি ছুটত মদনবন্ধুক।
অছুহ আশ্বিন[১] গগন ভাখিল ঘনন ঘন ঘন বোল।
সিংহ ভূপতি ভনয়ে ঐছন চতুর্মাসিক বোল ॥

॥ রাগিণী পটমঞ্জরী ॥ তালোচিত ॥

কে জাবে মথুরাপুর কার নাগাল পাব। এসব দুখের কথা লিখিআ [২১৫খ পাঠাব ॥
হাথ কলম করি নয়ন করি দত। কলিজা কাগজ করি লিখি চান্দমুখ ॥
কেহু ত না কহে রে আওব তোর প্রিআ। কত না রাখিব চিত নিবারণ দিআ ॥
দেখিলে জতেক দুখ কহিবে বন্ধুরে। পুছিয়ো তাহারে মোরে মনে কি না করে ॥
কহিবে দুখের কথা বিরলে পাইআ। ধরিবে চরণে তার সমস্ত বুঝিআ ॥
কহিঅ কহিঅ সখি মোর প্রিআপাস। এতদিনে গেলো মোর জীবনের আশ ॥
এত সুনি সো সখী করল পয়ান। আওল মধুপুরী দাস বলরাম ॥

---

১ আসিন

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

গগনে জলদ হেরি মনে মনোরথ করি বিরহসাগরে ধনি বুঝি ॥ ধ্রু ॥
তহু বিছরলী গোরি রহলি মথুরাপুরী নগরে নাগরী হেরি ভোরি।
সোন কানাই করুণার লেশ নাহি তোরি ॥
ধরণী শয়ন করি সঘনে নয়ন ঝরে সহচরী রহে ত আগোরি।
দিনে দিনে দুবরি কৈছে জীবন ধরি গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

পরখে পেনু পুরুষ পুরুষোত্তম পুরুষ পাহুন জাতি।
প্যারি পামরী পিরিতি পাবকে পৈঠে পতগকি ভাঁতি ॥
পৈর পুন রতি পহিল পরিচয় প্রাণপহু তুহু ভোরি।
প্রেম পরবস পুরুব প্রেয়সী[১] পন্থ পেখই তোরি ॥
প্রচুর পরিমল পঙ্ক পঙ্কজ পরসে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয়সখী পায়ে পুনপুন প্রখর পাঁচশরঘাত ॥
পাপ পাউখ পাবন পাসিত পাপীহা পিউপিউ ভাষ।
পুন কি পাওব পরম প্রিয়তম পুছত গোবিন্দদাস ॥

॥ রাগিণী মল্লার ॥ তালোচিত ॥

ঝরঝর জলধরধার ঝিঞ্ঝা পবন বিথার ॥
ঝলকত দামিনীমালা।
[২১৬ক ঝামরি ভৈ গেলি বালা ॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝুরত তুআ বিনা রাই ॥
ঝনঝন বরজ নিশান ঝাপি রহত দুই কান।
ঝিঝি ঝঙ্কর রাতি ঝঙ্ক সহনে নাহি জাতী ॥
ঝুমরি দাদুরি বোল।
ঝুলত মদনহিলোল ॥

১ প্রিয়সী

ঝটকি চলহু ধনিপাস।
ঝকরত গোবিন্দদাস॥

॥ রাগিণী বালা ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

কি কহব মাধব রাইক খেদ। বাউরি ভেল ধনি তোহারি বিচ্ছেদ॥
জত দুঃখ দেওল পাপ অনঙ্গ। এত কি সহএ অবলা খিন অঙ্গ॥
বরিসা বৈ ভে গেল শরদ[১] পরবেস। অব কিয়ে না চলব মাধব দেশ॥
আপনে জাই মিলহ ধনিপাস। কতয়ে নিবেদল নন্দনদাস॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

রাইবিরহ হরি দূতীমুখে সুনি। হিআ মাহা ধৈরজ না ধরে পরাণি॥
অবিরত লোচনে বরিখত বারি। উছলল তনু মন[২] রহই না পারি॥
তুরিতে চলল ব্রজনাগররাজ। মিলল বিরহিণী কুঞ্জহি মাঝ॥
নাহ দরসে ধনি উলসিত ভেল। তৃষিত[৩] চাতকী জেন বারিদ মেল॥
দোহ দিঠে হেরি দোহ কতই আনন্দ। টুটল বিরহ সব নিকরহু দ্বন্দ্ব॥
তৈখনে নাগরবর কোড়ে আগোর। চুম্বই বদন অধররসে ভোর॥
কত কত মনমথো কেলিবিলাস। কি আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে বর্ষাঋতু ও বিরহমিলনং সমাপ্ত। সুসমাপ্তমস্ত। অথ শরৎকাল ভূতবিরহবর্ণন তদুচিত গৌরচন্দ্র॥

॥ রাগিণী শ্রীগান্ধার ও সিন্ধুরা। তালো সমুচিত গীরস্তি।

শরদচান্দ জিনি গোরামুখচাঁন্দে। শরদ নিশাকর হেরি হেরি কান্দে॥
শরদ সময় সুখ শোঙরি শোঙরি। কান্দে বিষ্ণুপ্রিয়া [২১৬খ দেবী ফুকুরি ফুকুরি॥
বিদরিআ জায় হিয়া সে মুখ দেখিতে। মূঢ় জেহ নারে সেহ ধৈরজ ধরিতে॥
কান্দিআ আকুল জত প্রিয় অনুচরী। কৃষ্ণদাস বলে দুখ সহিতে না পারি॥

১ সরদ ২ মোন ৩ তৃসীত

॥ রাগিণী ভালোচিত ॥

সখী হে প্রিয়ে রহল পরবাস।
দারুণ বিরহজ্বরে অন্তর জরজর তাহে ঋতু শরদ[১] প্রকাশ।
নিরমল বারি বারিজ বারি শোভিত কুসুম বিথারিত কুঞ্জ।
মধুকর মধুকরী মধুরসে মাতল মধুরবে ঝঙ্করু পুঞ্জ॥
বিমলহি নীরে নীরচর সারস সারসী সহ করে কেলি।
হাম অভাগিনী বঞ্চই একাকিনী হরিপুরনারী রহু মেলি॥
পঙরল বিরহ সরিতপতি গহিরে কে ইহ করিবে উতার।
নহিলে এ প্রাণ পআন অপি জানহ রায় দুখ ভেল অপার॥

॥ রাগিণী ভালোচিত ॥

সরল শরদ ঋতু সয়স্ত না ভেল। সতত সজল আখি সো প্রিআ কেল॥
শশধরশীল গুণ সমএ আমার। শীর্ণ শরীরে সদা দহে অনিবার॥
জুড়াইতে জীবন জীবনে যদি পসি। জীবনে জীবন জলে জীবন পরশি॥
নাহ বিরহ দেহ দগধই মোর। মদন বেদন দেই সঘনহি জোর॥
কেমনে জিওবে জিও জলিত শরীরে। জারল জীবধার জতনে কি করে॥
সুনি বোল আলিকুল ব্যাকুল সকলে। রায় বর্ণয় কায় কাঠসমতুলে॥

॥ রাগিণী ভালোচিত ॥

রাইক বিরহ প্রখর হেরি সখীগণ কত প্রবোধই বারে বার।
সহচারি বোল শ্রবণে নাহি সুনই বহুদুখ করত বিথার॥
শেনে পুন মোরুছএ গোরি।
ঐছন সমএ নিরখি এক বর দূতী লেওল বাহু পসারি।
কতহু জতনে চেতন করি সুকুমারী॥
বোলত সুমধুর [২১৭ক বাণী।
হাম মধুপুরী জাই নিঠুর হরি তুরিতে মিলাওব আনি॥

---

১ সরদ

এত বলি সো দূতী চলল মধুপুরী।
ঝটিতে ভেটল শ্যাম পাশ॥
মরমক দুখে কহত বাত মাধবে ভাল সুখে করু অব বাস॥
এহি শরদ ঋতু ব্যাকুল সরোজমুখী তাপিনী সরিত১কূলে লোটই।
তোহ পরিজঙ্কে নৃপতি সঙ্গে বঞ্চই তরুণ তরুণী রসে ভরই॥
সুনি হরি এই বচন জব দূতীমুখে নিজতনু লোরে সিনাই।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন কহ সখি কৈছনে বঞ্চই রাই॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥ তালোচিত ॥

আওল শরদ২ নিশাকর নিরমল পরিমল কমল৩ বিকাশ।

হেরি হেরি বরজরমণীগণ মুরছই সোঙরি আবাস বিলাস॥
মাধব তুঅা অতি চপল চরিত।
কি এ অভিলাষে রহলি মথুরাপুরে
বিসরিঅা পুরুব পিরিত॥
এ সুখ যামিনী বিরহিণী কামিনী কৈছনে ধরব পরাণ।
রোই রোই ভরম সরম সব তেজল জীবইতে নাহি নিদান॥
অমল কমলদল জো মুখমণ্ডল অব ভেল ঝামর তুল।
চম্পতিপতি তোহে কিয়ে সমুঝায়ব পেখহ বর্ণ বিকুল॥

॥ রাগিণী সুহিনী ॥ তালোচিত ॥

সুনহ নিকরুণ কান। তুয়া রাই ভেল নিদান॥
তব বৈসে সরসিজ সেজ। তব চমকি চলু জীউ তেজ॥
তাহে শরদ যামিনী কান্ত। হেরি জীবন তেজব নিতান্ত
তব রোয়ত সহচরী মেলি। তব রচিঅা পুরুবক কেলি॥
তবহু করি বহু শীর। তব সবহু স্তবধ শরীর॥
তব তাপ উপজএ অঙ্গ। তব কৈছে মদনতরঙ্গ॥
তব সঘনে কাঁপয়ে দেহ। তব ধনি না রহে কেহ॥
তব তেজব দিঘনিশ্বাস। তব দূরে [২১৭খ রহু গোবিন্দদাস॥

১ সরিত ২ সরদ ৩ কোমল

॥ রাগিণী বড়ারি ॥ অথ শরৎঋতু একত্রে বর্ণন ॥

হিমঋতু সময়ে সঙ্কেতকুঞ্জে ধনি তুয়া লাগী করত বিলাপ।
ঘোর বিরহজ্বরে জরজর মানস শিশিরহি থরহরি কাঁপ ॥
ঋতু বসন্তে বিবিধ ফুল বিকশিত ফাগুআ খেলই রঙ্গে।
সো বরনারী তোহারি লাগি ঝুরত রোয়ত সহচরী সঙ্গে ॥
গিরিস সমএ তনু গলিগলি পুরুমহি ঘামহি বিরহ হুতাশে।
বর্ষাঋতু ভেল ঝরএ নয়নজল সে দুখ সাঅরে ভাসে ॥
নিরমল শরদচান্দ হেরি সো ধনি সোঙরিআ রাস বিলাস।
রসবতীহৃদএ ভেল উধশ্বাসহি কহতহি উদ্ধবদাস ॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

রাইবিরহ সুনি কান। অবিরত লোরে নয়ান ॥
চলল বরজযুবরাজ। বিরহিনী কুঞ্জহি মাঝ ॥
তুরিতে মিলল ধনিপাশে। হেরি রাই জিউ হেন বাসে ॥
হরিপ্রিয় আরতি ভাসে। উরজে লেওল ধনিপাশে ॥
চুম্বই চাঁদবআন। অধরে অধররস পান ॥
চির দুখ দূরহি গেল। অব সুখে নিমগন ভেল ॥
বহুবিধ কেলি বিলাস। নেহারই গোবিন্দদাস ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে শরদঋতুবিরহ ও এক পদে শরদঋতু বিরহবর্ণন মিলন সমাপ্ত। সুসমাপ্তমস্তু ॥
অথ বারমাসিক বিরহবর্ণনা তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া উক্তি ॥

॥ মাঘ রাগিণী সুহই ॥ তালোচিত ॥

ইহ পহিলে মাঘক মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ ॥
জিনি কনককেশর দাম। পহু গৌরসুন্দর ধাম ॥
কানর কেশ চাচর সোহই।
কুসুমসরোবর জিনিয়া সুন্দর কতহু ভামিনী মোহই ॥

নাহি হেরি সোই সুমুখ ফাটি জায় মোর[১] বুক প্রাণ ফাফরি [২১৮ক হোয়রি।
মন্দমতি অতি কেশবভারতী কয়ল প্রিয়ো অতি শোঙরি ॥ ১ ॥

॥ অথ ফাল্গুন মাহ ॥

ইহ মাহ ফালগুন ভেল। বিহি নাহ কাহা নহি গেল॥
তহি আওল পুনমিক রাতি। দিন শোঙরি ফাটত ছাতি॥
সো মুখ জনু দিন ইহ গাবিয়া।
ভকত চাতক অঝোর লোচন রোয়ত সো মুখ ভাবিয়া॥
হাম কৈছে রাখব প্রাণ পামর গৌরতনু নাহি পেখএ।
মুকুর চম্পক কনক লজ্জিত সো রূপ মাধুরী পেখিএ॥ ২ ॥

॥ অথ চৈত্র মাহ ॥

ইহ আওয়ে চৈত্রক মাহ। ঋতুরাজ রাজক দাহ॥
ইহ ভকতবৃন্দক[২] মেলি। পহু করত কীর্তন কেলি॥
কাঞ্চন বল্লী মাধবী গঞ্জিয়া।
বাহুযুগ তুলি কৃষ্ণহরি বলি লোরে কত নদী সিঞ্চয়া॥ ৩ ॥

॥ অথ বৈশাখ মাহ ॥

ইহ মাধব পরবেস। প্রিয়া গেল কিয়া দূর দেশ॥
ইহ বসন তনুসুখ ছোড়। অব ধরল কোপিনডোর॥
অরুণহি বাস ছোড়ল চন্দনে তেজি সুখময় শয়ন আসন ধূলায়ে ধূসর ক্রন্দনে॥
সো বুক পরিসর হেরি কামিনীপর সবশ লাগি মোহই।
লোকিয়ে পামরী পতিত কোলে[৩] করি অবণী মূছিত রোয়ই॥ ৪ ॥

॥ অথ জ্যৈষ্ঠ মাহ ॥

অব জেঠ মাহা ইহ আই। পহুসঙ্গ জদি নাহি পাই॥

১ মুর ২ বিন্দক ৩ কলে

হাম কৈছে রাখব দেহ। সখি বিছুরি সো পহু লেহ ॥
দারুণ দেহ রহে কিবা লাগিয়া।
নিমি ভাগব বিরহ ভয়ে হাম রজনী দিন রহি জাগিআ ॥
জো পদতল থলকমল[১] সুকোমল কঠিন কুচে নাহি ধারিয়ে।
সো পদ মেদনী তপত কুষব বনে ফিরয়ে সহিতে না পারি যায়ে ॥ ৫ ॥

॥ অথ আষাঢ় মাহ ॥

[২১৮খ ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়।
তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ় ॥
তাহে গগনে নবনব মেহ।
সব লোক আওল এহ ॥
দারুণ ঐছন বাদর হেরিয়া।
হাম সে পাপিনী দূরব তাপিনী পহু না আওল ফিরিআ ॥
কিবা সে চাচর চিকুর শ্যামর চূর্ণকুন্তলশোভিতা।
ভালে সে চন্দন তাহে মৃগমদ বিন্দু রতিপতি মোহিতা ॥ ৬ ॥

॥ অথ শ্রাবণ মাহ ॥

ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ।
তাহে আওল শ্রাবণ মাহ ॥
ইহ মত্ত দাদুরিবোল দামিনী চমকি ছমকিত কাঁতিয়া।
মেহ বাদর বরিখএ ঝরঝর হামারি লোচনভাঁতিয়া ॥

॥ অথ ভাদর মাহ ॥

মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর।
তাহে আওল ভাদর ঘোর ॥
মঝু প্রাণ জ্বলিজ্বলি জায়।
দেহ ছাড়ি নাহি বাহিরায় ॥

---

১ কোমলে

সো মুখচন্দ্র অব নাহি পেখিআ।
হায়রে বিধি না জানি করমহি আর কি রাখিএছে লেখিআ॥
আজানু[১]লম্বিত বাহুযুগল কনক করিবরশুণ্ড রে।
হেরি কামিনী থির দামিনী রোই হোএল মন্দিরে॥ ৮॥

॥ অথ আশ্বিন মাহ॥

এ দুখ কহবহি কাহ।
তাহে আওয়ে আশ্বিন মাহ॥
ইহ নগরহি নবদ্বীপমাঝ।
তাহে ফিরত নটবররাজ॥
কীর্তন প্রেম আনন্দ মাতিয়া।
নগর নাগরী হেরি জে মুখ পতিত ঘাতঘি ছাতিয়া॥
আর পুন কিয়ে আওব ফিরব নগরকীর্তন গাইআ।
খোল করতলে গান সুমধুর রোই ফিরব কি চাহিয়া॥ ৯॥

॥ অথ কার্ত্তিক মাহ॥

এত দুখ সহে কেন ছাতিয়া।
তাহে আওয়ে কার্ত্তিক রাতীয়া॥
তাহে শরদ[২]চাঁন্দ উজোর।
তাহে ডাকে অলিকুল মোর॥
তাহে ডাকে অলি [২১৯ক কুল মোর
তাহে ডাকি আলিকুল কুসময় সমূহ নিগন্ধরাজ বিকাশ রে।
শ্রীবাস আনি কত ভকত শতশত করল কীর্তন বাসরে॥
সে হেন সুখ দিন[৩] ভেল দুরদিন ভেল বিহী অব বাম রে।
থাকুক দরসন অঙ্গ পরসন শুনিতে দুলভ নাম রে॥

॥ অথ অগ্রহায়ণ মাহ॥

মঝু প্রাণ করে আনচান। জব সুনিয়া আঘন নাম॥

---

১ অজানু ২ সরদ ৩ দীন

পহু অব না আওল রে। মোহে বিধাতা বঞ্চল রে॥
দারুণ প্রাণ চলু তহু পাশরে।
এ ঘর ছাড়িয়া করে দণ্ড লয়া কাহে করল সন্ন্যাস রে॥ ১১॥

॥ অথ পৌখী মাস॥

অবে দেখি পৌখহি মাস।
তব তেজল জীবনক আশ॥
অব ধন্য সো বরনারী।
জো দেশে পহু পরচারী॥
ভেলহু গেল তা সব দুসখ রে।
মঝু প্রাণ পামরী বিরহে জরজরী দেহ জনু তরু শুষ্ক রে।
কান্দিয়া আকুলি বিরহে ব্যাকুলি দশমী দশা পরবেস রে।
এ শচীনন্দন দাস নিবেদন কেনে ছাড়িলে দেশ রে॥ ১২॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসঙ্কীর্তন সঙ্গীতানুসারে শৃঙ্গে শ্রীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া উক্তি বারমাসিক খেদোক্তি সমাপ্ত॥
অথ শ্রীমতী রাধিকা উক্তি বারমাসিক খেদোক্তি আরব্ধ॥

॥ আদৌ মাঘ মাহ॥

খোই কলাবতী মানে।
আওল মাঘ নিদানে॥
নিদানে জীবন রহল সো পুন মাঘে শো মুরুল জারই।
মদন ধানুকী ফিরি আওল সবহু মঙ্গল গাবই॥
রসাল নবনব চাপ পল্লব।
মুকুল সব কত হোইবি॥
[২১৯খ ভ্রমর কোকিল ফুকরি বোলত মার বিরহিনী ওই রে॥ ১॥

॥ অথ ফালগুন মাহ॥

ওই দেখহ অনুরাগে।
আওল ফাগুন আগে॥

আগে কহ মঝু আস আছিল নিচয়ে নাগর আও রে।
বরিখ গেলহি অবধি ভেলহি পুলকে পামরী পাও রে॥
সোহ নিরমল বদনমাধুরী দরস কহি জান হোয়।
অতয়ে নিরগুণ জীবন তেজব মরণ ঐ মেধ মোয়॥
মোই হেরি সখি সব কোই।
চৌঠ মাস বহু রোই।
রোই ঝরঝর নিঝর লোচন বিষম আদো মাস।
কতিহু অন্তর ভতি তব ছলিহ হামারি গোবিন্দদাস॥
আধ বরিখহি পামরী।
দাস গোবিন্দদাসীয়া॥
অবহু তব অব কবহু না পাওব রহল করমক নাসিয়া॥

॥ রাগিণী সুহই॥
॥ অথ চইত্তী মাহ॥

কন্দর্প গাইব সব মধুমাস।
তনুদহ বিরহ হুতাশ॥ ধ্রু॥
হুতাশ সাদৃশ চান্দ চন্দন মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু মত্ত মধুকর মধুর মঙ্গল গাবই।
নব মঞ্জু[১] রঞ্জন কুঞ্জ রঞ্জিত চূত[২] কানন শোহই।
রসলোল কোকিল কোকিলাকুল কাকলি মন মোহই॥

॥ অথ বৈশাখ মাহ॥

মোহই মাধবী মাস॥
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস সুললিত কোমলিনি রসজিম্ভিতা।
মধুপানে চঞ্চল চঞ্চরিকুল পদ্মিনি মুখচুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত বল্লী তরু অরু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনী বিরহে তাপিনী সকল সুখ° পরিবঞ্চিতা॥

---

১ মঞ্জ ২ চুত

॥ অথ জ্যৈষ্ঠ মাহ ॥

[২২০ক বঞ্চিত রহ নিশিবাস।
ভৈ গেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ বহু জাক পও পহু শোই সুলখিনি কামিনী।
জো কান্তসুখসম্ভোগ বঞ্চয়ে চান্দ উজোর যামিনী॥
দহই দাতুরি দিনহি বঞ্চয়ে কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেসনি পুরুব পেয়শী পেখি তাপিতা অন্তরে॥ ৫ ॥

॥ অথ আষাঢ় মাহ ॥

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহিণী বেদন বাঢ়॥
বাঢ় ফুল্লি বল্লী তরুবর।
চারু চৌদিগে সঞ্চরে॥
ও তাপেতে তাপিত ধরণী মজ্জরে নিরখি নবনব জলধরে।
পিপিয় পাখি পিয়াশে পীড়িত সতত পিউ পিউ বারিয়া।
প্রিয়ানাদ শুনি চিত চমকিত উঠয়ে পিয়াশে পেখি না পাইয়া॥ ৬ ॥

॥ অথ শ্রাবণ মাহ ॥
॥ রাগ ভাল্লোচিত ॥

পাপী শাঙন মাস।
বিরহিণী জীবনে নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর রজনী দশ দিশ গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী কনকে কামিনী হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপী ডাহুকি ডহুকে ডাকহ মউর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে আনন্দলোচনে জাগি সগরিহ রাতিয়া॥ ৭ ॥

॥ অথ ভাদ্র মাহ ॥

রাতি দিবস বহু ধন্দ।
ভাদরে ভাদর মন্দ॥

মন্দ মনসিজ মনহি দহদহ দহই মারুত মন্দ।
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর হামারি লোচনবৃন্দ॥
উচ্ছল ভূধর পূরল কন্দর[১] ছুটল নদনদী সিন্ধুয়া।
হাম সে কুলবতী পরক যুবতী গমন জগভরি নিন্দয়া॥ ৮ ॥

॥ অথ আশ্বিন মাহ ॥

[২২০প নিন্দ আপন পর ভাষ।
ভৈ গল আসিন মাস॥
মাস গণিগণি আসলে নহি সাস অবসেসিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়াসে ভেল পরদেসিয়া॥
সময় শরদ[২] চান্দ নিরমল দীর্ঘ দীপতি রাতীয়া।
ফুটল মালতী কুন্দ কুমুদিনী পড়ল ভ্রমর পাতিয়া॥ ৯ ॥

॥ অথ কাত্তিক মাহ ॥

পড়িয় সময় কলাই।
আওল কাত্তিক ধাই॥
ধাই ষটপদ লাই পত্নমিনি পাই কিয়ে রসমাধুরী।
কতুহিনে সংকই সঘনে চুম্বই কোন বুঝে অছু চাতুরি॥
জবহু প্রিয়া মঝু লেহ কলহি মেঘ চাতক রিতিয়া।
পিয়াশে দূরহি রোয়ে পাপিনী হোই রহলহু কি রাতিয়া॥ ১০ ॥

॥ অথ আঘন মাহ ॥

কি রীতি কর অব হামে।
আওল আঘন নামে॥
নাম সুনইতে উছলে অন্তর সাগরে সারস পেসলি।
কোন বিহি মঝু নাহ নে গেও।
হামশে পড়ি রহু একহু একলি॥

১ কুন্দর ২ সরদ

শিশির নবনব তরুণ নবনব তরুণী নবনব হোই রে।
নেহ নবনব তেজি দারুণ দেহ ধরু জনি কোই রে॥ ১১ ॥

॥ অথ পৌসি মাহ ॥

কোই করই জনি রোখে।
আওল দারুণ পোখে॥
পোখ দিন মাহা শুরুজ আতপ পরশে কম্পন ছাতিয়া।
রজনী হিমকর দরসে দহদহ হেরি সহচরী রোতিয়া॥
কপট কানুক পিরিতি আগুনি দরস কথি জনি হোই রে।
অতয়ে কুলশীল জীবন যৌবন সখীক সপহী খোই রে॥ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনামৃ [২২১ক সারে শৃঙ্গে শ্রীমতীর দ্বাদশ মাসীক খেদোক্তি একরূপ সমাপ্ত॥

অথ পুন গৌরচন্দ্র দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বাদশ মাসিক বিরহ উক্তি॥
॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

পহিলহি মাঘ গৌরবর নাগর দুখসাগরে হাম ডারি।
রজনীক শেষ সেজ সঞে ধায়ল নদিয়া করি আন্ধিআরি[১]॥
সজনি কি ভেল নদীয়াপুর।
ঘরেঘরে নগরেনগরে ছিল জতো সুখ এবে ভেল দুখ প্রচুর॥ ধ্রু ॥
নিজ সহচরগণ রোয়ত অনুখন জননী লুটত মহী রোই।
হা হা মরি মরি করি করি ফুকরই অন্তর গরগর হোই॥ ১ ॥

॥ অথ ফাল্গুন মাহ ॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥

দোসর ফালগুন গুণগণে নিমগনে ফাগু সুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সুরঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাওত গাওত কতহু তরঙ্গ[২]॥

১ আন্ধিয়ারে ২ তরঙ্গে

সজনী সুন্দর গৌরকিশোর।
রসময় সময় জানি করুণাময় অব ভেল নিরদয় মোর॥
কুসুমিত কানন মধুকর গায়ন পিককুল ঘনঘন বোল।
গৌরবিরহজ্বর দাহে দগধ হাম মরিমরি করি উতরোল॥
মৃদুমৃদু পবনে বহই চিত মাদল পরশে গরল সম লাগী।
জাকর অন্তর বিরহ বিথারল গো জগভরি দুখভাগী॥ ২ ॥

॥ অথ চইত্তি মাস মাহ ॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥

মধুময় সময় মাস মধু আওল তরু নবপল্লবশাখ।
নবলতিকা পর কুসুম বিথারল মধুকর মৃদুমৃদু ডাক।
সহচরী দারুণ সময় বসন্ত।
গোরা বিরহানলে জো তনু জারল তাহে পুন দগধে দুরন্ত॥ ধ্রু ॥
[২২১খ নব নদিয়াপুর নবনব নাগরী গৌরবিরহদুখ জান।
নিজমন্দির তেজি মোহে সমুঝাইতে তব চীত ধৈরজ না মান॥
কাঞ্চন দহন বরণ অতি চীকন গৌরবরণ দ্বিজ রায়।
অব হেরব পুন তব দুখ মেটব করব কি মন পাতিআয়॥ ৩ ॥

॥ অথ বৈশাখ মাহ ॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥

দুখময় কাল কাল মানিয়ে আওল পাপ বৈশাখ।
দিনকরকিরণ দহন সম দারুণ ইহ অতি কঠিন বিপাক॥
খরতর পবন হই নিশিদিন উঘরি গুমরি গৃহ[১] মারু॥
গোরা বিনু জীবন বহয়ে তহু অন্তরে তাহে দুখসমূহ বিরাজ।
মন্দ তরঙ্গিত গন্ধ সুগন্ধিত আওত মারুত মন্দ।
গৌর সুসঙ্গ বিতঙ্গজ দঙ্গহি লাগয়ে আগী প্রবন্ধ॥
কো করি বারুণ বিরহ নিদারুণ পরকারণ দুখ ভাগী।
করুণা বরুণালয় গো শচীনন্দন জাগর হই বিরাগী॥ ৪ ॥

---
১ গ্রেহ

॥ অথ জ্যৈষ্ঠ মাহ ॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

গণিগণি মাহ জৈঠ অব পৈঠল আনল সম সব জান।
কানন দাহন দাব ঘন দাহন ভয়ে মৃগী করত পয়ান॥
মধুরিম আম্র পরশ পরশাবলি পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন কুহুকুহু বোলত সুনি জেন বজরবিলাস॥
ইথে জদি কাঞ্চন বরণ গৌরতন দরসন আধ তিল হোই।
তব দুখ সকলি সফল করি মানিয়ে কি করব ইহ সরমোই॥
মধুকরনিকর সরোরুহ মধুপুর বেরি বেরি পিবি করু গান।
ঐছন গৌরবদন সরসীরুহ মধু হাম করব কি পান॥ ৫ ॥

[২২২ক ॥ অথ আষাঢ় মাহ ॥

ঘনঘন মেঘ গরজে দিনে যামিনী আওল মাহ আষাঢ়।
নবজলধর পর দামিনী ঝলকয়ে দাহ দ্বিগুণ তহি বাঢ়॥
সহচরী দেখ দারুণ মোহে লাগী।
শরদ[১] সুধাকর সম মুখ সুন্দর সো পহু কাহে গেও ভাগী॥ ধ্রু ॥
অন্তর গরগর পাঁজর জরজর ঝরঝর লোচনবারি॥
দুখ কুল জলধি মগন তনু অন্তর কাতর দুখকি নিবারি।
জদি পুন গৌরচান্দ নদিয়াপুর গগনে উজরয়ে নীত।
তবে দুখ বিফল সফল করি মানীয়ে হোয়ব তব থির চিত॥ ৬ ॥

॥ অথ শ্রাবণ মাহ ॥

পুনপুন গরজন বজর নিপাতন আওল শাঁয়ন মাহ।
জলধর তিমির ঘোর দিন[২] যামিনী ঘর বাহির নাহি জাহ॥
সজনি কো কহ বরিশা ভাল।
ধারাধর জলধর লাগয়ে বিরহিণী তীর বিশাল॥ ধ্রু ॥
একে হাম গেহি লেহি পুন কোঁকরু কাতর অন্তর মোর।

---
[১] সরদ [২] দীন

তখি ঘনে মরিমরি গৌরগৌর করি ধরণী লোটায় মোহা ভোর॥
গণি গণি দিবস মাস মাস করি সাথ[১]।
ইথে জদি গৌরচন্দ্র নাহি আওল নিশ্চয় মরণ বাত॥ ৭॥

॥ অথ ভাদ্র মাহ॥

আওল ভাদর কো করু আদর বাদর তবহি না জাত।
দাদুরি দাদুরি রব সুনি বেরিবেরি অন্তর বজর বিঘাত॥
কি কহব রে সখি হৃদয়ক বাত।
পরিহরি গৌরচন্দ্র কাহা রাজত দুই এক সহচর শাথ॥ ধ্রু॥
জদি পুন বেরি শান্তিপুর আওল নাহি পাওল নিজধাম।
তাহা সঙ্কীর্তন প্রেম বিথারল পুরল তছু মনকাম॥
[২২২খ দূরগত পতিত দুখিত জত জীবচয় তাহে করুণা কর জোই।
তাহে পুন তাপ শারি পরিপুরিয়ে মোহে কাহে তেজল শোই॥ ৮॥

॥ অথ আশ্বিন মাহ॥

আওল আসিন বিকসিত সরদীন স্থলজলপঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লি কুসুমভরে পরিমলে গন্ধিত শারদ কাল॥
সজনি কত চীত ধৈরজ হোই।
কোমল শীকরনিকরসে সেবন পর যামিনী রিপুসম রোই॥ ধ্রু॥
জদি শচীনন্দন করুণাপরায়ণ জাবদ নিরদয় ভেল।
তাকর সুখময় সময় বিপদময় লাগয়ে কৈছন শেল॥
ঘুমহীন লোচন বারি ঝরত ঘন জনু জলধরে বহে ধার।
ক্ষিতি পরশোই রোই দিন[২] যামিনী কো দুঃখ করব নিবার॥ ৯॥

॥ অথ কার্তিক মাহ॥

আওল কার্তিক সব জন নর্তিক সুরধুনী করত শীনান।
গৌরচরণ ক্ষণ বিমল সরোরুহ হৃদি করু অনুক্ষণ ধ্যান॥

---

[১] শাত [২] দীন

জদি মোর প্রাণনাথ পহু বল্লভ বাহুড়য়ে নদীয়াপুর।
মরম করম তব কছু নাহি খুজব পিয়ের প্রেম মধুর॥
বিধি বড় দারুণ অবিধি করয়ে পুন সরবস জাহে জোই দেই।
তাকর ধামে লেই পুন পরিহরি পাপ করয়ে পুন শেই॥ ১০॥

॥ অথ আঘন মাহ॥

আয়ল আঘন মাহ বা নীয়ল কোন করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিণীজন দেহ বিঘাতন জাহে ঘনসিত কৃতান্ত॥
সুন সহচরি অব ভেল মরণ সমান।
পুনরুপি গৌরকিশোর চিত হোওত ভরশা দুখ অবশেষ॥ ধ্রু॥
নিজ সহচরীগণ [২২৩ক আওল নাহি পুন কারু মুখে না শোনই বাত।
তব কাহে ধৈরজ মানব অন্তর অতয়ে মরণ অবঘাত॥
যদি পুন সপয়ে গৌরবে মুখপঙ্কজ হেরিয়ে দৈববিধান।
তবহি সফল করি মানিয়ে নিশিদিন[১] আধতিল ধৈরজ মান॥ ১১॥

॥ অথ পৌষ মাহ॥

আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ তাহে ঘন শিশির নিপাত।
থরহরি কম্পে কলেবর পুনপুন বিরহিনী পড় উতপাত॥
সজনি আর কি হেরব গোরামুখ।
গণিগণি মাহ বরিখ অব পূরল ইথে পুন বিদরয়ে বুক॥
তোমারে কহিয়ে পুন মরমক চিত হৃদি মাহা কর বিসোয়াস।
গৌরবিরহজ্বরে ত্রিদোষ হয়াছে যারে তারে কি ঔষধ অবকাশ॥
এত সুনি কাহিনী নিজ সব সঙ্গিনী রোইরোই সব জন ঘেরি।
বাসু বলে ভুবনে ধৈরজ করহ মনে[২] গৌরাঙ্গ আসিবে পুনু বেরি॥ ১২॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে শ্রীমতীর দ্বাদশ মাসিক খেদোক্তি দ্বিতীয় রূপ সমাপ্ত॥

---

১ দীন ২ মোনে

॥ অথ পুনশ্চ শ্রীমতীর দ্বাদশ মাসিক খেদোক্তি আরম্ভ ॥
॥ আদৌ মাঘ মাহ ॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥

অব মাঘ ভেল পরবেষ দিন[১] রজনী গুণি গুণি শেষ।
আর কতহু হেরব পন্থ।
নাহি জাওয়ে জীবন দুরন্ত ॥
নাহি জাওয়ে জীবন দুরন্ত।
অন্তর কান্ত সন্তত চিন্তিয়া।
মরম জরজর নয়ানে ঝরঝর তিলেক নাহি বিছরন্তিয়া ॥ ১ ॥

॥ অথ ফাল্গুন মাহ ॥

[২২৩খ অব ভেল ফালগুন মাস।
নাহি গেও তবহু দুরাশ[২] ॥
হত চীত আননা ফুর।
দিন[২]রাতি তছু গুণ ঝুর দুর ॥
দিনরাতি তছু গুণ ঝুর দুর শোঙর পর পরলাইএ।
এতহু হতচিত হোত সচকিত হেরি পুন নাহি পাইএ ॥ ২ ॥

॥ অথ মধুমাস মাহ ॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥

দেখ শিশির নিশি বহি গেল।
মধুপ্রিয়াক দরস না ভেল ॥
মধু মাস পহিলহি সাজ।
ওহ মদন সঙ্গে ঋতুরাজ ॥
ওহ মদন সঙ্গে ঋতুরাজ আওত ভ্রমরা গাওত মাতিয়া।
কুহরে কোকিল সতত কুহকুহ পিহুলিয়া উঠে ছাতিয়া ॥ ৩ ॥

---
১ দীন

॥ অথ মাধব মাহ ॥
॥ তালোচিত ॥

অব মাস ভেল বৈশাখ।
তব কুসুম তরু নবশাখ।
বহু মলয় মারুত মন্দ।
ঝরু মাধবী মকরন্দ গন্ধহি মত্ত মধুকর ঝঙ্কহি॥
টঙ্কারি কার্মুক সাজি মনসিজ বিন্ধিল মরম নিশঙ্কহি[১] ॥ ৪ ॥

॥ অথ জ্যৈষ্ঠ মাহ ॥
॥ রাগ তালোচিত ॥

ইহ জৈঠ পৈঠল আগী। মঝু দহত তনু বন লাগী॥
রচ বেভি আসনা পাস। তহি নাহি হরিণী নিকাস॥
তহি নাহি হরিণী নিকাস সাস না নিকসে ফাঁফর ঝুমহি।
হৃদয় বিদর শেষ শশধর সন্তনূর্চত সুমহী। ৫ ॥

॥ অথ আষাঢ় মাহ ॥
॥ রাগ তালোচিত ॥

অব মাস ভেল আষাঢ়। হিয়া দাহ দশগুণ বাঢ়॥
তাহা দৈব দারুণ লাগী। তাহা চাঁন্দ বরিখয়ে আগী।
তাহা চান্দ বরিখএ আগী লাগাএ গরল মলয়জ পঙ্কহি।
অমল কমল[২] [২২৪ক সজল কিশলয় অনল সম হেরি সঙ্কহি। ৬ ॥

॥ অথ শ্রাবণ মাহ ॥
॥ রাগ তালোচিত ॥

অব ভেল শাওন মাস। অব নাহি জীবনক আশ॥
ঘন গগনে গরজে গভীর। হিয়া হোত জনু চৌচির॥

---

১ মরময়িসঙ্কহি ২ কোমল

হিয়া হোত জনু চৌচির থির না বান্ধে পলকাধো আবরে।
ঝলকে দামিনী খোলে খাপশে মদন লেই তনো মাবরে॥ ৭ ॥

॥ অথ ভাদ্র মাহ॥
॥ রাগ ভালোচিত॥

অব ভেল ভাদর মাস।
ঘন বরিখে নাহি দিশপাস॥
জনু কাল রাহুক লাগী।
দিন[১] রাতি পতিভয়ে ভাগী॥
দিনরাতি পতিভয়ে ভাগী রহলহু দিবসরজনী অভেদ রে।
ঐছে সমএ না কানো মন্দিরে কোন সহ ইহ খেদ রে॥ ৮ ॥

॥ অথ আশ্বিন মাহ॥
॥ রাগ ভালোচিত॥

দশ দিশ ভেল পরকাস।
ভৈ গেল আসিন আশ॥
হত প্রাণ অবহু না জান[২]।
অব্‌ পুন কি হেরব কান॥
অব পুন কি হেরব কান হামকি।
নিওছে ও মুখচান্দ রে॥
অমিয়া মাখন মধুর ভাখন সুনব মৃদুমুখচন্দ রে॥ ৯ ॥

॥ অথ কার্ত্তিক মাহ॥
॥ রাগ ভালোচিত॥

দেখ সেই কার্ত্তিক মাস।
ভেল কুঞ্জ কুমুদ বিকাশ॥

---
১ দীন ২ জানি

পুন সোই রজনী সুঠাম।
ইহ সবহু বিহল কান॥
ইহ সবহু বিহল কান পুন তাহে কোন অব সমুঝায়ব রে।
প্রিয় নন্দনন্দন চরণে ভন ঘনশ্যামদাস পুন আওব রে॥ ১০॥

॥ অথ আঘন মাহ॥
॥ রাগিণী ধানশ্রী ও সুহই॥

দেখ পাপী আঘন মাস।
জনু নাহ বিরহ হুতাশ॥
দরসাই মুখ বিহি নেল।
হিয়া কৈছে সহ ইহ শেল॥
হিয়া কৈছে সহ ইহ [২২৮খ ভেল মঝু প্রাণপ্রিয়ে পরদেসিয়া।
জনু চোটল ফুলশর ফুটল অন্তর রহল তহি পরবেশীয়া॥ ১১॥

॥ অথ পৌষ মাহ॥
॥ রাগ তালোচিত॥

অব পৌষ ভেল পরবেশ। মঝু নাহ রহল দূরদেশ॥
গণি সোই কামিনী ভাগী। রহি প্রিয়ক হিও হিও লাগি॥
রহু প্রিয়ক হিয়া হিয়া লাগি। শয়নহি বসন বয়নহি ঝাপিয়া॥
হাম সে পাপিনী পৌষযামিনী দেহ থরথর কাপিয়া॥ ১২॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে শ্রীমতীর দ্বাদশ মাসিক বিরহবর্ণন সমাপ্ত॥ ১২॥

॥ অথ অত্রৈক পদেন শ্রীমতীর দ্বাদশ মাসিক ভাবিবর্ণন আরব্ধ॥

॥ রাগিণী তালোচিত॥
॥ রাগিণী পাহাড়ী ও তাল কন্দর্প॥

আঘন মাস রাসরস সাওর নায়র মাথুর গেল।
পুররমণীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বৃন্দাবন ভেল॥

আওল পৌষ [ঋ]তু সার সমীরণ হিমকর হিম অনিবার।
নাগরীকোরে ভোরি রহু নাগর করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কওল পাতি আওব আতব মন্দ বিকাশ।
দিনমণিতাপ নিশাপতি চোরল কানু বিনু সঘন হুতাশ॥
ফাল্গুনে গুণিগুণি গুণ গণ গণ ফাগুয়া খেলল রঙ্গ।
বিরহপয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে দুরত মদনতরঙ্গ॥
আওত চৈত চীত কত বারব ঋতুপতি নব পরবেস।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই কানু রহল দূরদেশ॥
মাধবী মাস মাধবী বিসাধল পিকুকুল পঞ্চম গান।
দারুণ দক্ষিণপবন নাহি ভাওত ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥

॥ জ্যেঠহ মাস ॥

কহত সব রঙ্গিণী চন্দন চান্দনি রাতি।
শীতল পবন মোহে [২২৫ক গৌরাঙ্গচন্দ্র নাহি ভাওত দারুণ মনমথ সাতী॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদপাতি।
নীরদ মুরুতি নয়নে জব লাগয়ে নিঝরে ঝরয়ে দিবারাতী॥
শাঙন সঘনে গগনে ঘন গরজন উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনী জাগরে কামিনী জীবন কণ্ঠহি লোল॥
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন ঝাপল দিনমণি চান্দ।
শীকরনিকর স্থির নহ অন্তরে দহই মন ভর মন্দ॥
আসিন মাসে বিকশিত পদুমিনি সারস হংস নিসান।
নিরমল[১] অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥
কার্ত্তিক মাস নিবাস করল বিধি লীলাময় রসরাস।
নিকরুণ মাধব কোন পাতিআওব কহতহি গোবিন্দদাস॥

॥ রাগিণী তিরতা ধানশ্রী ॥ তালোচিত ॥

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহপয়োধি পার কিয়ে পারব মঝু মনে কিয়ে পাতিআই॥ ধ্রু॥

১ নীরমল

এখন তখন করি দিবস গোঙায়ল দিবস দিবস মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙাওনু ছোড়ল জীবন কি আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙাঅল খোয়নু জীবন আশে।
হিমকরকিরণে নলিনী জদি জাওব কি করব মাধব মাসে॥
অঙ্কুর তপনতাপে জদি জারল কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙাঅল কি করব সো প্রিয়ানেহে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরযুবতী আর নাহি হোয়ত নৈরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন ঝটিত মিলব তুয়া পাস॥

॥ রাগিণী তালো সমুচিত ॥

আজি কালি করি কত [২২৫খ কাল বহি গেল।
কৈছে মিলব প্রিয়া বুঝই না ভেল॥
দিবস গণিতে মোর নাহিক সকতি।
দিনে দিনে খোয়াঅনু দেহ আদি পতি॥
একতিল জাঁহা বিনে যুগ শত মানি।
তাহে কি এতদিন সহয়ে পরানি॥
মরিব মরিব সখি নিচ্ছয়ে মরিব।
বিরহবেদনা আর সহিতে নারিব॥
একবার কর জদি মাথুর গমন।
নিকটে জানহ প্রিয়ার আছে কিনা মন[১]॥
সে আশা আশায়ে প্রাণ রহিলাম ধরিয়া।
কৃষ্ণদাস বলে ধনির না ধরয়ে হিয়া॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

বন্ধুরে কহিয়ো মোর কথা।
আনলে পসিব জদি না আইসে হেথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তোমা বিনে দগধে জেন দাবানল বন॥
নহে ত কহয়ে জেন এ দুঃখ এড়াই।

---

১ মোন

শোঙরিয়া চান্দমুখ তবে মরি জাই ॥
সুনিয়া আকুল দূতী চল মধুপুর।
ভেটল জাহা সেই গোকুলশূর ॥
কুশল পোছয়ে হরি দূতীমুখ চাই।
কৈছে আছয়ে ধনি রসময়ি রাই ॥
শোঙরি শোঙরি হিয়া থির নাহি হয়।
জ্ঞানদাস বলে তোমার পাষাণ হৃদয় ॥

॥ রাগিণী আড়ানি ॥ তালোচিত ॥

মাধব কি কহব বিরহ বিষাদ।
তিল এক তো বিন জো কহে যুগ শত তাহা কিয়ে তো পরমাদ ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাঅল দিনে দিনে খিন ভেল দেহ।
কত উন্মাদ মোহ বহি জাওত আর কতো বোধব কেহ ॥
দশমী দশায়ে আছয়ে এক ঔখদ[১] শ্রবণে কহই তুয়া নাম।
সুনইতে তরহি পরাণ ফেরি আওত সো দুঃখ কি কহব হাম ॥
কতকত বেরী তোহে সম্বাদনু কৈছন তু আসআস।
না বুঝিয়া ঋত [২২৬ক ভীত রহু অন্তরে কহতহি বলরামদাস ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥ তালোচিত ॥

অব ঋতুপতি নবপরবেশ। তব তুহু ছোড়লি দেশ ॥
তাহে জত বিবিধ বিলাপ। কহইতে হৃদি মাহ তাপ ॥
তব ধনি বাউরি ভেল। গীরিষ সময় বহি গেল ॥
বরিশা তৈ গেল চৌমাস। না ছিল জীবন অভিলাষ ॥
তাহে জত পাওল দুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক ॥
শারদ নিরমল চন্দ্র। তাক জীবন দেই দ্বন্দ্ব ॥
পুরুবক রাস বিলাস। শোঙরিতে নাহি বহে শ্বাস ॥
হিম শিশিরে বহু শীত। দিনেদিনে উনমত চিত ॥
অব ভেল বহুত নিদান। নবকবিশেখর[২] ভান ॥

---

১ ঔখেদ ২-সিখর

॥ শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তি ॥
॥ রাগিণী পঠমঞ্জরী ॥

জব তুহু নাওল নব নব নেহ। কেহু না শুণল পরবস দেহ॥
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলী। দরসন দুলহ দূরে রহু কেলি॥
তুই পরবোধবি রাইক সজনি। জৈছনে জিয়য়ে দুই এক রজনী॥ ধ্রু॥
গণইতে অধিক দিবস গণি লেখ। মোট সুনাওবি দুই এক রেখ॥
কতোয়ে সম্বাদব পরমুখে বাণী। কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি॥
এতহু নিবেদন তোয়া পায়ে কান। গোবিন্দদাস তাহে পরমান[১]॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

হামারি জত দুঃখ বিরহ হুতাশ। সবহু কহবি তুহু বিরহিণী পাশ॥
দুই এক দিবসে মিলব হাম জাই। জতনচি তুহু পরবোধবি রাই॥
কহবি সজনি মঝু আরতি বাণী। তাকর মুখ হেরি বিছুরই জানি॥
সুনি দুতী ধাই চলল ধনি পাস। গদগদ [২২৬ক কহই গোবিন্দদাস॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

আসি দূতী রাই নিয়ড়ে। কহতহি আরতি বিথারে॥
সুন হরি তাপিণী রাই। মিলিব তুরিতে মাধাই॥
আর না ভাবিহ কিছু দুঃখ। নিকটে হেরিবি প্রিয়ামুখ॥
তু বিরহে না ধরয়ে দেহ। খেতিতলে লুটয়ে নাহ॥
খেনেখেনে দীর্ঘনিশ্বাস। কত বহে বিরহহুতাশ॥
আর জত আছয়ে খেদ। কহইতে হৃদি করু ভেদ॥
সো কিছু করিয়া গোচর। রায়নয়নে বহে লোর॥

শ্রীং ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে শ্রীমতীর দ্বিতীয়রূপ দ্বাদশ মাসিক বিরহ সমাপ্ত॥

১ পরনাম

॥ অত্র শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ মাসিক বিরহবর্ণন ॥

॥ দূত্যুক্তি শ্রীমত্যাং কথয়তি ॥ রাগিণী তিরতা ধানশ্রী ॥ প্রথমত আঘন মাস ॥

আঘন মাস লাহ হিয়া দাহই সুনইতে হিমঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির সুন্দরী তুহু ভেলি বাম ॥
কিয়ে নিশি বাসর গরগর অন্তর জরজর মরমক ঠাম।
বিদগধ রায় মুগধ চিত অবিরত শোঙরিয়া তুয়া গুণনাম ॥
সুন্দরী কো করু ও দুখ ওর।
বিষম কুসুমশর জ্বরে ভেল দুবর বল্লভ রাজকিশোর ॥

॥ অথ পৌষ মাহ ॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥

পৌষ তুষার তুষানলে ডারল জীবন নায়রি লাহ।
সুধীর সমীর সুধাকর শীকর পরশ গরল হিমগাহ ॥
অহর্নিশি ডহডহ প্রিয়া জীউ থির নহ দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কতয়ে করব নিরবাহ ॥

॥ [২২৭ক অথ মাঘ মাহ ॥
॥ রাগিণী তালোচিত ॥

মাঘহি দিন[১] নিশি শিশিরক শীকর নিকরহি অবনী আগোর।
উলটি পালটি খনুখন ছটফটি তনুদাহ সহচরীকোর ॥
তুয়াগুণে কামিনী কত হিমযামিনী জাগরে নাগর ভোর।
সরজসিজ মোচন বর দুহু লোচন ঝরতহি ঝরঝর লোর ॥

॥ ফালগুন মাহ ॥

ফালগুনে মধুপুর নাগরী নাগর বিলসই ফাগুক রঙ্গে।
বিরহক আগুনি জরিজরি গুণমণি ঝামর শ্যামর অঙ্গে ॥

১ দীন

তুহু সে নিরন্তর কাওন নিরন্তর কি করব রজিণীসঙ্গে।
শীতল ভূতল লুটয়ে ব্যাকুল দংশল বিরহভূজঙ্গে॥

॥ অথ মধুমাস মাহ ॥

দূরহি বিরহিগণ তেজই জীবন সুনি জনু নাম দুরন্ত।
সো মধুমাসে বিলসন্ত জনেজনে আওল কাল বসন্ত॥
এতদিন কতহু জতনে জীও রাখল অব কি জিয়ব তুয়া কান্ত॥
পিক অলি কাকলি কুসুমলতাবলি দিনে দিনে জীও করু অন্ত॥

॥ অথ মাধব মাহ ॥

বিকসিত কুসুম ভরল সব কানন চৌদিগে ভ্রমর ঝঙ্কার।
তরুপর কোকিল পঞ্চম গায়ই নিশিদিশি জীবন জার॥
পাপ নিশাকর কি কিরণ পসারল জগভরি আনল বিথার।
মাধব মাসে অর্ধ জীও না রহ অব কি সহব দুঃখ আর॥

॥ অথ জ্যৈষ্ঠ মাস ॥

শীতল শতদল শয়নে সুতায়ল কিশলয় ভরি পরিজঙ্ক।
কত উঠি কত বৈঠি পড়য়ে ধরণী লুটি[১] লোরে করই [২২৭খ মহীপঙ্ক।
কত ঘন চন্দন[২] কত কত জীবন সজল জলদ বিশশঙ্কা।
জঠেহি পৈঠল হিয়ে বড়বানল কিয়ে দুখ বিহি ভেল বঙ্কা॥ ৭ ॥

॥ অথ আষাঢ় মাহ ॥

নবনব জলধর ভরি রহু অম্বর বরিশা নব পরবেশ।
খেনেখেনে জলদ মধুরময় ধ্বনি সুনি গুণিগুণি উঠয়ে তরাশে॥
সব নবপল্লব লাগল মনোভব বিহি করু সব অবশেষ।
কোন আষাঢ়ে শেলহি পাড়ল বাড়ল পাঢ়ক লেশ॥ ৮ ॥

১ লুটি ২ক্রন

॥ অথ শ্রাবণ মাহ ॥

গগনহি সঘন ঘনহি ঘন গরজন দামিনী দশদিশপাত।
যামিনী ঘোর তিমিরতর হেরইতে থরহরি কাঁপয়ে গাত॥
এ দুখ সাওরে নিমগন নাগর তহি হত দাদুরিরাব।
শাওন গহন দহন দহ জীবন কিয়ে জানি হরিবর[১] পাব। ৯ ॥

॥ অথ ভাদ্র মাহ ॥

উদ ভাদর দিন নিরখিতে তনু ক্ষীণ দারুণ দুরদিনমান।
বিরহ হিল্লোলহি দরদর অন্তর দোলত চপল পরাণ॥
তুয়া বিনে দিনদিন শূন্য সব মন্দির মনমথ তুল সমান।
একল বিকল সকল সকলনিশি বিলপই অবিরত ঝরএ নয়ান॥ ১০ ॥

॥ অথাশ্বিন[২] মাহ ॥

উজোর হিমকর কভন নিরমল চান্দনী রজনী উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরীসহ বিলসই বিকশিত পদুমিনিকোর॥
তোহারি দরস বিনু অতিখিন জীবন গদগদ কহে আধ বোল।
আশ্বিন শারদ হংস সবদ সুনি পিয়া জিউ অতি উতরোল॥ ১১ ॥

[২২৮ক ॥ অথ কার্ত্তিক মাহ ॥

বিহরই বিহগ বিহগ তটিনীতট[৩] জল সরসিজ পরকাশ।
নিশিদিশি অনুখন গনিগনি তুয়া গুণ উনমত বারহি মাস।
অব ভেল চেতন মুদি রহু লোচন ঘনঘন তেজহি শ্বাস।
তুহু মণিমন্তর তুয়া নাম প্রতিকার[৪] নিবেদন বলরামদাস। ১২ ॥

॥ রাগিণী সুহই। তালোচিত ॥

বিরহিণী কি কহব নাহক দুখ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন্য মানে তাহে কি মাথুর সুখ॥

---
[১] হরিবধ [২] অথাশ্বিন [৩] তটিনিটত [৪] প্রীতিকার

সদাই বিরলে বসি অবনত মুখশশী ঝরঝর ঝরয়ে নয়ান।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি ঐছনে হরয়ে গেয়ান॥
পুন চেতন পুন ঐছন মূরুছন পুন করয়ে ধিতকার।
গোকুল নগরক পথিক হেরি কত করে ধরি করে পরিহার॥
আওব কানু কহল তোহে কত কত বচনে করহ বিসআসে।
তোহারি প্রেম শোই বিছরল না পারব পুছই বলরামদাসে॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তালোচিত ॥

কানুক ঐছে দশা সুনি বিরহিণী বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি খেতিতলে মুরছলি সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখী তুরিতহি কোরে আগোরল কহতহি আওত কান।
সুনইতে ঐছন বচন রসায়ন পাওল জীবন দান॥
চেতন পাই হেরই পুন দশদিস অতি উতকণ্ঠিত হোই।...
রোয়ত ইসত ধসত[1] মহী জাওত পন্থহি নয়ান পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে মথুরানগর সিধারি॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

মাধব কৈছন বচন তোহারি।
[২২৮খ আজিকালি করি দিবস গঞাইতে জীবন ভেল অতি ভারি॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধায়ল দিবস লেখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেই বরিখে বরিখে কত ভেল॥
আওব করি করি কত পরবোধব অব জীউ ধরই না পার।
জীবন মরণ অচেতন চেতন নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপলচরিত তুয়া চপল বচনে আর কোই করব বিসআস।
ঐছে বিরহজ্বরে জনম গোঙাওব তব কি করব জ্ঞানদাস॥

[1] খসত

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তালোচিত ॥

দূতীমুখে সুনইতে ঐছন ভাষ। ঝরঝর লোচন ঘনঘন শ্বাস ॥
পরিহরি মাথুর করল পয়ান। লোরহি পন্থ বিপথ নাহি জান ॥
দূতী অনুসারে চললি অনুসার। ছুটল কুঞ্জরগতি অনিবার ॥
করে ধরি দূতী মিলায়ল কুঞ্জে। চিরদিনে পাওল আনন্দপুঞ্জে ॥
হেরি সখী জয় জয় মঙ্গল দেল। শিবানন্দ সহচরী জীবন ভেল ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে শ্রীকৃষ্ণস্য[1] দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণন ও মিলন সমাপ্ত ॥

অথ দশম দশা লিখ্যতে।
চিন্তাচ জাগরোদ্বেগ তানবং মলিনাং গতা।
প্রলাপব্যাধিরুন্মাদৌ মোহমৃত্যুর্দশা দশ ॥
আদৌ চিন্তাদশা তত্র গৌরচন্দ্র মাহ ॥

॥ রাগিণী পাহাড়ী ॥ তালোচিত ॥
॥ অত্র গৌরচন্দ্র চিন্তা ॥

কাহে পুন গৌরকিশোর।
অবনত মাথ লীখত মহীমণ্ডল নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥
কনক বরণ তনু ঝামর ভেল [২২৯ক তনু জাগরে নীন্দ না ভায়।
জোই পরশে পুন তাক বদন ঘন ছলছল লোচনে চায় ॥
ক্ষেণেক্ষেণে বদন পানিতলে ধারই ছোড়ই দিঘল নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নরনারী বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

॥ রাগিণী কামোদ ॥
॥ তালোচিত ॥

আজু হাম পেখনু চিন্তায় নিমগন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপচান্দ।
তাহে মঝু মানস কাপয়ে অহর্নিশ ঝরঝর নয়ানহি কান্দ ॥

১ শ্রীকৃষ্ণস্য

ইহ বড় হৃদয়ক গোকুল নায়ক গোপিকা ভাবহি কত শত করত বিলাস ॥ ধ্রু ॥...
ঘনঘন শ্বাস ভারত মহী লীখত বিবরণ ভেল অব খীন।
বাম করে অবলম্বই মুখবিধু লোচন নিঝরে চিহ্ন ॥
জগভরি করুণায় দেয়ল প্রেমধন দারিদ্র্য না রহ কোই।
রাধামোহন পহু তহি ভেল বঞ্চিত আপন করমদোষে রোই ॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তালোচিত ॥

মাধব তোহে জব আনল অক্রূর। রাই তব চিন্তায় নদী মাহা বুড় ॥
কো জানে কতকত করল বিলাপ। কো অনুভব করু মরমতাপ ॥
ঘনঘন মুরত ঘনঘন রোই। চিত পুথলি সম তব ভেল সোই ॥
কোই নাহি কহইতে সো দুখ পার। রাধামোহন কহু শো বড় ছার ॥

॥ রাগিণী সিন্ধুড়া ॥
॥ চিন্তা দশা ॥

কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমল[১]মুখী কুসুমিত কাননে জোই।
কুঞ্জকুঠিরে কলাবতী কাতর কানুকানু করি রোই ॥
কি কহব কি তব কতয়ে কুলকামিনী কঠিন কুসুমশর সহই।
করহি কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত কালিন্দী কূলমে রহই ॥
কর কেউর কটি কিঙ্কিনী কঙ্কন কাঢ়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচতটে কোন কামগুল কাজর কালিমহারা ॥
কেবল কান্তকথা কহি [২২১খ কান্দয়ে কামকলঙ্কিনী গোরি।
কিঞ্চিত কাল কল্যা করি মানয়ে গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি ॥

॥ অথ জাগরদশা তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥
॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ তালোচিত ॥

সজনি না বুঝিয়া গৌরাঙ্গবেহার।
কতকত অনুভব প্রকট হোয়ব কতকত বিবিধ প্রকার ॥

---
[১] কোমমল

নিশবদ দল ভেল সো শচীনন্দন হেরি মোহে লাগয়ে ধন্দ।
বিরহভাবে জনু গোপীগণ বোলত তৈছন বচনক বন্ধ॥
নয়নক নিন্দ গেও মঝু বৈরিণী জনমহি জো নাহি ছোড়।
সপনহি সো মুখ দরসন দুলহ অন্তরে লহত কছু মোর॥
এত বলি হরি হরি পুন কান্দই ভাবে থকিত ভেল রঙ্গ।
কহ রাধামোহন হাম নাহি বুঝএ সো সব প্রেমতরঙ্গ॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

যদবধি[১] যদুপুর তুহু জাই ভোর। যুবতী যামিনী কত জাগাই জোর॥
যদুপতি জদি ইথে জানহ আন। জাই জতন করি জান পরমান॥
জদি কোই জল সঞে জলজ বিছায়। জতনহি জদি তহি জতনে সুতায়॥
জরি জরি জাওত মরমহি তায়। জাও রাধামোহন মরি জাহে গায়॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥
॥ তালোচিত ॥

গুরুজন গঞ্জন বোল। গৃহপতি গরজন থোর॥
গনইতে গোপকিশোরী। গহন গুহগুহ ছাড়ি॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই। গুনিগুনি যামিনী রোই॥
গলত গলত দিঠিধারা। গীরত গীম মণিহারা॥
গুপত গুপত রসআশে। গরলহু করল গরাসে॥
গদগদ স্বরে অভিরামা। গাওয়ে গিরিধর নামা॥
গোকুল গোপী বিলাপ। গোবিন্দদাস হিআ তাপ॥

॥ অথ উদ্বেগ দশা তদুচিত মহাপ্রভু ॥

গৌরাঙ্গ হে [২৩০ক গৌরাঙ্গ হে সোনার গৌরাঙ্গচান্দে।
উরে কর ধরি ফুকুরি ফুকুরি হা নাথ বলিয়ে কান্দে॥
গদাধরমুখে ছলছল আখি চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামেতে ভিজল সব কলেবর থীর নয়নে নেহারি॥

[১] জদবধি

বিরহআনলে দহয়ে অন্তর ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব কোথা বা জাইব কিছু বোলে একেহ॥
কহে হরিদাস কি বলিব তায় কেনে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে রাধার পিরিতি সতত সে রসে ভোরা॥

॥ দক্ষিণায় শ্রীরাগ॥

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ্র মন্দ ভেল চন্দন কুন্তল মারুত মারত ধাব॥
কতয়ে আরাধব মাধবা।
তো বিনু রাধা রাধা মুই ভেল রাধা॥ ধ্রু॥
কঙ্কন বঙ্কন কিঙ্কিনী সিঙ্কিনী কুন্তল কুণ্ডলি ভান।
জাবক পাবক কাজর মৃগমদমদ করি মান॥
মনমথো মনমথে চড়ল মনোরথে বিষম কুসুম সব জোরি।
গোবিন্দদাস পুন কহয়ে ইতি খন না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি॥

॥ রাগিণী গান্ধার॥

তাপিনী তীর তীরতরু তরুতল তরল তরল তরুছায়।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরখিত তরুণী[১] তোহারি পথ চায়॥
ত্রিভুবন তীলক তুহিনকর তুহু বিনু তপত তপন সম ভেল।
তুহু বিনু তীলোক তলপে তব সই তোহারি অধিক কত গেল॥
তিমিত তিমিত দিঠি রোই।
তীতল তাল বিজনে তনু তাপই তিরপিত তনিক না হোই॥
তোড়ল তাড় তড়ঙ্ক তেয়াজল তাড়ি তড়িত রুচিহার।
তিলে তিলে তরুণী তুয়া পথ হেরয়ে গোবিন্দদাস কহে সার॥

॥ অথ তানবং তদুচিত মহাপ্রভু॥

[২৩০খ ॥ রাগিণী সুহই॥

সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া। চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥

১ তরণি

অতি দুরবল দেহ ধরণে না জায়। ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায়ে পরাণনাথ বলি খেনে কান্দে। পুরুব বিরহজ্বরে থীর নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হইল গোরা বুঝিতে না পারি। জ্ঞানদাস কহই নিছনি লয়ে মরি॥

॥ রাগিণী বালা ধানশ্রী ॥

জো শচীনন্দন চান্দ জীনি উজোর সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ।
ক্রোটি কাম জিনি জন্থু না বনি বনি মত্ত গজ জিনি গতি ভঙ্গ॥
সজনি কো হই[১] দুঃখ সহ পার।
সে অব অসিত চান্দ সম খীয়ত লোচন ঝরু অনিবার॥
মথুরা বলি পুনুপুনু কান্দই অতিশয় দুবর ভেল।
হাস কলারস দুরহি সব গেও না রহ ভকতমেল॥
ইহ বড় শেল রহল মঝু অন্তর কহ কহ কি করি উপায়।
রাধামোহন প্রাণ কঠিন জনু জতনে নাহি বাহিরায়॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

মাধব অব না পেখনু মতিহীনা।
শারঙ্গ সবদে মদন অতি কোপিত তা দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা॥
রহত বিদেশ সন্দেশ নাহি পাঠাওসি কৈছে জীয়ব ব্রজবালা।
সে হেন সুনাগরী রূপেগুণে আগোরি জারল বিরহ বিখজ্বালা॥
উরু বিনে সেজ পরস নাহি পাওই শোই লুটত মহী কামে।
পুনমীক চাঁন্দ লুটি পড়ল খীতি ঝামর চম্পকদামে॥
শোই অবধি দিন বহু আশে আসল তে ধনী রাখত পরাণ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব সুনইতে হরল গেয়ান॥

॥ রাগিণী সিন্ধুড়া ॥ ॥ তালোচিত ॥

কুসুমিত কাননে হেরি কমলমুখী[২] মুদি রহ এ দুই নয়ান।
[২৩১ক কোকিল কলরব মধুকরধ্বনি সুনি কর দেই ঝাপল কান॥
মাধব সুন সুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি গুনি গনি প্রেম তোহারি॥ ধ্রু॥

---

১ কো হই ২ কোমলমুখী

ধরণী ধরিএ ধনি কত বেরি বৈঠই পুনতহি উঠই না পার।
কাতর দিঠি করি চৌদিগে হেরি হেরি নয়নে গলয়ে জলধার॥
তোহারি বিরহে দিন খেনে খেনে তনু খীন চৌদসি চান্দ সমান।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি লছিমা দেবী পরমাণ॥

॥ অথ মলিনাঙ্গতা তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র লিখিতে ॥
॥ তত্র রাগিণী ধান[শ্রী] ॥ ॥ তালোচিত ॥

কি লাগি ধূলায়ে ধূসর সোনার বরণ গৌরদেহ।
অশন[১] ভূষণ সকল তেজল না জানি কাহার লেহ॥
হরিহরি মলিন গৌরাঙ্গচান্দে।
উহুউহু করি ফ্‌ফুকুরি ফ্‌ফুকুরি উরে পানি হানি কান্দে॥ ধ্রু॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর ছাড়িয়ে দিঘল শ্বাস।
রাইক পিরিতি হেন তেন রীতি কহে নরহরিদাস॥

॥ শ্রীরাগ ॥ ॥ তালোচিত ॥
॥ রাগিণী সুহই ॥

হরি হরি কি কহব পিরিতি বিশেষ। হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ॥
হরিণীনয়নী জনু নবনব রঙ্গ। হত বিধি কয়ল মলিন অর্ধ অঙ্গ॥
হিমঋতু হিমহত জন অরবিন্দ। হেমবরণ মুখ ভেল তছু বন্ধ॥
হেন নাহি অঙ্গ মলিন নাহি কোই। হীন রাধামোহন দাসক সোই॥

॥ অথ প্রলাপ দশা ॥ ॥ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু ॥
॥ রাগিণী গান্ধার ॥ ॥ তালোচিত ॥

সো শচীনন্দন ভুবন আনন্দন করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি [২৩১খ কলারসে নিমগন সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি ইহ বড় হৃদয় তাপ।
অব সোই বিরহে বেয়াকুল অন্তর করতহি কতয়ে প্রলাপ॥

---

১ আসন

গদগদ কহত কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ব্রজজন নয়ন আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন ধারণ মহৌষধি কাঁহা মঝু সুধারস কন্দ॥
পুনপুন ঐছন পুছত নিজজন রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখিত ভকত দেখি কৃপায়ে করত অনুবাদ॥

॥ রাগিণী ধান[শ্রী] ॥ ॥ তালোচিত ॥

সুন সুন সুন্দর শ্যাম। রাইক প্রেম পরিণাম॥
তোহারি দরস লাগি সোই। সখী আগে পুনপুন রোই॥
কহই দেখাও প্রাণনাথ। সদাই রহই জার সাঁথ॥
তোহারি অবস নাহি শ্যাম। সাধহ হামারি মনকাম॥
ঐছন সুনইতে বাত। পরিজন হৃদি শেলঘাত॥
কহইতে আয়লু হাম। রাধামোহন পহু ঠাম।

॥ অথ ব্যাধিদশা লিখ্যতে ॥ ॥ তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥
॥ রাগিণী কামোদ তালোচিত ॥

সোনার বরণ গৌরাঙ্গ সুন্দর পাণ্ডুর ভৈ গেল দেহ।
শীত ভীত জেন কাপয়ে সঘন শোঙরি পুরুব লেহ॥
কিছুই না হই দীর্ঘ নিশ্বাসহি চিত্তের পুথলি পারা।
নয়নযুগল বহি পড়ে জল জেন মন্দাকিনীধারা॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর না জানি কেমন তাপে।
কখন সঙ্গীত কখন রোদন কিবা করু পরলাপে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি চাহএ রেএর পারা।
হরিহরি বোলে ভুজযুগ তুলি মরম বুঝিবে কেবা॥

[২৩২ক ॥ রাগিণী সুহই ॥

সুনইতে গৌরাঙ্গ খেদ। মঝু বুক লহ কাহে ভেদ॥
রোই কহই সুন মাই। বিরহ জ্বরহি জরি জাই।
পুটপাক শতগুণ লেখ। মঝু তাপো আগে সোই রেখ॥

কালকূট শতগুণ মান। সো নহ অন্থুক সমান॥
বজরক শতগুণ আগী। সেহ ইহ আগে রহু ভাগী॥
হৃদয়ে নিমগনে শেল। তা সঞে অধিকহি ভেল॥
শতগুণে বিসূচীয়ে আধী। তা সঞে ইহ বড় আধি॥
গৌরক সুনি ইহ ভাষ। ভন রাধামোহনদাস॥

॥ রাগিণী বড়ারি ॥

করতলে চান্দবদন রহু থির। অহর্নিশি লোচনে ঝরতহি নীর॥
বিগলিত নিন্দ বহই ঘনশ্বাস। দিনেদিনে খীনতনু জীবন নৈরাষ॥
এ হরি অবহু অবধি বহি জাই। বিঘটনে সপতি মুরতি জনি রাই॥
কমলিনী[১] কিশলয় সেজ বিছাই। সহচরী মেলি সুতায়লী রাই॥
শতগুণ মদন দহন তহি ভেল। সো তনুতাপে ভসম ভৈ গেল॥
চন্দনে পবনে চমকি ঘন উঠই। হিমকরকিরণে মুরুছি মহী লুটই॥
গোবিন্দদাস কহে মুগধল কান। এত পরমাদ তহু কিয়ে নাহি জান॥

॥ রাগিণী তাল সমুচিত ॥

রোয়ত পঙ্ক নয়নে ঝরু নীর। কৈছন ভীত রহল জনু থির॥
যামিনী যাম যাম যুগ মানই। জাগরে জাগী ভরমময় ভনই॥
জানল যদুপতি জন ঘনশ্যাম। জীবইতে যুবতী জপই তুয়া নাম॥
জব কেহু লেপই মলয়জ পঙ্ক। জলতহি শতগুণ মদন আতঙ্ক॥
জতনে সুতায়ল জলরুহ পাত। জরি জরিত তহি ভসম ভই জাত॥
জাহা হিমকর ভেল দিনকর রীত॥ জানলু জগ [২৩২খ যাহা সব বিপরীত॥
ভনি জগজীবন ইথে কহ ছন্দ। জো কিছু কহসতি দাস গোবিন্দ॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥ ॥ তালো সমুচিত ॥

কুর্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বল কলনাদং।
জৈমিনি রিতি জৈমিনি রিতি জল্পতি সবিষাদং॥

---

১ কোমলিনী

মাধব ঘোরে বিয়োগত মাস নিপপাত রাধা।
বিধুর মলিনা মূর্তিরধিক অধিরূঢ় বাধা॥
নীল নলীন মালা মহহু বীক্ষ পুলক বীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়ে ত্যজি রৌতি পরম ভীতা॥
লম্বিত গুরু নাভিম গুরু কর্দমমনুদীনা।
ধারন্তী শিতিকণ্ঠমপি সনাতন মনুলীনা॥

॥ অথ উন্মাদদশা লিখ্যতে ॥ ॥ তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥

ভ্রমই গৌরাঙ্গপ্রভু বিরহে ব্যাকুল। প্রেমউন্মাদে ভেল জৈছন বাউল॥
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল। কাহা গেও সে সব আনন্দ কেল॥
স্থাবর জঙ্গম জাহা আগে দেখই। বরজসুধাকর কাহা তাহা পোছই॥
খনেখনে গড়াগড়ি খনে উঠি ধায়। রাধামোহন কাহে মরিয়া না জায়॥

॥ রাগিণী তুড়ি ॥

॥ তাদোচিত ॥

মাধব ও নবনায়রি বালা।
তুহু বিছরলি বিহিক টারলি ভেলিলি মাণিকমালা॥
সে জে সোহাগিনী দেহ না গণলি পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল নিচোল না সুনে বচন ঢরিঢরি পড়ু লোরা॥
তোহারি সে দিগদিগ ছাড়লি ঝমরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোনারে কসিল শোটিক তেজল কনকরেহা॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সম্বরি ধনি জে অবশ এতা।
জখনি ওখনি তখনি দেখনি সখীনি সঙ্গে সমেতা॥
উসসি উসসি [২৩৩ক পড়ু খসিখসি আলি আলিঙ্গন চাহে।
জাকর বেয়াধি পরাণ ঔখধি তাকর জীবন কাহে॥
ভনে বিদ্যাপতি করিয়ে সপতি আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত ভ্রমর হইল যথা॥

॥ রাগিণী বালা ধানশ্রী ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

নীরস সরসিজ শ্যামরু বয়ান। তুয়া গুণ শুনইতে চকিত[1] নয়ান ॥
খনে মুখ গোই রোই খনে হসই। হিয়া অভিলাষে চলত মহী খসই ॥
এ হরি পেখলি সো গজগমনী। জীবইতে সংশয় কুলবর রমণী ॥ ধ্রু ॥
অনুখন মনমাহা মনসিজ হানই। হিমকরকিরণে ধীর নাহি মানই ॥
খেনে উঠে খেনে বৈঠে সুতি রহু ধরণী। বিষ শরঘাতে জৈছে কাতর হরিণী ॥
কতয়ে বিছাওব কমলদল সেজ। ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ ॥
গোবিন্দদাস কহে শ্যামরুচন্দ্র। তুরিতে মিলহ ধনি টুটও দ্বন্দ্ব ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

ভ্রমউ ভবনবনে জনু অগেয়ান। ভাঙ্গল ভয় গুরু গৌরব মান ॥
ভাবে ভরল মন হাসিহাসি রোই। ভীত পুথলি সম তুয়া পথ জোই ॥
ভাবিনী ভূষণ ভালে বনমালী। ভোরি কি বিছরলী ব্রজবরনারী ॥
ভরমহি ভরম সঘনে মুখ গোই। ভূতলে সুতল কুন্তল ফু্‌ই ॥
ভুলল তুয়া গুণে হরিহরি বোল। ভিজল দিঠি জলে নীল নিচোল ॥
ভোরি বিরহজ্বরে ভুরি মুরছান। গুরু ভজে ধনি তেজব পরাণ ॥
ভাগ্য জীবই ধনি তুয়া রস আশ। ভনব তোহারি যশ গোবিন্দদাস ॥

॥ অথ মোহদশা তদুচিত মহাপ্রভু ॥ ॥ রাগিণী পাহাড়ি ॥
[২৩৩খ ॥ তাল সমুচিত ॥

আরে মোর গউরকিশোর।
সহচর কান্দে পহু ভুজযুগ আরোপিয়া নবমী দশায়ে ভেল ভোর ॥
পড়িয়া খেতি পরে মুখে বাক্য নাহি সরে সাহসে পরসে নাহী কেহো।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি ভত্তক দোশর ভেল দেহ ॥
ধীর নয়ান করি মথুরার নাম ধরি রোয়ে পুন হা নাথ বলিয়ে।
বসু রামানন্দে ভনে গৌরাঙ্গ য়েমন কেনে না বুঝল কিসের লাগিয়ে ॥

১ সচকিত

॥ রাগিণী সুহই ॥ ॥ তালোচিত ॥

সে জে মোর গৌরকিশোর। মুরছি মুরছি পড়ে ভকতহি কোর ॥
সোনার বরণ তনু হইল মলিন। দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় খীন ॥
বচন নাহিক সরে সো চান্দবয়ানে। অবিরত ধারা বহে থীর নয়ানে ॥
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া। পাষাণ শঙ্কর দাস না জায় মিলিয়া ॥

॥ রাগিণী বালা ধানশ্রী ॥ ॥ তালোচিত ॥

নয়ন কওত লোর নাহি ঢরকত ধারা পদতলে গেল।
হেরইতে মরম ভরম ওহু হোওত থলহু জলজ জনু ভেল ॥
মাধব কি কহব ও পরসঙ্গ।
সহচরী মেলী কোরে করি রোয়ত হেরি অবশ ভেল অঙ্গ ॥
উচ কুচ উপরে রহত মুখমণ্ডল সো য়েক অপরূপ ভাতি।
কনয়া শিখরে জনু উয়ল শশধর প্রাতর ধূসর কাতি ॥
থোরি অলকাবলি আপন কর তুলি পুনপুন পরসই নাসা।
বিকচ কমল সঞে নব কিশলয় কিয়ে ঢেরই ঐছে প্রকাশা ॥
ঐছে দশাবর জাক কলেবর হেরইতে ঐছন ভান।
কহে ঘনশ্যামদাস তছু জীবন তোহারি বিহনে কিয়ে জান ॥

॥ রাগিণী শ্রীগান্ধার ॥ ॥ তালোচিত ॥

[২৩৪ক সকতি খীন অতি উঠই না পারিয়ে কাতরে সখীমুখ চাই।
পরসি ললাট করহি মুখ ঝাপল তুয়া মুখ হৃদি অবগাই ॥
মাধব করুণা কি লব তোহে নাই।
একবার বিরহবেয়াধি নিবারহ এ তুয়া পদ পরশাই ॥
রাই উপেখি ধরণী পর লুটই কতকত শারঙ্গনয়নী।
মধুপুরপথিক চরণে ধরি রোয়ত জীবইতে না জীবই জানি ॥
এতদিনে নবমী দশা পরিপূরল শ্বাস বহই আধ মন্দ।
মাধবঘোষ কালীহ্রদে[১] পৈঠব বুঝিও ব্যাধিক অন্ত ॥

---
১ হ্রদে

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তাল সমুচিত ॥

তেজল গুরুকুলগৌরবলাজ। তেজল গৃহ গৃহ[১] পতিক সমাজ ॥
তেজল লোক নগর বসতি। তেজল ভূষণ অশন রস পিরিতি ॥
তেজল খবিক কবল অভিলাষ। তেজল বদনে অমিয়াময় ভাষ ॥
তেজল নয়নে নিমিষ অবিরাম। তেজল কিশলয় শয়নক নাম ॥
সুনসুন বরজ কঠিন পীতবাস। তেজল অব ধনি জীবনক আশ ॥
তেজল বিরহিণী সবহু গেয়ান। নবমী দশা ভেল করু অনুমান ॥
অব জদি চাই করহ অবসাদে। মাধব তোহারি চরণ ধরি কান্দে ॥

॥ অথ মৃত্যুদশা তদুচিত গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু ॥
॥ রাগিণী সুহই ॥ ॥ তালোচিত ॥

নবদ্বীপচান্দ চাঁন্দ জিনি সুন্দর নাগর বিদগদ রাজ।
আনন্দরূপ অনুপম গুণগণ আনন্দ বিতরণ কাজ ॥
হরিহরি হামারি মন অব ভাল।
সো জদি সুখময় কেলি উপেখিয়া বিরহভাবে ক্ষেপু কাল। ধ্রু ॥
কত অনুতাপ প্রলাপহু কতকত অপরূপ কত উন্মাদ।
কতয়ে বিমোহ হোয়ত পুন ঘনঘন দশমী দশা পরমাদ ॥
[২৩১খ ভালে ভকতগণ উচ্চ হরি বোলত তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন অনুবাদ ঐছন জাতে করু ইহ রস গান ॥

॥ অথ শ্লোকো লিখ্যতে ॥

নিরাঙ্গেওস্কাদ্দি দন্ত্যাব্দিং হরতি গুরু চিন্তা পরিভবং।
বিলস্ত্যায়ুন্মাদং জুগয়তি বলা দাস্যা লহরিং ॥
ইদানীং কংশারে কুবলয় দৃশো কেবল মুদং।
বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমজ্জা সহচরিং ॥

---

১ গ্রহ

॥ গীতং লিখ্যতে ॥ ॥ রাগিণী কামোদ ॥ ॥ তালোচিত ॥

তুয়া পথ জোই রোই দিন যামিনী অতি দুবরি ভেল বালা।
কিবা সে বুঝাওব কৈছে নিবাওব বিষম কুসুমশরজ্বালা॥
মাধব ইথে জনি হোয়ত নিশঙ্ক।
তু নিতি চান্দকলা সম ক্ষিয়ত তাহে পুন চড়ল কলঙ্ক॥
চন্দন চন্দ মন্দ মলয়ানিল নীর নিসিঞ্চিত চীরে।
কুবলয় কুমুদ কমল১দল কিশলয় শয়ন না বান্ধহি থীরে॥
নূনিক পুথলি মহীতলে সুতলী দারুণ বিরহ হুতাশে।
জীব আশোআশে শ্বাস বহ না বহ পরিখত গোবিন্দদাসে॥

॥ রাগিণী পটমঞ্জরী ॥
॥ তালোচিত ॥

তুহু রহু মধুপুর মাহ। নিতি নবনাগরী রস অবগাহ।
জো খন মানই তো বিনু যুগ লাখ। সো সহয়ে কি চির১ বিরহ বিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই। অবহু কি জিবই না জিবই রাই॥
কতই ক্ষীণ তনু কহই কি জানি। অঙ্গুরি বলয়া গলিত দুনু পাণি॥
নয়নক রাজ ঢরব কত বারি। নিশিদিসি পহিরল ভিজল শাড়ি॥
ছটফট শয়ন না রহ সখী অঙ্গ। কনক পুথলী লুটয়ে মহীপঙ্ক॥
সময় নিরখত পরিখত শ্বাস। ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥

[২৩৫ক ॥ রাগিণী করুণা ॥ ॥ তালোচিত ॥ ॥ পুনরুক্তি ॥

কুঞ্জভবনে ধনি তুয়া নাম গণিগণি অতিশয় দুবরি ভেল।
দশমীক পহিল দশা হেরি সহচরী ঘর সঞে বাহির কেল॥
মাধব অবলা কি দেবী গুণ বহাই।
গোকুলনগরে তরুণী নাম জাকর সোই কান্দয়ে উভরায়।
ঘড়ঘড় কণ্ঠ সবদ সুনি ডাকর সখীগণ তাকর পাস।
নাসা সমীপে তুলা ধরি পরিখত তভু নাহি পাওল শ্বাস॥

১ চীর

তহি এক সুচতুরী তাক শ্রবণ পুরি পুনপুন কহে শ্যামনাম।
বহুখনে সুন্দরী পাই পরাণ ফিরি গদগদি কহে শ্যাম॥
নামক অছু গুণ[1] না সুনিয়ে ত্রিভুবন মিত জেন কহে পুন বাত।
গোবিন্দদাস কহে অবলহে মাধব জাই দেখহ মঝু সাথ॥

॥ অথ শ্রীমুখবিলাপ ॥ ॥ রাগিণী বড়ারি ॥ ॥ তালোচিত ॥

রাইক দশমী দশা সুনি কান। মুরছিত হরল গেয়ান॥
দূতী করল নিজ কোর। লোচনে ঝরঝর লোর॥
বহুখনে চেতন ভেল। কহে মঝু রাই কাহা গেল॥
পুন কিয়ে পাওব পরান। কহ সখি তুহু কিয়ে জান॥
সুনি কহে চেতনবাণী। যদুনন্দন অনুমানী॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ তালোচিত।

নাগরীশেষদশা সুনি নাগর ছলছল লোচনে পাণী।
অবনত মাথ করহি অব অবলম্বন বয়নে না নিকসয়ে বাণী॥
ধৈরজ ধরি হরি দূতীক বদন হেরি গদগদ কহে আধবাত।
দুই এক দিবস মাঝে হাম জাওব তোহ পর[বো]ধবি[2] তাথ॥
ঐছে আদেশ পাই দূতী আওল ধাই কুঞ্জহি বিরহিনী পাশে।
তোহারি সংবাদ কহিতে ভেল গদগদ আওব দুই এক দিবসে॥
আওব কানু [২৩৫খ পুনহি ব্রজমণ্ডল পুরব মনমথ সাধে।
গোবিন্দদাস কহ ধনি তুহু বিরমহ কানু না করব প্রেম বাধে॥

॥ রাগিণী সুহই ॥ ॥ তালোচিত ॥

দূর কর বিরহিনীদুখ। নিয়তে হেরব প্রিয়া[3]মুখ॥
অনুকূল করু উৎকুপে। হামে পাঠায়ল আগে॥
সো চির উষিত কান। তুয়া পাশে আওব জান॥
মিছা লহ ইহ আসোআস। কহতহি গোবিন্দদাস॥

---

১ গম ২ পয়োধবি ৩ প্রীয়া

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসঙ্কীর্তনসঙ্গীতানুসারে শৃঙ্গে শ্রীমত্যা দশম দশা ও শ্রীমুখ ব্রজে আগমন বিরহ ইত্যাদি ॥
তৎপরং ভাবোল্লাস মিলন ॥

॥ অথ ভাবোল্লাস ॥ ॥ তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥ ॥ রাগিণী বড়ারি ॥
॥ তালোচিত ॥

নবদ্বীপচান্দের আজু আনন্দ দেখিয়ে। চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়ে ॥
শচীসুত উনমত্ত প্রেমসুখে কয়। মোর আজু কত সুখ কহনে না হয় ॥
চিরকাল বিরহজনিত জত তাপ। সো মুখ দরসনে ঘুচব আপ ॥
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি[২]। রাধামোহন পহু জাউক নিছনি ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ তাল সমুচিত ॥ ॥ গৌরচন্দ্রায় নমঃ ॥

আওব গোউর পুনহি নদিয়াপুর হোয়ব ঘনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দকন্দ কিয়ে হোয়ব করবহি কীর্তনবিলাস ॥
হরিহরি কব হাম হেরব সো মুখচান্দ।
বিরহপয়োধি কবহু দিন পঙরব টুটব হৃদয়[৩]ধন্ধ ॥ ধ্রু ॥
কুন্তল কনককান্তি কব হেরব যজ্ঞ কি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি হরিহরি বোলব নটবর ভকতগণ মাঝ ॥
এত কহি সব জন মুদি রহু নয়ন গৌর[২৩৬ক]প্রেমে ভেল ভোর।
নরহরিদাস আশ কবে পূরব হেরব গৌরকিশোর ॥

॥ অথ শ্লোক ॥
প্রিয়তম শুভ ভাষা দূতিকায়াঃ প্রকাশাৎ
বিরহবিধুরনাশা কর্ম ভার্যাং নিশম্য।
সকল যুবতীধন্যা রাধিকা গোপকন্যা।
বিপুল পুলকবন্যা হৃষ্টরোমা বভূব ॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

সখীমুখে শোনল বাত। ব্রজে আসিবে ব্রজনাথ ॥

---
১ চীর ২ মুনি ৩ হ্রিদয়

কতয়ে বাঢ়য়ে ধনিপ্রেম। দারিদ্র্য পাওল জৈন হেম॥
মনমাহা কতই উল্লাস। সুখে হৃদি[1]সরোজ প্রকাশ॥
সুখদিন ভেল দিনমণি। শ্রবণমঙ্গল ইহ বাণী॥
নিশি শেষে নয়ানে যেদিত। দূতীপাশে কওল পিরিত[2]॥
সপন বচন নহে আন। গোবিন্দদাস মন মান॥

॥ রাগিণী কামোদ তালোচিত ॥

আজুক সপনে সমুখে এক মুনিবর দেখি করলু পরনাম।
সো মুঝে কহল অচিরে তুয়া মঙ্গল পূরব মনমথ কাম॥
এ পুন কহো জানি কোয়।
রজনীক শেষ সময় অরুণোদয় সপন বিফল নাহি হোয়॥
আওব কানু পুনহি কিয়ে ব্রজমাহা ঐছে মনহি জব কেল।
তবহি একজন ফুকুরিয়া যাওত উতরহি ইঙ্গিত ভেল॥
ফুরই বাম নয়ন ভুজ ঘনঘন হোওত মনহি উল্লাস।
ঐছে সুলক্ষণ আন লহত পুন ভন ঘনশ্যামরু[3] দাস॥

॥ রাগিণী সুহই ॥ তালোচিত ॥

আজু পরভাতে কাক কলকলী আহার বাটীয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে উড়িয়া বহিসে তায়॥
সখী হে কুদিনে সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দিরে আওব কাপালি কহিয়া গেল॥
[২৩৬খ সুচান্দ বদন দেখিল সপন গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা নিকটে মিলব আসি।
গণক আনিয়ে পুনু শুনায়লু সুদশা কহল মোর।
অন্তরে বাহির জতেক গণিল সুখের নাহিক ওর॥
মোর একাসন গ্রহ[4] বৈসে পাচ সপ্তমে বৈসে গুরু।
ভৃগুভানুসুত দ্বিতীয়ে বৈসয়ে প্রভাতে নিরখি চারু॥

---

১ হৃদি ২ পিড়িত ৩ শ্যামরু ৪ গ্রেহ

দেয়াসিনি আনি দেব আরাধিনু পড়িল মাথার ফুল।
বন্ধুর নামে আগে তোলায়ল কুলে মিলায়ল কুল।
কুল বরহিত আশিস করত সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূরে গেল কহই সে জ্ঞানদাসে॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
। তাল সমুচিত ॥

আজু অবধি দিন ভেলা। কাক নিকটে কহি গেলা॥
আজু প্রাতর সময়ে। বামবাহু ঘন কাপয়ে॥
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ। পুলকে পূরব অঙ্গ[১]॥
বামনয়ন করু স্পন্দ[২]। সঘনে খসয়ে নীবিবন্ধ॥
এ লক্ষণ বিফল না জাব। মাধব নিজগৃহে[৩] আব॥
মনোরথ কহে শুকসারি। জ্ঞানদাস সুবিচারী[৪]॥

। রাগিণী তুরি ।
॥ তালোচিত ॥

আসিবে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়া নগর মাঝে।
দূরেতে দেখিয়া সচকিত হয়া করব মঙ্গলকাজে॥
জলঘট ভরি আম্রশাখা ধরি রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল সুনিয়া নদিয়ানাগরী ধায়ব দেখিবার তরে।
হরিহরি ধ্বনি জয়জয় বাণী উঠিবে সকল ঘরে॥
অতেক ভকত দেখি হরষিত হইবে প্রেমআনন্দ।
যদুনাথ জেয়া পড়ি লোটাইয়া লইব চরণারবিন্দ॥

। রাগিণী ধানশ্রী ।
॥ তালোচিত ।

[২৩৭ক প্রিয়ে জব আওব এ মঝু গেহে। মঙ্গল জতহু করব নিজদেহে॥

১ সঙ্গ ২ স্কন্দ ৩ গ্রহে ৪ সুবিচার

কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি। দরপন ধরব কাজর দুই আঁখি॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গনে। ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিজনে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব। আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিনী সুঝম্প॥
আনিব নিশিদিশি কামিনী বাট। চৌদিগে পসারব চান্দকি হাট॥
বিদ্যাপতি কহে পূরব আশ। দুই এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তালোচিত ॥

জব হরি আওব গোকুলপুর। ঘরেঘরে নগরে বাজাব জয়তুর॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার। মঙ্গল কলসি করব কুচভার॥
শাখাপল্লব চুচক দেবী। মাধব সেবি মনোরথ লেবি॥
ধূপ দীপ নৈবিদ্য করব পিয়া আগে। লোচননীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে। ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

॥ রাগিণী বালা ধানশ্রী ॥
॥ তালোচিত ॥

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আচরে পিয়া ধরবে। জাওব হাম জতন বহু করবে॥
রভস মানব প্রিয়া জবহি। মুখ বিহসি নহি বোলব তবহি॥
কাচুআ ধরব হরি হঠিয়া। করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা। চিবুক ধরি অধরমধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব[১] মো চেতনে। বিদ্যাপতি কহো ধনি তব জীবনে॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তালোচিত ॥

বন্ধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া মিলব আমার পাশে।
তুরিত দেখিয়া চমকি উঠিয়া বদন ঝাপিব বাসে॥
তা দেখি নাগর রসের [২৩৭খ সাগর অধরে অধর মোর।
করে কর ধরি গদগদ করি কহিব বচন থোর॥

১ হেরব

তরহি বদন দেখিয়া মলিন হইয়া নাগর ভোরে।
আখি ছলছলে গদগদে বোলে কত না সাধিব মোরে॥
সময় জানিয়া ধীর মানিয়া পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী ফলিবে এখনি কহয়ে অনন্তদাস॥

॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তালোচিত ॥

হামক মন্দিরে জব আওব কান। দিঠে ভরি হেরব সো চান্দবয়ান॥
লহুলহু বোলব জব হাম নারী। অধিক পিরিতি করব মুরারি।
করে ধরি হাম বৈঠায়ব কোর। চিরদিন হৃদয় জুড়ায়ব[১] মোর॥
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান। উ রসে পূরব মুদব নয়ান॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরনারী। তোহারি পিরিতিক জাও বলিহারি॥

॥ রাগিণী কামোদ ॥
॥ তালো সমুচিত ॥

মথুরা সঞে হরি করি পথচাতুরী মিলল নিরজনকুঞ্জে।
দ্রুমপশুপাখীকুল বিরহে ব্যায়াকুল পাওল আনন্দপুঞ্জে॥
বরজ নারীগণ বিরহে অচেতন পুলকিত পাওল পরাণ।
দাবদগধ জেন ছটফট জীবন ঐছন অমিয়াসিনান[২]॥
দেখ রাধামোহন মেলী।
দরসে পুলক দেহ শ্যামহীন দীবহ চিত পুথলী সম ভেলী॥
কাপয়ে ঘনঘন অনিমিখ লোচন চরকিচরকি পড়ু লোর।
কহইতে থরথর থকিত কণ্ঠস্বর দুহু বিবরণ দুহু ভোর॥
হোই অচেতন কি কহব নাহি জান[৩] জৈছন দারিদ্র্য হেম
এ রাধামোহন কহ ইহ অনুপম প্রাণদ জৈছন কেম॥

১ চুড়ায়ব ২ সিনান ৩ জানে

গৌরচন্দ্র ॥ ॥ রাগিণী সুহই ॥ ॥ তাল সমুচিত ॥

আরে মোর গৌরকিশোর। পূরুব প্রেমরসে ভোর ॥
দু নয়নে আনন্দলোর। কহে পহু হইয়া বিভোর ॥
পাওলু বরজকিশোর। [২৩৮ক সব দুখ দূরে গেও মোর ॥
চিরদিনে আওলু পরাণ। জৈছন অমিয়াসীনান ॥
হেরি সহচরগণ হাস। গাওই চৈতন্যদাস ॥

॥ রাগিণী সিন্ধুড়া ॥

॥ তাল সমুচিত ॥

আইস আইস বন্ধু আধ আচরে বৈস নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে সফল করিয়া আখি ॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে জেখানে পরাণ সেখানে বান্ধিয়া থোব ॥
কালকেশের মাঝে তোমারে রাখিব পুরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব পরিয়াছি কালপাটের জাদ ॥
নহে ত নেহের নিগড় করিয়া বান্ধিব চরণারবিন্দ[১]।
কেবা নিতে পারে লেউক আসিয়া দেখি পাঁজর কাটিয়া সিন্ধ ॥[২]
অধরসুধারসে লুবধক মানস তনুপরিরম্ভন চাহ।
মুখ অবলোকনে অনিমিখ লোচনে কৈছে হোয়ব নিরবাহ ॥
দেখ সখী রাধামাধবপ্রেম।
দুলহ রতন জনু দরসন মানিয়ে পরসন গাঠিক হেম ॥
মধুরিম হাস সুধারসে বরিখনে গদগদ বোধয়ে ভাষ।
চিরদিনে মিলল লাখ গুণ নিধুবন[৩] কহতহি গোবিন্দদাস ॥

---

১ চরণবৃন্দ

২ এইখানে এই পদটি ভনিতাহীন অবস্থায় শেষ হয়েছে। পুঁথিতে এর উল্লেখ বা পরবর্তী পদের আরম্ভের নির্দেশ নাই।

৩ নিধিবন

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥

॥ তালোচিত ॥

রাধামাধব চিরদিনে মেলী। দুহু ভেল অচেতন কি করব কেলি॥
দরসনে পুলকিত দুহু তনু কাঁপ। পুনপুন লোরে নয়নযুগ ঝাপ॥
কহইতে গদগদ রোধই বাণী॥ ঘামে ভিজল তনু ঘন অছু মানি॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেল। রাধামোহন পহু দুহু রস কেল॥

॥ রাগিণী গান্ধার ॥

॥ তালোচিত ॥

চিরদিন মিলন হোয়ল নিধুবন সো পুন কতকত ভাঁতি।
[২৩৮খ তৈছন সখীগণ করল গুণকীর্তন দুহুকর প্রেম উনমাতী॥
হরিহরি কি কহব অদ্ভুত প্রিত।
দোহক প্রেম অতুল হেম সম দুহু জানে দুহুক রীত॥ ধ্রু॥
ঐছন কেলি করল দুহু বহুখন দুহু মানস ভরিপুর।
সখীগণ তৈছন পূরল মনোরথ তবহি চলল ব্রজপুর॥
জবহু চলল ব্রজ তবহি বেয়াকুল হোয়ল সকল পরাণ।
তছু গুণগানে পুন আনন্দ বাঢ়াওল রাধামোহন অনুমান॥

॥ রাগিণী বেলাবলি ॥

॥ তালোচিত ॥

নন্দের নন্দন চতুর কান। মিলল আসিয়ে হৃদয় জান॥
জাহার জেমন পিরিতি গাঢ়া। তাহারে তেমতি করিল বাঢ়া॥
মথুরা হইতে এখনি হরি। আইল বলিয়ে সবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা। পিতামাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া আনন্দজলে। সেচন করিয়া কান্দিয়া বোলে॥
আর দূরদেশে না জাবে তুমি। বাহির আর না করিব আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব। বারেবারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সুভল সখা। আর কত জন কে করু লেখা॥

খাওাঞে পিয়াঞে শোওাল ঘরে। ঘুমাও বলিয়ে ভজন করে॥
হেথা সখীগণ রেয়ের পাস। পোহয়ে নাহ রজনীবাস॥
নিন্দে আধমুদিত দিঠি। মোহন কহেন বচন মিঠি॥

॥ রাগিণী সুহই ॥

॥ তালোচিত ॥ ॥ রসে গৌরচন্দ্র ॥

এতোদিনে সদয় হইল মোরে বিধি। আনিয়া মিলায়ল গোরা গুণনিধি॥
এতদিনে মীটল দারুণ দুখ। নয়ন সফল ভেল দেখি চান্দমুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। চান্দ পাওল জেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষ কহে গোরা পরবন্ধ। লোচন পাওল জেন জনমের অন্ধ॥

॥ রাগিণী ধানসি ॥ ॥ তালোচিত ॥

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর জত দুখ দেল। প্রিয়ামুখ দরসনে ততো সুখ ভেল॥
আচল ভরিয়ে জদি মহানিধি পাই। তব হাম দূরদেশে পিয়া না পাঠাই॥
শীতের উঢ়নি প্রিয়ে গিরিশের বা। বরিশার ছত্র[১] প্রিয়া দরিয়ার না॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরনারী। সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ॥

॥ তালোচিত ॥

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়লু পেখলু প্রিয়ামুখচন্দ্র।
জীবন যৌবন সফল করি মানলু দশদিশ ভেল নিরদন্দ॥
আজু দেহ মঝু দেহ করি মানলু আজু মঝু গ্রেহ ভেল গ্রেহা।
আজু বিহি মঝু অনুকূল হোয়লু টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিলা আজু লাখ ডাকু ডাকও লাখ উদয় করু চন্দা।
পাচবাণ মদন অব লাখ বাণ হুউ মলয় পবন বহে মন্দা॥
অবহু লাজ বহু মোহে পরি হোয়ত তবহু মানব নিজদেহা।
বিদ্যাপতি কহো অলপ ভাগী নহ ধনি ধনি তুয়া নবলেহা॥

১ ছত্র

। রাগিণী ধানশ্রী ॥ । তালো তালোচিত ।

দারুণ ঋতুপতি জত দুখ দেল। হরিমুখ হেরইতে সব দূরে গেল ॥
জতেক আছিল মোর হৃদয়ক সাধ। সে সব পূরল প্রিয়া পরসাদ ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। অধরক পানে বিরহ দূরে গেল ॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ। হেরইতে নয়ানে আজু নাহিক অবকাশ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি আর নহ আধি। সমচিত ঔখদে না রহে বেআধি ॥

। রাগিণী পঠমঞ্জরী ।

চিরদিন ছিল বিধি মোহে প্রতিকূল[১]। পিয়া পরসাদে ভেল অনু[২৩২খ কূল ॥
আছিল দারুণ বিরহে বিভোর। তুরিতে আসি প্রিয়া মোরে নিল কোর ॥
তৃষিত চাতক জেন নবঘন মেলি। ভুখিল চকোর চান্দে জেন কেলি ॥
জনু বনজ্বালনে দগধ পরাণ। তৈছন হোয়ল অমিয়া সিনান ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসঙ্কীর্তন সঙ্গীত অনুসারে শৃঙ্গে ভাবোল্লাস মিলন ও রসোদগার সমাপ্ত ॥

অথ প্রবাসমিলনান্তে উৎকণ্ঠিতা ও অভিসারিকা আরব্ধ ॥

। তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥ । রাগিণী তুড়ি ॥
। তাল সমুচিত । । গীয়ন্তি গীতং ॥

কিবা কহ লহলহ নবদ্বীপচান্দ। সুনইতে সব মনআনন্দ বান্ধ ॥
আনহ নীল নিচোল। সব অঙ্গ ঝাপহ মোর ॥
চিরদিনে মিলব তায়। এত কহি কোন দিশে চায় ॥
সোই ভাবে অবতার। রাধামোহন পহু সার ॥

১ প্রিতিকূল

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ পুনশ্চ ॥

॥ জয় দেবউ ॥ ॥ মালব গৌড়রাগ ॥ ॥ তাল সমুচিত ॥

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্। চকিতবিলোকিত সকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্॥ সখি হে কেশিমথনমুদারম্। রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্॥ [রাগিণী যথা]। প্রথমসমাগম-লজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকুলম্। মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃত জঘনদুকূলম্॥ কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্। কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্॥ অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলি ললিতকপোলম্। শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতি লোলম্॥ কোকিলকলরবকুজিতয়া জিত ২৩৯খ] [২৪০ক মনসিজ তন্ত্র বিচারম্। শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া। নখলিখিত ঘনস্তনভারম্॥ চরণ-রণিতমণিনূপুরয়া পরিপুরিতসুরতবিতানম্। মুখরবিশৃঙ্খল মেখলয়া। সকচগ্রহচুম্বনদানম্॥ রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিত নয়ন-সরোজম্। নিঃসহনিপতিত তনুলতয়া মধুসূদনমুদিত মনোজম্॥ শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্। সুখমুৎকণ্ঠিত গোপ-বধূকাথতং বিতনোতু সলীলম্॥

॥ রাগিণী কামোদ ॥

॥ তালোচিত ॥

রাইক ইহ উতকণ্ঠিত বচনহি সো সখী দ্রুত চলি গেলি[১]।
নিজগৃহে নাগর রতনমন্দির পর গোপতে জাই তঁহি মেলী॥
ইঙ্গিত রাইক আরতি জানাওল বুঝইতে নাগররাজ।
কালিন্দীতীর নিকুঞ্জ মনোহর জানায়ল সঙ্কেতকাজ॥
সুনি দূতী ধাই আওল জাহা সুন্দরী কহতহি মধুরিম ভাষ।
তুয়া লাগী যমুনাতীর গেও নাগর পুরব চির[২] অভিলাষ॥

---

১ গেল ২ চীর

এতহু বচন শুনি সো ধনি সুবদনী করত গমন উপচার।
কানুক নিকটে দূতী আওল পুন কহো যদুনন্দন সার॥

॥ রাগিণী গুর্জরী ॥ ॥ তালোচিত ॥

কালিন্দীকানন কুঞ্জকুটিরহি নিবসই তুয়া লাগী কান।
কত বেরি কুসুম তলপ করি সাজন কেলি করব মন মান॥
কামিনী কি কহব তোহারি সোহাগ।
কেবল কান্ত করই পথ নিরখন কারণ তুয়া অনুরাগ॥ ধ্রু॥
কুসুম কিঙ্কিনী কঙ্কন কেয়ূর কুণ্ডল কণ্ঠক হার।
কানড় কুন্দক কবরী কর কো করু নিরমিল কত পরকার॥
[২৫০খ কেলি অবসানে করব করি মানস সুন্দর বোলক লাগী।
কামকলা গুরু কৌশল কাজর করবহি যামিনী জাগি॥
কেলি কলপতরু কোমল সঞ্চরু কোকিলা কোকিল গান।
কোমল গন্ধ গন্ধবহু সঞ্চরু অরু কত কোকক তান॥
করহ গমন অব কছু নাহি আপদ কহল কুঞ্জনিদেশ।
করু রাধামোহন চরণে নিবেদন কছু না রহব অবশেষ॥

॥ রাগিণী বেলাবলি ॥

কানুক সংবাদ পাই বররঙ্গিনী বিছুরল সাজ বিসাজ।
বসনভূষণ জত করি অছু বিপরীত চললহি কুঞ্জক মাঝ॥
সজনি আরতি বরণী না জাতি।
চিরদিনে মিলল আজু পুন হোয়ব অতয়ে সে মদন ভরাতি॥ ধ্রু॥
পদ এক চলই খলই পুন প্রেমভরে লোরই ঝাপল দিঠি।
কতদূরে প্রাণবল্লভ হাম হেরব কহতহি গদগদ মিঠি[১]॥
ঐছন ভাতি মিলল বরকামিনী সঙ্কেতকানন ওর।
রাধামোহন পহু হেরই দুহুঁদুহুঁ আনন্দে ভৈ গেল ভোর॥

---

১ মিঠ

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ॥ ॥ তালোচিত ॥

রাধাবদনবিলোকনবিকশিতবিবিধবিকারবিভঙ্গম্ ।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্ ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্ ।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশম্ ॥ ধ্রু ॥
হারমমলতর তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্ ॥
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্ ॥
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্ ।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্ ॥
তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্ ॥
[২৪১ক স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্ ।
বদনকমলোদরপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্ ॥
স্মিতরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্ ।
শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসুকুসুমকেশম্ ॥
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্মলমলয়জতিলকনিবেশম্ ।
বিপুলপুলকভর দন্তুরিতং রতিকেলিকলাভিরধীরম্ ॥
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্ ।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচির সুকৃতোদয়সারম্ ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ তালোচিত ॥

তোমি মোর নিধি রাই তোমি মোর নিধি ।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥
বসিয়া দিবস রাতী অনিমেষ[১] আঁখি ।
ক্রোটিকলপ জদি নিরবধি দেখি ॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান ।

১ অনিমিস

জাগিতে তোমারে দেখি সপন সমান ॥
নীরস নরসন দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের[১] ফুল বটে কাণাকড়ি ॥
ছিছি কি শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়ে করিব তোমার মুখের উপমা ॥
জতনে আনিয়া জদি ছানিয়ে বিজুলি।
অমিয়াএ তার সাথে জদি গঢ়াই পুথলি ॥
রসের সাগরে জদি করাই সিনান।
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান ॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতিত।
হারাঙ হারাঙ জেন সদা করি চিত ॥
হিয়ার ভিতর থুইতে কে কৈলে বাহির।
তেঞি বলরামের পহুর মনে নহে থির ॥

॥ রাগিণী শ্রীরাগ ॥ ॥ তালোচিত ॥

শোন শোন হে পরাণপিয়া[২]।
চিরদিন পরে পেয়েছি লাগি আর না দিব ছাড়িয়া ॥ ধ্রু ॥
তোমাতে আমাতে একুই [২৪১খ পরাণ ভালে সে জানিএ আমি ॥
হিয়ার থুইতে বাহির হইয়া কেমনে আইলা তোমি ॥
জে ছিল আমার করমের দুখ সকলি করিল ভোগ।
আর না করিব এেখের আড় রহিল একুই যোগ ॥
খাইতে সুইতে তিলেকে পলকে আর না জাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হয়াছি আর কি কাহুকে ডর ॥
এতহু কহিতে বিভোর হইয়া পড়িলা শ্যামের কোড়ে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর ভাসিলা নয়ানলোরে ॥

---

১ কোমলের ২ পিয়ে

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥
॥ তালোচিত ॥

দুহুজন বেয়াকুল হেরি সখীগণ। দোহারে কহই কত প্রবোধবচন॥
ধৈরজ ধরি দুহু কোড়ে আগোর। চরকত লোচনে আনন্দলোর॥
জত প্রিয় সহচরী আনন্দ ভেল। চিরদিন হেরই দোহজন কেল॥
কো কহু দুহুজন আরতি ওর। হৃদি[১]সঞে দুহু তিলেক না ছোড়॥
দূরে গেও পূরবক বিরহদুতাপ। আনন্দে হেরই যদুনাথদাস॥

॥ রাগিণী ভূপালী ॥ ॥ তালোচিত ॥

মদনমদালসে শ্যাম বিভোর। শশিমুখী হাসিহাসি করু কোড়॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহুলহু হাস। অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিকবর কান। হেরইতে চুম্বই নাহ বয়ান॥
দুহু পুন মাতল দুহু শর হান। বিদ্যাপতি কহে সো রসগান॥

॥ রাগিণী ভূপালী ॥ ॥ বিলাম্বিত রতি ॥
॥ তালোচিত ॥

নিকুঞ্জমাঝে রাধামাধব কান। হিয়ায় হিয়ায় দোহার বয়ানে বয়ান।
ঘনঘন চুম্বন ঘন রসাভাস। ঘন রসে মগন নাহি পরকাশ।
ঘনঘন আলিঙ্গন ঘন কোরু কোড়। অতি রসে দুহুজন ভেল বিভোর।
বিপরীত লাগী নাগররায়। ঐছন [২৪২ক রচত তাক উপায়।
বুঝি সুবদনী তাকর সুখ। ঐছন বচনে ভেল উন দুখ।
কহ শিবরাম পূরল অভিলাষ। চিরদিনে বিপরীত করয়ে বিলাস॥

॥ রাগিণী কেদার ॥ ॥ তালোচিত ॥

ঝাপল কনয় ধরাধর জলধর যামিনী জলদ আগোরি।
নিজ চঞ্চল গুণ জলদে সো পুনপুন তছু ধৈরজ করু গোরি॥

---
১ হ্রিদি

দেখ সখী অপরূপ বাদর ভেল।
নিজপদ পরিহরি দিনমণি সঞ্চরি গিরিবর সান্ধিম গেল॥
সপবদ ঘনঘন বহই সমীরণ থরকয়ে মৌরক পাখ।
ভয়ে আকুল ফণী ধরণী ছোড়েয়নি বেঢ়ি রহল পাঁচপাক॥
ভন ঘনশ্যামদাস পুন হেরব সবহু ভেল বিপরীত।
উলটল ভূধর মেঘ মহীতল অদ্ভুত দেবচরিত॥

॥ রাগিণী কেদার ॥ ॥ তালোচিত ॥

বিপরীতরতি অবসানে কমলমুখী[১] ঘামহি ভী গেও চীর।
সহচরী দাসী চামর করে বিজই কোই জোগায়ত নীর॥
বৈঠল রাধানাগর কান।
দুহুজন চির অভিলাষ পরিপূরল পরিজন মঙ্গল গান॥
কালিন্দীতীর নিকুঞ্জ মনোহর বহতহি মলয় সমীর।
কত পরিহাস রভস রসকৌতুক দুহু পর জন গীর॥
বৃন্দাদেবী সময় বুঝি কুঞ্জহি সেবই কত পরকার।
ও রস সায়রে ওর না পাওল দেবকীনন্দন আর॥

॥ রাগিণী ভূপালী ॥ ॥ তালোচিত ॥

চিরদিনে সো বিহি ভেল অনুকূল। পুনপুন হেরই ভেল আকুল॥
বাহু পসারিয়ে দোহে দোহা ধরু। দোহ অধরামৃত দোহ মুখ ভরু॥
দোহ তনু কাপয়ে মদনক বচনে। কিঙ্কিণী রোল করত পুন সদনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর। জৈছে প্রেম দুহু তৈছে [২৪২খ বেহার॥
সখীমিলনান্তে স্বাধীনভর্তৃকা। অত্র গৌরচন্দ্র পূর্বে লিখ্যতে॥
অথ স্বাধীনভর্তৃকা আরব্ধ॥

---
১ কোমলমুখী

॥ রাগিণী কেদার ॥
॥ তালোচিত ॥

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই।
নয়ন কওত করত নাহি মাধব নিশিদিসি করত রস গাই॥
করতলে কুমকুমে ও মুখ মাজই অলকাতিলকা লেখে তোর।
সজল বিলোকনে পুনপুন হেরই আকুল গদগদ বোল॥
লোচন খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই নব কুবলয় শ্রুতিমূল।
অতসী কুসুমশরি ললিত হৃদয়ে ধরি কাপল হেমসমতুল॥
জাবক চীত চরণ পর লিখই মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভাল হোয়ল কানুক আর কত হাথ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ তালোচিত ॥

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান। বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দূর দেওল সিথ শোভরি। ভালহি মৃগমদ পত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণী ললিত। কুঙ্কুমে কুচযুগ করয়ে রচিত।
জাবক লেখল রাতুল চরণে। জীবন নিছাই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বুল সাজী বদন মাহা দেল। পুনপুন হেরইতে আরতি না গেল॥
কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ। কো কহ তাকর মরমক কাজ॥
চিবুক পরিপূরিত দুহু অভিলাষ। হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস॥

॥ অথ স্বাধীনভর্তৃকান্তে অলস লিখ্যতে ॥ ॥ রাগিণী ললিত ॥
॥ তালোচিত ॥

আলসে সুতল বর যুগলকিশোর। হেরইতে তনুমন শীতল মোর॥
এ সখী আগুসারি নিরখহ রূপ। রূপ মূরতি ধর কিয়ে রসকূপ॥
দোহ তনু মিলল কছু নাহি ভেদ। বুঝলু নবগুণ না রহ খেদ॥
শয়নক কৌশল বরণি না জায়। রাধামোহন তছু বলিহারি জায়॥

॥ অথ উত্থান ॥ [২৪৩ক ॥ রাগিণী ললিত ভৈরবী ॥
॥ তালোচিত ॥

রজনীক শেষ সময় অরুণোদয় ঘুমল সহচরী দেখি।
কত পরকারে জাগাওলু দুহুজন বৈঠল সময় উপেখি॥
কুপল হেম জনু রাধামাধব কেলি।
তিলেক না ছোড়ই ঐছন দুহুজন মেলী॥
রজনী প্রভাত হেরি ভেল আকুল সহচরীগণ কহে ভাষ।
নিজগৃহে[১] গমন করহু অব সমুচিত পুন পূরব অভিলাষ॥
এত সুনি দুহুজন অতিশয় কাতর কি করব কছু নাহি থেহ।
কহে৷ যদুনন্দন হোয়ব মিলন এক জীবন ভিন দেহ॥

॥ অথ গৃহা[২]গমন ॥ ॥ রাগিণী বিভাস ।॥ ॥ তালোচিত ॥

অতি আনন্দ ভৈ দুহুজন গেল। নয়ানে গলয়ে জল গদগদ ভেল॥
নিজনিজ মন্দিরে করল পয়ান। কো কহু সো দুখ কহই না জান॥
গৃহ[৩]মাহা সেজে সুতল সভে জাই। বৈঠই জাগল সুবদনী রাই॥
অতি উতকণ্ঠিত সতত বিভোর। সখীগণে আওল রাই নিওড়॥
পোহুই চিরদিনে হরি তুয়া পাষ। শুনই মানস রজনীবিলাস॥

॥ তস্ত রসোদগার ॥ তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥ ॥ রাগিণী সুহই ॥
॥ তালোচিত ॥

চিরদিনে গৌরাঙ্গচান্দের অপার। কহয়ে ভকতগণে পুরুব বেহার॥
পুলকে পূরল তনু আপাদমস্তক। শোনার কেশর জনু কদম্বকোরক॥
ভাবে ভরল মন গদগদ ভাষ। অনেক জতনে বিহি পূরাওল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণ ধন। সুনি চান্দমুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচান্দের লীলায় জার হইল বিশ্বাস। দুখি কৃষ্ণদাস তার দাসানুদাস॥

---
১ গ্রেহে ২ গ্রেহা ৩ গ্রেহ

॥ রাগিণী বিভাস ॥ ॥ তালোচিত ॥

কেমনে বিনোদ নাগর আসিয়া নিকুঞ্জে মিলল তোয়।
[২৪৩খ অনেক দিবসে সুনিতে মানসে সাধ লাগে বড় মোয় ॥
তোহারি দুখেতে দুখিত হিয়া জেমত জরিয়া গেল।
সরস বচনে অমিয়া সেচনে তেমতি করহ ভাল ॥
রাই তোহারি নিছনি লইয়া মরি।
সো পহু রতনে মিললি জতনে এ সুখশাওরে ভরি ॥ ধ্রু ॥
কি কথা কহল কি রস রচিল কহিয়া পূরাহ আশ।
অতি চিরকালে করহ শীতলে কহয়ে অনন্তদাস ॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

রজনীক আনন্দ কি কহব তোয়। চিরদিনে মাধব মিলল মোয় ॥
হিয়ায় হইতে মোরে না করে বাহির। হেরইতে বদন নয়নে বহে নীর ॥
দরিদ্র[১] হেম জনু তিলেক না ছোড়। ঐছন হাম রহলু প্রিয়াকোর ॥
জতহু বিপদ কহু না কহলু রোই। কহইতে ঐছে কি জানি কিয়ে হোই ॥
নাগর গরগর আরতি বিথার। দাস অনন্ত কহই রসসার ॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ তালোচিত ॥

ঝাপল বিরহ মিহির নব জলধর সুন্দর দরসন হোয়।
কয়ল সুশীতল সুরতরঙ্গিণী সরস সমাগম বায় ॥
এ সখী চতুরশিরোমণি লাহ।
মধুর সম্ভাষ সুধারস বরিখনে পূরল অব অবগাহ ॥
তহি অতি খরতর মনসিজ মারুত বাঢ়ল গাঢ় তরঙ্গ।
বুড়ল লাজ ধরাধর ধৈরজ মীন মতঙ্গজ সঙ্গ ॥
ভাসল হাস কুমুদ পুলকাঙ্কুর[২] উদয়ল স্বেদ উদবিন্দু।
কহ ঘনশ্যামদাস অহু হোয়ল ঐছে তটিনী অরবিন্দু ॥

---

[১] দারিদ্র [২] পুলাঙ্কর

। রাগিণী সিন্দুড়া ॥
। তালোচিত ॥

বিবিধ কুসুম আনিয়ে নাগর করল আমার বেশ।
বেনী বনাইয়া কবরী বান্ধিয়া জতনে আচরি কেশ ॥
সখী হে কি কব সুখেরি কথা।
দাবানলে পুড়ি ফুল বিথারল জৈছন নবজলতা ॥
[২৪৪ক দারুণ শিশিরে পদুমিনি জনু জীবনে মরিয়াছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া জনু বিকশিত ভেল ॥
ঐছে মোর প্রিয়া বেশ বনাইয়া রাখিল হিয়ার পরে।
এ দাস অনন্ত কহই পিরিতের বালাই লইয়া মরে[১] ॥

। রাগিণী পূর্বোক্ত ।
। তালোচিত ।

দূরে গেল জত বিরহবাধা। অমিয়া সাগরে ডুবোল রাধা ॥
কি কহিব সখি তোহারি ঠাম বিপরীত সব কয়লু হাম ॥
ধৈরজ সরম রহল দূর। তার মনোরথ কয়ল পূর ॥
সে দিল আমার জীবনদান। তেই সে হইল তাহারি ভান ॥
অনন্ত কহয়ে সুনহ সখী। এ কথা সুনিলে সভাই সুখী ॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসঙ্কীর্তনানুসারে শৃঙ্গে প্রবাসান্তে অভিসারিকা ও মিলন ও বিপরীতরতি ও স্বাধীনভর্তৃকা অলস উত্থান গৃহাগমন[২] রসোদগার সমাপ্ত ॥

॥ অথ প্রবাসান্তে বংশীধ্বনি রাস পূর্বক্রম আরব্ধ ॥

। তদুচিত গৌরচন্দ্র ॥ । রাগিণী কামোড়া ॥
। তালোচিত ॥

অকলঙ্ক পূর্ণচান্দে কামিনীমোহন ফান্দে বদন মদন গর্বচূর্ণ।
মৃদুমৃদু আধ ভাষা ঈষৎ উন্নত নাসা দাড়িম্ব কুসুম জিনি বর্ণ[৩] ॥

---
১ মরি ২ গ্রেহাগমন ৩ কর্ণ

ঝরে নয়নারবিন্দে বাষ্পকলা মকরন্দে তারক ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জন কভু বোলে হাসে মহাপ্রভু আপাদমস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখয়ে বাট খনে মারে মালসাট খনে কৃষ্ণ খনে বলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গরায় সঙে দেখিবারে তায় কর্মবন্ধে পড়ি গেল বাধা॥
পাই হেন প্রেমধন নাচয়ে বৈষ্ণবগণ আনন্দসায়েরে নাহি ওর।
দেখিয়ে মেঘের মেলী চাতক করিছে কেলি চান্দ দেখি জৈখন চকোর॥
প্রেমে মাতয়ার গোরা জগৎ করিল ভোরা [২৬৪খ পূরাইল সর্বজীব আশ।
অন্ধ জড় মূর্খ[১] মাত্র সবে ভেল প্রেমপাত্র বঞ্চিত সে বৃন্দাবনদাস॥

॥ রাগিণী কামাড়া ॥ ॥ তালোচিত ॥

তরুমূলে রহি কালা কানু। বাওত সুমধুর বেণু॥
সবদে জে গলয়ে পাষাণ। যমুনা জে ধরয়ে উজান॥
গোপীগণ সুনিয়া শ্রবণে। বিগলিত দুকুল পরাণে॥
সব সখী আকুল হইয়া। রাইক নিকটে জাইয়া॥
কাতরে কহে সবে বাৎ। জরজর ভৈ গেল গাত॥
ছোড়ই দীর্ঘনিশ্বাস। সুবদনী কহে মৃদুভাষ॥
সুনিয়া মুনি আলাপনে। রায় বসন্ত আনমনে॥

॥ রাগিণী কামাড়া ॥ ॥ তালোচিত ॥ ॥ রাগিণী কর্ণানি

সখী বচনে ধনি হিয়া আনন্দিত প্রিয়া মিলন অভিলাষে।
নয়ন বয়ন পুন সরস বিলোকন সহচরী পরম উল্লাসে॥
কেহ কঙ্কতি কয়্যা কেশ বেশ করু কবরী মালতীমালে।
করি করে দরপণ বদন বিলোকই বিমল করত সিথি ভালে॥
সুন্দর সিন্দুর তাহে বনাওই অঞ্জনে অঞ্জই নয়নে।
মৃগমদ চন্দন তিলক নব কুমকুম পত্রাবলী নিরমানে॥
জনু নিশিনাথ নিওড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল হেন অনুমানে।
কেহু ভহি সোপল রতন শীসুফল সো ছবি উপামা কি জানে॥

---
১ মুখ্য

নাসায়ে বেসর মোতি মধুর ছবি মণিকুণ্ডল বলি শ্রবণে।
মুদরি কঙ্কণ বিবিধ বিভূষণ নীলবসন পরিধানে॥
উপরে মোতীম হার মনোহর কিঙ্কিনী সুমধুর কণনে।
মণিময় মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বাজত কল অতি রাতুল চরণে॥
করিবর ভাঁতি গমন অতি মন্থর কত লাবণি অভিসারে।
পদপল্লব ভূষণে অবনী ভেল রায় বসন্ত চীত বলিহারে॥

॥ রাগিণী কর্ণাটনি ॥

॥ তালোচিত ॥

রসময়ী রাসে করু অভিসার।
সহচরী সঙ্গিনী [২৪৫ক সঙ্গহি আনত রূপযৌবন উপচার॥
কোই রঙ্গিনীকর করপঙ্কজ ধর স্মিত অবলোকই নয়নে।
ঝৈছে কমল[১] পরে মধু মাতল অলি সে হেন মৃগমদ[২] শ্রীবৃক সদনে॥
গন্ধ চতুর সম তনু তনু লেপন শ্যাম মিলব সুখ হিয় রে।
সহচরী কেলি কলারস রঙ্গিত রঙ্গিনী রঙ্গ বিহরে॥
কেহু রঙ্গিণী কর চালনি সোহনি অতি ত্বরিত গতি চরণে।
রসভরে রসপরসঙ্গ কহই কেহো রসবতী আরতি করণে॥
রসিক রমণীবর পরাগ পঞ্জর ঝর কোমল রঙ্গিম চরণে।
তহিপর সুভগ আওল অতি রাতুল চরণাম্বুজ মৃদু গমনে॥
রূপমোহন বনি রমণীর শিরোমণি আপোহি মোহন বীজ।
রায় বসন্ত কহ ঐছন রসময়ী মিলত রসময় ধীর॥

॥ রাগিণী ধানশ্রী ॥ ॥ তালোচিত ॥

বৃন্দাবন মনমোহন বামে।
শশী কিরণাঙ্কিত বিবিধ কুসুমযুগ অলিকুল ঝঙ্কর কোকিল গানে॥ ধ্রু॥
নৃত্যন্তিত[৩] মউর কপোত শুক বোলত ফিরি গাওত পিক সারি বিলাসে।
পারাবতবলী করত মধুর ধ্বনি চাতকী রীত পিবই পিয়ো ভাষে॥

১ কোমল ২ মৃগমদ ৩ নিত্যন্তি

যমুনা সমীপ নীপবর বৈভব সৌরভে কুন্দ কুমুদ মৃদু পবনে।
সব বিধি আবৃত অপ্সর নাচত কঙ্কণে কিঙ্কিণী নূপুর কনে॥
শিব নারদ অজ গাওত অবিরত সতত উদয় দ্বিজরাজ।
রাধামন্ত যাপন অনুশীলন আনন্দকন্দ নন্দসুত রাজে॥
কনক ভূমিপর কলপ তরুবর মণিময় মন্দির সুন্দর সাজে।
কনকারচিত রত্নাসন শোহন কুসুমপুঞ্জ সুখসেজ বিরাজে॥
তাহে মিলল ধনি প্রেম পরশমণি মোহন প্রিয়া মনোমোহনে[১]।
রায় বসন্ত মন রাই কানু মিলল অবলোকহি হুঁহি উলসিত নয়নে॥

[২৮৫খ॥ রাগিণী ভূপালী॥
॥ তালোচিত॥

রসবতী রসিকশিরোমণি পাশে। মনোরথ সিধি বিধি পূরল আশে॥
চন্দ্রবয়নী ধনি কানুক কোর। নব বারিদে জনু চাতক ভোর॥
নাগর চিত রতি বয়ন বিলাস। অনুমতি অন্তর ধনি মৃদুহাস॥
লীলা লাবণি আনন্দ দান। রসিকশিরোমণি অমিয়া সিনান॥
দোহ বিদগদ সুখ কো করু ওর। রায় বসন্ত তবহি জয় বোল॥

॥ রাগিনী শ্রীরাগ॥ ॥ তালোচিত॥

কানু কলাবতী মরম সন্ধান। রাসরভসরস দুহু ভালে জান॥
করতহি চুম্বন চিবুকহি হাত। ধনি বিহসি ভুজ রাখসি মাত॥
নাহ বাহুগহি সবিনয় বোল। স্মিতমুখী সব সঙ্গে হাসয়ে থোর॥
ইঙ্গিতে নাগর ভেজল বিচার। করইতে আলিঙ্গন বাহু পসার॥
হিয়ো মিলনে প্রিয়[২] অতি উতরোল। ধকধক অন্তর গদগদ বোল॥
বিলসই নাগর নৌতুন কিশোর। রায় বসন্ত কহ রসের হিলোর॥

---
১ মোনমোহন ২ প্রিয়ো

॥ রাগিনী বেলোয়ার ॥ ॥ তালোচিত ॥

নাগর বিলসই গোপীর সমাঝ।
নবঘনমালে তড়িত কিয়ে মরকত হেমমণি[১] মাঝে বিরাজ ॥ ধ্রু ॥
কাহুক অংস বাহু অবলম্বন আরতি রভস আরম্ভে।
কাহু শ্রীবুক গহি পুনপুন চুম্বই প্রেম অবশ পরিরম্ভে ॥
কাহুক কঞ্চুক বসন উতারই শিথিল কবরী নীবিবন্ধ।
কাহু অঙ্গ গহি রসভরে নাচত গাওল পরম আনন্দ ॥
কাহুক শিরপর করপঙ্কজ ধর বিহরই আনন্দকন্দে।
রায় বসন্ত পহু লুবধ চকোরা রঙ্গিনীগণ মুখচান্দে ॥

॥ রাগিনী কেদার ॥ ॥ তালোচিত ॥

রাসমণ্ডলমাঝে বিলসই সঙ্গে শতশত রঙ্গিণী।
রসিক নাগর সঙ্গে নাচত রণিত নূপুর কিঙ্কিনি ॥
[২৪৬ক চিত্র পদগতি চারু চাহনি অঙ্গভঙ্গি করু চালনি।
কলিত কঙ্কণ তরল বলয়া গণ্ডে কুণ্ডল দোলনি ॥
উরজমণ্ডল হার চঞ্চল বয়নে শ্রমজল শোহনি।
মুরলী বীণা জন্ত সুমধুর মুরজ[২] থইথই বোলনি ॥
অলসে দুহু মেলি অঙ্গ হেলাহেলি বিহসি হেরই আননে।
সঘনে চুম্বই প্রেম আলিঙ্গন রায় বস[ন্ত] পহু কাননে ॥

॥ রাগিনী কানড়া ॥
॥ তালোচিত ॥

নাগর নাচত নাগরী সঙ্গ। বিবিধ জন্ত কত শবদতরঙ্গ ॥
দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি বাজে মৃদঙ্গ ॥ ডম্ফ রবাব বীণা মুরলি উপাঙ্গ ॥
বলয় নূপুর মণি কিঙ্কিণি কননে। ঘুঙ্গুর ঝুনুঝুনু বাজত চরণে ॥

---
১ হেসমণি ২ মুরুজ

আনন্দে অঙ্গে অঙ্গ অবলম্ব। রসভরে গীরত মিলত পরিরম্ভ॥
কমলে[1] মোতি কিয়ে মুখে শ্রমবারি। রসিক কলাগুরু কহে বলিহারি॥
বিহসি বিলোকই দুহু চিতচোরি। রায় বসন্ত পহু রহু হিয়ে জোরি॥

॥ রাগিণী কর্ণাটী॥
॥ তালোচিত॥

রাধামাধব বিহরই বিপিনে।
যুবতী কলাবতী সঙ্গহি শতশত কেলিকলারসনিপুণে॥
কোই কোই ধনি বলি নাচত প্রিয়াসঙ্গে কেহ কেহ গাওত রঙ্গে।
কেহ অঙ্গ ভগতি চারু কর চালন শোহনি গুরুয়া নিতম্বে।
কেহ আনন্দমতি চিত্ত চরণগতি কহে থৈথৈ পরসঙ্গে॥
কেহ বলে ভাল কানু সাম্ভাল গীরই জনু রাধানয়নতরঙ্গে॥
বিহ[র]রসিকবর বয়ন কমল[2] পর মধুকর জেন মধুপানে।
অধর অমিয়া ফল রস পিবি ভুলল রায় বসন্ত গুণ গানে॥

॥ রাগিণী বেহাগড়া॥
॥ তালোচিত॥

রাধামাধব রতন বিলাস। দুহু মুখ হেরইতে দুহুক উল্লাস॥
দুহুক বয়নে বহয়ে শ্রমবারি। [২৪৬খ হেম নীলকমল[1] মোতি মনিহারি॥
অলসে অবশ দুহু হেলল অঙ্গ। উয়ল জেন ঘন দামিনীসঙ্গ॥
দুহুজন দুহুক অংস অবলম্ব। দুহু বিলসই পুনু পরিরম্ভ॥
তিরপিত নহে দুহু নিমিখে চিতভীত। রায় বসন্ত কহে ঐছন পিরিত॥

॥ রাগিণী বেহাগড়া॥
॥ তালোচিত॥

রজনী বিলাসে দুহু আলসে ভোর। আওলি নিকুঞ্জহি কিশোরী কিশোর॥
বৈঠলি রতন সিংহাসন মাঝে। সেবন বায়ন সহচরী সাজে॥

[1] কোমলে [2] কোমল

কেহু করু বীজন কেহু দেই পানি   চরণ পাখালই ঝরঝরি আনি ॥
কর চরণ গ্রীবা[১] মৃদুমৃদু চাপি   বিগত করল শ্রম সেবন আপী ॥
কতকত উপহার ভোজন পান।   করিয়া শীতল ভেল নাগর কান ॥
সখীসহ সুবদনী অবশেষ পাই।   বৈঠল সেজপর তাম্বুল খাই।
সখীগণ সুতলু নিজনিজ সেজে   সুতলী নাগরী নাগররাজে ॥
কো কহু দুহুজন ও সুখ অন্ত।   দূরহু দূরে রহু রায় বসন্ত ॥

॥ রাগিণী বেহাগড়া ॥

॥ তালোচিত ॥

ভুজেভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন ঘুমল রাধা কান।
কুসুমসেজ পর নিচল কলেবর নীলমণি হেম বনান ॥
দেখ সখি দুহুজন লেহ।
বদনহি বদনচান্দ মধু পীবত ঘুমে থকিত করি দেহ ॥ ধ্রু ॥
অরুণহি অরুণ তিমির লাগি ভাগত এ অতি অপরূপ রঙ্গ।
ভুজ নিমোর ভোর করি সঙ্গম গিরিপর জলধিতরঙ্গ ॥
চান্দকি নিওড়ে কমল ভেল বিকশিত সূরপাশে কুমুদ বিকাশে।
কিয়ে ঘন দামিনী অথির বিরাজই রায় বসন্ত রসে ভাসে ॥

॥ রাগিণী ললিত ॥

॥ তালোচিত ॥

[২৪৭ক নিশি অবসান ভেল সহচরী[২] দেখি।   জাগল সবজন তহি পরতেকি ॥
সভে মেলি আওল দুহুজন পাশ।   ঘুমে বিভোর দুহু দেখি সখী হাস ॥
হৃদয়ে[৩] বেয়াকুল কছু নাহি বোলে।   জাগল দুহুজন অন্তরণ রোলে ॥
উঠি বৈঠল দুহু শয়নক মাঝ।   সম্বরু অম্বর পাইয়া লাজ ॥
সখীগণে দুহুজন করল নিদেশ।   ইঙ্গিতে বুঝায়ল নিসি অবশেষ ॥
কাতর অন্তর দুহু মুখ হেরি।   বদনহি বদন না নিকিয়ে ফেরি ॥
রায় বসন্ত কহ দুহুজন প্রেম।   কৈছনে ভেজব লাখ বাণ হেম ॥

---

১ গ্রিব্বা   ২ সহচারি   ৩ হ্রিদয়ে

॥ অথ গৃহাগমন[১] ॥ ॥ উৎকণ্ঠিতা ॥ ॥ শ্রীকৃষ্ণেণ[২] নিবেদয়তি ॥
॥ রাগিণী ললিত ॥ ॥ তালোচিত ॥

অহে নাথ করি পরিহার। সখীগণ ইঙ্গিতে গমন বিচার॥
বিশেষে অবশ নিশি রোধ না মান। কুলিশ অরুণ তার হৃদয়[৩] পাষাণ॥
বিধি কুলবতী করি কৈল নিরমান। ধিকধিক পরবশ রমণীপরাণ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে। বিরস বদন লহ কহিল তোমারে॥
তুহু সুপুরুখ চতুর সুজান। রায় বসন্ত কহ রাখ কুল মান॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

সুন্দরী না করহ গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা আনে কি আনের ব্যথা[৪] ভালে হব ভেল আধ অঙ্গ॥ ধ্রু ॥
তুহু হাথ তনু ভীন শ্রবণে জীবন ক্ষীণ কেমন ধরিব আমি বুক।
হাসিতে মোহিত মন কি মোহিনী তোমি জান বিরমহ দেখি চান্দমুখ।
না দেখিলে কিবা চয় পলক আপন নয় ইথে আখি অধিক ত্রাস।
পরান কেমন করে মরম কহিনু তোরে জীবন নিছনি তুয়া পাস॥
পরস লাগিয়া মোর হিয়া কাপে থরথর নিমিসের ডরে আঁখি ঝরে।
রায় বসন্ত ভনে অবনত মুখে ধনি জড়মতি ভেল প্রেমভরে॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

ওহে নাথ না বল এমন। [২৪৭খ সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ স্বরূপ কহি তুমি তনু মন। তুমি সে নয়নমণি জীবনের জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেমতে তনু ভীন। পরাণ করয়ে জেন জল বিনে মীন॥
তোমার পিরিতে আমি হইলাম ঋণী। হিয়ার ভিতরে থোব কি দিব নিছনি॥
কি করিবে গুরুভয় গৃহের করম। তেজিল সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজই মজিলাম এমন চরিতে। রায় বসন্ত কয় জে হয় ভজিতে॥

১ গ্রেহাগমন ২ শ্রীকৃষ্ণেন ৩ হ্রিদয় ৪ ব্রথা

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান। অনুমতি দেহ ধনি ঘরেরে পয়ান॥
দারুণ নগরের লোক কিনা জান তুমি। খেনেক ধৈরজ ধর এ লালস খেমি॥
কত গুরুগঞ্জন সহিবেক বেলা। বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা[১]॥
তোমার পিরিতে ধনি সদাই উন্মাতিনি। রায় বসন্ত কহে সত্য কাহিনী॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

সুন্দরী করবহি সত্য পয়ান।
জে মোর বচন হিত তাহে লহ পরতিত বুঝি হেন আন অবধান॥
তোহারি পিরিতি আশে তেজি সুখ গৃহ[২]বাসে সখি মোর ভেল বনবাস।
সহজই তোমা বিনে উতপত মোর প্রাণে ধিক রহু পরবতি আশ॥
বিশেষে বয়ন শশী বিরস অধিক দেখি হেন নাহি দেখিয়া জুড়াই।
রায় বসন্ত কয় হিয়ায় কি হেন সয় সজল নয়ান ভেল রাই॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

প্রাণনাথ না বোল এমন। তোমা বিনে ত্রিজগতে[৩] কে আছে আপন॥
তোমার লাগিয়া মোর জীবন যৌবন। বুঝিয়া করিলু পুন তেজি গুরুজন॥
নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন। নিছনি করিনু তোমার ছুইয়া চরণ॥
নয়ান পুথলি মোর তোমি সে ভূষণ। রায় বসন্ত কহে দোহে এক মন॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

[২৪৮ক ওহে নাথ কিছুই না জানি। তোমাতে মগন মন দিবস রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি। পরাণপুথলি তোমি জীবনের সাথি॥

১ জালা ২ গ্রেহ ৩ তিজগতে

অঙ্গআভরন তোমি শ্রবণরঞ্জন। বদনে বচন তোমি নয়নে রঞ্জন॥
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি। রায় বসন্ত পহু প্রেমপুঞ্জরাশি॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

ওহে রাই কে কহিলে হয়। তোমার লাগীয়া প্রাণ থীর নাহি রয়॥
ধৈরজ ধরিতে নারি ঝুরি দিনরাতী। হিয়ার পুথলি কান্দে তোমার পিরিতি॥
কহিতে নিয়ত মোর গদগদ ভাষ। রহিরহি নয়নের নীর পরকাস॥
মুরুলির গান মোর তুয়া অনুরাগে। রায় বসন্ত কহে উচিত সোহাগে॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

আর না কহিয় বন্ধু বিদগধরাজ। এবে সে সকল দূরে গেল লোকলাজ॥
সুনিতে পরাণ সনে হিয়া মোর কাঁপ। মরিব তোমার লাগি জলে দিব ঝাঁপ॥
আরতি পিরিতি নিতি অশেষ দুলাল। সে মোরে হইল একে কাল বেয়াল॥
কেমনে করিব বন্ধু কর উপদেশে। তোমার মিলন মোরে নিতুই সন্দেশে॥
মেঘের করণ মুঞি বাসি এ জঞ্জাল। সঙ্কটকরণে জেন কঠিন সঞ্চার॥
মনের মনোরথ জত সাধ মোর। রায় বসন্ত কহে মুখ হেরি তোর॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

অহে নাথ কি বলিব আর। তনুমনধন তুমি পরাণ আমার॥
গরবিত ভয়ে দিনু তৃণাঞ্জলি দান। জাতিকুলভয় তুমি লাজ অভিমান॥
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ামণিহার। তোমা বিনে এই মোর দেহ লাগে ভার॥
তুমি সে জীবনপতি স্বরূপ পরিচার। রায় বসন্ত কহে দড়াইল সার॥

[২৪৮৫ ॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

রাইক পিরিতি বচনে কানু উলসিত লোচনে আনন্দবারি।
শ্রবণ মনোরম পুলকে পূরল তনু পুনুপুনু কহে বলিহারি ॥
রিঝি হিয়েহিয়ে হিয়ায়ে মিলাওই কতয়ে সাধ তহু মরমে।
রসভরে মুখমুখ নিবেশিয়া নাগর রহে রসনারসমিলনে ॥
অঙ্গহি অঙ্গ মিশাইয়া এক হয়া প্রেমভরে কছু নাহি জানে।
এমন পিরিতি আর কতিহু না পেখই দোহে এক সকতি বিধানে ॥
হরগিরিজা জনু মিলন আরাধনে কতয়ে বাঢ়য়ে রতিরঙ্গ।
অনঙ্গঅঙ্গ ভেল দোহ তনু মিলল রায় বসন্ত সখীসঙ্গ ॥

॥ রাগিণী ললিত ॥
॥ তালোচিত ॥

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান। আরতি সমাপই নিশি অবসান ॥
অরুণ পুরুব দিগে ঈষত প্রকাশ। তরল তারক দেখি শশধর পাশ ॥
দিনমণি গমনে মিলল দ্বিজরাজ। দুহুদুহু সবদ সঘন বনমাঝ ॥
কুঞ্জকুঞ্জে কামিনী রতিবিলাস। ইথে উচিত কি কুলবতী পতি পাশ ॥
শিরে কর ধরি কহ না ভাবিহ আন। তোমা অনুগত চীত তুমি সে পরান ॥
............রায় গৃহগমন উচিত। রায় বসন্ত পহু ভেল চমকিত ॥

॥ রাগিণী ললিত ॥
॥ তালোচিত ॥

সখী হে তুয়া হিয়া কঠিন সমান। রাই বিনে কৈছনে ধরল পরান ॥
না জাইহ সহচরী শুন মোর বোল। অবসান নহে নিশি নহ উতরোল ॥
ক্ষণে রহিয়া সখী পুন নিবেদন। সুবদনী গত মোর ভেল জনুমন ॥
রায় বসন্ত কহে ধৈরজ ধরিবে। ক্ষণেক কারণে ফিরে সব ঘুচাইবে ॥

॥ রাগিণী ললিত ॥
॥ তালোচিত ॥

প্রাণনাথ তোরে কিছু কহিতে নারিনু। জাতিকুলশীল তিলাঞ্জলি[1] দিনু ॥
না জানি মিলন আজি কি খেনে হইল। [২৪৯ক গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল ॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি। বিধির লিখন ছিল হইল এমনি ॥
সব দুঃখ পাসরিল তোমার মুখ দেখি। রায় বসন্ত কহে ঝরএ দুটী আঁখি ॥

॥ রাগিণী ললিত ॥
॥ তালোচিত ॥

ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা। তুমি আমি একুই পরান দুইজনা ॥
তোমার আমার গতি মুরতি এক ভাব। এক স্বরূপে রতি এক অনুভাব ॥
তুমি মোর ত্রিজগৎ বিভব বিহার। পরান পুথলি মোর হিয়া মণিহার ॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার। রায় বসন্ত পহু পিরিতের সার ॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

সুন মাধব কি কহব আন। আমার কে আছে আর তোমার সমান ॥
জেখনে না দেখি আমি তোমার চান্দমুখ। পরাণের সনে পুড়ি বড় পাই দুখ ॥
আমি কি কহিতে পারি না দেখিয়া তোমা। বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় খেমা ॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে। রায় বসন্ত পহু পরসিল ভালে ॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনা মন[2] করে উচাটন কে জানে কেমন তুমি ॥
না দেখি নয়ন ঝরে অনুখন দেখিতে তোমায় দেখি।
সঙরনে মন মুরছিত হেন মুদিয়ে রহিয়ে আখি[2] ॥

১ তুনাঞ্জুলি ২ মোন

শ্রবণে সুনিয়ে তোমার চরিত আন না ভাবয়ে মনে।
নিমিসের আধ পাসরিতে নারি ঘুমাইলে দেখি সপনে॥
জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি তোমা নাম করি কান্দি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত তিলেক থির না বান্ধি॥

॥ রাগিণী রামকেলি ॥
॥ তালোচিত ॥

[২৪১খ সুন্দরি হাম বলিহারি তোহারি।
পরমিত নহে গুণ অতুল ভুবন তিন রূপ মনোমোহনকারী॥
বচনে নিছনি প্রাণ অলপে বুঝিএ জেন সাধ করি রাখিতে নয়ানে।
হিয়ার মাঝারে কিয়ে অনুখন রাখিব সদা দেখিএ তুয়া বয়ানে॥
এ তুয়া দরসন জনম ভাগ্যে পুন বসন পরনে অমুহারি।
সো অঙ্গ সঙ্গে সকল মঝু জীবন কর হিয়া বাহু পসারি॥
পুরুখ রমণী কত অন্তর অনুভব সো পুন কহ না'হ পারি।
রায় বসন্ত ভন পুরুখ মধুপমন চাতকরীত কুলনারী॥

॥ রাগিণী বিভাস ॥
॥ তালোচিত ॥

আলো ধনি সুন্দরী কি আর বলিব। তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুঞ্জ পূর্ণরাশি। না দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি॥
বদনকমল তোমার সম্পূরণ শশী। মরমে লাগি আছে মধুমন্দ হাসি॥
আনন্দমন্দির তুমি জ্ঞান শকতি। বাঞ্ছাকল্পতরু মোর কামনামুরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ধাম। পাসুরিব কেমনে জীবনে রাধানাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর। রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

॥ রাগিনী বেলাবরি ॥
॥ তালোচিত ॥

শ্যামবন্ধু না বলিহ আর। গুরুগরবিত মোর জাউক ছারখার॥
না জাইব ঘরে বন্ধু রহিব কাননে। কি করিবে আর পাপ ননদিবচনে।

তুয়া পায় সুপিয়াছি তনুমনপ্রাণ। দিবস রজনী তোমা বিনে নাহি জান ॥
অন্তরে বাহিরে বন্ধু তুমি কেবল সার। এই দেখ তোমারে করিব গলার হার ॥
রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই। জে পণ করিলে তুমি হইল তাহাই ॥

॥ [২৫০ক রাগিণী করুণা ॥ তালোচিত ॥

শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমার সনে পাসরিতে নারি আমি ॥
জখন দেখিয়ে ও চান্দবদন ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর[১] প্রাণ করে আনচান দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া শোনহ পরাণ কানু।
কুলশীল সব ভাসাইল জলে প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মরতুজা ভনে কানুর চরণে নিবেদন সুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহি তুয়া পায় জীবন মরণ ভরি ॥

॥ রাগিণী তালোচিত ॥

তেজিলাম গৃহের সুখ সুন হে মুরারি।
তোমার লাগিয়া হইলাম বনের বনচারী ॥
না জাব গৃহেতে[২] আর ওহে বনমালী।
অমল কুলেতে মুঞি দিলাম তৃণাঞ্জলি ॥
কলঙ্কে রহুক মোর ভুবন ভরিয়া।
নিশ্চয় তেজিলাম গৃহ[৩] তোমার লাগিয়া ॥
গৃহে[৪] গুরুজনার ভয় তেজিলাম এখন।
বিকাইলাম বিকাইলাম বন্ধু জনমের মতন ॥
আর না বলিয় ধনি কহে শ্যামরায়।
তুমি মণিকণ্ঠমালা রাখিবো হিয়ায় ॥
দু বাহু পসারি হরি রাই উরে লইল।
গৃহগমন দোহার দূরহি গেল ॥

১ অভাগির ২ গ্রেহেতে ৩ গ্রেহ ৪ গ্রহে

কত সুখে নিমগন দুহু রহু ভোর।
গোবিন্দদাস হেরি না পাওল ওর॥

॥ রাগিণী তালোচিত॥

আজু ভেল গৃহগমন তেজি রাই।
সুখময় শ্যাম সনে সুখে বিলসই সুখসাগরে অবগাই।
সঙ্গিনী সখীগণ সুখসহকারিনী সতত সময়ে করু সেবা।
সুস্বর সবদে সারিশুক[1] শিখী পিক সগণে সুরতমনোলোভা॥
নিত্য শ্রীধামে নিত্য যুগলরূপে নিত্য নিশঙ্কে করু কেলি।
নিত্য আলিঙ্গন নিত্য নিয়ড়ে রহু নিত্য রসে নিমগন ভেলী॥
নিত্য তরুকুল নিত্য নিকর [২৫০খ ফুল নিত্য অলিকুল ভোর।
নিত্য দ্বিজজাতি নিত্য রহত মাতি নৃত্যতি[1] মেলি নিজ জোর॥
অচল মিলন অবধি ভেল চলাচল চপল চিত্ত সব দূর।
চারু চরণযুগ রায় বিচলমতি রচিত জে মনোরথপুর॥

ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে শ্রীসংকীর্তনানুসারে শৃঙ্গে রাস মিলন।
গৃহগমন নাস্তি অর্থাৎ নিত্যধামে শ্রীশ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ
সখীসহকারে বিরমতু অত্রস্থলে রসবর্ণন গ্রন্থ সমাপ্ত॥
অথ মধুমাসী পূর্ণিমা শ্রীশ্রীবলরামচন্দ্রস্য রাসলীলাবর্ণনং॥

॥ তদুচিত শ্রীনিত্যানন্দ ॥ রাগিণী ॥ তালো ॥

প্রেমেতে বিভোল নিতাই নদীয়াভুবনে। পুরুবের রাসলীলা পড়ি গেল মনে॥
গোকুলে গোপিকা লয়া করিয়াছি রাস। ভক্তের মাঝারে তাহা করিব প্রকাশ॥
মধুপূর্ণিমার তিথি মধুর যামিনী। আকর্ষিয়া নিজজন আনিলা আপুনি॥
রামাই সুন্দরানন্দ ভক্তবৃন্দ সনে। নিজ অভিলাস রাস জানাইলা সভাজনে॥

॥ রাগিণী তাল॥

বলভদ্র মহাশয় গোকুলনগরে।
ডুবাইল সর্বলোক প্রেমের সাগরে॥

---
১ নির্ত্যতি

একদিন মধুপূর্ণমাসের রজনী।
গোপিকার হৃদয়রাগ মনে তাহা জানি॥
পূর্বে জে জে বালিকা ব্রজের রমণী।
সেই সব যুবা হইল ইহা মনে জানি॥
তা সভার সঙ্গে রাস করিবার তরে।
যোগমায়া ডাকি প্রভু নিয়োজিত করে॥
অতএব মহানন্দ করি আত্মমনে।
সুনহ রামের রাস লীলানুকরণে॥
মহাপ্রভু বলদেব কৈল অভিসার।
মন্দমন্দ বেণু পোরে অমিয়ার সার॥
কোটিকোটি চন্দ্র যেন একত্র হইয়ে।
গমন করিল [২৫১ক সুধাবর্ষণ করিয়ে॥
নীল ধটি পরিপাটী কটিতে পাচনি।
তাহাতে সবদময় মর কিংকিনী॥

॥ রাগিণী তাল॥

মহাপ্রভু বলদেব কৈল অভিসার। মন্দমন্দ বেণু পোরে অমিয়ার সার॥
ক্রোটি ক্রোটি চন্দ জেন একত্র হইয়া। গমন করিল সুধাবর্ষণ করিয়া॥
নীল ধটি পরিপাটী কটিতে পাচনি। তাহাতে সবদময় মধুর কিংকিণী॥
মহানাগ ইন্দ্রচূড়া[১] মস্তক উপরে। বাম কানে কোকনদ ঝলমল করে॥
মুখানি প্রণয়পূর্ণ চন্দের আকার। উত্তম নাসিকা শোভে মাঝারে তাহার॥
সুরঙ্গ অধর তার চিবুক[২] মাধুরী। গণ্ড বিকশিত শোভা কি কহিতে পারি॥
করণ্ডযুগ কপালে কুল তনু মনোহর। ভালের উপরে ভাল অলকা সুন্দর॥
রাতুল যুগলনেত্র ভুরুর বিলাস। তাহে দরসন রুচি হাস বিকাশ॥
একেতে কি শোভা তাহে কণ্ঠের মাধুরী। উছলি পড়য়ে যেন লাবণ্যলহরী॥
চলিতে নূপুর পদে সুমধুর নাদ। ক্রমেক্রমে চিত্তে কাম মানয়ে প্রসাদ॥
ভ্রমর ভ্রমরী সঙ্গে অনুসরি চলে। বন প্রবেশিল[৩] প্রভু মহা কুতূহলে॥

১ ইন্দচূড়া ২ শ্রীবুক ৩ প্রেবেশি

॥ রাগিণী তাল ॥

বৃন্দাবনশোভা দেখি অতি মনোহর।
ফুটিল মালতীপুষ্প গন্ধামোদকর॥
কুন্দ কুরু জাতি চারু চাঁপা নাগেশ্বর[১]।
করবী কেতকী চন্দ্রমল্লিকা মন্দার॥
পারিজাত কনকচম্পক ভিন্ন ভিন্ন।
লতাবেড়া কুঞ্জঘর গন্ধে পরবান॥
শ্রীরাসমণ্ডল তায় সুচারু পত্তন।
ঘনশ্যামরচন্দ্র বাট অতি মনোরম॥
মহানন্দে মত্ত সখী নাচিয়ে বেড়ায়
ভ্রমর ভ্রমরী তারা সুপঞ্চম গায়॥
চন্দ্রের কিরণ তাহে করে ঝলমল
তাহাতে [২৫১খ উদয় রামের শ্রীমুখমণ্ডল॥
বেণুধ্বনি করি রাম আকর্ষে গোপিকা।
তিনলোক কৈল মূর্ছা ঐছে সর্বাধিকা॥
বিশেষে তাহার কিছু করিব বর্ণন।
সুন সুন আরে ভাই হরষিত মন॥

॥ রাগিণী ॥ তাল ॥

বলদেব মুরুলি বাজায়।
ছিদ্রধ্বনি[২] বেণু সঞ্চার করিয়া তনু ব্রহ্মঅণ্ড ভেদি চলি জায়॥ ধ্রু।
যমুনা স্থকিত পানি নাচিয়ে উঠয়ে জানি বসুমতী পুলকে পূর্ণিত।
তরুকুল সম্বভাব তেজিয়া কামিনীভাব সদাশিব তন্ময়চিত্ত॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মুরছি পড়য়ে মন[৩] তম্বুর নারদ অচেতন।
অনন্তের ঘরে মায়া নাগলোকের কিবা কন্যা গোপীগণের প্রফুল্ল বদন॥
সভে ধ্বনি অনুসারে চলিল আনন্দভরে কারু কারু বেশ না হইল।
কার করে দর্পণ চিরনিতে কোন জন কেশ বেশ করিতে চলিল॥
সভার বদন রামনাম অতি অনুপাম কান্ত কান্ত একান্ত করিয়ে।
বিবিধ সুজন্ত আর অলঙ্কার পরিবার মিশ্রিতে মধুর জায় গেয়া॥

১ নাগেশ্বর ২ ছিদ্রধনি ৩ মোন

॥ রাগিণী তাল ॥

এই সব রূপে সারিসারি গোপনারী।
হেরি লাজ ভয় হরিপদ অনুসারি ॥
ছিদ্রাছ[১] ধ্বনি বেণু দূতী প্রায় হয়ে।
লয়ে যায় আগেআগে পথ দেখাইয়ে[২] ॥
কিবা সে চান্দের সারি সারি চলি জায়।
কিবা সে বিজুরিমূর্তি মতি হৈল তায় ॥
কিবা পঙ্কজের বন লাবণ্য বলায়।
ভাসিভাসি চলি জায় হেন মনে লয় ॥
কিবা কনকের সব পুথলি চলিল।
কিবা চম্পকের মাল্য হয় বা জানিল ॥
কিবা কুমুদিনী সব কামের পাথারে।
ভাসিভাসি আসি পড়ে চান্দের সাগরে ॥
এই রূপে সকল কামিনী এক কালে।
আসিয়া মিলিল [২৫২ক শীঘ্র শ্রীরাম গোপালে ॥
সভারে করুণা দিঠে চাহে ভগবান।
সভে চায় মহাপ্রভু রামের বয়ান ॥
চন্দ্রকান্ত মণি জেন ইন্দুমুখী পেয়ে।
পূরিতে লাগিল দেখ একত্তর হয়ে[৩] ॥
রসের সাওরে মত্ত হল বলদেবা।
রসিক নাগরী নিত্য পদে করে সেবা ॥
রোমহর্ষ হইয়ে সে অর্ঘ্য নিবেদিলা।
শ্রমজল পাদ্য দিয়া সম্মুখে দাড়াইলা ॥
অধর নৈবিদ্য দিয়া রহে বিদ্যমান।
ভোগ নিবেদিয়া জেন করয়ে ধেয়ান ॥
এইরূপে পরমানন্দ মহোৎসব।
তা দেখিয়া সুরগণ বধূ মিলি সব ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সব কেহ নাচে গায়।

---

১ ছিদ্রাঘা ২ দেখাইয়া ৩ হয়া

মহা মহা যোগী মুনিগণ স্তুতি বেদ গায় ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণকমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

। রাগিণী তাল ॥

বৃক্ষল ত্বহিতা বারুণাক্ষ্যা পুণ্যবতী।
ভাবে মনে করিয়া কর্ষিতে শীঘ্রগতি ॥
বৃক্ষের কোটর হইতে ধারাময়ী হয়া।
রামের নিকটে পড়ে অতি হর্ষে ধেয়া ॥
রাম ভগবান তাহা আদর করিয়ে।
গোপীগণ সঙ্গে রঙ্গে পান করে ধেয়ে ॥
মহামত্ত হইল সভে বারুণীর পানে।
কিবা দিগ্‌বিদিগ্‌ তাহা কিছু নাহি জানে ॥
বসন আটন কেহু না কর সাম্ভাল।
তা দেখিয়া রাম বলে বড় ভাল ভাল ॥
তেন নেত্র বিঘূর্ণিত গোপী কেলি করে।
রামের মাধুর্য রূপ পান বহু করে ॥
অপষ্ট বচন কহে হাসে অতিশয়।
লাবণ্যের বনে জেন কুন্দ বিকশয় ॥
মহামণি অলঙ্কার সভার গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে জেন গঙ্গা বহি জায় ॥
বেণী বিলম্বিত তায় যমুনার ধারা।
রঞ্জন জাদের জেন সরস্বতী পারা ॥
কুচপদ্ম কোঠা তায় ঝলমল করে।
শ্বাস ছাড়ে শ্বেত অঙ্গে উঠে জেন পড়ে ॥
নানা বর্ণভেদে পাটসাড়ি পরিয়াছে।
তাহাতে লাবণ্যপুঞ্জ উছলি পড়িছে ॥
চরণ না চলে হয় ঝনৎ [২৫২খ কার ধ্বনি।
ধরণীভূষিত সারিসারি খলমণি ॥

॥ রাগিণী তাল ॥

করে কর ধরি সভে রচিলা মণ্ডলী।
মাঝে নৃত্য করে বলদেব মহাবলী॥
সুচারু চলনভঙ্গি এ দক্ষিণ বামে।
চমক লাগয়ে কোটীকোটী রতিকামে॥
প্রবাল মুক্তার মালা বলগিত হইয়া।
কিবা দুলি তায় হৃদি[1] পরিসর পেয়া॥
নীল ধটী গলিয়ে খুলিয়ে পড়ে আধী।
আধেক আলুয়ে পড়ে চূড়া বান্ধে যদি॥
সুরঙ্গ অধর তাহে চান্দমুখের হাসি।
দন্তের শ্বেতিমা[2] নিকরে রাশিরাশি॥
বদন কমল[3] দিঠি খঞ্জনযুগল।
এক কানে কোকনদ করে ঝলমল॥
ভালে ভালে মৃগমদ অলঙ্কারপাতি।
নাসায় মুকুতা দোলে পরিসর ছাতি॥
গণ্ড বিকশিত চারু শ্বেতিমা[4] কদম্ব।
উত্থাপিত হয় ভাল প্রসর নিতম্ব॥
চুম্বন করয়ে কারু বদন ধরিয়া।
কারু বা হস্তের তল সুরক্ত দেখিয়া॥
কারু বা বাহুর মূলে কারু কারু অংশে।
কারু বা সুভঙ্গি দেখি সঘনে প্রশংসে॥
অন্তরীক্ষে দেবাদেবী দিব্যবেশ ধরি।
হাসে কান্দে নৃত্য করে বলে রাম হরি।
ভক্তিভাবে সভেই করয়ে দরসন।
দিগম্বর[5] হয়া নাচে দেব পঞ্চানন॥
বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন॥
সুনহ রসিক সভে হয়ে একমন।

---

১ হ্রিদি ২ সেতিমা ৩ কোমল ৪ ষেতিমা ৫ দিগম্বর

॥ রাগিণী তাল ॥

মধুপূর্ণমাসি নিশি পূর্ণমি সুন্দর শশী। তাহে বিহরয়ে বলচন্দ্র।
মল্লিকা মালতী জ্যোতি মধুরি মধুর তথি সমীর বহয়ে মন্দমন্দ॥
অতি পরিসর স্থল কান্তিকুল ঝলমল প্রতি[১] তরুতলে চিত্রলেখা[২]।
তাহাতে রামের হাসি কুন্দ প্রকাশিত রাশি সুখমূক্তি দিল জেন দেখা।
ক্রমবন্ধে নাচি জায় কেহু হারি জিনি তায় কেহু প্রশংসিয়ে ভাল।
বলদেব নৃত্য করে সর্বনারীর চিত্ত [২৫৩ক হরে পাতে জেন মাধুর্যের জাল॥
কেহ মৃদু গান করে কেহু তাহে তাল ধরে কেহু প্রেমে করে কোলাকোলি।
চৈতন্যচরণ ধরণ হৃদয়ে[৪] করি স্মরণ দ্বিজ মাধব রস বলি॥

॥ রাগিণী তালো ॥

চারু গণ্ড সুরমণি কুণ্ডল মুখশোভা। লোল নয়ান নলিন রাতা রতিমতি খোভা॥
হাসলময় ভাসমান সারস রসনাং। তাথৈ তাথৈ থই সবদে বিকশিতদসনা॥
করকঙ্কণ ঝম্পন বড় কঙ্কণ কলনা। কিলিত কিংকিণী মধুর মাধন বোলনা॥
হরস পরস হাস মধুর মধুর বিমলতাং। গৌরীচরণ হৃদি[৪] ভাবিত মাধবকথিতজা॥

॥ রাগিণী তাল ॥

এই সব রূপে রাস বেহার করিয়া। জলবেহারের লাগি বোলয়ে ডাকিয়া॥
আইস আইস যমুনা করিব জলকেলি। কালিন্দী না আইসে তথা মহামত্ত বলী॥
তবে রাম হলে তারে কৈল আলিঙ্গন। ভয় পেয়ে কালিন্দী সে কৈল জে স্তবন॥
কৃপা করি কালিন্দীরে বেহার করি রাম। তীরে উঠি স্তব পড়ে আনন্দের ধাম॥
তবে গোপী করি বেশ কৈল মহাশয়। নিকুঞ্জের মাঝে মহাযোগপীঠ হয়॥
সভে মেলি রাম সঙ্গে চলু সেই ঠাঞি। কত কত উপহার ভুঞ্জে তাঁহা জাই॥
সুখেতে বঞ্চিয়া নিশি হোর অবসান। নিজনিজ গৃহ উঠি করল পয়ান॥
বলরামের রাসলীলা হইল সমাধান। দ্বিজ মাধব করু এই রস গান॥

ইতি গৌরাঙ্গ হে কৃপাঙ্কুরু মাধব দীনবরে॥

---

১ প্রিতি ২ চিত্তলেখা ৩ হ্রিদয়ে ৪ হ্রিদি

সংযোজন ও সংশোধন

[মূল পাঠ : আমাদের অসতর্কতাবশতঃ পদমেরুর ১০৭খ পাতার পাঠ বাদ পড়ে গেছে, এখানে তা সংযোজিত হ'লো। এটি মুদ্রিত গ্রন্থের ১৮৪ পৃষ্ঠার শেষে এবং ১৮৫ পৃষ্ঠার আরম্ভের আগে বসবে।] —সম্পাদকমণ্ডলী

॥ শ্রীরাগ ॥

[১০৭খ,.........

গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করএ বিকলি। দ্বিগুণ আগুন দেয় শ্যামের মুরুলি॥
উভ হাথে তোমায় মিনতি করি আমি। মোর নাম লঞা আর না বাজিহ তুমি॥
তোর সনে গেল মোর জাতিকুল ধন। কত বা সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁসিআ নামিআ সতীকুল। তোর স্বরে মুঞি অতি হইআছি আকুল।
আমার মিনতি সত না বাজিহ আর। জ্ঞানদাস কহে উহার ঐসে বেভার॥

॥ ধানশ্রী রাগ ॥

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা: তাহে মুঞি কুলের বোহরী।
অন্তরে মরম বেথা কাহারে কহিব কথা গোপতে গুমরি গুমরি॥
সখি হে বংশী দংশিলে মোর কানে।
ডাকিলে চেতন হরে প্রাণ ধৈরজ নাহি ধরে তন্ত্র মন্ত্র[1] কিছুই না মানে॥
কালার লাগিআ হাম হব বনবাসী। কালা নিলে জাতিকুল প্রাণ নিলে বাঁসি॥
তরল বাসের বাঁসি নামে বেড়াজাল। সভার সলভ বাসি রাধার হইল কাল॥
অন্তর অসার বাসি বাহিরে সরল। পিবত্র অধরসুধা উগারে গরল॥
জে ঝারের তরল বাঁসি সে ঝারের লাগালি পাঙ।
ডালে মূলে[2] উপারিআ সাগরে ভাসাঙ॥
দ্বিজ চণ্ডিদাসে বলে বংশী কি করিবে। সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

॥ রাগ তালো যথা ॥ ....১০৭খ]

১ তন্ত্র মন্ত্র ২ মুলে

। পদসূচী ।

পরিশিষ্ট—ক

পদকর্তা ও পদসংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	পদকর্তা	মোট পদ সংখ্যা
১।	অনন্ত দাস	১৭
২।	অভিরাম দ্বিজ	১
৩।	উদ্ধব দাস	৫০
৪।	কবিবল্লভ	২
৫।	কবিরঞ্জন	২
৬।	কবিশেখর	১৫
৭।	কানুদাস, কানুরাম দাস	৫
৮।	কৃষ্ণদাস	২
৯।	কৃষ্ণকান্ত	২
১০।	কৃষ্ণদাস, দুখী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাসানুদাস	২১
১১।	কেশবভারতী	১
১২।	গোপাল দাস	২
১৩।	গোপীকান্ত দাস	২
১৪।	গোবর্দ্ধনদাস	২
১৫।	গোবিন্দদাস	২১৯
১৬।	গোবিন্দদাসিয়া	৩
১৭।	গৌরদাস	৬
১৮।	গৌরসুন্দর দাস	১
১৯।	ঘনশ্যাম, ঘনশ্যামর দাস	১৮
২০।	চণ্ডীদাস	৮২
২১।	চণ্ডীদাস দ্বিজ	৭
২২।	চণ্ডীদাস বড়ু	৩
২৩।	চন্দ্রশেখর	৭
২৪।	চম্পতি, চম্পতিপতি	৯
২৫।	চৈতন্যদাস	৪
২৬।	জগদানন্দ	৩
২৭।	জগন্নাথ দাস	৩
২৮।	জয়দেব	৪
২৯।	জ্ঞানদাস	৫১
৩০।	তরুণীরমণ	১
৩১।	দলপতি	১
৩২।	দুখিনী	১
৩৩।	দুখিয়া শেখর	১
৩৪।	দেবকীনন্দন	১
৩৫।	ধরণী	২
৩৬।	নন্দদ্বিজ	১
৩৭।	নন্দনদাস	১
৩৮।	নবকবিশেখর	১
৩৯।	নবদ্বীপদাস	১
৪০।	নয়নানন্দ দাস	৭
৪১।	নরকান্ত	১
৪২।	নরহরি দাস, নরহরি নাথ	২৮
৪৩।	নরোত্তম দাস	৪৫
৪৪।	পরমানন্দ	৩
৪৫।	পরমেশ্বর	১
৪৬।	পরসাদ	১
৪৭।	পুরুষোত্তম	১০
৪৮।	প্রেমদাস	৮
৪৯	বংশী, বংশীদাস, বংশীবদন	৮
৫০।	বলদেব দাস	১
৫১।	বলরাম দাস	২৯
৫২।	বল্লভদাস	৪
৫৩।	বল্লভ রাজকিশোর	১

ক্রমিক সংখ্যা	পদকর্তা	মোট পদ সংখ্যা
৫৪।	বসু রামানন্দ	৫
৫৫।	বাসনা	১
৫৬।	বাসু ঘোষ, বাসুদেব	৪৬
৫৭।	বিদ্যাপতি	৮৩
৫৮।	বিন্দু	১
৫৯।	বিশ্বম্ভর	১
৬০।	বৃন্দাবন দাস	৫
৬১।	বৈষ্ণবদাস	২৫
৬২।	ব্রজানন্দ	২
৬৩।	ভূপতি, ভূপতিনাথ	৫
৬৪।	মাধব	১৩
৬৫।	মাধব ঘোষ	১
৬৬।	মাধবদাস	১
৬৭।	মাধবীদাস	১
৬৮।	মুরারী গুপ্ত	২
৬৯।	মোহন দাস	১৪
৭০।	যদু	৪
৭১।	যদুনন্দন, যদুনন্দন দাস	৫৪
৭২।	যদুনাথ দাস	৬
৭৩।	যাদবেন্দ্র	২
৭৪।	রসময় দাস	২
৭৫।	রসিক	১
৭৬।	রাধাবল্লভ	২
৭৭।	রাধামোহন	৯১
৭৮।	রামানন্দ	৩
৭৯।	রামানন্দ দাস	২
৮০।	রামানন্দ রায়	১
৮১।	রায়, রাজ, রাই	৪৬
৮২।	রায়কৃষ্ণ	১
৮৩।	রায়বসন্ত	৩৪
৮৪।	রায়শেখর	৪
৮৫।	লোচন দাস	১০
৮৬।	শঙ্কর দাস	২
৮৭।	শচীনন্দন দাস	১
৮৮।	শশিশেখর	১
৮৯।	শিবরাম দাস	১৪
৯০।	শিবানন্দ	১
৯১।	শেখর	২৮
৯২।	শেখর দাস	১
৯৩।	শেখর রায়	৬
৯৪।	শ্যামদাস	১
৯৫।	শ্যামানন্দ	৩
৯৬।	সনাতন (রূপ গোস্বামী)	৬
৯৭।	সিংহভূপতি	৪
৯৮।	সৈয়দ মর্তুজা	১
৯৯।	স্বরূপ	২
১০০।	হরিদাস	১
১০১।	হরিদাস দ্বিজ	৪
১০২।	হরিবল্লভ	১
১০৩।	হরিরাম দাস	২
	অজ্ঞাত	১৪৩

যৌথ ভণিতাযুক্ত পদ

ক্রমিক সংখ্যা	পদকর্তা	মোট পদ সংখ্যা
১।	গোবিন্দদাস-শ্রীবল্লভ	১
২।	নরোত্তম দাস-শ্রীবল্লভ	১
৩।	বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস	৩
৪।	বিদ্যাপতি-রাধামাধব	৪
৫।	রাজা শিবসিংহ-রূপনারায়ণ-লছিমিদেবী	১
৬।	রাধামোহন-উদ্ধবদাস	১

পরিশিষ্ট—খ

পুনর্লিখিত পদের সংখ্যা ও পাঠান্তর

	পদের প্রথম ছত্র	পদকর্তা	পুথি পৃষ্ঠা	গ্রন্থ পৃষ্ঠা
১	অন্তরে জানল ধনি মিছা করি মান	গোবিন্দদাস	৮৬খ, ৯১খ	১৪৯, ১৫৮
২	অপরূপ গৌরাঙ্গের লিলা	হরিরাম দাশ	৮৬খ, ৮৮খ-৮৯ক	১৪৯, ১৫৩
৩	উদ্বেগ দেখিঞা ধনির সহচরিগণ	লোচন	৬৩খ, ৬৫ক	১০৯, ১১২
৪	করতলে বদনে চান্দ বহু থির	গোবিন্দদাস	২১৩খ, ২৩২ক	৩৮৬, ৪২৭
৫	কুসমিত কানন হেরি সচিনন্দন	রাধামোহন	৭ক ২২ক	১১, ৩৭
৬	গৌরাঙ্গ করুনাসিন্ধু অবতার	গোবিন্দদাস	১০ক, ৫৭ক	১৬, ৯৮
৭	জটিলা আসিঞা তবে কহয়ে সভারে	যদুনন্দন	১২১ক, ১৪০খ-১৪২ক	২১০, ২৪৮
৮	তখন ধাওল বিরহিনি কালিন্দি রোধ	চম্পতিপতি	১৯১খ-১৯২ক, ২০৪খ	৩৪২, ৩৬৭
৯	তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি	বলরাম	৩৫ক-খ, ২৪১ক	৬০, ৪৪৫
১০	নাগরি সেষ দাসা সুনি নাগর	গোবিন্দদাস	২০৮ক, ২৩৫ক-খ	৩৭৪, ৪৩৩
১১	না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ	বিদ্যাপতি	১৫খ, ২১খ	২৬, ৩৭
১২	পহিল সমাগম রাধা কান	গোবিন্দদাস	৩৪ক খ, ৫০ক-খ	৫৯, ৮৫
১৩	বেস বনাই বদন পুন হেরই	গোবিন্দদাস	৪৫ক, ১৫২খ	৭৬, ২৬৮
১৪	মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী	নরোত্তম দাস	৫১খ, ১০৯খ	৮৮, ১৮৮
১৫	রামানন্দ স্বরূপের সনে	নরহরি	৫৮খ, ১০৭ক	১০০, ১৮৩
১৬	সুরধুনী তিরে আজু গৌরাঙ্গ কিসর	রামানন্দ দাস	১৬৮খ, ১৬৯খ	২৯৬, ২৯৯
১৭	সেই সে পরাননাথ পেলাম দুখ দূরে গেল	অজ্ঞাত	১৯২খ, ১৯৩ক	৩৪৪, ৩৬১

উপরোক্ত ১৭টি পদ পুথিতে পুনরুল্লিখিত হলেও স্থান-বিশেষে পাঠান্তর আছে, পুথির পত্রোল্লেখ পূর্বক নিয়ে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল।

'অপরূপ গৌরাঙ্গের লিলা' হরিরাম দাশের এই পদটি দুবার আছে ৮৬খ এবং ৮৮খ-৮৯ক পৃষ্ঠায়।

৮৬খ পৃষ্ঠার পাঠ	৮৮খ-৮৯ক পৃষ্ঠার পাঠ
২য় ছত্র—'সুরধনি তিরে চলি গেলা'	'সুরধনি সিনানে চলিলা'
৩য় ,, —'হৈল'	'হইল'
৫ম ,, —'দেখি'	'দেখে'
৬ষ্ঠ ,, —'কুপিত'	'কোপিত'

৮৬খ পৃষ্ঠার পাঠ	৮৮খ-৮৯ক পৃষ্ঠার পাঠ
৭ম ,, —'চিট'	'দিঠ'
৯ম ,, —'বাশ'	'বাস'

'অন্তরে জানল ধনি মিছা করি মান' গোবিন্দদাসের এই পদটি দু-বার আছে ৮৬খ এবং ৯১খ পৃষ্ঠায়।

৮৬খ পৃষ্ঠার পাঠ	৯১খ পৃষ্ঠার পাঠ
৪র্থ ছত্র 'আগোরল'	'আগরল'
৫ম ,, 'দোহু'	'দুহু'
৮ম ,, 'ইহ রঙ্গে'	'ইহ রসরঙ্গে'

'উদ্বেগ দেখিএ ধনির সহচরিগণ' লোচনের এই পদটি দু-বার আছে ৬৩খ এবং ৬৫ক পৃষ্ঠায়।

৬৩খ পৃষ্ঠার পাঠ	৬৫ক পৃষ্ঠার পাঠ
৬ষ্ঠ ছত্র 'মানই'	'মানল'
৭ম ,, 'ভেটল'	'ভেঠল'
৮ম ,, 'ঠান'	'ঠাম'
১০ম ,, 'লোচন', 'দেওল'	'লোচনে', 'দেওলি'

'করতলে বদনে চান্দ বহু থির' গোবিন্দদাসের এই পদটি দু-বার আছে ২১৩খ এবং ২৩২ক পৃষ্ঠায়।

২১৩খ পৃষ্ঠার পাঠ—

"করতলে[১] বদনে চান্দ[১] বহু থির।[২] অহর্নিসি[৩] লোচনে[৪] গলতহি নির[৪]॥
বিগলিত চিকুর[৫] বহই ঘন স্যাস[৬]। দিনে দিনে[৭] খিন তনু জিবন নৈরাস[৭]॥
এ হরি[৮] অবধি অবহু[৮] বহি জাই। [৯]পেখহ সো রিহিনি ধনি[৯] রাই॥
কমলিনি[১০] কিসলয় সেজ বিছাই। [১১]সহচরি মেলি সুতাওলি তাই॥
সতগুন মদন দহন তহি ভেল। [১২]সো তনু পরসে[১২] ভসম ভৈ গেল॥
[১৩]চন্দন পরসে[১৩] চমকি ধনি[১৪] উঠই। হিমকর কীরনে মুরুছি মহি লুটই।
গোবিন্দদাস কহে নিরদয়[১৫] কান। [১৬]অত পরমাদে[১৬] তহু[১৭] জানি না[১৭] জান॥"

২৩২ক পৃষ্ঠার পাঠান্তর—

১. চান্দ বদন ২. থীর ৩. অহর্নিসি ৪. ঝরতহি নীর ৫. নিন্দ ৬. বাস ৭. খীন তনু জীবন নৈরাম ৮. অবহু অবধি ৯. বিঘটনে সপতি ঘরতি জনি ১০. কোমলিনি

১১. সহচরী মেলী সুতায়লী রাই ১২. শো তনু তাপে ১৩. চন্দনে পবনে ১৪. ঘন ১৫. মগধল ১৬. এত পরমাদে ১৭. কিয়ে নাহি

"কুসুমিত কানন হেরি সচিনন্দন" রাধামোহনের এই পদটি দু-বার আছে ৭ক এবং ২২ক পৃষ্ঠায়।

৭ক পৃষ্ঠার পাঠ	২২ক পৃষ্ঠার পাঠ
২য় ছত্র 'ক্ষণে', 'শসি ক্ষণে ক্ষণে রহত'	'খেনে' 'সসি খেনে খেনে বহুত'
৪র্থ ,, 'প্রকটি নবদ্বিপে'	'প্রকট নবদিপে'
৫ম ,, 'চাহ'	'চাহই'
৬ষ্ঠ ,, 'বুঝিয়ে'	'বুঝিএ'
৭ম ,, 'ভাবন'	'ভারন'
৯ম ,, 'পাঅল'	'পায়ল'

"গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার" গোবিন্দদাসের এই পদটি দু-বার আছে ১০ক এবং ৫৭ক পৃষ্ঠায়।

১০ক পৃষ্ঠার পাঠ	৫৭ক পৃষ্ঠার পাঠ
২য় ছত্র 'জগতে'	'জগ'
৩য় ,, 'পরকাশ'	'পরকাস'
৪র্থ ,, 'লোচনদেব'	'লোচন প্রেম'
৫ম ,, 'রোপলি'	'রোপুলি'
৬ষ্ঠ ,, 'অছু', 'পান্নক'	'অছু', 'পস্থিক'
৭ম ,, 'গজেন্দ', 'পহুকরি'	'জগেন্দ', 'পহুক'

"জটিলা আসিএ তবে কহয়ে সভারে এবে" যদুনন্দনের এই পদটি দুবার আছে ১২১ক এবং ১৪১খ - ১৪২ক পৃষ্ঠায়।

১২১ক পৃষ্ঠার পাঠ

"জটিলা[১] আসিএ তবে[১] কহয়ে[২] সভারে এবে[৩] পুরুহিত[৪] আনহ জাইআ[৫]।
সুনিপুন[৬] কুন্দলতা [৭]হইলাও হর্ষ চিতা[৭] [৮]সেইক্ষনে চলীলা[৮] ধাইআ॥
দেখ[৯] কৃষ্ণর অপরূপ[৯] লিলা।
ধীর সান্ত কলেবর সাক্ষাত বিপ্র বেসধর কেহো নাহি লখিতে পারিলা॥
আসি কুন্দলতা দেখি কহএ বিন্দারে ভাবি মাথুর[১০] দেখিয় পগর্গ[১০] ছাত্র।
ব্রহ্মচর্য্য[১১] সদা ধর[১১] না দেখে অবলা কবে আমার[১২]সাধনে[১২] আইলা মাত্র॥

স্‌নি সেই হর্ষমতি[১৩] করএ বিবিধ[১৪] স্তুতি ভরাম্বি[১৫]তা কহএ বধুরে ॥
এই বিপ্র বিজ্ঞবর স্‌সিল[১৬] সর্ব্ব গুণধর[১৭] পৌরহিত্য[১৮] বরহ ইহারে ॥
স্‌নি রাই হর্ষ হঞা[১৯] ধিরে ধিরে কহে পিআ[২০] এই মোর মিত্র পুজিবারে।
বিশ্বসর্ম্মা[২১] নাম ক্ষাত জগত মঙ্গল গোত্র[২২] [২৩]পুরহিত্ত বরিল[২৩] তোমারে ॥
তবে সেই বিপ্রবর[২৪] কুর্শাগ্রে স্পর্সিআ[২৪] কর রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিঞা[২৫]।
নম নম[২৬] মিত্রবরে এই মন্ত্র উচ্চারে অর্ঘ দিআ[২৭] পুজা সমর্পিল[২৮] ॥
ভবে বিদ্ধা হর্ষভরে দক্ষিনা লইতে তারে পুন পুন জত্নেত সাধিলা[২৯]।
ভিহো কহে কার্য্য নাই তোমার[৩০] সভার প্রিত পাই[৩১] এই মোর দক্ষিনা হইলা[৩২] ॥
তবে সেই তুষ্ট হঞা[৩৩] রতন মুদ্রা দিঞা[৩৪] কহে নিত্য[৩৫] করাবে পুজন।
দণ্ডবৎ[৩৬] প্রনতি কৈলা রাইকে লইআ[৩৬] গেলা সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন ॥"

১৪১খ-১৪২ক পৃষ্ঠার পাঠান্তর—

১. আসিয়া এবে ২. কহএ ৩. তবে ৪. পুরোহিত ৫. জাইয়া ৬. বানি সুনি ৭. হৈলা অতি হরষিতা ৮. সেইখনে চলিলা ৯. কৃষ্ণের অপরূব ১০. দেখিয় গর্গ ১১. বেস ধরে ১২. সাধন ১৩. হর্ষমতি ১৪. প্রনতি ১৫. ত্বরান্বিতা ১৬. সুশীল ১৭. গুনাকর ১৮. পৌরহিত্ত্বে ১৯. হইয়া ২০. জাইয়া ২১. বিশ্ব শর্ম্মে ২২. গোত্র ২৩. পৈরহিত্ব করিনু ২৪. কুশাগ্রে স্পর্শিয়া ২৫. দিল ২৬. নমো নমো ২৭. দিঞা ২৮. সমাপিল ২৯. সাধিল ৩০. তোমা ৩১. চাই ৩২. হইল ৩৩. হইয়া ৩৪. দিয়া ৩৫. নিত ৩৬. প্রনিপাত হৈলা রাই এবে লইয়া

"তখন ধাওল বিরহিনি কালিন্দি রোধ" চম্পতিপতির এই পদটি দু-বার আছে ১৯১খ-১৯২ক এবং ২০৪খ পৃষ্ঠায়।

১৯১খ-১৯২ক পৃষ্ঠার পাঠ	২০৪খ পৃষ্ঠার পাঠ
১ম ছত্র 'ধাওল'	'ধায়ল'
৩য় ,, 'মত্তিলা'	'মাতল'
৫ম ,, 'শোই'	'সোই'
৬ষ্ঠ ,, 'মূরুশ্রিত', 'গেআন'	'মূরুছিত', 'গেয়ান'

"তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি" বলরাম দাসের এই পদটি দু-বার আছে (হস্তাক্ষর ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরের) ৩৫ক-খ এবং ২৪১ক পৃষ্ঠায়।

৩৫ক-খ পৃষ্ঠার পাঠ	২৪১ক পৃষ্ঠার পাঠ
১ম ছত্র 'তুমি'	'তোমি'
৩য় ,, 'রাত্তি অনিমিখ'	'রাতী অনিমিস'

৩৫ক-খ পৃষ্ঠার পাঠ		২৪১ পৃষ্ঠার পাঠ
৪র্থ ,,	'কোটি কল্পে'	'ক্রোটি কল্প'
৫ম ,,	'তভু ভিরপিত নহে দুইটি'	'তবু ভিরপীত নহে এ দুই'
৬ষ্ঠ ,,	'জাগিতে', 'সমান'	'জাগীতে', 'সোপান'
৭ম ,,	'দরপুনি কিবা'	'দরপন'
৮ম ,,	'কমলের'	'কোমলের'
৯ম ,,	'কাজ সরদ চান্দ'	'সরদের চান্দ'
১০ম ,,	''দিয়া', 'উপামা'	'দিয়ে', 'উপমা'
১১শ ,,	'ছাঁকিয়া বীজরি'	'ছানিয়ে বিজুলী'
১২শ ,,	'অমিআর সাঁথে জদি গড়াইয়ে পুতলি'	'অমিয়াএ তার শাথে জদি গাঢ়ই পুথলি
১৩শ ,,	'রসের সায়রে জদি করাইএ'	'রসের শাগরে জদি করাই'
১৪শ ,,	'তভুত', 'নিছুনি সোমান'	'তবুত', 'নিছনি শোমান'
১৬শ ,,	'হেন', 'করে'	'জেন', 'করি'
১৭শ ,,	'ভিতরে হইতে,	'ভিতর থুইতে'
১৮শ ,,	'চিত্ত'	'মনে'

"নাগরী সেষ দাসা সুনি নাগর" গোবিন্দদাসের এই পদটি দু-বার আছে ২০৮ক এবং ২৩৫ক-খ পৃষ্ঠায়।

২০৮ক পৃষ্ঠার পাঠ		২৩৫ক-খ পৃষ্ঠার পাঠ
১ম ছত্র	'সেষ দাসা', 'পানি'	'শেষ দসা', 'পানী'
২য় ,,	'করহি', 'বয়ানে', 'বাণি'	'করহি অব', 'বয়নে', 'বাণী'
৩য় ,,	'দুতির'	'দুতিক'
৪র্থ ,,	'পরবোধব'	'পরোধবি'
৫ম ,,	'আদেস', দুতী', 'পাসে'	'আদেশ', 'দুতী', 'পাশে'
৬ষ্ঠ ,,	'গদ'	'গদগদ'
৭ম ,,	'সাধে'	'শাধে'

"না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ" বিদ্যাপতির এই পদটি দু-বার আছে ১৫খ এবং ২১খ পৃষ্ঠায়।

১৫খ পৃষ্ঠার পাঠ		২১খ পৃষ্ঠার পাঠ
১ম ছত্র	'রস'	'রস'
৩য় ,,	'তুহারি'	'তোহাঁরি'

১৫খ পৃষ্ঠার পাঠ	২১খ পৃষ্ঠার পাঠ
৮ম ,, 'পাচ সরে মদন মনোরথ'	'পাঁচ স্বরে মদন মোনরথ'
১২শ ,, 'সো সু পুরুখ বর সুচারু বিলাষ'	'সুনহ কৈছে তাক বিলাস'

"পহিল সমাগম রাধাকান" গোবিন্দদাসের এই পদটি দু-বার আছে ৩৪ক-খ এবং ৫০ক-খ পৃষ্ঠায়।

৩৪ক-খ পৃষ্ঠার পাঠ	৫০ক-খ পৃষ্ঠার পাঠ
৩য় ছত্র 'দোই'	'দোহ'
৬ষ্ঠ ,, 'দুহু'	'দোহ'
৭ম ,, 'তরঙ্গিনি'	'তরঙ্গিত'

"বেস বনাই বদন পুন হেরই' গোবিন্দদাসের এই পদটি দু-বার আছে ৪৫ক এবং ১৫২খ পৃষ্ঠায়।

৪৫ক পৃষ্ঠার পাঠ

"বেস বনাই বদন পুন[১] হেরই পদযুগে পড়ু বারে[১] বার।
চর চর[২] লোচনে হেরি রহল ধনী[২] নিজতনু নহো[৩] আপনার ॥
বিনদি'ন[৪] কোরে আগরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম জাওব দিনকর কয়ল[৫] পয়ান ॥
কানুক চিত স্থির[৬] করি সুন্দরী কুঞ্জ সে গমনহু কৈল[৬]।
বসনহি[৭] ঝাপী বারী মনিমঞ্জির[৭] নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥
রতন[৮] সেজ পরি বৈঠলি সুন্দরী[৮] সখিগণ ফুকরই তায়[৯]।
রজনি পোহায়ল[১০] গুরুজন জাগল গোবিন্দদাস বলি জায়[১১] ॥

১৫২ক পৃষ্ঠার পাঠান্তর

১. হেরইতে পদে পরু বারহি   ২. লোর চরকি পুন লোচনে   ৩. নহ   ৪. সুন্দরী   ৫. করত   ৬. করু সুন্দরী কুঞ্জক বাহির ভেল   ৭. ঝাপি অঙ্গ মনি মন্দির   ৮. পালঙ্ক পর বৈঠলি সুন্দরি   ৯. চাই   ১০. পোহাওল   ১১. জাই

"মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী" নরোত্তম দাসের এই পদটি দু-বার আছে ৫১খ এবং ১০৯খ পৃষ্ঠায়।

৫১খ পৃষ্ঠার পাঠ	১০৯খ পৃষ্ঠার পাঠ
১ম ছত্র 'মিললি নিকুঞ্জে রাই কেমলিনী'	'মিলল রাই নিকুঞ্জে রাই কমলিনি'
২য় ,, 'পরসক'	'পরেষ'
৩য় ,, 'দুহু তনহি ভোর'	'মুখ দু পহু প্রেমে ভোর'

৫১খ পৃষ্ঠার পাঠ	১০৯খ পৃষ্ঠার পাঠ
৪র্থ ,, 'ঝোরএ'	'ঝুরএ'
৬ষ্ঠ ,, 'উথলিল দোহু'	'উছলিল দোহ'
৮ম ,, 'হেরই নরত্তম'	'হেরয়ে নরোত্তম'

"রামানন্দ স্বরূপের সনে" নরহরির এই পদটি দু-বার আছে ৫৮খ এবং ১০৭ পৃষ্ঠায়।

৫৮খ পৃষ্ঠার পাঠ	১০৭ক পৃষ্ঠার পাঠ
৫ম ছত্র 'পুন', 'পাশে'	'পুনু', 'পাসে'
৭ম ,, 'পসিয়া'	'পসিআ'

"সুরধুনি তিরে আজু গৌরাঙ্গ কিসর" রামানন্দ দাসের এই পদটি দুবার আছে ১৬৮খ এবং ১৬৯খ পৃষ্ঠায়।

১৬৮খ পৃষ্ঠার পাঠ	১৬৯খ পৃষ্ঠার পাঠ
১ম ছত্র 'গৌরাঙ্গ কিসর"	'গৌর কিসোর'
২য় ,, 'ঝুলন রঙ্গে'	'ঝলন রঙ্গ'
৩য় ,, 'সোভে রচিয়ে হিণ্ডোলা'	'সভে রচই হিণ্ডোর'
৪র্থ ,, 'বিভোলা'	'বিভোল'
৫ম ,, 'ঝলএ'	'ঝুলএ'
৬ষ্ঠ ,, 'উপজয়'	'উপজএ'
৭ম ,, 'মকুন্দ' 'হরিদাস'	'মুকুন্দ' 'হরিদাসে'
৮ম ,, 'রবস'	'রভস'
৯ম ,, 'নদিআ নগরে নিতি', 'বেহার'	'নদিয়া নগরে কত', 'বিলাস'
১০ম ,, 'সেই'	'সোই'

"সেই সে পরাণনাথ পেলাম দুখ দুরে গেল" অজ্ঞাত কবির এই পদটি দু-বার আছে ১৯২খ-১৯৩ক এবং ২০১খ পৃষ্ঠায়।

১৯২খ-১৯৩ক পৃষ্ঠার পাঠ	২০১ পৃষ্ঠার পাঠ
১ম ছত্র 'পেলাম'	'পেলাম গো'
২য় ,, 'গানে', 'স্বরে'	'গনে', 'সরে'
৩য় ,, 'কোকিলা'	'কোকিলা'
৪র্থ ,, 'রাধাবল্লভ'	'রাধারম্ভর'
৫ম ,, 'অেনে'	'য়েনে'

পরিশিষ্ট – গ

অপ্রকাশিত পদ ও পদকর্তা

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
১।	অকপটে তরুমূলে বৈসে গোরারায়	মোহনদাস
২।	অখিল ভুবনক নাথ নাচত	বসুরামানন্দ
৩।	অঙ্গুলি লোলত অজ কুটিল	সেখর
৪।	অঙ্গে বসনহীন জতহু গোপীগণ	প্রেমদাস
৫।	অতি আনন্দ ভৈ দুহুজন গেল	অজ্ঞাত
৬।	অনাদর পেএ গোরা অভিমানে চলে	বৈষ্ণবদাস
৭।	অন্তরে জানল ধনি মিছা করি মান	গোবিন্দদাস
৮।	অন্তরে জানেন দেখি সকল বারতা	জদু
৯।	অপরূপ গদাধর গৌরাঙ্গ বিলাস	অজ্ঞাত
১০।	অব জেঠ মাহা ইহ আই	অজ্ঞাত
১১।	অব পৌষ ভেল পরবেশ	অজ্ঞাত
১২।	অব ভেল ফাল্গুন মাস	অজ্ঞাত
১৩।	অব ভেল ভাদর মাস	অজ্ঞাত
১৪।	অব ভেল শাঙন মাস	অজ্ঞাত
১৫।	অব মাস ভেল আষাঢ়	অজ্ঞাত
১৬।	অব মাস ভেল বৈশাখ	অজ্ঞাত
১৭।	অভিসার মেলি গৌরাঙ্গ চরিত কিছু	বিশ্বম্ভর
১৮।	অলসে অবশ অঙ্গ রাধা কান	কৃষ্ণদাস
১৯।	অহে পিতবাস এই অভিলাষ	অজ্ঞাত
২০।	আজু কহত ভাবে শচীর কোঙর	রাধামোহন
২১।	আজু ভেল গ্রেহ গমন তেজি রাই	রায়
২২।	আপন করি তোহে ইহ জৈছে জানত	রাধামোহন
২৩।	আশ্বাস বচনে ধনি হরসিত মন	অজ্ঞাত
২৪।	আসি তুতি রাই নিয়ড়ে	অজ্ঞাত

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
২৫।	আহা গোরা পুনু মুরছাই	বাসুঘোষ
২৬।	আক্ষেপ তেজিএ ধনি করহ সাজনি	বলরাম
২৭।	ইহ আওয়ে চৈত্রক মাহ	অজ্ঞাত
২৮।	ইহ জৈঠ পৈঠল আগী	অজ্ঞাত
২৯।	ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়	বিন্দু
৩০।	ইহ মাধব পরবেশ	অজ্ঞাত
৩১।	ইহ মাহ ফাল্গুন ভেল	অজ্ঞাত
৩২।	ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ	অজ্ঞাত
৩৩।	উঠিয়া সে বিনোদিনী না হেরিএ রজনী	গোবিন্দদাস
৩৪।	উঠিয়া বিধুমুখী রজনী প্রভাত দেখি	নরহরি
৩৫।	উদ্বেগ দেখিএ ধনির সহচরিগণ	লোচন
৩৬।	এ দুখ কহবহি কাহ	অজ্ঞাত
৩৭।	একাসনে বৈঠল চৈতন্যরায়	অজ্ঞাত
৩৮।	এত দুখ সহে কেন ছাড়িয়া	অজ্ঞাত
৩৯।	এত সুনি পুর্ন্নমাসি বিচারিল মনে	স্বরূপ
৪০।	এসো বন্ধু আর বার খেলিব ফাগুয়া	অজ্ঞাত
৪১।	ওয়ী ধনি ধরনি ডারিয়ে তনু করত বিসাদ	বিদ্যাপতি
৪২।	ওহে রসরাজ সাধ নিজ কাজ	বৈষ্ণবদাস
৪৩।	কতহু ছলা করি কহতহি সুন্দরী	গোবিন্দদাস
৪৪।	কমলে ভ্রমর রহু মাতি	গোবিন্দদাস
৪৫।	কানু অনুরাগে চলত বিভোর	নরোত্তম
৪৬।	কানু সে বড়ই চতুর	রায়
৪৭।	কাহে বিয়োগী ধনি রাই	ঘনশ্যামরু দাস
৪৮।	কি আজু হইল বন্ধু পোহাইল শর্বরী	শ্যামানন্দ
৪৯।	কি এ বিধি ভোহে বিমুখ	রায়

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
৫০।	কি শোভা হইয়াছে আজু সুরধুনিতীরে	নরোত্তম
৫১।	কি শোভা হঞাছে আজু নিকুঞ্জেতে	বৈষ্ণবদাস
৫২।	কি হলো কি হলো বলি তুরিতে আওল ধনি	নরোত্তম
৫৩।	কি হেরিলাম বলে গোরা বেলি অবসানে	বাসু ঘোষ
৫৪।	কীর্তন পরিশ্রমে প্রিয় গদাধর	বাসু ঘোষ
৫৫।	কীর্তন বিলাসে নাচে গৌর বিশ্বম্ভর	বাসু ঘোষ
৫৬।	কীর্তন ছাড়িএ গদাধর গৌরহরি	গৌরদাস
৫৭।	কীর্তন বিলাসে গোরা সব সহচরে	রায়
৫৮।	কীর্তন বিলাসে ভাবের আবেশে	নরোত্তম
৫৯।	কীর্তন সমাধি ভেল ভঙ্গ	নয়নানন্দ
৬০।	কীর্তন বিলসই গোরা গদাধর মুখ চেঞা	নয়নানন্দ
৬১।	কীর্তন বিলাসে সাজো গোরা দ্বিজমুনি	মোহনদাস
৬২।	কুঞ্জে প্রবেশিয়া রাই চারু পানে চায়	গোবিন্দদাস
৬৩।	কুঞ্জে প্রবেশিয়া ধনি করে উতরোল	অজ্ঞাত
৬৪।	কুঞ্জরবর গতি মন্থর	শশীশেখর
৬৫।	কুঞ্চিত নিকসই মানিনি রাই	চন্দ্রশেখর
৬৬।	কুন্দ সঙ্গে আইল রাই নন্দের ভবন	জাদবিন্দু
৬৭।	কুসুমচয় ঘর দ্বার নটত কত ভ্রমর	উদ্ধব
৬৮।	কুসুম হিন্দোর মঞ্চহি দোলন	রায়
৬৯।	কৃষ্ণ অনুরাগে হিয়া থির নাহি ধরে	নরোত্তম
৭০।	কৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি গোরার জাগএ অন্তরে	অজ্ঞাত
৭১।	কেন বা বিষাদ এত কর বিনোদিনি	নরহরি
৭২।	কেলিবিলাস শোহে করি সমাধান	জগন্নাথদাস
৭৩।	কৈছে ঘুমায়ত যুগলকিশোর	গোবিন্দদাস
৭৪।	কোথা পহু গুণনিধি কর অব বাস	প্রেমদাস
৭৫।	গদাধর কহে প্রিয় ভকতহি গণে	বাসুঘোষ
৭৬।	গদাধর গৌরাঙ্গ কুতুহলি	নরহরি
৭৭।	গোঠে মিলল নাগররায়	বিদ্যাপতি

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
৭৮।	গোবিন্দানন্দিনী রাই বিচারিএ মনে	লোচন
৭৯।	গোরামুখ বিমল কমল হেম জিনি	বৈষ্ণবদাস
৮০।	গৌর গদাধর মেলি সুরধুনিতীরে	নরোত্তম
৮১।	গৌর ভকতগণ পুছই তরুকুল	কৃষ্ণদাসানুদাস
৮২।	গৌর সুধাকর বৈঠল নিরজন	রায়
৮৩।	চমকি কহত সুকসারিক জোর	গোবিন্দদাস
৮৪।	চল চল চল সখি জাইব বিপিনে	রায়
৮৫।	চল চল চল সখি শ্যাম দরশনে	অজ্ঞাত
৮৬।	চলিল ব্রজমোহিনী কুঞ্জরবর গামিনি	লোচন
৮৭।	চান্দ্রাবলী রতি ছরমে ঘুমায়ল	অজ্ঞাত
৮৮।	চিত পুথলি সম সহচরি থারি	কান্তদাস
৮৯।	চৈতন্য করুণার সিন্ধু পুউরব আবেশে	গোরদাস
৯০।	ছাড়হে চাতুরি সুন লো সুন্দরি	লোচন
৯১।	জত পারিষদ বেথিত সকল	কবিকৃষ্ণদাস
৯২।	জবে দেখি পৌষহি মাস	অজ্ঞাত
৯৩।	জল মাহা উঠল দোহজন তীর	মোহনদাস
৯৪।	জিনি কনকাচল কান্তি উজিআর	নরোত্তম
৯৫।	জৈছে উপায় জীবই সুকুমারী	অজ্ঞাত
৯৬।	তখন ললিতা কহেন সুকুমারী	রায়
৯৭।	তখন সুচিত্রে বিসখা ভ্রুকতি করিঞা	গোবিন্দদাস
৯৮।	তপঋতু তপন তাপিত তপময়	রায়
৯৯।	তপাদিনে হেরে গোরা প্রভাত সময়	নরোত্তম
১০০।	তব তুহি রাজদ্বার মাহা	গোবিন্দদাস
১০১।	তবহু ঝুলায়ত মরতহি মানে	নরোত্তম
১০২।	তবে পাসক্রীড়া ইহা হইল দোহার	অজ্ঞাত

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
১০৩।	তবে নীলোৎপল মুখমণ্ডল বিরস কাহে ভেল	শেখর
১০৪।	তাগর তা তা দধি দম্বা উয়ারে	মাধব
১০৫।	তামাল ধরিএ ধনি মাগএ বিদায়	নরোত্তম
১০৬।	তিল আধ প্রকট অপ্রকট পুন হেরই	গোবিন্দদাস
১০৭।	তেজিলাম গৃহের সুখ শুনহে মুরারি	গোবিন্দদাস
১০৮।	দারুণ বিরহ জীও ভেল অন্তর	অজ্ঞাত
১০৯।	দারুণ বিরহানলে বিরহিনি কাতর	রায়
১১০।	দিন মাস গণি গণি বরিখ সে গেল	বাসুঘোষ
১১১।	দুই বাহু উভ করি দেখাল্যা কনয়াগিরি	যদুনন্দন
১১২।	দুর্জ্জয়মানে প্রবল বর সুন্দরি	বৈষ্ণবদাস
১১৩।	দুহু দোহা দরশনে বাঢ়ল আনন্দ	গোবিন্দদাস
১১৪।	দূর কর গো সখি সো পরসঙ্গ	গোবিন্দদাস
১১৫।	দৃমিকি দৃমিকি মাদল বাজত	কবি সিখর
১১৬।	দেখ শিশির নিশি বহি গেল	অজ্ঞাত
১১৭।	দোহ অতি বিদগধ অপরূপ নেহা	জ্ঞানদাস
১১৮।	দোহু লুবুধ বড় মনসিজ জাগি	বৈষ্ণবদাস
১১৯।	দোঁহ তিরপ্রিত ভেল দোহ নিবেদনে	নরোত্তম
১২০।	দোহে নিবেদনে সুখী দোহু মনমান	বৈষ্ণবদাস
১২১।	ধনি ধনি কর অবধান	গোবিন্দদাস
১২২।	ধনি মরমে পাইয়ে দুখ	বিদ্যাপতি
১২৩।	ধিকস্তু মাম ধিকস্তু মাম ধিকস্তু মাম সখি	অজ্ঞাত
১২৪।	নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর	অজ্ঞাত
১২৫।	নব নব পল্লব তরুকুল মঞ্জুল	রায়
১২৬।	নবদ্বীপবাসী এক নীলাচলে পোছে	নবদ্বীপদাস
১২৭।	নাগর চান্দা ভালো নাচিছে আপন রঙ্গে	অজ্ঞাত
১২৮।	নাচত অঙ্গ বন্ধ করি রাই	মাধব
১২৯।	নিজ গৃহ গমনে চলু গোরা গদাধর	রায়

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
১৩০।	নিধুবনে কি আনন্দ ভেল	বলরাম
১৩১।	নিতাই মাতালিয়ে রে কি মদ খয়ায়ে	অজ্ঞাত
১৩২।	নিবার গোপীকা রাই নিবার গোপীরে	বংশী
১৩৩।	নিদ্রাবেশে দেখে গোরা জাগর সমান	বৈষ্ণবদাস
১৩৪।	নিরমল যমুনার বারি যে বহনি	প্রেমদাস
১৩৫।	নিরমল শরদ পূর্ণিমা শশধর	প্রেমদাস
১৩৬।	নিরদয় হে আর কি ব্রজে যাবে না	অজ্ঞাত
১৩৭।	নীলাব্দি গমন যব করে গোরারায়	অজ্ঞাত
১৩৮।	নূপুমূলে রহু বংশীধারী	মোহনদাস
১৩৯।	পরম সাদরে ধনি নন্দের নন্দনে	জ্ঞানবিন্দু
১৪০।	পরম সাদরে হরি	লোচন
১৪১।	পারিষদগণ ছাড়ি গোর সুনটবর	কৃষ্ণদাস
১৪২।	পুন নাচ গদাধর করিয়া নিয়ম	রায়
১৪৩।	পুনরঙ্গে হোরি খেলত শ্যাম গোরি	শিবরাম
১৪৪।	পুনর্মাসির কথা তখন সুনি যশোমতী	অজ্ঞাত
১৪৫।	পূরুব আবেশে গোরা সুরধনিতীরে	কৃষ্ণদাস
১৪৬।	পুরব প্রেমের ভরে গোরাঙ্গসুন্দর	বাসুঘোষ
১৪৭।	পুরব আবেশে মগন দোহে ভোর	রায়
১৪৮।	পুরুব স্মরি গোরা মুরুলি বাজায়	রায়
১৪৯।	পুরুব স্মরিএ গোরারায়	নরহরি
১৫০।	পুরুবের রাস গোরা করিএ স্মরণ	রায়
১৫১।	পুরুবের ফুলদোল মনেতে পড়িএ	রায়কৃষ্ণ
১৫২।	পুরবহি রাসে মগন গোরা নটবর	বৈষ্ণবদাস
১৫৩।	পুলক পুরিত প্রেমে গোরা নটরায়	নরোত্তম
১৫৪।	পেখনু গৌরচন্দ্র অনুপাম	ঘনশ্যামদাস
১৫৫।	প্রবেশ করিল রাই সখীগণ সনে	অজ্ঞাত
১৫৬।	প্রভাতে উঠিয়া গোরা বিনোদিয়া	গৌরদাস
১৫৭।	প্রাণবল্লভ গৌরসুন্দর আমার	অজ্ঞাত

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
১৫৮।	প্রিয় গদাধর মিলি নাচে বিশ্বম্ভর	রায়
১৫৯।	প্রিয়া যত করল সোহাগ	রাধামোহন
১৬০।	ফাগু খেলে নানা রঙ্গে রাধা দামোদর	বংশী
১৬১।	ফাগুআ সময় গোরা মনেতে পড়িএ	কৃষ্ণদাস
১৬২।	ফাগুসরে হারি শ্যাম পালাইলা দূরে	বংশী
১৬৩।	ফাগুরণ রঙ্গ গোরার পরে গেল মনে	নরোত্তম
১৬৪।	বন্ধুর প্রসঙ্গে অঙ্গ হইল অথির	অজ্ঞাত
১৬৫।	বন্ধু মুখ হেরইতে নাহি রহে মান	রায়
১৬৬।	বরজ তেজিয়া দূতি মাথুর জায়	গোবিন্দদাস
১৬৭।	বসি গোরা নটবর জাহ্নবির কূলে	বাসুঘোষ
১৬৮।	বসিলা সুন্দরী পীঢ়ার উপরি	অজ্ঞাত
১৬৯।	বাজে বাজে বলয়া	রাধামোহন
১৭০।	বাজে ঝিন্ন্ারে ঝিন্ন্ারে ঝিন্ন্ারে	কৃষ্ণদাস
১৭১।	বাল্যলীলা গোরাচান্দের না যায় বর্ন্ন	রায়
১৭২।	বাহু কর সুভঙ্গি করি নাচে গদাধর	রায়
১৭৩।	বিনদিনি কৈছনে তেজলি গ্রহ	নরোত্তম
১৭৪।	বিনদিনি বোল বিনোদ শোনল	জগদানন্দ
১৭৫।	বিনদিনি কান্দে শ্যাম বলিয়া	বলরাম
১৭৬।	বিপরীত ভাব গোরার কহনে না যায়	নরোত্তম
১৭৭।	বিরল সঞে জব বসন উতারলু	বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস
১৭৮।	বিরহ বেদনা সুনি দূতি মুখে	গোবিন্দদাস
১৭৯।	বিরহে ব্যাকুল রাই শ্বাসহীন	রায়
১৮০।	বিলসই রাধাশ্যাম নিকুঞ্জহি মাঝ	বলরাম
১৮১।	বুঝিএ গৌরাঙ্গের ভাব সহচরে	বাসু ঘোষ
১৮২।	বৃন্দে করে ধরি রোদতি শ্যাম	রসিক
১৮৩।	বৃন্দাবন হেরি গোরা পুরব স্মঙরে	বাসু ঘোষ
১৮৪।	বেগে ঝুলা আনি রতন হিণ্ডোলা	কৃষ্ণদাস

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
১৮৫।	বেস বনাইএ নাগরি নাগর	কৃষ্ণদাস
১৮৬।	ব্রজভাব ভাবি গোরা প্রেমাবিষ্ট হইল	বৈষ্ণবদাস
১৮৭।	ভক্তবিন্দ মেলি ভ্রমে সুরধুনি তীরে	রায়
১৮৮।	ভক্তবিন্দ সঙ্গে রঙ্গে গোরা পহু চলে	অজ্ঞাত
১৮৯।	ভাল নাচিছে গোরা হরি গুণগানে	বাসনা
১৯০।	মঙ্গল ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই	তরুনিরমণ
১৯১।	মঝু প্রাণ করে আনচান	অজ্ঞাত
১৯২।	মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর	অজ্ঞাত
১৯৩।	মদনমোহন নাগর ক্ষোই	রায়
১৯৪।	মদন সোহাগল শ্রমজলবিন্দু	বিদ্যাপতি
১৯৫।	মদন মরজালে এ তনু জর জর	বিদ্যাপতি
১৯৬।	মধুপুর নাগরি হাম কহত ফেরি	অজ্ঞাত
১৯৭।	মধুর মৃদঙ্গ বাজে অমিয়া রসাল	কৃষ্ণদাস
১৯৮।	মদনমঞ্জরি সখি হইল আগুয়ান	বংশী
১৯৯।	মনে বিচারিএ ধনি শ্যাম অঙ্গ চায়	জগন্নাথ দাস
২০০।	মনেতে সঙ্কোচ ভাবি ধনি	বসু রামানন্দ
২০১।	মনের দুখ সই মনেতে রহিল	বিদ্যাপতি
২০২।	মাতল কীর্তন রসে গৌর গদাধর	নয়নানন্দ
২০৩।	মাতল কীর্তন রসে গোরা গদাধর	নরহরি
২০৪।	মান ভরে গোরাচান্দ জর জর গাত	রায়
২০৫।	মুরুছিত শ্যাম না নিকসোই বোল	গোবিন্দদাস
২০৬।	মো জদি জানিতাম প্রিয়া	গোবিন্দদাসীয়া
২০৭।	মোড়িয়া অঙ্গ পহিরল বাস	ঐ
২০৮।	যত সহচরি লয়া পিচকারি	কৃষ্ণদাস
২০৯।	যদি কানু রহল মধুপুর	গোবিন্দদাস
২১০।	যবহু জানলু রসিকরায়	রায়

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
২১১।	যশোদাসুন্দরি না জানে চাতুরি	সেখর
২১২।	রজনী বিলাস দুহু আলসে ভোর	রায় বসন্ত
২১৩।	রজনিক শেষে ঝঙ্করু মধুকর	রায়
২১৪।	রভসে জরিত কুঞ্জ পরিএ রহিল	গোবিন্দদাস
২১৫।	রতিরস সমাধিয়া কিশোর কিশোরী	বৈষ্ণবদাস
২১৬।	রাই করল জব গাঢ়ভীমান	ভূপতি
২১৭।	রাই প্রেমে আবৃত ভাবে বিভাবিত	নরোত্তম
২১৮।	রাই প্রেমোদিত গোরার অন্তর মাঝারে	মোহনদাস
২১৯।	রাই বিরহ শুনি নাগর কান	গোবিন্দদাস
২২০।	রাই বিরহ হরি দুতি মুখে শুনি	গোবিন্দদাস
২২১।	রাই ভাবাবেশে গোরা জাহ্নবির জলে	রায়
২২২।	রাইক চেতন করিতে মধুমঙ্গল	রায়
২২৩।	রাইক বচনে শ্রবণে অবধারই	রায়
২২৪।	রাইক বচন শুনি নাগররাজ	রায়
২২৫।	রাইক বচন সুনিএ সহচরি	বৈষ্ণবদাস
২২৬।	রাখিতে ধনির মন নাগর চতুর	অজ্ঞাত
২২৭।	রাধা প্রেমোদয়ে গোরার স্থির নাহি হয়	বৈষ্ণবদাস
২২৮।	রাধাবল্লভ বিলসই কুঞ্জকি মাঝ	গোবিন্দদাস
২২৯।	রাধার লিখন হরি পড়িয়া সাদরে	অজ্ঞাত
২৩০।	রাধে বলে চল যাব শ্রীবৃন্দাবন	অজ্ঞাত
২৩১।	রোসে পৃক কহে সারি শুক দোহাকারে	অজ্ঞাত
২৩২।	লএ ভক্তগণে গদাধর সনে	বৈষ্ণবদাস
২৩৩।	ললিতা গো গারুয়া ভরি আন জল	বংশী
২৩৪।	লিখি নানা ছন্দে	অজ্ঞাত
২৩৫।	লিখিএ করজপাতী দিল	বৈষ্ণবদাস
২৩৬।	শরদ হিমকর সুরধুনি তীর	রায়

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদকর্তা
২৩৭।	শিশির দুরন্ত অন্ত অবহু সখি	রায়
২৩৮।	শীতহি ভীত গোরা নটরায়	অজ্ঞাত
২৩৯।	শুন শুন সুন্দরী বচন আমার	বৈষ্ণবদাস
২৪০।	শুনিয়া ধনির বাণী নাগর সুজান	বসু রামানন্দ
২৪১।	শ্যাম বলি তামালেরে সমাদরে রাই	রায়
২৪২।	শ্যাম সুধারসে ভোলল	গোবিন্দদাস
২৪৩।	শ্যামহি কোরে সুতিএ সুন্দরী	মোহন
২৪৪।	শ্রমজলে বিথারল দোহ বয়ান	কৃষ্ণদাস
২৪৫।	ষড়রিতু বৃন্দাবনে বসন্ত প্রকাশ	অজ্ঞাত
২৪৬।	সখি সঙ্গে কহে ধনি রসের প্রসঙ্গ	অজ্ঞাত
২৪৭।	সখি রে যেদিন মাধব করল পয়ান	অজ্ঞাত
২৪৮।	সখির বচন সুনি কহে বিনোদিনী	অজ্ঞাত
২৪৯।	সখিগণ হেরি কাতর ভেল সুকুমারী	গোবিন্দদাস
২৫০।	সখিমুখে শোনল বাত	গোবিন্দদাস
২৫১।	সখি হে শিরিষ ঋতু পরবেশ	রায়
২৫২।	সখি হে প্রিয় রহল পরবাস	রায়
২৫৩।	সবল শরদ ঋতু সয়ন্ত না ভেল	রায়
২৫৪।	সবহু সখীগণ নিকটহি হেরল	রায়
২৫৫।	সদাশিব ঘরে গোরা পোহাইল রজনী	রসিক
২৫৬।	সরস বসন্তে বহে মলয় পবন	নরোত্তম
২৫৭।	সন অহে হরি বেস করহ মোর	যদুনন্দন
২৫৮।	সহচরি মেলি গোরা সুরধুনিতীরে	রায়
২৫৯।	সাধনভর্ত্তকারসে গোরা দ্বিজমুনি	গৌরদাস
২৬০।	সারি শুক পিক দেখি নিসি অবসান	বৃন্দাবন দাস
২৬১।	সুনত যোতি নিবেদন পুঞ্জে	লোচন
২৬২।	সুরজ আরাধি চললি সুধামুখি	রাধামোহন
২৬৩।	সুন্দরী এই বেলা যাট কর বেস	যদুনাথ দাস
২৬৪।	সুনহ লম্পট কঠিন কপট	অজ্ঞাত

পরিশিষ্ট—ঘ

॥ পদমেরুর ভণিতাহীন অন্যত্র ভণিতাযুক্ত পদ ॥

ক্রমিক সংখ্যা	পদ				
১।	অন্তরে আওয়ে আশাঢ়	(অজ্ঞাত)	গোবিন্দদাস	বৈষ্ণব পদাবলী	২মু
২।	আয়ল আসিন বিকসিত সরদীন	,,	,,	,,	,,
৩।	আওল কার্ত্তিক সব জন নত্তিক	,,	,,	,,	,,
৪।	আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ	,,	,,	,,	,,
৫।	আওল ভাদর কো করু আদর	,,	,,	,,	,,
৬।	আয়ল আঘন মাহ বা নীয়ল	,,	,,	,,	,,
৭।	কি রিতি কর অব হামে	,,	,,	,,	,,
৮।	কোই করহি জনি রোখে	,,	,,	,,	,,
৯।	গগনে গরজে ঘন নিসি আন্ধিআরী	,,	বিদ্যাপতি	পদকল্পতরু	১৭৩২নং
১০।	গণি গণি মাহ জৈঠ অব পৈঠল	,,	ভুবনদাস	বৈ. পদাবলী	হ মু
১১।	গরবিনী গো হাম গরবিনী গো	,,	নীলাম্বর	,,	,,
১২।	ঘন ঘন মেঘ গরজে দিনে জামিনী	,,	ভুবনদাস	,,	,,
১৩।	দেখ দেখ নব অভিসারিনী রাই	,,	রাধামোহন	পদকল্পতরু	২৭২ নং
১৪।	দেখিএ নাগর সিরমণি	,,	মোহন	,,	১৫৪ নং
১৫।	দোসর কালগুণ গুণগণে নিমগন	,,	ভুবনদাস	বৈ. পদাবলী	হ মু
১৬।	নিন্দু আপন পরভাস	,,	গোবিন্দদাস	,,	,,
১৭।	পহিলহি মাঘ গোরবর নাগর	,,	ভুবনদাস	,,	,,
					(পদকল্পতরু)
১৮।	পাপি শাঙন মাস	,,	গোবিন্দদাস	,,	হ মু
১৯।	পুন পুন গরজন বজর নিপাতন	,,	ভুবনদাস	,,	,,
২০।	বঞ্চিত রহ নিশিবাস	,,	গোবিন্দদাস	,,	,,
২১।	বাজে দৃগ দৃগ থৈয়া থৈয়া হোরি রঙ্গে	,,	গোবর্দ্ধন	পদকল্পতরু	১৪৪৩ নং
২২।	ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু কৃষ্ণতাহে পূর্ণ ইন্দু	,,	কৃষ্ণদাস কবিরাজ		
২৩	মধুময় সময় মাস মধু আওল	,,	ভুবনদাস	বৈ পদাবলী	হ মু
২৪।	মধুর বৃন্দাবনে নাচত কিসোরি কিসোর	,,	মাধবদাস	পদকল্পতরু	২৭১৯ নং

ক্রমিক সংখ্যা	পদ				
২৫।	মোহই মাধবি মাস	,,	গোবিন্দদাস	বৈ. পদাবলী	হ মু
২৬।	রতন মন্দিরে দুহু˚ নাগর নাগরি	,,	,,	পদকল্পতরু	২৬৩৯ নং
২৭।	রমুনিমোহন বিলসিতে মন	,,	দ্বিজ চণ্ডীদাস	,,	১২৯২ নং
২৮।	রাতি দিবস বহু ধন্ধ	,,	গোবিন্দদাস	বৈ. পদাবলী	হ মু
২৯।	রাধারানী স্যাম রসরাজ	,,	উদ্ধব	,,	,,
৩০।	সখি মুখে সুনইতে সুনঅনি দুখ	,,	যদুনন্দন	পদকল্পতরু	৩৩৮ নং
৩১।	সুরত সমাপি সুতল বরনাগর	,,	বিদ্যাপতি	,,	১৫২৩/২৭৪৪নং

পরিশিষ্ট—ঙ

প্রত্যেক কবির ভণিতায় প্রাপ্ত অপরিচিত-পূর্ব পদ-সংখ্যা

পদকর্তা	মোট পদসংখ্যা	অপ্রকাশিত পদসংখ্যা
অনন্তদাস	১৭	
অভিরাম দ্বিজ	১	
অজ্ঞাত	১৪৩	৫৯
উদ্ধবদাস	৫০	১
কবিবল্লভ	২	
কবিরঞ্জন	২	
কবিশেখর, নব কবিশেখর	১৬	
কানুদাস, কানুরাম দাস	৫	
কান্তদাস	১	১
কুঞ্জদাস	২	
কৃষ্ণকান্ত	১	
কৃষ্টদাস, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাসানুদাস, দুখীকৃষ্ণদাস	২১	১৩
কেশব ভারতী	১	
গোপালদাস	২	
গোপীকান্তদাস	১	
গোবর্দ্ধনদাস	২	
গোবিন্দদাস	২১৯	২৬
গোবিন্দদাসিয়া	৩	১
গৌরদাস	৬	৪
গৌরসুন্দর দাস	১	

পদকর্তা	মোট পদসংখ্যা	অপ্রকাশিত পদসংখ্যা
ঘনশ্যাম, ঘনশ্যামরদাস	১৮	২
চণ্ডীদাস	৮২	
চণ্ডীদাস দ্বিজ	৭	
চণ্ডীদাস বড়ু	৩	
চন্দ্রশেখর	৭	১
চম্পতি, চম্পতিপতি	৯	
চৈতন্যদাস	৪	
জগদানন্দ	৩	১
জগন্নাথদাস	৩	
জয়দেব	৪	
জ্ঞানদাস	৫১	১
তরুণীরমণ	১	১
দলপতি	১	
দুখিনী	১	
দুর্লভ	১	
দেবকীনন্দন	১	
ধরণী	২	
নন্দদ্বিজ	১	
নন্দনদাস	১	
নবদ্বীপদাস	১	১

পদকর্তা	মোট পদসংখ্যা	অপ্রকাশিত পদসংখ্যা
নয়নানন্দ	৭	৩
নরকান্ত	১	
নরহরি,		
নরহরিদাস,		
নরহরিনাথ	২৮	৫
নরোত্তম দাস	৪৫	১৮
পরমানন্দ	৩	
পরমেশ্বর	১	
পরসাদ	১	
পুরুষোত্তম	১০	
প্রেমদাস	৮	৪
বংশী, বংশীদাস,		
বংশীবদন	৮	৫
বলদেবদাস	১	
বলরামদাস	২৯	৪
বল্লভদাস	৪	
বল্লভ রাজকিশোর	১	
বসু রামানন্দ	৫	৩
বাসনা	১	১
বাসুঘোষ,		
বাসুদেব	৪৬	১৪
বিদ্যাপতি	৮৩	৬
বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস		১
বিন্দু	২	১
বিশ্বম্ভর	১	১
বৃন্দাবনদাস	৫	১
বৈষ্ণবদাস	২৫	১৭
ব্রহ্মানন্দ	২	
ভূপতি,		
ভূপতিনাথ	৫	১

পদকর্তা	মোট পদসংখ্যা	অপ্রকাশিত পদসংখ্যা
মাধব	১৩	২
মাধব ঘোষ	১	
মাধব দাস	১	
মাধবী দাস	১	
মুরারী গুপ্ত	২	
মোহনদাস	১৪	৬
যদু	৪	
যদুনন্দন,		
যদুনন্দন দাস	৩৪	৩
যদুনাথ দাস	৬	৩
যাদবেন্দ্র	২	২
রসময় দাস	২	
রসিকদাস	২	২
রাধাবল্লভ	২	
রাধামোহন	৯২	৬
রামানন্দ	৩	
রামানন্দ দাস	২	
রামানন্দ রায়	১	
রায়, রাই	৪৬	৪১
রায়কৃষ্ণ	১	১
লোচন	১০	৬
রায় বসন্ত	৩৪	১
শশীশেখর	১	১
শিবরাম দাস	১৪	১
শেখর, শীখর	৩৫	৪
কবি শেখর	১	১
শ্যামানন্দ	৩	১
স্বরূপ	২	২

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

অছু ১২৩/১৩/, ১৪০/২৪ ঐরূপ

অজল ৪১/১ নিরলম্বন ভাব

অজনু ৫৪/২১ জন্মহীন, অজ

অজব হাটক ২৪৫/৪ আজব স্বর্ণ

অনঙ্গ পত্রিকা ৪/১৯ প্রণয় পত্রিকা

অনরথ ৭৩/১৫ অনর্থ

অনুবন্ধ ৭৫/৯ অনুরোধ, নির্বন্ধ

অপছরি ১৪০/১২ অপ্সরা

অবঘাত ৫০/১৭ আঘাত, হনন

অবিদূরে ১২৫/৭ নিকটে

অমৃগারি ৪৬৪/৯<অঘহারি, পাপঘ্ন

অরু, -রু ৩৯, ১০৬, ২২৪, ৪০০, ৪১০ রাগের নাম, এবং

অলকাতিলকা ২৭/১৭ চন্দনের চিত্র

অলসাই ২৬৬/১৩ আলস্য, তন্দ্রাজড়িমা

আই ১৯৬/৬ বৃদ্ধা, কর্ত্তামা

আখন ১২৩/১৩ এখন

আটব ৩০৫/২ ভাব, লক্ষণ

আনন্দস্কন্দ ৪৩৪/৬ আনন্দস্পন্দন

আরিজা ৭৯/১১ আর্য্যা, পূজনীয়া

আয়াটে ৩২২/৫ আয়নাতে

আশেলি ১১২/২০ আসিলি

ইঙ্গিতাহি ২৯৬/১৩ (নামধাতু) ইঙ্গিত করিয়া

ইক্ষু শাল ৮৮ আখের গুড় তৈয়ারীর গ্রামীণ কারখানা

উঘট ২৩১/৭ মৃদঙ্গ বাদ্যের তাল বি.

উঘারই ১৫৭/২৪ অনাবৃত করিয়া, উদ্ঘাটিত

উচার ৩৩৬/৪ উচ্চারণ করা

উন ১৩/১২, ২৭০/১৫ কম

উপচক্ক ২০/৭ আতঙ্কিত, উচ্চকিত ভাব

উবল ৪৫/১২ অদৃশ্য হওয়া, তিরোহিত হওয়া

উমগয় ২৯৫/৭ হর্ষাতিশয্য, পক্ষপুটের আবরণ হেতু তাপ

উমত ১২১/১৫ উন্মত্ত, আত্মহারা, বিহ্বলা

উমতই ১০০/১৮ উচ্ছলিত হয়

উরজ ৩৪০/৪

উরে ৪৬৫/২২ পরিধান করিয়া

উরুল ২৬৫/২ উরু, উত্তম সুন্দর কান্ত

উলজানি ৫৮/৯ সরল, কপটতার আবরণহীন

উলটি কমল ২৫৭/৫ যোগতন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ

উশপথ ২৯১/১৬ শপথ

উষিত ৪৩৩/২০ উষর, দগ্ধ

উসআস ৩২/১৬ উচ্ছ্বাস, উৎকণ্ঠা

উৎজুগ ৪৩৩/১৯ উদ্যোগ

একশরিয়া ১০৯/১৪ একেশ্বরী, একাকিনী

একেশ্বরে ৩৪৫/১২ একা

এলএ ১৫১/৫ এলো, আলুলায়িত

ঋখি ১৪০/১০ হৃষ্ট

ওর ১৪০/১০ অবধি, শেষ

ওরু-রাগ নাম

ঔসুধি ১৬/১৮ ঔষধ

ককৃখটী ২৩৭/১৪<কক্ষ, কাষ্ঠবৎ শুষ্ক

কখড়া ৩০২ রাগ-নাম

কণ্ডল ৪১২/৩ কমল

কঙ্কাতি ৪৫৩/১৮ চিরুণী, কাঁকই

কঞ্চুক ১৩৪/২০ বর্ম, কাঁচুলি

কণয়া ২১/৮ কণক, স্বর্ণ
কর্থালি ৪৫৩ রাগ-নাম
কদন ১৪/১ যুদ্ধ, তাপ
কটোরহি ১৫৯/১৭, কোটোয়া ৩০/২০
খুরো লাগানো বাটি
কন্দর ৪০২/৩ -রে ৩৭৩/১০ কাঁদর, গহ্বর
কন্ধক ২৭০/২ পুষ্পশীর্ষ
করজ মিদং ১৬৩/১৩ করজ [পত্রম্] ইদং
কর্ণা ২৭০/১৫ ত্রিকোণ ক্ষেত্র
কলপ ১০৯/১৭ <কল্প =যুগ
কলপম রাতি ২২৩/১০ মধুর রাত্রি
কলোক্তি ২০৩/৮ ছলবচন
কশিতা ৩৪০/৩ অাঁকশি
কাঙ্কিত ৯৯/২১ অঙ্কিত, সজ্জিত
কাঁতরি ৮৮/২৫ ইক্ষু পেষাইএর যন্ত্রাংশ বি.
কাতা ১৯১/১৮ কর্তা, স্রষ্টা
কামকপাট ৩৬৪/৯ কামক পাট (তু. সমাধি কপাট মীননাথ)
কামন ১০৮/১৫=কামনা, কেমন
কামার্ক ৩৪০/২৩ দৃপ্তকামা
কানড় কুন্দক ৪৪৪/৮ কর্ণাটী শৈলীতে রচিত খোপায় ব্যবহৃত কুন্দফুল
কাপর ২১৭/৮ ঝাঁঝ, যান্ত্রিক পীড়া বি.
কাড়া ১৩৮/৩ আকর্ষণ করা
কাহ্নু ২০৯/৯<কৃষ্ণ
ক্যাক ৩৯০/১১ কাহাকে। বীরভূমের কথ্যভাষা।
কুম্ভহারী ২৩২/২৩ পক্ষী বি.
কুপল ৪৫০/৩ কুপিত হইল
কুবলয় ২০/২৩ নীলপদ্ম
কুহকে ৩৯/২ ইন্দ্রজালে
কেতুকেতন ৩৮৯/৬ মীনকেতুর পতাকা
কোক ২৬৬/৩ চক্রবাক, চখা
কোঙলা ২৬০/১০ কমলা (লেবু)
ক্রমবন্ধ ৪৭২/৫ রাসনৃত্যের বিশেষ পদ্ধতিক্রম
খত ১৬৩/২ (আ.) চুক্তিপত্র
খন্তিকা ১৬৭/১১ খনিত্র, খন্তা
খরসাঁন ১০৯/১১ শানিত, তীক্ষ্ণ
খলই ১৪/২১ স্খলিত
খোলমঙ্গল ১/১৮ কীর্তনের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচার বি.
গতাবিত ৯৮/১০ গমনাগমন
গন্ধর্বপাবনী ১৬৮/১৮ গন্ধর্বভুক্তা স্ত্রী.
গব্বই ২০১/১৫ স্নেহশীতল
গহর ৩০৯/১০ গহ্বর
গাছ ৮৮/২৫ (ইক্ষু পেষাই) যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ
গাসী ৩২৩/৪ অন্নকবলীতা
গাহকি ১৬৭/৩ গ্রাহকী
গীর ৪৫/২ ক্ষরিত বা গলিত হওয়া
গুজা ৮০/১৯ গজা (মিষ্টান্ন বি.)
গুটি ২০৭/৮ ঘুঁটি
গুমান ৩২৬/৫ (ফা. গু্মান) গর্ব, অহংকার
গুরি ২৯/১০ গৌরী, স্বর্ণকান্তি
গেড়ুয়া ৩০/৩, গেন্দু ২৮৮/৮ গেন্দুয়া পুষ্পস্তবক
গোকুলমঙ্গল ১২/১৫ গোকুল বা গোকাল ব্রজের গান।
গোরখ ১৫৯/৭ গোর্খ [নাথ], গোরক্ষক

তল্প ১০৯/১৭. ৪৪৪/৪<তল্প, শয্যা বিছানাপত্রাদি

তলপিত ১১০/৮ হিল্লোলিত, ব্যাকুলিত

তল্পোপরি ৩৪০/৫ বিছানার উপর

তাণ্ডবি ৩৬৩/৬ সবিলাস সঞ্চারিনী নর্তকী

তামরস ৩৮৪/১৩ রক্তপদ্ম

তির্যক জাতি ৭২/১৮ মনুষ্যেতর প্রাণী

তিরজক ৩৬০/১৮ তির্যক, বাঁকা

তিরতফল ২৪০/১৪ তীর্থফল

তুহিণ ১০৩/১৮ শীতল, তুষার

তূর্ণ ১৭০/৯ শীঘ্র, ত্বরিত

তোর্গাতিক ৩০৮/৬ বাদ্য বি.

ত্রিপথগা ২১৪/৯ গঙ্গা

থরকয়ে—দোলায়িত, কম্পিতভাবে

থানা ৫৫/১১ আস্তানা, বসতি, আড্ডা

থোরি ৪১/১২ (হি.) অল্প

দত ৩৯০/১৬ দোয়াত

দস্তস্যালী ২০১/১৫ দীনতাবোধ

দড়াই ১৫৮/১৬ দৃঢ়

দপিদার ২৩১/১০ সমুজ্জ্বল

দাবলি ২৭৩/১৯ চাপিয়া ধরিয়া

দিবরেফচিত ১১০/১৬=দ্বিরেফোচিত, ভ্রমরের মতো

দ্বিপিগণ ৬৫/১২ ব্যাঘ্রসকল

দীপধর চন্দ ২২৩/৮ উদ্দীপ্ত চাঁদে

দুন্দুব ২০/৬ দ্রুতলয়ে

দুবরি ৭৫/১৫ দুর্বল

দুরভাগ ১৫৩/১২ দুর্ভাগ্য

দুলুহ ১৪২/৯ দুর্লভ

দুসুতি ৫৭/২০ দ্বিসূত্র

দেবদেয়াসিনি ৫২/৯ দেবসেবিকা

দেহলি ১০৬/২ দেউড়ি, দাওয়া

ধনু অঙ্ক ২১৯/২০ ধনু আকৃতি ভূমিখণ্ড

ধসে ৩৩৮/১৪ জর্জর হয়

ধ্রিঝায়ত ২৮৩/৯=ঋঝায়ত, আনন্দিত হইয়া

ধীরজ ২৮/২৪ ধৈর্য্য

ধ্রঝি ২৮৩/৯=ঋঝি, আনন্দিত

ধ্রুবশ্রুতি ২১৭/১৫ ধুয়া

নটন ১/১ নৃত্য, অভিনয়

নবগ্রহ ৪৬/১৫ চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল. বুধ, বৃহস্পতি শুক্র. শনি, রাহু ও কেতু

নবঘনে ১৫০/১০ নূতন মেঘে

নর্ভিক ৪০৬/২০<নৈষ্ঠিক=নিত্য যাহা ঘটে

নবাম্বুদ ২/১০ নূতন মেঘ

নবাভ্র ৩৪১/৫ নূতন মেঘ

নষ্টিক ১৩৮/১ [ব্রত] নিষ্ঠাযুক্ত

নয়নস্ফন্দ ৭/৮ নয়নস্পন্দন

নলপিত ২৯১/১ বিদ্যুৎ চমক

নিঙর ১৫৯/৪. নিয়ড় ১৫৯/১৫, ২৭/১৯ নিকট

নিদান ২৬/৭ শেষ অবস্থা, অন্তিমদশা

নিন্দাবেশ ১৪৮/১৯ নিদ্রাবেশ

নিমোর ৪৫৮/১২ মুড়িয়া

নীলমকা সরে ৮৯/২৪ নীলাভ জলের সরোবরে

নূনা ৩৪/২৫ ন্যূনা, তনিমা

পঞ্চগব্য ২৭৪/২১ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র, গোময়

পদস্কন্দ ৮৮/২১ পদস্পন্দন

পম্নো ২৪৫/২০ পান

পদাউধ ২৫৭/১৬ মোরগ

পরপন্থ ৯৭/১৯ দ্রুত ভিন্ন পথ (চলার) অভ্যাস

পরথার ১০৬/১৯ প্রার্থনা

পরিজঙ্ক ২০/, পরজঙ্ক ১০৭/ পর্যঙ্ক, খাট

পরতন্ত্র ১০৫/ অপরের অধীন

পরসীংসহ ১০৬/১৭ প্রশংসার যোগ্য

পরাজয়সি ১২৪/১০ পরাজয় হওয়া

পরিবাদসি ১২৩/২৩ নিন্দাকরা

পাউখ ৩৯১/১২, পাউস ৬৭/৩ বর্ষাকাল <প্রাবৃষ

পাটি ২০৭/৮ পাশা খেলার পাটী ' Chess-Board

পাল্লক ১৭।৩ ত্রাতা, রক্ষক

পাষণ্ডি ১১৬/১৬ অধর্মী

পাহুর্ক ১৮৩/৯ বর্ষাকালের

পাহুন ৩৯১/৬, প্রবাসী

পুটপাক ৪২৬/২১ ঔষধাদির সন্তাপন

পুর ১৩৮/১৪ কর্পূর

প্রীতিবন্ধ ৪/২০ প্রীতি প্রকাশক শৈলীর বন্ধ বি.

প্রীত্যক্ষর ৪/২০ প্রীতি প্রকাশক অক্ষর বা শব্দ

পৈড়ক ১৩৮/১৪ ডাব, নারিকেল

প্রস্ফুরিক্কি ২৯৬/৪ স্ফুরিত

প্রাণবাটী ৫৬/৬ প্রাণের আধার স্বরূপ

প্রাণসন্তাপি ২০/১৯ প্রাণনাশকারী

প্রেষ্ঠ ৩৪০/১১ প্রেয়তম

ফটকল ১৩৭/১০ ফসকাইয়া যাওয়া

ফটকি ১৩৭/৮ ফসকাইয়া

বওরি ১৭/২২ বধু, স্ত্রী<বধূটীক

বঙ্কনি বঙ্কউ ১৬০/৩ বাঁক, অলঙ্কার বি

বজরবিলাস ৪০৫/৪ বজ্রবিলাস, কুলিশকর্কশ

বটু. ২০৮/১ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ যুবক

বটতা ২৯৮/৪ উপস্থিত থাকিয়া

বনপ্রিয় ২৩৬/১৮ কোকিল

বমসি ১৮৫/৩ বংশী, উদগীরণ করা

বরাঠ ৩০৭/৭ নগণ্ড

বড়ি ৩২৪/৭ বড়, শ্রেষ্ঠ

বড়ুয়ার ২৫৭/২২ বড়ু, কিরাত বা বৌদ্ধ পদবী বি. বড় মানুষের

বড়ুভাব ১১০/১৩ ব্রহ্মচারীভাব

বলনী ১২৩/২ গঠন আকৃতি

বাউরি ১৮/৫, ১৮৪/১০, ৩৪৪/২, ৪

বাউর ১৪২/৬ বৈরাগিনী, উন্মাদিনী

বাউল ৪২৮/৭<বাতুল, বৈরাগী

বারুণ ৪০৭/২১ জল, জলে অবগাহন-পূর্বকস্নান।

বারুণাক্ষা ৪৭০/৪ বৈদিক দেবতা বরুণ নামধেয়।

বারুণী ৪৭০/১০ মদ্য

বাসাঘর ৩৫৭/৪ বাসগৃহ

বাসুলী ১৭২/১ শক্তিদেবীর নাম, কিরাত জাতির অভিধা বি.

বাঢ় ৩৯৭/৬ বৃদ্ধি, বাড়াবাড়ি

বাহুড়য়ে ৪০৭/১<ব্যাঘুটক, প্রত্যাবর্তন

ব্যাজ ১৪৫/৪, বেয়াজ ৬/২৩ বিলম্ব, ছল

ব্যালব ২২১/৬ সর্প

বিঘাতন ৫০৭/৬ বিনাশ

বিটঙ্ক ৩৬৪/১০ সুন্দর, অলঙ্কৃত

বিতঙ্ক ৪০৪/২০ বিটঙ্ক অঙ্গে

বিধুন্তুদ ৯০/১০ রাহু

বিভঙ্গ ১৬৬/৪ ভঙ্গি

বিমর ২২৬/৪ প্রফুল্ল, অম্লান

বিলম্বাইত ১১৮/১ বিলম্ব করে

বিলম্ব্যাহ ৩৩৬/১৭ বিলম্ব কর

বিগশঙ্কা ৪১৭/১৩ শঙ্কাহীন, নির্ভীক
বিসূচীয়ে ৪২৭/৪ বিসূচিকা ব্যাধি
বিসোআসব ৩৯/৭ বিশ্বাস করিব
বিয়োগী ১৯১/৩ সন্ন্যাসী, ত্যাগী
বীরবাণা ৫৫/১০ রণপতাকা, বীরের পতাকা
বৃকোই ২০৫/১৭ কোক, ব্যাঘ্রজাতীয় শ্বাপদ
বৃণ ২০৭/১৩ ছিন্ন
বেনার জড় ১৬৯/৯ বেনারমূল, খস
বেসর ২১/১১ নাকের অর্ধচন্দ্রাকার গহনা
বি
বেসালি ২১৩/২৩ পো. <বেসারিও, মৃৎপাত্র
বেহুলাবন ৩৪৮/১৯ বৃন্দাবনের বনস্থলী বি.
ভসম ১৪/১ ভস্ম.
ভাঁসপেড়ি ১৭৫/৩ রাগ-নাম
ভৈ ন্নান ১৭৬/১২ ভিন্ন কয়
ভ্যাটীলি মঙ্গল ৩২৫/৮ রাগ-নাম
মউলির ঝুটী ৯৯/২৫ ময়ূর [পুচ্ছ শোভিত]
খোঁপা
মকরন্দ ৪০৯/৪ মধু
মদুয়া ৯৩/১৪ মদ্যপ
মনিমন্ত ৪২/৬, মনিমন্ত্র ১২৮/২০ সর্পশিরস্থ
মণিবৎ উজ্জ্বল পদার্থ বি.
মরুতি ৫৬/২ মরুৎ
মল্লক ভোড়ল ৩০/৫ বাঁকমল
মাঠনি ২১২/১৯ সূক্ষ্ম কারুকার্যযুক্ত
মালসাট ৪৫৩/৩ মল্লাস্ফোট, মল্লক্রীড়ার
সময় তালঠোকা
মিত্রিরজা ৩৮২/১২ সৌর
মুথা শিকড় ১৬৯/৮ মুথাঘাসের শিকড়
মুন্সি ৮৬/৯ (আ.) কেরানী, লেখক, হিসাব
রক্ষক

মুড়াই ৩/৪ পা মোড়া দিয়া, ফিরিয়া তাকানো
মৃগমদ ৫১/১২ কস্তুরি রস রচিত প্রসাধন
দ্রব্য বি.
মেলান ২৯/১১ ম্লান
যুগবাতি ৩৫৯/২০ যুগ্মপ্রদীপ, জাগ-প্রদীপ
যমুনাম্মানে ২৩১/২ প্রবাহিতা যমুনা,
বৃন্দাবনের মতো
রটংছি ২৫৩/১১ বাদ্যরত
রতিজয়লেখ ৩১০/২২ রতিযুদ্ধের জয়পত্র
রসপূক ৮০/২০ রসাল মিষ্টান্ন বি.
রাগ ফাঁকী ৩২৮/ রাগ নাম
রিঝি ৪৬২/৩ হৃষ্ট করা
লটন ঘটন ৩৩১/৫ নটন, নৃত্য। অ. লটঘট
লতুন ৩৩১/৮=নূতন
লব লব ৩৩১/৪=নব নব
ললিনী ৩৩১/৭=নলিনী
লা ৪৪১/১১ নৌকা
লাগর ৩৩১/৩=নাগর
লালিস ৭২/২=নালিশ
লিদারুণ ৩৩১/৩=নিদারুণ
লুলিত ৯৯/১৯ আকুলিত, বিচলিত, আসন্ন
লোকাজীবা ৯৩/১৬ লোকনাথ ও
শ্রীজীবগোস্বামী
শলভ ১৯৭/১৬ পতঙ্গ, পঙ্গপাল
শাওলি ৪৩/৯=শ্যামলী
শাখাগুরু ৫৩/২ সম্প্রদায় ও পুরুষানুক্রম-
গত গুরু
শিখরিনী ৮০/১৯ দধি শর্করা যোগে প্রস্তুত
পাণীয় বি. রসালা
শ্রীবুক ২৯৭/৯=চিবুক